কুরআন ও হাদীসের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভাশয় ভাড়া খাটানো

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
ডাঃ সারওয়াত জাবীন

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভাশয় ভাড়া খাটানো

(Family Planning, Abortion, Stelarisation and Surrogeey in the light of the Quran and Hadith)

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

ডাঃ সারওয়াত জাবীন,

সহযোগী অধ্যাপক

আই, সি, এইচ-বি, ঢাকা এবং প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান

কমিউনিটি মেডিসিন, নাইটিংগেল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

এম বি বি এস (ঢাকা), এফ সি পি এস (পার্ট-১ জেনারেল সার্জারী), এফ এম ডি (ইউ এস টি সি), এফ সি জি পি (বিডি),

এম পি এইচ (আর সি এইচ, ঢাকা), এ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা ইন আল্ট্রাসনোগ্রাফী (কানাডা), ডিপ্লোমা ইন হেল্‌থ ইকোনোমিকস্‌ (ঢাবি)

এম পি এইচ (এপিডেমিওলজী, ইউ, এস, এ)

পরিবেশনায় ঃ

আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
ডাঃ সারওয়াত জাবীন
বাড়ী নং-৩৪, সেক্টর-৩, রোড নং-১
জসিম উদ্দিন এ্যাভিনিউ
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

পরিবেশনায় ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

১ম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪৩৩
জ্যৈষ্ঠ	১৪১৮
মে	২০১১

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURAN O HADICHER ALOKE JANMONEONTORON, GORBAPAT. BANDATOKORON O GORBASOY VARA KHATANO by Prof. Md. Abdul Hoque and Dr. Sarwat Jabeen.

Price : Taka 200.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মমতার বন্ধনে পরম শ্রদ্ধেয়া মা

ও

পরম শ্রদ্ধেয় বাবাকে

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আল্লাহ! তাঁদের প্রতি রহম করুন যেমন করে তাঁরা স্নেহ বাৎসল্য সহকারে বাল্যকালে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪

—প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক

www.pathagar.com

আমাদের কথা

আমরা ২০০২ইং সালে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের জন্য পবিত্র মক্কা মোয়াযযেমা গিয়েছিলাম সে সময় বায়তুল্লাহ থেকে বের হয়েই মক্কা টাওয়ারের নিচ তলায় একটা কিতাব ঘরে কিছু পুস্তক ক্রয় করার নিমিত্তে যাই এবং সেখান থেকে জনাব আবুল ফজল মহসীন ইবরাহীমের লিখিত "Abortion, Birth Control and Surrogate Parenting" An Islamic Perspective-এর উপর বইখানা ক্রয় করি এবং দেশে এসে A. R. Omran এর "Family Planning in the Legacy of Islam" সংগ্রহ করে পুস্তক দুটোর ধারাবাহিকতা ও Islamic Website থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এবং অন্যান্য ইসলামী পুস্তকাদীর সহায়তার "কুরআন ও হাদীসের আলোকে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভাশয় ভাড়া খাটানো"র ওপর পুস্তক লেখা আরম্ভ করি। পুস্তকটি লেখার সময় হযরত আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর "Birth Control Management" আবদুল খালেক অনুবাদিত "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের "যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ" পুস্তক দুটি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়। কুরআন ও হাদীসসমূহের আলোকে পুস্তকটি লেখা শেষ করি। আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকের কাছে সমাদৃত হলেই কেবল আল্লাহ্ পাকের দরবারে শুকরিয়া জানাবো। পুস্তকটি লেখায় যারা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক
ও
ডাঃ সারওয়াত জাবীন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ-১৯

১. সূচনা ১৯
২. পরিবার গঠন ২৬
৩. আইনগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ৩০
৪. বর্তমান বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি ৩২
৫. আল তাওয়াক্কুল ৩৩
৬. বন্ধ্যাত্বকরণ ৩৫
৭. গর্ভপাত ৩৭
৮. শেখ জাদেল হক, প্রধান ইমাম
আল আজহার-এর জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওপর ফতোয়া ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মানব সৃষ্টি-৪৫

১. মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ৪৫
২. সোমাসাইটস গঠন ৪৬
৩. কনট্রাসেপশন এবং বিভিন্ন দেশের অবস্থা ৪৯
৪. অদৃষ্টবাদ ৫৬

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামে পরিবার গঠন ও বিবাহ-৫৭

১. ইসলামে পরিবার ও বিবাহ ৫৭
২. স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য ৫৮
৩. ইসলামে বিবাহ বন্ধন ৫৯
৪. আইনগত অক্ষমতা ৬১
৫. বিবাহ একটা বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠান ৬৩
৬. বিবাহ বন্ধন একটা গুরু দায়িত্ব ৬৫
৭. বিবাহের বয়স ৬৬
৮. বহু বিবাহ ৬৮
৯. স্ত্রী স্বামীকে বহু বিবাহে অনুমতি না দিতে পারেন ৭০
১০. পরিবারকে সুসংহত করার নীতিমালা এবং বিবাহ বন্ধন ৭১
প্রথমতঃ জেনিটিক ধারণা ও পর্যালোচনা ৭১
দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক বিচার ৭২
তৃতীয়তঃ সামাজিক অবস্থা ৭৩
চতুর্থতঃ বিবাহের যোগ্যতা ৭৪
পঞ্চমতঃ গর্ভধারণ পরিকল্পনা ৭৪

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাতাপিতা ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য-৭৭

১. সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য ৭৭
২. ইসলামে পিতামাতার অধিকার ৭৭
৩. ইসলামে সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব ৮০
৪. মুসলিম সমাজে সন্তানের কদর ৮১
৫. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ৮১
৬. সামাজিক মূল্যবোধ ৮২
৭. শিশু সন্তানের জীবনধারণের মূল্যবোধ ৮২
৮. ইসলামে সন্তানের অধিকার ও পিতামাতার কর্তব্য ৮৩
এক ঃ সন্তানের জন্মের বিশুদ্ধতার অধিকার ৮৩
দুই ঃ জীবনধারণ বা বাঁচার অধিকার ৮৪
তিন ঃ বৈধ ও ভাল নামের অধিকার ৮৫
চার ঃ মায়ের স্তন্যপান, খাবার, বাসস্থান, ভরণপোষণ,
স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবার অধিকার ৮৬
পাঁচ ঃ স্বতন্ত্রভাবে ঘুমাবার জন্য ভিন্ন বিছানার অধিকার ৮৭
ছয় ঃ ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করার অধিকার ৮৭
সাত ঃ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও লালন-পালনের অধিকার ৮৭
আট ঃ শিক্ষাদিক্ষা, খেলাধূলা, ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়া
এবং নিজকে গণতান্ত্রিক ধারায় বাঁচার অধিকার দেয়া ৮৯
নয় ঃ লিঙ্গ বিশেষ পার্থক্য না করে পক্ষপাত শূন্য
(সমান) ব্যবহার পাবার অধিকার ৮৯
দশ ঃ সন্তানদের জন্য যা ব্যয় হবে তার বৈধ উৎস হওয়া বিধেয় ৯০
৯. পরিবারের গুরু দায়িত্ব ৯০
১০. পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ৯২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলামে নারীর অবস্থান-৯৩

১. ইসলামে নারীর অবস্থান ৯৩
২. নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়ত করা ৯৫
৩. হযরত মূসা আ. ৯৮
৪. হযরত মরিয়ম ও ঈসা আ. ৯৮
৫. হযরত মুহাম্মদ স. ৯৯
৬. সমতার ব্যাপারে মতামত ১০০
ক. স্বামী স্ত্রীর সমতা জ্ঞান ১০০
খ. ধর্ম পালনেও সমান অধিকার ১০০
গ. ইসলামী বিপ্লবে (Revolution) নারীর অংশগ্রহণ ১০১

www.pathagar.com

ঘ. শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা ১০৩
ঙ. জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সমতা ১০৪
চ. কন্যা হিসেবে সুবিচার পাওয়া ১০৬
ছ. সমতার ভিত্তিতে বিবাহযোগ্য পার্টনার নির্বাচন ১০৭
৭. সাধারণ জীবনে নারীর অধিকার ১০৯
৮. পুরুষের ওপর নারীর বিশেষ অধিকার ১০৯
৯. নারীর ওপর পুরুষের বিশেষ অধিকার ১০৯
১০. উত্তরাধিকার আইন ও নারীর সামাজিক মর্যাদা ১১০
১১. স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্বামীর অংশ ১১২
১২. মহিলাদের সাক্ষ্য ১১৪
১৩. নারীর কথা বলার অধিকার ১১৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইসলামের মূল বিধান-১১৮

১. ইসলামের মূল বিধান ১১৮
২. ইসলাম সংযমের ধর্ম ১১৯
৩. ধর্মই নিজ গুণে গুণান্বিত ১২০
৪. ধর্ম সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রক ১২১
৫. ধর্মই চিরন্তন ১২২
৬. জনসংখ্যার পরিবর্তন ১২২

সপ্তম অধ্যায় ঃ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণ-১২৫

১. ইসলামী আইনশাস্ত্র ১২৫
২. ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূল উৎস ১২৬
৩. গ্রুপ-১ ঃ কুরআন ও সুন্নাহ ১২৭
৪. গ্রুপ-২ ঃ আইনের পরিপূরক সূত্র ঃ মতৈক্য ও সদৃশ বিষয় ১২৯
৫. গ্রুপ-৩ ঃ অতিরিক্ত উৎস ১৩০
ক. ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামতের উপর গুরুত্ব (ইসতিহসান) ১৩০
খ. জনসাধারণের উন্নতি-সমৃদ্ধি (আল মাসলিহ আল মুরসালা) ১৩০
গ. আনুসঙ্গিক নিয়ম-পদ্ধতি (ইসতিসহাব) ১৩০
ঘ. সাদ আল দারারই (পথ অবরুদ্ধ) ১৩০
ঙ. উর্ফ প্রচলিত রীতিনীতি ১৩০
৬. গ্রুপ-৪ ঃ সুস্পষ্ট নীতি ১৩১
ক. জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ ১৩১
খ. ইসলামী আইনে গ্রহণযোগ্যতা ১৩২

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায় ঃ কুরআন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ-১৩৬

১. জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষ দলের মতামত ১৩৭
২. নিয়তি (ভাগ্য), রিযিক এবং আল্লাহ্র প্রতি আস্থা (তাওয়াক্কুল) ১৩৯
৩. সন্তান জন্মদান ও সন্তানের মর্যাদা ১৪৩
৪. বিবাহ্ ও সন্তান জন্মদান ১৪৫
৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষদলের প্রামাণিক তথ্য ১৪৭
৬. বহু সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন (কাতরাহ্) ১৪৯
ক. বহু সন্তান থাকার পক্ষে মতামত ১৫০
খ. সন্তান জন্মদান ১৫১
গ. সুন্নাহ্ জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে ১৫২
ঘ. উর্বর মহিলাকে বিবাহে অগ্রাধিকার ১৫৩
ঙ. স্ত্রীগণ স্বামীর শস্যক্ষেত্র ১৫৩
চ. বহু সন্তান-সন্ততি জাতির শক্তি ও উন্নতির চাবিকাঠি ১৫৪
ছ. জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্র ১৫৫
জ. এমন সময় আসবে যখন বিশ্বে মুসলমানগণ
সংখ্যাগুরু হয়ে পড়বে ১৫৫
ঝ. ওয়াদ ও রিযিকের প্রশ্ন ১৫৫
ঞ. সমন্বয় সাধন করা ১৫৬
ট. জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষ সমর্থকদের ব্যাখ্যা ১৫৬

নবম অধ্যায় ঃ আযল সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীস-১৬২

১. আযল ১৬২
ক. আযল সমন্ধে গোত্রীয় সাথীদের অভিজ্ঞতা ১৬২
খ. রাসূল স.-এর মৌন সম্মতি ১৬৩
গ. স্ত্রীগণ পুরুষের শস্যক্ষেত্র ১৬৪
ঘ. স্ত্রীদের সম্মতিতে আযল করা যায় ১৬৫
ঙ. বিভিন্ন অর্থে আযলের বিশ্লেষণ ১৬৫
চ. গীলা এবং আযল ১৬৭
ছ. আযল করা পরোক্ষভাবে গুপ্ত শিশু হত্যা ১৬৮
জ. আযল একটা গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যাকে অস্বীকার করা ১৬৮
২. হাদীসগুলোর মূল্যায়ন ১৭১
ক. আবু জাফর আল তাহওয়াই ১৭১
খ. ইমাম আল গাজ্জালী ১৭২
গ. ইবনুল কাইয়ুম ১৭২

www.pathagar.com

ঘ. ইবনে হাযর আল আসকালানী ১৭৩
৩. যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে
আযলের বিরুদ্ধে আলোচনা ১৭৩
৪. আযল করা নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা প্রসঙ্গে ১৭৫
ক. ইমাম আল গাজ্জালী ১৭৬
খ. আল নাওয়াই ১৭৭
গ. ইবনুল কাইয়ুম ১৭৭
ঘ. আল ইরাকী ১৭৭
ঙ. আল বাইহাকী ১৭৭
চ. ইবনে হাযর ১৭৮
ছ. আল আইনী ১৭৮
জ. আল ইবনুল হুমাম ১৭৮
ঝ. আল সাওকানী ১৭৯
ঞ. আল বুয়ুতী ১৭৯
৫. যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর আল বুয়ুতীর মন্তব্য ১৮০

দশম অধ্যায় ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্কুলের মতামত-১৮২

১. হানাফী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স ১৮২
২. মালিকী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স ১৮৪
৩. শাফিয়ী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স ১৮৯
৪. হাম্বলী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স ১৯৩
৫. যায়েদী স্কুল (শিয়া) ১৯৬
৬. ইমামী স্কুল (শিয়া) ১৯৬
৭. ইসমাঈলী স্কুল (শিয়া) ১৯৭
৮ জাহেরী স্কুল ১৯৮
৯. ইবিদী স্কুল (খারিজী) ১৯৮

একাদশ অধ্যায় ঃ ইসলামী শাস্ত্রমতে জন্মনিয়ন্ত্রণ-১৯৯

১. ইসলামী আইন শাস্ত্রের মতে গর্ভ নিরোধের যথার্থতা বিচার ১৯৯
২. খ্যাতনামা তত্ত্বোপদেষ্টাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ১৯৯
৩. ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের গ্রহণীয় ১৯৯
৪. ইবনে হাযর তিনটা কারণ নির্দিষ্ট করেছেন ২০০
৫. আর্থিক জাস্টিফিকেশনের ব্যাখ্যা ২০২
৬. স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা ২০৪

www.pathagar.com

৭. মুসলিম ডাক্তারদের কন্ট্রাশেপসন ব্যবহারে মতামত ২০৫
৮. বর্তমান অবস্থায় ঔষধের ব্যবহার ২০৬
৯. গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যহানীর কারণসমূহ ২০৬
১০. মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ ২০৬
১১. কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা ২০৭

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ বন্ধ্যাত্ব-২০৮

১. চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব করণ ২০৮
২. বিশেষজ্ঞদের মতামত ২০৯
৩. বন্ধ্যাত্ব নিরসনে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ২০৯
৪. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির অনেক ধরন (ফর্ম) হতে পারে ২০৯
৫. সারোগেট মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব (Sarrogate Parenting) ২১১
৬. চুক্তির বৈধতা (Legality of the contract) ২১২
৭. সন্তানের বংশ পরিচয় (Parenting Nasab) ২১২
৮. Artificial Insemination (AL) and Masturbation. ২১৪
৯. Sperm Donors ২১৭
১০. In Vitro Fertilisation (IVF) ২১৯
১১. Egg Transfer, Artificial Embroyonation and Embryo Adoption. ২২২
১২. Ectogenesis and coloning ২২৩
১৩. Surrogate Parenting ২২৪
A. The Legality of the contract ২২৫
B. The qustion of parenting (Nasab) ২২৫
১৪. বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের বৈধতা ২২৭
১৫. চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ প্রশ্নে ২২৮

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ গর্ভপাত-২৩২

১. গর্ভপাতের বিষয় ২৩২
২. বিভিন্ন লিগ্যাল স্কুলের মতামত ২৩২
ক. হানাফী স্কুল ২৩২
খ. মালিকী স্কুল ২৩৩
গ. শাফিয়ী স্কুল ২৩৩
ঘ. হাম্বলী স্কুল ২৩৩
ঙ. যায়েদী স্কুল ২৩৩

www.pathagar.com

চ. ইমামী শিয়া স্কুল ২৩৩
ছ. যাহেরী স্কুল ২৩৩
জ. ইবিদী স্কুল ২৩৩
৩. বৈধ গর্ভধারণকে নষ্ট করে দেয়া ২৩৪
৪. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার পরও যদি সন্তান গর্ভে আসে তাওকি প্রত্যাখ্যান করা যাবে ২৩৬
১৩. আযল করার পরও যদি স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান আসে তার সে সন্তান কি গ্রহণ করা যাবে ২৩৭

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ-২৩৯

১. শেখ আবু যাহরা ২৪১
২. জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.-এর অভিমত ২৪২
৩. শেখ আহমদ শানুন সারাবাসী ২৭২
৪. ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর মুসলিম তত্ত্বোপদেষ্টাদের পুস্তকসমূহ ২৭৩
৫. সাল্লাম মাদকুরের Islamic Look at Birth Control: A Comperative study in Islamic School (Arabic-1965) ২৭৪
৬. আল বুয়ুতির জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মতামত : Preventive and Creative Approaches (Arabic-1970) ২৭৫
৭. মানব পরিসংখ্যান ২৭৬
৮. আল নযর-এর An objective Look at the call for family planing (Arabic-1982) ২৭৭
৯. পরিবার পরিকল্পনার ওপর ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে মিশরের ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং তথ্যমন্ত্রণালয়ের অবস্থান (মিশর-১৯৯০) ২৭৮
১০. ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর কনফারেন্স ২৭৯
১১. ফতোয়া কমিটি এবং কাউন্সিল ২৭৯
১২. দি একাডেমী অব ইসলামী রিসার্চ (উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কাউন্সিল) ২৮০
১৩. সৌদি আরবের মক্কাতে প্রতিষ্ঠিত "দি কাউন্সিল অব ইসলামী ফিকাহ" ২৮১
১৪. দি রাবাত কনফারেন্স ২৮১
১৫. বানজুল কনফারেন্স (সাব সাহারান) ২৮২
১৬. ডাকার সেমিনার ২৮৩

www.pathagar.com

১৭. আঁচ কংগ্রেসের ঘোষণা ২৮৫
১৮. মুগাদেসু কনফারেন্স ২৮৮

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ বিংশ শতাব্দীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ইসলামী জুরিষ্টদের ফতোয়া-২৯০

১. বিশ শতকের জুরিষ্টদের মতামত ও ফতোয়া ২৯০
ক. শেখ আবদেল মজিদ সালেম (মিশর ১৯৩৭) ২৯০
খ. আল আজাহারের ফতোয়া কমিটির ফতোয়া (১৯৫৫) ২৯১
গ. শেখ মাহমুদ সালাতুত (আল আজাহার-১৯৫৯) ২৯১
ঘ. তুয়ান হাজী আলী এম এস সালেহ (সিঙ্গাপুর-১৯৫৫) ২৯৯
ঙ. ধর্মীয় ব্যাপারে এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের
ফতোয়া (তুরস্ক-১৯৬০) ২৯২
চ. শেখ হাসান মামুন (আল আজাহার-১৯৬৪) ২৯২
ছ. শেখ আবদুল্লাহ আল কালকিলীর ফতোয়া (জর্দান-১৯৬৪) ২৯২
জ. আয়াতুল্লাহ বাহাউদ্দিন মহাল্লাতির ফতোয়া ২৯২
ঝ. হাজী আবদেল জলিল হাসান (মালয়েশিয়া-১৯৬৪) ২৯৩
ঞ. আল সাঈদ আলী যাওয়ারী (মালয়েশিয়া) ২৯৩
ট. ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের হাইকোর্টের আপিল বিভাগের
সভাপতির ফতোয়া (ইয়েমেল-১৯৬৮) ২৯৩
ঠ. শেখ জাদেল হক (আল আজাহার-১৯৭৯, ১৯৮০) ২৯৩
ড. শেখ সারওয়ারীর মতামত (১৯৮০) ২৯৪
ঢ. শেখ তানতাওয়ীর ফতোয়া (মিশর-১৯৮৮) ২৯৪
২. ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের ফতোয়া ২৯৫
৩. সতেরো শতকে সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত (ইণ্ডিয়া) ২৯৫
৪. ভারতীয় উপমহাদেশের সমসাময়িক প্রখ্যাত আলেমদের অভিমত ২৯৬
৫. উনবিংশ শতাব্দীর আলেম ওলেমা ও
ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত ২৯৬
ক. শেখ আহমদ ইবরাহীম (মিশর-১৯৬৩)২৯৬
খ. শেখ নাদিম আল যিশর ঃ ত্রিপলীর মুফতী (লেবানন-১৯৬৪) ২৯৭
গ. শেখ সাঈদ সাবিভ (সৌদী আরব-১৯৬৮) ২৯৭
ঘ. ড. শেখ আল আহমাদী আবু নূর (আল আজাহার-১৯৭০) ২৯৮
ঙ. শেখ ইউসুফ আল কারাদওয়াই (কাতার-১৯৮০) ৩০০
চ. হাজী নাসির উদ্দিন লতিফ (ইন্দোনেশিয়া-১৯৭৪) ৩০১

www.pathagar.com

ছ. ড. হোসাইন আতাই (তুর্কী-১৯৭৪) ৩০৩
জ. ড. শেখ আবদেল আযিয আল খায়াত (জর্দান-১৯৮৫) ৩০৪
ঝ. ড. ইসমাঈল বালোগান (নাইজেরীয়া) ৩০৪
ঞ. শেখ এম আল সারকোতওয়াই এবং অন্যান্য তত্ত্বোপদেষ্টাদের যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার বর্ননা (জর্দান-১৯৬০) ৩০৫
ট. শেখ আবদেল আযিয ইসা (আল আজাহার-১৯৮৭) ৩০৫

ষোড়শ অধ্যায় ঃ কুরআন ও হাদীস অনুসারে বিশ্লেষণ-৩০৭

১. কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াত এবং হাদীসসমূহের বিশ্লেষণ ৩০৭
২. কুরআনের আয়াতগুলো বিশ্লেষণ ৩১০
৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে যে সময় স্ত্রীরা গর্ভবতী হতে পারে ৩১৩
৪. প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ৩১৬
৫. রিদম মেথড (নিরাপদ সময়) ৩১৬
ক. ক্যালেণ্ডার রিদম মেথড (ক্যালেণ্ডার চার্ট) ৩১৭
খ. উর্বরতার চার্ট (উর্বর সময় কিভাবে গণনা করা হয়) ৩১৮
গ. নিরাপদ সময়ের হিসেব কাল ৩১৮
ঘ. উপসংহার ৩১৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণ

১. সূচনা

বর্তমান পৃথিবী বহু সমস্যা সংকুল পরিস্থিতিতে আবর্তিত। তবে সকল সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জনসংখ্যা স্ফুরণ। মানুষ ভাবে পৃথিবীতে যেভাবে জনসংখ্যা স্ফুরণ হচ্ছে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এখানে থাকা খাওয়া ও বাসস্থানের অভাব হবে। কারণ মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে ফসল উৎপাদিত জমির আয়তন কমে যাচ্ছে এবং যাবে। হয়তো এক সময় খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমি পাওয়া যাবে না। তাই খাওয়া-দাওয়া ও বাসস্থানের চিন্তা করে মানুষ জনসংখ্যা হ্রাস করার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এখন প্রশ্ন হলো ঃ

মানুষ কি পৃথিবী সৃষ্টি করেছে ?
মানুষ কি জায়গা জমি সৃষ্টি করেছে ?
মানুষ কি খাবার সৃষ্টি করেছে ?

যে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন, সে মানুষতো আল্লাহর দাস, কেবল আল্লাহরই নির্দেশ পালন করে থাকবেন। আল্লাহ্ যেমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষের খাবার তিনি দান করছেন। কিভাবে মানুষ পৃথিবী নামক গ্রহে বেঁচে থাকবেন, কিভাবে চলবেন, কিভাবে আহার সংস্থান করবেন তাও আল্লাহর নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে। এখানে মানুষের কোন হাত নেই। সাধারণত মানুষ যেমন বলে থাকে, "সৃষ্টি করেছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।" কথাটা সত্য, সত্য বটে।

পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মানুষ সৃষ্টি ও তার পরিচালনার ভার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তায়ালাই মানুষকে ভাল-মন্দের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ
بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا
عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

www.pathagar.com

"তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমূদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন এ সমূদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বললো, আপনি মহান, পবিত্র আপনি, আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদেরতো কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বলেন, হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এসকল নাম বলে দিল তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সমন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৩১-৩২

যেখানে সুপ্ত ও গুপ্ত সকল কিছুর মালিক কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা, তাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা মানুষের অজ্ঞানতা বই আর কিছু নয়। মানুষের সামনে যা কিছু ঘটতে পারে বা ঘটছে তার ওপরই চিন্তা-ভাবনা থাকা ভালো। ভবিতব্য বিষয়ের ওপর মানুষের কোন হাত নেই।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

"এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজদের খাদ্য মওজুদ রাখে না ও আল্লাহই রিযিক দান করেন ওদেরকে ও তোমাদেরকে ; এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞেস কর কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্রসূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন ? ওরা অবশ্যই বলবে আল্লাহই। তা হলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয় সম্যক অবহিত।"

–সূরা আনকাবূত ঃ ৬০-৬২

এখানে যে সকল জীবজন্তু খাদ্যশস্য মজুদ রাখে না আল্লাহই তাদের খাদ্যশস্য যোগান দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি মানুষের রিযিকও দান করে থাকেন। এখন প্রশ্ন হলো এসব যিনি করে থাকেন তিনি কে ? একথায় সকলেই

www.pathagar.com

বলবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহ্ কখনো তাঁর সৃষ্টি জীবকে বুভুক্ষু রাখেন না বা রাখতে পারেন না। সকল কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আবার সেই আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করে দেন এবং যাদের জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন। রিযিক দেয়া বা না দেয়া কেবল আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। মানুষ ইচ্ছা করলে মূলত কিছু করতে পারে না; কারণ মানুষের বেঁচে থাকা বা না থাকা তাও ঐ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে কিছুই নয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র এমনকি এ মহাবিশ্ব জগত আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষ ইচ্ছা করলে এসব করতে পারে না। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط
ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَآ
اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ج وَمَآ
اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○ اَللّٰهُ
الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ط هَلْ مِنْ
شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ○ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

"ওরা কি লক্ষ করে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক প্রশস্ত করেন অথবা ইহা সীমিত করেন ? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। অতএব আত্মীয়কে দিও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। মানুষের ধন বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাকো আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাহাই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ; ওরাই সমৃদ্ধশালী। আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে

www.pathagar.com

জীবিত করবেন। মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে ; যার ফলে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।"–সূরা আর রূম ঃ ৩৭-৪১

এ আয়াতগুলোতে রিযিক বৃদ্ধি ও সীমিত করার কথা বলেছেন। আরও বলেছেন যে, দানে রিযিক কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। আবার ধন বৃদ্ধি পাবে বলে সুদের কারবার না করার জন্যও তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, এতে ধন বৃদ্ধি পায় না। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দিলে তাতে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। আর আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু সৃষ্টিকে ভালভাবে রাখার দায়িত্বও তাঁর। তাঁর সৃষ্টি যদি বুভুক্ষু থাকে তবে তাতে তাঁরই কষ্ট হয় এবং হয়ে থাকে। তবে মানুষের কর্মফলের উপর এর প্রতিফলন ঘটে থাকে। মানুষ ভাল কাজ করলে ভাল ফল পাবে এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাবে। মানুষের কর্মের উপরই তার ভাগ্য নির্ভর করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ
اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ج وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ
وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

"তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটেও যাবে না ; আল্লাহ জীব হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।"
–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

এ আয়াতে আল্লাহর প্রতিটা প্রাকৃতিক নিদর্শন তথা প্রতিটা সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও রিযিকদাতা। তিনি কাউকে সৃষ্টি করেন এবং রিযিকও দেন, তিনি অবশ্যই সবের মালিক। যেহেতু আল্লাহ মানব তথা সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা সেহেতু মানব যেন দারিদ্রের ভয়ে কখনো তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। কারণ তিনি তোমাদেরকে ও তাদেরকে অর্থাৎ সকল সৃষ্টি জীবদেরকে রিযিক দান করে থাকেন। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা

www.pathagar.com

বা ইচ্ছা না থাকলে কেউই তার খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম নয়। তাই যেহেতু রিযিকের ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে সেহেতু দারিদ্রের ভয়ে সন্তান ধারণ, নিয়ন্ত্রণ বা হত্যা করা সঙ্গত নয়। সন্তান নষ্ট করে দেয়া হত্যার শামিল। গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে হোক কোন প্রকার অশ্লীল আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সমাজব্যবস্থায় ধ্বংস নেমে আসতে পারে। যে সকল জাতি আজ সভ্য জাতি দাবী করে অথচ তারা পাপ-পঙ্কিলতার আধারে নিমজ্জিত এবং তারাই সবচেয়ে অসভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত। তাদের সমাজে অশ্লীল আচরণ খুব বেশী পরিদৃষ্ট হয়। তারা তাদের গর্ভজাত সন্তানকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না যা আজ মুসলমানদের সমাজে স্রোতের মত প্রবাহিত হচ্ছে। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির মালিক আল্লাহ তায়ালা তাই তাঁর সৃষ্টিকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবেন তা তারই একক এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا ○

"তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন, তিনি তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। ওদেরকে ও তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩০-৩২

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ভাণ্ডারের চাবি তারই হাতে (অর্থাৎ তিনিই আসমান যমীনের যাবতীয় ভাণ্ডারের অধিকারী)। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযিক বাড়িয়ে দেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনিই সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১২

যেহেতু সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার হাতে বিশ্ব-জগতের চাবি, সেহেতু তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। কাউকে বাঁচাতে পারেন আবার

www.pathagar.com

কাউকে মারতে পারেন। কাউকে ক্ষুধায় কষ্ট দিয়ে থাকেন আবার কাউকে যথেষ্ট দিয়ে থাকেন। কমানো ও বাড়ানোর অধিকার তাঁরই। তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতার ওপর কারো হাত নেই। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ٥ وَمَآ اَمْرُنَآ اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ٥

"আমি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। আমার আদেশতো একটা কথায় নিষ্পন্ন চক্ষুর পলকের মত।"

–সূরা আল কামার ঃ ৪৯-৫০

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ٥

"আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ্ করে থাকি।"–সূরা আল হিজর ঃ ২১

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ٥

"আমি তো তোমাদের উর্ধে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টির বিষয় অসতর্ক নাই।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ১৭

সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যমীনকে করেন সবুজ শস্য শ্যামল চারণ ভূমি, যা থেকে উৎপাদিত হয় শস্য ভাণ্ডার। তাই কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ٥
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ق وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ
بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ٥ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ م لَكُمْ فِيْهَا
فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ
بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ٥ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا
فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ٥

"আমিতো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টির বিষয় অসতর্ক নই। এবং আমি আকাশ হতে বারিবর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি উহাকে অপসারিত করতে সক্ষম। অতপর আমি উহার দ্বারা তোমাদের জন্য খাজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল আর উহা

www.pathagar.com

হতে তোমরা আহার করে থাক এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন এবং তোমাদেরর জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে জন্তু-জানোয়ারে তোমাদেরকে পান করাই উহাদের উদরে যা আছে তা হতে এবং এতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা, তোমরা উহা হতে ভক্ষণ কর।"—সূরা মু'মিনূন ঃ ১৭-২১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে প্রয়োজনানুপাতিক হারে তাদের জন্য সুসম রিযিক সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি সৃষ্টি জীবের জন্য প্রকৃতি অনুসারে সুসম বন্টন ধারা অব্যাহত রেখেছেন। পৃথিবী সৃষ্টি করে একে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়েছেন। পৃথিবীর আয়তন সৃষ্টিতে যা ছিল আজও তাই আছে। তবে পূর্বে পৃথিবীতে দুই ভাগ পানি এবং এক ভাগ স্থল ছিল। আজ পৃথিবীতে দুই ভাগ স্থল এবং একভাগ পানি। কিন্তু পানির পরিমাণ ঠিক আছে, সৃষ্টিতে যে পানি ছিল আজও তা বিদ্যমান।

মানুষ যেভাবেই ব্যবহার করুক না কেন পরিমাণ ও পরিমাপের কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে সাগরকে স্থলভাগে পরিণত করতে পারেন এবং স্থলভাগকে সাগরে পরিণত করতে পারেন। বর্তমান বিশ্বে যেমন মানুষ বাড়ছে তেমনি বাসস্থান ও কৃষি জমির জন্য সাগরে জেগে উঠছে সমতট ভূমি। পূর্বে যেখানে বাৎসরিক ঋতু অনুসারে ফসল উৎপন্ন হতো আজ সেখানে এক ফসলের স্থলে চার ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। মানুষের ভোগের জন্য সারা বছর বিভিন্ন প্রজাতির খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। মানুষ পূর্বেও যেমন খাদ্য পেতো আজও মানুষের সংখ্যাধিক্যের কারণে খাদ্যের অভাব হচ্ছে না। এক দেশে না এক দেশে প্রচুর খাদ্য জন্মাচ্ছে। অন্যেরা তা ভোগ করে চলছে। এসব কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। যিনি সৃষ্টি করছেন তিনিই আবার আহার দিচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেনঃ

أَوَلَمْ يَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٥

"ইহারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জন্য রিযিক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।"—সূরা আয যুমার ঃ ৫২

১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারী সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকায় প্রফেসার কলিন ক্লার্ক নামক বৃটিশ অর্থনীতিবিদের নিম্নরূপ মত প্রকাশিত হয়েছে ঃ "দুনিয়া

www.pathagar.com

চাষোপযোগী যে জমি আছে ইংল্যাণ্ড দক্ষ চাষিদের মত তা আবাদ করলে বর্তমানে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতিতেই এত বিপুল পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হবে যে, তদ্দ্বারা বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার দশগুণ মানুষকে ইউরোপীয় মানের খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।"

আর এক বৃটিশ অর্থনীতিবিদ ইমার অডিউফী তাঁর Life and Money নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "বিশ্বের প্রকৃত সম্পদ অসীম। কার্যকর প্রচেষ্টায় আমরা এর পরিমাণ যে কত বৃদ্ধি করতে পারি তা হিসাব করা প্রায় অসম্ভব।"–সূত্র ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম, "যুক্তিরকষ্টি পাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ"

২. পরিবার গঠন

ইসলামে পরিবার গঠন একটা সামাজিক বন্ধন। এ সামাজিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সূত্রে একটা ছেলে ও মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা পরিবার গঠন করে থাকে। যখনই একটা ছেলে ও মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখনই তাদের মনে বাসনা জাগে একটা সুন্দর ফুট ফুটে সন্তানের। আবার সন্তান যখন তাদের ঘরে জন্ম নেয় তখোন মা বাবা উভয়েরই সামাজিক দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব মা-বাবার ওপর এসে বর্তায়। মা-বাবা তার সন্তান ও সন্তানদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। আবার যখন তারা অর্থনৈতিকভাবে হতাশার রাজ্যে হাবুডুবু খায় তখনই তারা পরিবার পরিকল্পনার কথা ভাবে।

এখন সত্যিকারভাবে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। যেখানে আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা সেখানে মানুষের চিন্তা করার কি আছে ? তবে যে কোন বিষয় পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করার প্রয়োজন আছে। একটি ঘর তৈরী করতে হলে বা দোকান করতে হলে পরিকল্পনা ও অর্থের প্রয়োজন, সেজন্য যিনি ওসব করবেন তাকে বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থ-সম্পদ যোগাড় করে পরিকল্পনা মতো এগুতে হবে। প্রত্যেকটা কাজের প্রথমে চিন্তা করতে হবে এবং সে অনুসারে প্রস্তুতি নিতে হবে নতুবা কোন কাজই সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে না।

বর্তমান প্রচলিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজ যখন বিপর্যস্ত, মানুষ অকর্মন্য হয়ে ঘুরছে, সে অবস্থায় সংসারধর্ম পালন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় মানুষ বিবাহের পরই পরিবার পরিকল্পনার কথা ভাবছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

"জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আযল করতাম। কিন্তু ইহুদীরা এটাকে জীবন্ত কবর দেয়ার নামান্তর মনে করে। তিনি বললেন, ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন কিছু সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে তা কেউই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না।"–জামে আত তিরমিযী ঃ ১০৭৪

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন নাযিল হতে থাকলে (রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায়) আমরা আযল করতাম (বু, মু)।"–জামে আত তিরমিযী-১০৭৫

আযল শব্দের অর্থ হলো স্বামী-স্ত্রীর সহবাসের সময় বীর্যপাতের চরম মুহূর্তে পুরুষাঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে নিয়ে আসা এবং স্ত্রী লিঙ্গের ভিতর বীর্যপাত না করে বাইরে ফেলাকে আযল বলে।

আবু ঈসা বলেন, জাবির রা. হতে বর্ণিত হাদীসটা হাসান ও সহীহ। তার কাছ থেকে ও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল স.-এর নিকট একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ আযল করার অনুমতি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেক ইবনে আনাস রা. বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করা জায়েজ, কিন্তু বাদীর কাছে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই।

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল স.-এর সম্মুখে আযল সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ তা কেন করে ? অধস্তন রাবী ইবনে আবু উমরের বর্ণিত হাদীসে আরও আছে, রাসূল স. একথা বলেননি "তোমাদের কেউ যেনো তা না করো।" অতপর উভয়ের (কুতায়বা ও ইবনে উমর) বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, "যেসব জীব সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত হয়ে আছে তা আল্লাহ্ অবশ্যই সৃষ্টি করবেন।"–জামে আত তিরমিযী-১০৭৬

উপরোক্ত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, কুরআন নাযিল হবার পূর্বে আরবের লোকরা আযল করতো। ইহুদীরা এটাকে জীবন্ত কবর দেয়ার নামান্তর মনে করতো। আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন যে ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ তায়ালা কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে তা কেউই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। তাহলে এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যদি কেউ আযল করে তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার কর্মকে নষ্ট করে দিতে পারেন। আবার যদি কারো আযল করার মুহূর্তে এক ফোটা বির্য স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে অসাবধানতা বশত ঢুকে যায় তাহলেও আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুসারে সন্তান জন্ম নিতে পারে।

www.pathagar.com

এখন দেখা যায় যে, যারা আযল করে না এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত কনডম ব্যবহার করে গর্ভধারণকে বন্ধ করতে চায় সেখানে অঘটন ঘটে থাকে। কোন কোন সময় কনডম ফেটে গিয়ে স্বামীর বীর্য স্ত্রী লিঙ্গে প্রবেশ করে সন্তান না চাইলেও সন্তানের আগমন ঘটে থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায়ই তা ঘটে থাকে।

১০৭৬ হাদীসে রাসূল স. প্রশ্ন রেখেছেন তোমরা কেন তা করো ? এ প্রশ্ন থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, রাসূল স. আযল করা পছন্দ করতেন না। তাঁর প্রশ্ন রাখার অর্থই নিষেধ করা।

এখানে আরও উল্লেখ করা যায় যে, কুরআন নাযিল হবার পূর্বে যা ঘটতো বা ঘটেছিল তা কুরআন নাযিল হবার পরও যে চলবে তা কোনক্রমে স্বীকার করা যায় না। কারণ কুরআন হলো মানব জীবনের একমাত্র চাবিকাঠি সংবিধান। কুরআনে যে নির্দেশ আছে তা মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কুরআন মানুষের সামাজিক আচরণবিধি, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সর্বদিক নিয়ে দিকনির্দেশ দিয়েছে। কুরআন হলো সব সমাধানের মূলমন্ত্র। বর্তমান সমাজের তথাকথিত চিন্তাবিদগণ মনে করে যে, বর্তমান সংকটময় পৃথিবীতে যেভাবে মানুষের বংশ বৃদ্ধি ঘটছে তাতে হয়তো একদিন দেখা যাবে যে মানুষের বাসস্থানের জন্য একখণ্ড জমি পাওয়া যাবে না। আমার মতে এসব হলো অনুর্বর মস্তিষ্কের ধারণা মাত্র।

তবে তথাকথিত আলেম, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করে জন্মনিয়ন্ত্রণের দিকে ছুটছে। তারা ভাবছে, তাদের চিন্তাধারা ও কর্মই সবকিছু বন্ধ করে দিবে। কার্যত দেখা যায় তা নয়। কোন কোন দেশে জন্ম হার "০" তে নেমে গেছে। আবার কোন কোন দেশে জন্ম হার বৃদ্ধি পেয়েছে। হয়তো দেখা যাবে পৃথিবীতে যে সময় যা জন্ম হতো তাই হচ্ছে, আর মানুষ ইচ্ছা করলেই কোন কিছু বন্ধ করতে পারে না। প্রতিটা কাজের ওপরই আল্লাহর নির্দেশ থাকতে হয়। তবে সেই জন্য আযল শব্দ দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে হালাল করা যায় না বা যাবে না।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, সামাজিক অবক্ষয় ও দারিদ্রতার কারণেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সঠিক পদ্ধতি নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করা ও অস্বীকার করা সঙ্গত নয়। এখন কেউ যদি ফতোয়া দেয় যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়েজ, তবেই কি তা মেনে নেয়া যাবে। এখানে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় কি আছে তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। পবিত্র কুরআনে কোন আয়াতেই গর্ভধারণকে নিষেধ করা হয়নি বা সন্তান সংখ্যা

www.pathagar.com

হ্রাস করার কথাও বলা হয়নি। তবে বংশ বৃদ্ধির জন্য সন্তান ধারণের কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

الَّذِیٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ۝

"যিনি তার প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৭-৮

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ یَذْرَؤُكُمْ فِیْهِ ؕ لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝

"তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং জানোয়ারের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন জানোয়ারের জোড়া ; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ নহে, তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"
–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

সন্তান-সন্ততি সমন্ধে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِیْنَةُ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَالْبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَیْرٌ اَمَلًا ۝

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৬

আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেন ও করেছেন সন্তান-সন্ততি কেবল বংশ বিস্তারের জন্য। আবার বংশ বৃদ্ধির দ্বারা পৃথিবীর শোভা বৃদ্ধি করেছেন। কোন সময়ই সন্তান-সন্ততি সৃষ্টিকে বা গর্ভধারণকে নিরুৎসাহিত করেননি বা করা হয়নি। তবে রাসূল স.-এর একটা হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

"জাবের রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূল স.-এর সময় এবং তাঁর যুগে আযল করতাম।"–বুখারী ঃ ৪৮২৫।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা যুদ্ধের গনীমত হিসেবে ক্রীতদাসী পেতাম, আমরা তাদের সঙ্গে সহবাসের সময় আযল করতাম। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে রাসূল স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কি সত্যিই তা (আযল) করো? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, যে রূহ (প্রাণসমূহ) পৃথিবীতে আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে (অর্থাৎ আযল করা বা না করার দ্বারা কিছু আসে যাবে না)।"

এ হাদীসসমূহের ওপর ভিত্তি করে অনেক আলেম-ওলামা জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করছেন আবার হক্কানী আলেমগণ জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনৈতিক, অসামাজিক ও বেআইনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মতে এদ্বারা মানুষের দেহের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়। সামাজিক ব্যভিচার বেড়ে যায়। আবার অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থাৎ আলেমগণ বলেন যে, কোন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ার সময় কেবল স্ত্রীর মত নিয়েই যোনীর বাহিরে বীর্যপাত করতে পারে। তবে সব শুক্র দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি হয় না।

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল স.-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সব পানি (স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত বীর্য) দ্বারাই সন্তান পয়দা হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।"–সহীহ মুসলীম-৩৪১৮

৩. আইনগতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান

ইমাম গাজ্জালী রা. তার "ইয়াহ ইয়া উলুম আলদীন" পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, অবস্থা সাপেক্ষে আযলের অনুমতি দেয়াকে চার ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, (১) শর্তহীন অনুমোদন (২) স্ত্রী যদি অনুমতি দান করেন (৩) স্ত্রীর অনুমতিক্রমে—ক্রীতদাসীর সঙ্গে কিন্তু মুক্ত স্বাধীনা স্ত্রীর সঙ্গে নয় (বর্তমান অপ্রচলিত) এবং (৪) শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা। চারটি গ্রুপে যে মতামত দেয়া হয়েছে এরপরও তিনি গর্ভ নিয়ন্ত্রণের বিষয় সঠিক মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে "জন্মনিয়ন্ত্রণ করা অনুমোদিত"। তবে গর্ভ ধারণ যাতে না হয় সে বিষয়ে তিনি পাঁচটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দেন তা হলো ঃ

www.pathagar.com

১. স্ত্রীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

২. স্ত্রীর শারীরিক সৌন্দর্যকে ঠিক রাখা।

৩. সন্তান প্রসব বেদনা ও সন্তান জন্ম দেয়ার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।

৪. অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করা।

৫. বেশী সন্তান জন্ম দেয়া অর্থাৎ অপরিকল্পিতভাবে সন্তান জন্ম দেয়ার দুরবস্থা থেকে রক্ষা করা।

ইমাম গাজ্জালী রা. এদ্বারা গর্ভ নিরোধ এবং গর্ভপাত সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে মতামত রেখেগেছেন বলে মনে হয়। হানাফী স্কুল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ (আযল) করাকে সমর্থন করে তবে ইহাও কেবল সময় ও অবস্থানুসারে বাতিল বা অতিক্রম করা যাবে যাতে কোন অবৈধ সন্তান কারো গর্ভে না আসে বা কেউ ধারণ না করে। আবার মালেকী এবং হাম্বলী স্কুল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করা সমর্থন করে যেমন শিয়াইদ যায়েদী স্কুল সমর্থন করে। তবে ইমামী শিয়াইদগণ বিবাহের সময় কাবীননামায় স্ত্রীর অনুমতির ধারা লিখে নেয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম সাওকানী এর সঙ্গে আর একটা কথা যোগ করেছেন তা হলো ঃ আযল দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে গর্ভবতী মহিলার দুগ্ধ পরিবর্তনের ভয়াবহ অবস্থা থেকে রক্ষা করে। অপর পক্ষে অনেক সন্তানের জন্ম রোধ করা সম্ভব যাতে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং গর্ভজাত সন্তানগণ মায়ের দুগ্ধ সঠিকভাবে পান করতে পারে। এসব মতামত ও ধারণা থেকে বুঝা যায় যে, আযলকে একটা ক্ষণস্থায়ী নিবারক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাসূল স.-এর সময়ও সাহাবীগণ 'আযল' করতেন। জাবের রা.-এর বর্ণিত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, তারা রাসূল স.-এর যুগে আযল করতেন। তিনি তা নিষিদ্ধ করেননি কারণ তখনও কুরআন নাযিল শেষ হয়নি। অপর পক্ষে বুখারী শরীফের ৩৪১০ নম্বর হাদীস থেকে দেখা যায় যে, আবু সাঈদ খুদরী রা. কিছু যুদ্ধ বন্দীনী লাভ করলে তিনি তাদের সঙ্গে আযল করতে মনস্থ করার পূর্বে এ প্রসঙ্গে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল স. বললেন ঃ অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার। কিয়ামত পর্যন্ত যতোগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।–মুসলীম শরীফ হাদীস নম্বর-৩৪১০

এ হাদীস থেকে ক্ষণস্থায়ী গর্ভনিরোধকে অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে ধরা যায়।

www.pathagar.com

৪. বর্তমান বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণের আধুনিক পদ্ধতি

কুরআন নাযিল হবার পূর্বে পুরুষগণ স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাসের সময় আযল করতো। ইহুদীরা আযল করাকে সন্তান হত্যা বলে বিবেচনা করতো। তাদের ধর্ম মতে আযল নিষিদ্ধ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কুরআন নাযিল হবার পূর্বে মানুষ গর্ভনিরোধের জন্য আযল ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা সমন্ধে অবহিত ছিল না। হয়তো বর্তমানে প্রচলিত গর্ভনিরোধক পদ্ধতি যদি সেকালের মানুষ জানতো বা জানা থাকতো তবে সে পদ্ধতিই ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হতো। সে কালে মানুষ গর্ভপাত বা গর্ভরোধ করার জন্য ঔষধী গাছগাছড়া ও লতা-পাতা ব্যবহার করতো। তাও সামাজিকভাবে ঘৃণীত ছিল। আযল করা বা গাছগাছড়া ও লতা-পাতার ব্যবহার স্ত্রীলোকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হুমকী স্বরূপ ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময় যে সকল পদ্ধতি গর্ভ রোধের জন্য ব্যবহৃত হয় তা স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য হানীর ঝুঁকি বাড়ায়। কনডম ব্যবহার দ্বারা স্ত্রী সহবাসের সুখ বিনষ্ট হয়। মানুষের দেহ মন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। মেয়েরাও পর্যাপ্ত সুখ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। সে জন্য তাদের চারিত্রিক দোষ ঘটতে দেখা যায়। পুরুষরা প্রকৃত সুখ লাভের আশায় অন্য স্ত্রী বা বেশ্যাদের শরনাপন্ন হয়। আবার স্ত্রীগণও কিছু না বললেও অন্য পুরুষের সানিধ্য পেতে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

গর্ভ রোধের ব্যাপারে হানাফী তত্ত্বোপদেষ্টা ও দার্শনিকগণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে স্ত্রীদের ইউটেরাসের মুখ (যোনীমুখ) বন্ধ করে দেয়ার অনুমোদন দিয়েছে। যোনী পথের মুখ তুলা বা কাপড় দ্বারা ক্ষণিক বা সহবাস কালীন সময় বন্ধ রাখার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেছেন। সাফিয়ী আলেমগণও গর্ভধারণ সাময়িক স্থগিত করণ অনুমোদ করেছেন।

এখন দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সাময়িক গর্ভরোধের জন্য যে কন্ট্রাসেপটিক পিল, কয়েল ও অন্যান্য পদ্ধতি যা ব্যবহার করলে মেয়েদের বন্ধত্ব আসে না বা ক্ষতির কারণ হয় না বা চিরদিনের জন্য গর্ভধারণ নষ্ট হয় না তা ব্যবহারে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে বর্তমান বিশ্বে মেয়েরা বা ছেলেরা যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করছে বা প্রচলিত আছে তাতে সমাজকে বর্বরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ একটা ছেলে মেয়ে বিবাহ না করে এক সঙ্গে রাত্র যাপন করছে। অবৈধ মেলামেশার জন্য তাদের অবৈধ বাচ্চা হচ্ছে। আবার সেগুলোকে লালন পালন করার জন্য আলাদা আশ্রম খোলা হচ্ছে যা কিনা ইসলামী আইন শাস্ত্র মতে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সভ্য সমাজ গড়তে হলে সভ্যভাবে বসবাস করাই শ্রেয়। বন্য জানোয়ারের জীবন যাপন করতে হলে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করাই ভাল ও উত্তম। ইসলামের সঙ্গে অন্য

www.pathagar.com

ধর্মের এটাই মুখ্য পার্থক্য। এসব কারণে অর্থাৎ অবাধ মেলামেশার কারণে বিশ্বে HIV/AIDS নামক মরণ ব্যধি ছড়িয়ে পড়ছে। যারা কন্ট্রাসেপটিক, কয়েল, কনডম ইত্যাদির আবিষ্কারক তারাই এর আক্রমণের শিকার। এ কারণে জাতিসংঘের মত সংস্থা কুরআনের আদর্শ অনুসারে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করে চলার জন্য বিশ্ববাসীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এখন দেখা যায় যে, ব্রিটেন, আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারত প্রভৃতি দেশে HIV/AIDS-এর বিরাট প্রকোপ। এ মরণ ব্যাধিকে প্রতিরোধ কল্পে আমেরিকা ও ভারত ঔষধ আবিষ্কারের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করছে। আর যে সকল দেশ কুরআনের নীতি অনুসরণ করে চলছে সেখানে HIV/AIDS-এর কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় নয়। তবে যাও ছিটাফোটা দেখা যায় তাও ইউরোপ, আমেরিকা, জার্মানী, ভারত, আমেরিকায় বসবাসরত লোকজন তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তের জন্যই ঘটে থাকে। বাংলাদেশের কথা ধরা হলে বলা যায় যে, কিছু সংখ্যক বিপথগামী নাবিকদের কারণে কিছু ঘটনা ঘটেছে মাত্র।

৫. আল তাওয়াক্কুল

মানুষ যদি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও মতাদর্শানুসারে চলে তবে তাদের 'আযল' করারও প্রয়োজন হয় না। কারণ পুরুষের সব বির্য থেকেই সন্তান জন্ম নেয় না। আবার প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভাশয়স্থিত ডিম্বাণু সকল সময় পুরুষ শুক্রাণু ধরে রাখতে পারে না বা আটকিয়ে রাখতে পারে না। তাই সন্তান ধারণের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা উচিত। তাই রাসূল স. তার সাহাবীদের উপদেশ দিয়েছেন ঃ

> "তোমরা মেয়েদের গতিকে বাধা দাও (Hobble her) এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।"–আল তিরমিযী, আল বায়হাকি, আল তাবারানী।

মেয়েদের গতি থামিয়ে দাও বা গতি ব্যহত করার অর্থ এই নয় যে, মেয়েদের গর্ভধারণ বন্ধ করা। ইমাম আল গাজ্জালী যিনি তাওয়াক্কুল-এর উপর ক্ষমতা রাখেন ; তিনি বলেন, অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়া বা মুক্তি পাবার কারণে আযল করা বেআইনী নয়। এখন বেআইনী নয় বলে এটাকে যে নীতিগত ও আইনগতভাবে গ্রহণ করা যাবে সে সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার আছে। যেটা বেআইনী নয় সেটাকেও আইনগতভাবে গ্রহণ করা যায় না কারণ এখানে কথার ফাঁক থেকে যায়। যদি এটা গ্রহণীয় হতো তাহলে আইনের পরিভাষায় বলা হত আইনগত বা আইনসিদ্ধ। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

www.pathagar.com

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সমন্ধে অবহিত ; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"–সূরা হুদ ঃ ৬

এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ কাজ করবে না, ঘরে বসে থাকবে, আল্লাহ্ তাদের খাবার যোগান দিবেন। যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা মানুষদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে খাটিয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে সংগ্রহ করতে হবে নতুবা নিজেদের অকর্মন্যতার কারণে ধুকে ধুকে মরতে হবে। এখানে আল্লাহকে দোষ দিয়ে কোন লাভ হবে না। হযরত উমর ফারুক রা.-এর একটি ঘটনা থেকে বুঝা যাবে যে, তাওয়াক্কুল কি ? হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. একদা এক কৃষকের সঙ্গে একত্রে মাঠে শস্যের বীজ রোপণ করলেন এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করলেন। অর্থাৎ কাজের সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গতি থাকতে হবে। কুরআনে আরোও উল্লেখ আছে যে ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে ওরা ফিরে আসে।"–সূরা আর রুম ঃ ৩৭-৪১

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ط

"এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতোক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"–সূরা আর রাদ ঃ ১১

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا بِاَنْفُسِهِمْ لا وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

"ইহা এজন্য যে যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নহেন যে তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেন তিনি উহা পরিবর্তন করবেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"
–সূরা আল আনফাল ঃ ৫৩

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তায়ালা যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২১২

তাই প্রত্যেকেই তার কর্মের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন করবে নতুবা আল্লাহ্ও তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন না। আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আল্লাহর পথে চলতে হবে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। তবেই সার্থকতা আসবে।

৬. বন্ধ্যাত্বকরণ

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন, অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৪৯-৫০

যেখানে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যাসন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন সেখানে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা উচিত। এটা আল্লাহ্ তায়ালার অপরূপ খেলা বা কৌশল। এর ওপর কারো কোন হাত নেই। ইচ্ছা করলেই এর পরিবর্তন হবে না বা করা যাবে না। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছার পরিবর্তন হতে পারে না। এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হযরত ইবরাহীম আ.-এর স্ত্রী।

বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে, কোন স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যগত কারণে বন্ধ্যা করণের নিমিত্ত অপারেশন করে জরায়ুকে কেটে ফেলা হয় অথবা ঔষধের মাধ্যম বন্ধ্যাকরণ করানো হয়ে থাকে। যদি অপারেশন অথবা ঔষধের বিক্রিয়া দ্বারা বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয় তবে সেটা চিরকালের জন্য স্থায়ীভাবে হয়ে থাকে যা একটা জীবনকে চিরতরে বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ নিয়ে বাঁচতে হয়। সেখানে পরে স্বামী-স্ত্রী অথবা শ্বশুর-শ্বাশুড়ী অর্থাৎ সংসারের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। একজন স্ত্রীলোক তার বাচ্চা উৎপাদন বা মাতৃত্ব হারাবার জন্য সমাজে মুখ

www.pathagar.com

দেখাতে পারে না। যখন কোন স্ত্রীলোক বংশানুক্রমে কোন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং সে রোগটা বংশানুক্রমে পরিবারভুক্ত সন্তান-সন্ততির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এবং রোগ নিরাময়যোগ্য নয় সেক্ষেত্রে কোন স্ত্রীলোককে বন্ধ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধ্যাত্ব বরণ করতে বাধ্য করা অনুচিত ও শরীয়াহ আইনের পরিপন্থী। তবে দেখা যায় সব ক্ষেত্রে অপারেশন কার্যকরী হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব গ্রহণের পরও দেখা যায়, ঐ বন্ধ্যাত্ব গ্রহণকারী রমণীর গর্ভে সন্তান এসে গেছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যেখানে ফেলোপিয়ান টিউবকে কেটে দেয়া হয় আবার তা কোন না কোনক্রমে জোড়া লেগে যায়। এক্ষেত্রে জন্মের হার ০.২% থেকে ০.৩% পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাই আল্লাহর ক্ষমতার ওপর কারো হস্তক্ষেপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নয়। এটা আল্লাহদ্রোহিতার শামিল।

যেমন মেয়েদের লাইগেশন অর্থাৎ টিউভেকটমী করা হয় তেমনি ছেলেদেরও ভ্যাসেকটমী করা হয়। এ স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি কোনক্রমে কোন সংসারের জন্য সুখ বয়ে আনতে পারে না। বিবাহ না করা এবং খাসী বনে যাওয়াটা সম্পূর্ণরূপে অপসন্দনীয় কাজ। সে সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. ওসমান ইবনে মাযউনকে বিবাহ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি রাসূল স. তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরাও খাশী হয়ে যেতাম।"–বুখারী ৪৭০০।

এর অর্থ স্পষ্টভাবে দাঁড়ায় যে, কোন মানুষ বিবাহ বন্ধন থেকে দূরে থাকুক এটা ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত নয়। এদ্বারা ইচ্ছা শক্তিকে বিনষ্ট করা হয়। বিবাহ বন্ধন থেকে বিরত থাকা, লাইগেশনকে বুঝিয়েছে। তাই কোন স্ত্রী বা পুরুষের লাইগেসন এবং ভেসেকটমি করা উচিত নয়। এটা আল্লাহর ইচ্ছাকে বাধা দেয়ার সামিল। তবে বর্তমানে বিশ্বে ক্ষণস্থায়ীভাবে যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হচ্ছে তা হলো নিম্নরূপ ঃ

১. খাবার বড়ি বা পিল।

২. কনডম, মহিলা কনডম ও পুরুষ কনডম।

৩. সারভাইকাল ক্যাপ

৪. ভ্যাজাইনাল জেলী

৫. ভ্যাজাইনাল ফোম

৬. ভ্যাজাইনাল টেবলেট

৭. কপারটি

www.pathagar.com

৮. নরপ্লানট

৯. ন্যাচারাল ফ্যামিলি প্লানিং মেথড,

১১. ক্যালেণ্ডার মেথড,

১২. সারভাইক্যাল মিউকাস মেথড,

১৩. বেজাল বডি টেম্পারেচার,

১৪. ইনজেকশন-ডি এম পি এ,

১৫. ভ্যাজাইনাল মাইক্রোবিসাইড ইত্যাদি।

কেবলমাত্র জীবনের ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য প্রাণ হানি থেকে মুক্ত রাখার জন্য বর্তমান বিশ্বে বন্ধ্যাত্বের ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও মেনে নিচ্ছে। তবে কোন স্ত্রীর যদি টিউডেকটমী করানো হয় বা কোন পুরুষের যদি ভ্যাসেকটমী করানো হয় তবে সমাজে ঐ স্ত্রীলোককে হেয়প্রতিপন্ন হতে হয়। যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে যতো মানুষ সৃষ্টি করার তা করবেনই তখন পুরুষ বা স্ত্রীলোক কারোরই ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করা বিধেয় নয়। যেমন কোন স্বামী বা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে বাচ্চা গ্রহণ করতে অপারগ সেক্ষেত্রে অন্যত্র দেখা যাচ্ছে যে কোন স্বামী স্ত্রীর একের অধিক বাচ্চা হয়ে থাকে। সন্তান জন্মগ্রহণ কিন্তু বন্ধ নেই। সাইক্লিক অর্ডারে এটা চলছে এবং চলবে।

৭. গর্ভপাত

সাধারণত গর্ভপাত করানোটা ঠিক নয়, কারণ এটা একটি জীবনকে নষ্ট করা বা হত্যা করার সামিল। আল্লাহ্ তায়ালা কোন জীবের জীবন দিতে পারেন এবং কোন জীবের জীবন নিতে পারেন। হানাফী মতে কোন মহিলার গর্ভধারণকাল ১২০ দিন হয়ে থাকলে তৎপূর্বে গর্ভপাত ঘটানো যায় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ স্বরূপ তারা বলেছেন যে, ১২০ দিনের পূর্বে কোন ভ্রূণ সম্পূর্ণ মানব আকার ধারণ করে না এবং দেহে রূহ আসে না। অর্থাৎ কোন ভ্রূণে ১২০ দিনের পূর্বে রূহ ফুঁকে দেয়া হয় না। তাই কোন ভ্রূণে যখন আত্মা প্রবেশ করানো হয় তারপর সেটাকে গর্ভপাত করানো সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আইনের পরিপন্থী। আর ১২০ দিনের পূর্বে ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটানোকে মকরূহ্ স্তর ধরা হয়। আর কেউ কেউ ইহাকে হারামও বলে থাকেন। কোন গর্ভবতী মা যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে সন্তান ধারণ করতে অক্ষম হোন বা সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ দিতে অপারগ হবেন এবং যদি আগন্তুক সন্তানকে সংসারের বোঝা মনে করেন তাহলে ঐ গর্ভজাত সন্তানকে গর্ভপাত করানো যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। সাফিয়ী আলেমগণ এ মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে অন্যদের মত ইমাম

www.pathagar.com

গাজ্জালী এ মতকে স্বীকার করেন না। আবার যায়েদী শিয়া আলেম ও দার্শনিকগণ কোন কারণ বা কারণ ব্যতিরেকে গর্ভপাত সমর্থন করেন। যাহেরী ও মালিকী আলেমগণ এ ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার হাম্বলী আলেমগণ ৪০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত ঘটানোকে সঠিক বলে উল্লেখ করেছেনে।

তবে ইসলামী জুরিষ্টদের কনসেনসাস অনুসারে গর্ভধারণের ৪ (চার) মাস পর গর্ভপাত ঘটানোকে একটি জীবন নেয়া বা হত্যা করা বলে মনে করেন। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র মতে যখনই কোন গর্ভবতী মায়ের জীবনে ঝুঁকি এসে যায় তখনই গর্ভপাত করানো উচিত বলে মনে করে। জুরিষ্টদের মতামত বা অভিব্যক্তি হলো যে, শাখার চেয়ে মূলকে রক্ষা করাই কর্তব্য অর্থাৎ মাকে রক্ষা করাই মূল ও আসল। যদিও কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদগণ ১২০ দিনের পর কোন মাকে গর্ভপাত করানো অনৈসলামিক বলে মনে করেন কিন্তু মূলত মায়ের গর্ভে যে সন্তান আসে, সেই সময় কাল থেকে ৪২ দিন সময়ের মধ্যেও গর্ভপাত করানো অনৈসলামিক।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, অতপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোস্ত দ্বারা, অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১২-১৪

৮. শেখ জাদেল হক, প্রধান ইমাম আল আজহার-এর জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ফতোয়া

জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর শেখ জাদেল হক, প্রধান ইমাম আল-আজহার ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালের দেয় মতামত ১৯৮৩ সালে ফতোয়া হিসেবে প্রকাশিত যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

www.pathagar.com

VIEWS OF SHEIKH JADEL HAQ, THE GRAND IMAM OF AL-AZHAR, ON FAMILY PLANNING

THE LEGALITY O CONTRACEPTION

The Quran and the Sunnah

The reference sources of Shariah law as to permissibility (halal) or prohibition (haram) are the glorious Qur'an and the tradition (Sunnah) of His Messenger (PBUH).

A thorough review of the Qur'an reveals no text (nuss) prohibiting the prevention of pregnancy or diminution of the number of children, but there are several traditions of the Prophet that indicate its permissibility. This was accepted by jurists of Islamic Shariah. While there is also in the Sunnah what can appear to be prohibiting, the majority (jumhour) of jurists (fuqaha) in the legal schools (madhahib) agree with the permissibility of al-azl (coitusinterruptus) where the husband ejaculates outside his wife's vagina.

Position of legal schools (madhahib)

In his book Ihya Ulum al-Din, Imam al-Ghazali, who is a Shafei, classified earlier and contemporary opinions of his time into four groups : unconditional permission; permission if wife consents and prohibition if she does not ; permission with slave but not with free wives (now obsolete); and unconditional prohibition. Al-Ghazali then said 'The correct way to us (in the Shafei school), is that it is permitted.' He then specified five acceptable reasons for preventing pregnancy which include preseravation of the wife's beauty and fitness and protecting her life from the dangers of labor (talq), and the need to avoid economic embarrassment and physical hardship entailed in having to work to support too many children. Al-Ghazali said 'to reduce economic embarrassment sustains piety.'

Al-Ghazali made a clear distinction between prevention of conception and abortion, permitting the former and rejecting the latter.

www.pathagar.com

The Hanafi school permits coitus interruptus (al-azl) with the wife's consent, while later scholars allowed her consent to be bypassed in 'bad times' (times of religious decline) and to avoid 'bad' offspring (lacking piety). The opinion in the Maliki and Hanbali schools is permission with wife's consent, as it is in the Zaydi Shiite school. The Imami Shiites prefer to obtain the wife's permission at the time of the marriage contract.

Imam Shawkani adds that 'among the reasons for al-azl is to protect a suckling child from the dangers of changed milk from a pregnant mother; another is to avoid getting too many children, or avoiding getting them at all [al-firarmin husulihim min al-azl];

From this brief review of jurisprudence, it is evident that al-azl for temporary prevention o pregnancy is permissible (ja'iz). The sahaba themselves practised al-azl at the time of the Prophet (PBUH). He came to know about it and did not prohibit them according to Jabir's tradition reported in Muslim, and while the Qur'an was being revealed as reported in al-Bukhari. Thus, prevention of pregnancy is lawful as stated above.

MODERN METHODS

It is true that early scholars of Islamic law did not mention other methods because al-azl was the method known to them at the time and before their time. By analogous reasoning (qiyas) alternative methods of contraception can be allowed as long as the purpose is to prevent pregnancy. Some of these methods may be barriers used by the man or the woman, or medicines prescribed by physicians for temporary contraception. There is no harm in allowing, by analogy, the modern methods as long as they will not destroy fecundity or the ability to procreate.

That is why the Hanafi jurists extended permission to blocking the mouth of the uterus, with the husband's consent. For the same reason the Shafe'i scholars allowed temporary delay of pregnancy for a period of time.

www.pathagar.com

Hence temporary methods like contraceptive pills or the coil (IUDs) or other methods are permitted as long as there is no permanent impairment of fertility. Actually the modern methods are better than al-azl because they allow normal and complete marital relations.

* Muslim's and al-Bukhari's are the two leading compilations of prophetic traditions; each is called sahih or 'the accurate'.

Al-tawakkul and rizq

Such temporary contraception is no contradiction to reliance on Allah (tawakkul) because the use of these methods are to take expedients while putting trust in Allah, as Muslims always do. The Prophet advised his Companion, saying

Hobble her and put your trust in Allah.

Reported by al-Tirmidhi, al-Baihaqi and al-Tabarani

That is how the Prophet (PBUH) interpreted tawakkul. Imam al-Ghazali who is an authority on tawakkul, said that al-azl to escape economic embarrassment is not unlawful. As to the verse in the Qur'an which says.

There is no moving creature on Earth, but its sustenance is on Allah.

Hud (Sura II:6)

This does not mean that a person should be lazy and neglect to earn a living while asking Allah to provide for them without work. The real meaning of tawakkul is that given by Sayyidna Omar Ibn al-Khattab, who equated it with a farmer who puts the seeds in the earth and puts his trust in Allah (for a good crop). Hence, tawakkul should be associated with takig expedients (al-akhthbil-asbab).

STERILIZATION

Other than for pressing health reasons, sterilization through surgery or through drugs is not permissible if it causes

www.pathagar.com

permanent loss of fertility. Sterilization may be used when it is established that a hereditary disease may pass to children or causes pain. In that case sterilization becomes mandatory, based on the juristic principle of permitting an injury to avoid a greater injury. This is conditional on the diseases being incurable and must take into consideration advances in medical technology.

ABORTION

The hanafi opinion supports abortion provided it is performed within 120 days of conception. During this period the fetus is not believed to be a complete human soul. Early abortion is held to be makrouh, (disliked but not forbidden) when it lacks valid reasons or justifications. Reported valid reasons included a woman's inability to breast-feed her baby and the family's inability to afford a wet nurse. Some Shafe'i scholars share these Hanafi views. Others like al-Ghazali do not. The Zaydi Shi'ite school allows abortion unconditionally with or without valid reason, provided it precedes 'ensoulment', calling it ja'iz or permitted. The Zahiri and Maliki jurists forbid it under all circumstances, calling it haram, but some Hanbali jurists allow it before 40 days.

Juristic consensus exists only on the point that abortion after a period of four months from the date of conception amounts to taking a life. Yet this limit may also be set aside if, according to medical opinion, there is a definite risk of death to the mother. The mother's life takes precedence over the child's life on the juristic principle; 'the root is more valuable than the branch.

PREDESTINATION

Ways of Allah are unknown to man. Man lives in the small world of cause and effect, of action and reaction. It does not lie in the power of man to defy Allah's will whatever means man may use to carry out his intention. This is the reasoning used by the Propher himself when he was asked about

www.pathagar.com

contraception. On the authority of Abu Sa'id al-Khudri, the Prophet (PBUH) said 'If Allah wills to create a soul, no one can stop Him.'

TWO ADDITIONS FROM AN INTERVIEW WITH THE GRAND IMAM, ALSO PUBLISHED WITH THE FATWA

Contraception is no murder

Question : Is birth control a form of killing i.e. does it come under the meaning of the verse 'Do not kill your children in fear of want'?

Answer: Prevention of pregnancy is neither a killing nor an abortion of a fetus, because the semen (nutfa) from which a fetus is created, is not in itself a human being. After the semen mingles with the woman's ovum in the process of fertilization, a fetus is formed which, a we already indicated, would not become an ensouled creature (khalqan a' akhar) until after 120 days.

Prevention of pregnancy is the act of preventing the semen of a man from mingling with the ovum of the woman and this is not killing. What the verse is referring to is the pre-Islamic custom of burying children in fear of poverty.

The state can help but no coercive laws

Question : It is lawful for the state to make laws which compel parents to limit family size, particularly if such laws are in the national interest?

Answer: Islam goes to the extent of ensuring that, on the question of family size, one parent does not impose his or her will on the other. How can it sanction coercive laws which may ignore the needs and circumstances of individual families?

The state can, of course, help people take correct decisions by providing them with opportunities to act on these decisions and also creating conditions which abolish the need for a large family. This means wider, but sensible use of mass media and other educational channels for showing the advantage of a

www.pathagar.com

small family, with easier availability of contraceptives and of relevant information about the technological changes available to help reduce the family" dependence on its manpower as an economic unit. The last is very important. Posters, slogans and TV programmes cannot alter human behaviour if social and economic conditions obstruct the change.

Source : Al-Fatawa al-Islamiyyah, vol. 9, pp. 3087-92, pp. 3II0-13, and pp.3090-3193, High Council of Islamic Affairs, Cairo (1983) (includes the interview quoted above). Issued by Darel-Ifta al-Masriyyah under the supervision of the Grand Imam, the Minister of Religious Affairs, the Mufti of the Republic and the Secretary General of the High Council of Islamic Affairs.

❖

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব সৃষ্টি

১. মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ

আল্লাহ তায়ালা শুক্রবিন্দুকে একটা চর্বিত গোশত পিণ্ডের আকার দেন এবং সেই পিণ্ডকে হাড়ের আকার দেন এবং হাড়গুলোকে গোশত দ্বারা ভরে দেন এবং হাড় মাংসগুলোকে আবার চর্ম দ্বারা আবৃত করে দেন। তখনই পিণ্ডটি অন্য এক জীব অর্থাৎ মানবরূপে সৃষ্টি হয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও তার একক ইচ্ছা।

সন্তানোৎপাদনক্ষম উর্বর ডিম্বাণু কোষ বলের মতো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলে গঠিত হয় যাকে ব্লাসটোসিসট বলে। এ বলের ভিতরটা তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তবে ব্লাসটোসিসট দুটো স্তর দ্বারা গঠিত ঃ

১. বাহ্যিক পুষ্টি এবং ঝুলন্ত ট্রোফোব্লাসটিক স্তর (ট্রোফিনিউট্রিশন)

২. আভ্যন্তরীণ সেল ম্যাস কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যা এমব্রিও এবং তার এ্যামনিয়ন ও ইয়োক স্যাককে সঠিকভাবে বাড়তে সাহায্য করে।

ইমপ্লানটেশন যখন চলতে থাকে তখন ইনারসেল ম্যাস দুটো স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। আর সেটাও ফারটিলাইজেশনের আট দিন পরে ঘটে। যেমন ঃ

১. ফ্লাটেণ্ড সেল লেয়ার যে ইনার লেয়ার গঠন করে সেটা এনডোডার্ম নামে পরিচিত।

২. কিউবিক্যাল সেলস-এর বাহ্যিক লেয়ার একটোডার্ম গঠন করে।

ব্লাসটোসিসট যখন (৭ দিন থেকে ১২ দিনে) ইউটেরাইন ওয়ালের মধ্যে নিজকে প্রোথিত করতে সচেষ্ট হয় তখন অ্যামনিয়টিক স্যাক চলতিভাবে একটোডার্ম গঠন করতে আরম্ভ করে যা ক্রমাগতভাবে ইনার সেল ম্যাস হতে সিটোট্রোফোব্লাসটসকে একটা ক্ষুদ্র স্থান দ্বারা পৃথক রাখে। এমনিভাবে চলতি অবস্থায় এনডোডার্ম হতে সঠিক ইয়োক স্যাক গঠন করে।

এমব্রিওনিক লাইফের তৃতীয় সপ্তাহে বাইলোমিনার (দুটো স্তর) এমব্রিও ট্রিলামিনার (তিনটি স্তর) এমব্রিওতে পরিবর্তিত হয়। আর একটোডার্ম-এর সারফেসে মৌলিক আঁকাবাঁকা দাগ গঠিত হয় এবং মাথার দিকে একটা নটে শেষ হয়, যাকে মৌলিক নট অথবা নোড বলা হয়।

www.pathagar.com

এমব্রিও বিকাশ প্রাপ্ততায় মৌলিক ডোরা দাগগুলো একটা যুগান্তকারী অধ্যায়। এটা ফ্লাটেও সেলের তৃতীয় লেয়ার বাড়তে সাহায্য করে যা আউটার একটোডার্ম এবং ইনার এনডোডার্ম-এর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং তিনটি স্থান ছাড়া দুটো লেয়ারকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেয়।

১. যেখানে ভবিতব্য মুখ এবং হার্ট জন্ম নেবে (বুকো ফ্যারিনজিয়াল মেমেব্রেইন এবং প্রোকরডাল প্লেট)।

২. মধ্য লাইনে যেখানে এমব্রিওর মৌলিক একসিস নটোকর্ড গঠন করে।

৩. লেজের শেষ প্রান্তে যেখানে ক্লোয়াকাল মেমব্রেইন গঠন করে, যেখান থেকে ইউরিথ্রা এবং এ্যানাসের বাহ্যিক মুখ বের হয়, তার ওপেনিং সৃষ্টি করে।

মৌলিক স্ট্রেক ১৯ দিনের পর খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করে এবং চার সপ্তাহ নাগাদ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নটোকর্ড হলো সেই ভিত্তি যাকে কেন্দ্র করে ভারটিব্রাল কলাম জন্ম নেয়। এটাও অধঃপতিত এবং অদৃশ্য হয় কিন্তু এর একটা অংশ ইন্টারভারটিব্রাল ডিসকস এ অবস্থান করে যাকে নিউক্লিয়াস পালপোসাস বলে। তারপর নটোকর্ড একটোডার্মকে নিউরাল টিউব গঠন করতে প্রবৃত্ত করে থাকে এবং সেখান থেকে সম্পূর্ণ নারভাস সিটেম জন্ম নিয়ে থাকে।

২. সোমাইটস গঠন

তৃতীয় সপ্তাহ শেষে নটোকর্ড এবং নিউরাল টিউবের প্রত্যেক পার্শ্বে মেসোডার্ম পুরু হয়ে প্যারাকসিয়াল মেসোডার্ম-এর দীর্ঘ কলাম গঠন করে। এটাই একসিস-এর নিকট পুরু মেসোডার্ম। এটা অতিসত্বর ইপিথেলয়েড সেলস (Epitheloid Cells)-এর খণ্ড ব্লকে বিভক্ত হয় যাকে সোমাইটস বলে।

সোমাইটসের প্রথম জোড়া এমব্রিওর ক্রেনিয়াল (মাথার দিকে) প্রান্তে ১৯-২১ দিনে প্রকাশ পায়। তবে পরবর্তীতে প্রতিদিন সোমাইটস হতে তিন জোড়া করে নতুন সোমাইটস গঠিত হয়। পঞ্চম সপ্তাহের শেষের দিকে ৪২-৪৪ জোড়া সোমাইটস গঠিত হয়। এটা হলো চার জোড়া অকসিপিটাল, আট জোড়া সারভাইকাল, বার জোড়া থোরাসিক, পাঁচ জোড়া লামবার, পাঁচ জোড়া স্যাকরাল এবং আট থেকে দশ জোড়া ককসিজিয়াল। প্রথম অকসিপিটাল এবং শেষ ৫০৭ কসিজেল অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বাকীগুলো ভারটিব্রাল কলাম এবং স্কালের অংশবিশেষ গঠন করে।

হ্যামিলটন, বয়েড এবং মসম্যানের মতে নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য সোমাইটস এমব্রিওর সুস্পষ্ট ফিচারস স্পষ্টত পৃষ্ঠদেশ পরিমণ্ডলে দেখা যায়।

www.pathagar.com

এটা হলো সেই ভিত্তিমূল যেখান থেকে মেরুদণ্ড, হাড় এবং মাংস বেড়ে উঠে। এমব্রিওর বয়স কতো, তা কতো জোড়া সোমাইটস দ্বারা গঠিত হয় তা তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল।

কুরআনে বর্ণিত মুদগা, সোমাইটসের চেয়ে অনেক সঠিক। মুদগা অথবা দন্তচিহ্ন সম্বলিত চর্বিত মাংস পিণ্ড যা কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আছে তা কিন্তু সোমাইটসে সেভাবে বর্ণিত হয়নি। তবে ফ্যারেনজিয়াল আর্চ হতে মুখমণ্ডল, কান, নাকের অংশের বিশেষ গঠনের নিদর্শন আছে।

"সোমাইট প্রিয়ড অফ ডেভেলপমেন্ট"-এ ফ্যারেনজিয়াল আর্চ অন্তর্ভুক্ত নেই যদিও এটা একটা যুগান্তকারী স্তর। কিন্তু মুদগা শব্দটি এ স্তরের জন্য খুব গুরুত্ব বহন করে।

পবিত্র কুরআন মুদগাকে মুখালাগা এবং নন-মুখালাগা টার্মস এ বিভক্ত করে অর্থাৎ একটা পার্থক্য করে, অন্যটা পার্থক্য করে না।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এমব্রিওর পার্থক্য করণ সেল কেবল ৪র্থ সপ্তাহ থেকে ৮ম সপ্তাহে ঘটে। এ সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনটি জার্মলেয়ারের প্রত্যেকটি বিভিন্ন টিসু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্ম দেয়।

বড় ধরনের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অরগান সিষ্টেমের গঠন ৪-৮ সপ্তাহে হয়ে থাকে। এ সময়কালকে অরগানোজেনিসিস বলে। এটা সেই সময় যখন এমব্রিও ঐ সকল মধ্যবর্তী উৎপাদকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় যা ক্রমবিকাশ এবং জন্মাবধি বিকৃত গঠন ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়। সেই দুঃসময় তারা তাদের মূল খুঁজে পায়। (ল্যাংমান মেডিক্যাল এমব্রিওলজী)

এ ক্ষেত্রে কুরআনের মুখালাগা এবং নন-মুখালাগার বর্ণনা খুব চমৎকার।

মুদগা হলো চর্বিত গোশতো পিণ্ডের মতো। এটা দ্বারা গঠিত এবং অগঠিত অংশের কথা উল্লেখ আছে। কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

فَانَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ط وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ج

"আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাকা হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশত পিণ্ড হতে, তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভেস্থিত রাখি। তারপর আমি তোমাদেরকে শিশু রূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হতে পার।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫

হযরত মুহাম্মদ স.-এর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"৪২ দিন অতিবাহিত হবার পর নুতফাহ যখন গর্ভাশয়ে স্থির হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে আকৃতি দান করা এবং কানে শুনা, দেখা, চর্ম, মাংস এবং হাড় গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান তখন সেই ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করেন; হে আল্লাহ তায়ালা এটা কি ছেলে বা মেয়ে সন্তান ? আল্লাহ তায়ালা তখন যা মনোস্থ করেন তাই সৃষ্টি করেন।"–মুসলিম

মুসলিম ও বুখারী শরীফের অপর জায়গায় বর্ণিত আছে, "এক ফোটা নুতফাহ গর্ভাশয়ে পৌছা এবং তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া বা গর্ভপাত বা গর্ভ নষ্ট হওয়া পর্যন্ত একজন ফেরেশতা তা অনুসরণ করে।"

এ থেকে জানা যায় যে, এ সময় (ছয় সপ্তাহ কাল) অরগানো জেনিসিস-এর জিনিথ (শিরাবিন্দু) পরিলক্ষিত হয় যা দ্বারা কর্ণ, চক্ষু গঠনের পদ্ধতি, হাড়, মাংস এবং চামড়া গঠন হয়। এজন্য প্রত্যেকটি অঙ্গের পৃথকিকরণ চিহ্নিত হয় এবং ত্বরিতভাবে গোনাড্স থেকে টেসটিসে অথবা গর্ভাশয়ের পৃথকিকরণ পরিদৃষ্ট হয়–(আল হাদীস)। বর্তমান সময়কালে জানা গেছে যে, ইন্ট্রা ইউটেরাইন লাইফ এর ৭ থেকে ৮ সপ্তাহে গোনাড্স টেসটিস অথবা ওভারীতে পৃথকিকরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ১৪ শত বছর পূর্বে এর পূর্ণ বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীস থেকে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা স্মরণীয় ও প্রকাশিতব্য বটে। আজ পর্যন্ত অন্য কোন বিজ্ঞানী এ তথ্যের কোন চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি বরং কুরআন ও হাদীসের তথ্যকে সঠিক পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, ৪২ দিন অতিবাহিত হবার পর নুতফাহ যখন গর্ভাশয়ে স্থির হয় আল্লাহ তখন তাকে আকৃতি করা এবং কানে শুনা, দেখা, চর্ম, মাংস এবং হাড় গঠন ও অঙ্গ সৌষ্ঠব দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান তখন সেই ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে জিজ্ঞাস করেন, হে আল্লাহ এটা কি ছেলে বা মেয়ে সন্তান ? আল্লাহ তায়ালা তখন যা মনস্থ করেন তাই সৃষ্টি করেন।"–মুসলিম

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীস অনুসারে ৪২ দিনে ভ্রূণটা সম্পূর্ণ মানব আকৃতি লাভ করে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানানুসারে ২১ দিনেই ভ্রূণের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উপরোক্ত তথ্যানুসারে কোন ভ্রূণকে ২১ দিন বা ৪২ দিনের পর কোনক্রমে নষ্ট করা আইনসিদ্ধ নয় কারণ এটা একটা জীবনকে হত্যা করার সামিল।

৩. কনট্রাসেপশন এবং বিভিন্ন দেশের অবস্থা

গর্ভপাত বা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির কথা দূরে থাক, পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে কনট্রাসেপশন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। যেমন ব্রাজিল সরকার ১৯৯৬ সালে আইন পাশ করেছে যে, কোন দম্পতিকে জোরপূর্বক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না বা কাউকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে (হ্রাস/বৃদ্ধি) অভ্যাস করা যাবে না।

১৯৯৬ সালে পেরুর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ১৯৯৬-২০০০ সালের প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবা ও জন্মনিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে কিন্তু ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এটার ওপর তেমন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

১৯৯৬ সালে ঘানাতে স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করা হয় যাতে প্রজনন ও স্বাস্থ্য সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তবে উভয় দেশই নারীদের মৌলিক অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে নযর রেখেছে।

ম্যাক্সিকো, আমেরিকা, ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, নাইজেরিয়া ও পৃথিবীর অনেক দেশে কনট্রাশেপশন পদ্ধতি প্রচলনের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য প্রদান করে চলছে, যে জন্য বর্তমান বিশ্ব বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও কোন ইচ্ছুক দম্পত্তি যারা বেশী সন্তান নিতে আগ্রহী নয়, এ সকল কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার নিমিত্ত সেটেলাইট ক্লিনিকসহ নারী স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের নিমিত্ত বহু ক্লিনিক পরিচালনার জন্য উন্নত দেশগুলোর সহায়তায় পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক খুলে চলছে। এর যেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে তেমনি কুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

কনট্রাসেপশন পদ্ধতির কারণে নারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বেহায়াপনা বাড়ছে। মানুষের স্তর থেকে তারা পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে যে কারণে HIV/AIDS এবং বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের শিকার হচ্ছে।

গর্ভ নিরোধকে (Sterilization) যদিও কনট্রাসেপশনের একটা ফর্ম মনে করা হয় তবুও আর্জেন্টিনাতে গর্ভপাতকে একটা চরম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। সে দেশের প্যানেল কোর্ট এটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে গণ্য

৪—

www.pathagar.com

করে। পোল্যাণ্ড গর্ভপাতকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারক হিসাবে বিবেচনা করে বেআইনী ঘোষণা করেছে। আইভরি কোষ্ট গর্ভপাতকে সেদেশে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তারা এ পদ্ধতিকে মানুষ হত্যার শামিল মনে করে বলে এটাকে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ মনে করে।

১৯৮৬ সালে ঘানাতে কনট্রাসেপটিক ব্যবহারে জনসংযোগ মাধ্যম জ্ঞান দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

১৯২০ সালে তথাকথিত ফ্রান্স আইন অন্যান্য ঔপনাসিক দেশসমূহের মত বেনিনেও প্রতিফলিত হয়েছে এবং কনট্রাসেপটিক বিজ্ঞান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৯০ সালে ক্যামেরুন আইন করে Practice of Pharmacies নিষিদ্ধ করণের মাধ্যম Contraceptive Propaganda বন্ধ করেন।

আফ্রিকা মহাদেশের চাঁদে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Reversible Contraceptic Method) যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ বাধা প্রদানকারী পদ্ধতি এবং হরমোনাল পদ্ধতি প্রচলিত আছে। "চিলিতে স্ত্রীরা কেবল স্বামীর অনুমতিক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন"। বাংলাদেশের মহিলারা যারা Norplant ব্যবহার করেন তাদের মধ্য ১৫% মহিলারা জানেন যে বাহুতে স্থাপিত নরপ্লানটাকে স্বাস্থ্যকর্মী ডাক্তারদের মাধ্যমে অপসারণ করা যেতে পারে। তবে নরপ্লানটা ব্যবহারকারী মহিলাদের মধ্যে যাদের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বেশী দেখা যায় তারা তখন তা খুলে ফেলার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের কোন রকম সহায়তা পান না।

আমেরিকার জর্জিয়া ষ্টেটের গ্রাম-গঞ্জের মেডিকেইড প্রোগ্রামের মাধ্যম আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের যে নরপ্লান্টের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য অর্থ দিতে হয়। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণ ব্যতীত উহা অপসারণ করা যায় না। ইহার জন্য মহিলাদের সার্বক্ষণিক রক্তক্ষরণ, মাথাব্যাথা, বুক ধরপরানি এবং চুল পড়া ইত্যাদি রোগে ভুগতে হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় অপসারণ যোগ্য। দু-বছরের মধ্যে অপসারণ করতে হলে প্রত্যেক মহিলাকে ৩০০ ডলার প্রদান করতে হয়। আমার মতে এ ব্যবস্থা অমানবিক যা মহিলাদেরকে জোরপূর্বক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার সমতুল্য।

১৯৯৯ সালে জাপান সরকার খাবারের বড়ি (Oral Contraceptives) অনুমোদন করেন। এর পূর্বে জাপান কেবল মাত্র জাতিসংঘের সদস্য দেশ হিসাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করেছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে International Conference on Population and Development and the Programme of Action (ICPD+5 Conference) এ আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ প্রস্তাব করে যে নিম্নলিখিত Phrase "including female controlled methods such as female condoms and emergency contraception and underutilized methods such as vasectomy and male condoms." দলীল আকারে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে হবে, তাতে সদস্যভুক্ত অনেক দেশ সহ আর্জেন্টিনা, হলিসী, লিবিয়া, নিকারাগুয়া, সুদান এবং সিরিয়া খুব প্রবলভাবে আপত্তি তুলে এবং আপত্তির মুখে কেবল মাত্র The Pharase "including new options and underutilized methods" পাশ করা হয়।

More Strictly regulated বা Prohibited method.

One of the most regulated forms of contraception is sterilization. This method of family planning is illegal in some countries. For example, in Argentina, sterilization is a crime. The penal code defines as a criminal offecse, the infliction of either a "grave injury" resulting in permanent debilitation of a reproductive organ or limb or a "very grave injury" resulting in the loss of the capacity to conceive or procreate. The punishment for such acts is imprisonment for three to fifteen years. Despite the law's lack of exceptions, sterilization's are performed on women whose lives would be put at risk by future pregnancy. Similarly, in Poland, sterilization as a method of family planning is illegal. Even with the written consent of the patient, sterilization is considered a criminal injury, which carries a penalty of up to 10 years in prison. Sterilisation is legal only when performed upon "mentally in competent individuals." The penal code of Cote d'lvoire strictly prohibits sterilization, classifying it as an offence that is punishable by the death penalty.

There has been an effort by conservative forces to regulate strictly and even make illegal the use of EC-including emergency contraceptive pills, mianiples, and the copper-T intrauterine device. These methods are used post-coitally (after intercourse) and may prevent pregnancy by delaying or

www.pathagar.com

inhibiting ovulation, by inhibiting fertilization, or by inhibiting implantation of fertilized egg.

At the recent five-year review of the 1994 International Conference on Population and Development and the Programme of Action (ICPD+5 Conference). EC was the subject of a clash among government delegates during the drafting of the conference consensus document. In a passage advising UN agencies and donors to provide sufficient resources to meet the demand for family planning methods, the United States, the European Union, and other nations sought to insert the phrase "including female-controlled methods such as female condoms and emergency contraception, and underutilized methods such as vasectomy and male condoms. This proposal was strongly resisted by the Holy See and a number of countries, including Argentina, Libya, Nicaragua, Sudan and Syria. Representatives from these delegations argued that EC is tantamount to abortion, despite a statement by the WHO explaining that the medical community does not regard EC as an abortifacient because the treatment works prior to implantation. In a final compromise, the passage was left to read including new options and underutilized methods language that surely encompasses EC without naming it explicitly. Some countries around the world place limits on the dissemination of information in some settings, Ghana's Reproductive Health Service Policy requires service providers to give clients an array of information and counseling, including that regarding family planning and contraceptives.

Similarly, in countries in which the so-called 1920, French Law is in effect, such as Benin, contraceptive advertising may be inhibited. As noted in Chapter 1, the 1920 French Law proscribe "incitement" to "the crime of abortion" and the distribution of information or "propaganda" on pregnancy prevention. This law was in force in countries that were formerly subject to French colonial rule, but most repealed it following independence. It is important to note that in Benin,

www.pathagar.com

despite this law, the government has stated in its Population Policy its objective to increase contraceptive prevalence. However, the 1920 French Law has been identified as a hindrance to the administration of a comprehensive family planning program. The situation is similar in Cameroon. Although the 1920 French Law has been repealed, a 1990 law regulating the practice of pharmacies prohibits contraceptive propaganda.

Third-party authorization requirements

Some countries require women to obtain the authorization of a husband or a parent before receiving contraception. In Chad, for example, where reversible contraceptive methods--which include barrier and hormonal methods—are considered medications available only with a medical prescription, married women may be given a prescription only with the permission of their spouses. Likewise, minors must have the written consent of their parents or guardian. In Chile, a woman must obtain the consent of her spouse in order to be sterilized in public health facilities.

Violations Indicating Coercion

A woman's right to reproductive self-determination is also violated when methods of controlling her fertility are imposed upon her without her informed consent. Worldwide, there have been a number of cases of violations of women's rights involving coercion in the use of contraception. Where sterilization is a common method of family planning, health care workers may pressure women to under go sterilization without informing them of the irreversible nature of the operation or of alternative contraceptive methods. For example, as described in Chapter 1, human rights advocates in Peru reported that from 1996 to 1998, in response to government imposed sterilization quotas, many women were subjected to sterilization without their informed consent. A number of cases were documented of women who were coerced, deceived, or induced into undergoing sterilization.

www.pathagar.com

The United Nations Special Reporter on Violence against Women (Special Reporter on Violence) brought these abuses and others to the attention of the international community in a 1999 report.

Women also may experience coercion at the hands of health workers who refuse to remove contraceptive devices. For instance, because Norplant requires surgical insertion and removal, a woman who wishes to have the device removed is fully dependent upon the assistance of health workers. The Special Reporter on Violence has reported that among women in Bangladesh with Norplant, only 15% were aware that the implants could be removed upon request. Furthermore, some women who suffered serious side effects and requested removal of the implants were routinely refused. Similarly, in the United States, the Special Rapporteur on Violence reports that government funded Medicaid programs that provided Norplant* to African-American women in rural Georgia would pay for the implants but wold only remove them for medical reasons, Women complaints of continuous bleeding, headaches, heart palpitations, and hair loss were deemed inconveniences rather than medical problems justifying removal of the implants, To have the implants removed before the end of two years, women had to reimburse the state for the insertion, which cost US $ 300.

Developments Since 1995

There have been some significant legal and policy developments affecting contraceptive access since 1995.

In 1999 Japan approved the use of oral contraceptives. Prior to that, Japan was the sole Member State of the United Nations to prohibit this method of contraception.

In Ethiopia, a Proclamation repealed a Penal Code provision prohibiting the advertisement and promotion of contraceptive methods.

Worldwide, several countries in recent years have approved explicitly the use of EC, either by licensing drugs for use as

www.pathagar.com

EC or by incorporating EC into government-regulated family planning services. Brazil's Ministry of Health, for example, included EC in its family planning program guidelines in 1997. In 1999, France became the first country to permit the sale of EC over-the-counter. In 2000, similar initiatives have followed in British Columbia .

Canada and in Great Britain, where a pilot program in Manchester, England making EC available over-the-country may be used implemented natiowides.

In addition to these legal and policy advances, recent technological developments may also serve to widen women's choices and improve their health.

Recently, scientists have intensified their work to develop contraceptive technologies to prevent diseases such as AIDS and other STIs, especially those methods that are controlled by women. A new set of methods for women, vaginal microbicides, which are not yet available, are being tested in a number of countries. Vaginal microbicides, which may be produced as gels, creams, suppositories, film, sponges, and vaginal rings, may be used without a partner's knowledge or cooperation. Early safety trials and focus-group discussions are underway in a number of countries, including Zimbabwe.

Another female-controlled contraceptive method, the female condom, has gained wide recognition in recent years. Unlike a diaphragm or an oral contraceptive. no prescription or medical help is necessary for a woman to use the female condom. The woman places it into her vagina manually, and can do so anytime from hours before to immediately prior to sex. The female condom provides women with another important option to prevent HIV infection and STIs. However, many women who could benefit from the product do not yet have access to it. 133 When left entirely to commercial markets, the price of female condoms in the global south is between US$2 and $ 3 per condom. 134 UNAIDS has been working with the manufacturer of the female condom to increase its availability

www.pathagar.com

and affordability in the global south, particularly in sub-Saharan Africa and Southeast Asia. 135

৪. অদৃষ্টবাদ

আল্লাহ্ তায়ালা কার ভাগ্যে কি রেখেছেন, কেবল তা তিনিই ভালভাবে জানেন। তাই কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "আত্তাগদিরু লাইয়ারুদ্দু"। অর্থ ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। এতে কারো কিছু করার নেই বা হাতে নেই। মানুষ আল্লাহ্র দাস। তিনি যেভাবে তার বান্দাকে চালাবেন, ঠিক সেভাবেই চলবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"আবু সাঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন ঃ যেসব আত্মা সৃষ্টি হওয়ার নির্ধারিত হয়ে আছে তা আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই সৃষ্টি করবেন।"–জামে আল তিরমিযী-১০১৭৬

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

"বল, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।"

এখন প্রশ্ন হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ভ্রূণ হত্যা। এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে, যে পর্যন্ত পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে গিয়ে না মিশে উর্বর হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত শুক্রাণু এক ফোটা তরল পদার্থের মতো থাকে। অর্থাৎ বীজ বপন না করলে যেমন উদ্ভিদের জন্ম হয় না তেমনি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে যে পর্যন্ত মিলিত না হয় সে পর্যন্ত উহা উর্বর হবে না, সে কারণ ভ্রূণের রূপ পায় না, তাই এ অবস্থায় ভ্রূণ হত্যা বা সন্তান হত্যা বলা যাবে না। তবে গর্ভবতীকে ৪২ দিন পর গর্ভপাত করানো হলে তাকে ভ্রূণ হত্যা বলা যাবে। গর্ভবতী হওয়ায় বাধা দিলে তাকে বলা যায় যে শুক্রাণুকে স্ত্রী জরায়ুতে পৌছতে বাধা দেয়া অর্থাৎ ডিম্বাণুর সঙ্গে মিশে উর্বর না হওয়া। তার অর্থ এ নয় যে ভ্রূণকে হত্যা করা। ভ্রূণকে হত্যা করতে হলে ডিম্বাণুর সংস্পর্শে আসতেই হবে এবং উর্বর হতে হবে। পুরুষরা এক একবার স্ত্রীলোকের সঙ্গে সঙ্গম করলে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু নির্গত হয়, কিন্তু স্ত্রী গর্ভাশয়ে কেবল মাত্র একটা শুক্রাণু পৌছে। অন্যগুলো পথে নষ্ট হয়ে যায়, তার অর্থ এ নয় যে, ভ্রূণকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তা না হয় তবে আমার মতে যে পর্যন্ত শুক্রাণু স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ না করে এবং ডিম্বাণুর সঙ্গে না মিশে উর্বর হয় সে পর্যন্ত একে ভ্রূণ হত্যা বলা ঠিক হবে না।

❐

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে পরিবার গঠন ও বিবাহ

মুসলিম সমাজে পরিবার হলো সামাজিক মূল ভিত্তি এবং বিবাহ বন্ধন হলো ইসলামী রীতিনীতি ও শরীয়াহ মতে একটা ইসলামী ফাণ্ডামেন্টাল ইন্সটিটিউশন। বিবাহ ও পরিবার গঠন একটা পারিবারিক গুরুদায়িত্ব— কারণ একটা নবদম্পতিকে পারিবারিক রীতিনীতি অনুসারে চলতে হয় এবং পরিবারভুক্ত সকলের মন রক্ষা করতে হয়। মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হয়। ভাল-মন্দ বিবেচনা করে সংসার ধর্ম পালন করতে হয়। স্বামী স্ত্রীকে সকল উদ্ভূত সমস্যার সমাধান নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হয়, তাহলেই সুখী সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠন হতে পারে এবং সম্ভব।

১. ইসলামে পরিবার ও বিবাহ

ইসলামে পরিবারের একটা ব্যাপক সামাজিক ও ধর্মীয় রীতির বন্ধন থাকে যে কারণে পরিবারকে সমাজের প্রাণ বলা হয়। কারণ পরিবারের কার্যকলাপের ওপরই এর সুনাম ও খ্যাতি নির্ভর করে। ইসলামে পরিবারকে একটা পবিত্র প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়, যেখানে ছোট, বড়, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একটা পারিবারিক সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে বাস করে। একের ভাল-মন্দ অন্যের ওপর নির্ভর করে। একের দুঃখে অন্যে দুঃখিত হয়। বয়জ্যেষ্ঠদের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধাবোধ জন্মায়। আর পারিবারিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়েই মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় অনুশাসন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। চরিত্র গঠন, সামাজিক বন্ধন, সৌহার্দতা পারিবারিক সমাজব্যবস্থাকে একটা সুশীল সমাজ ও পরিবার গঠনে পরিবারেরই দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক বেশী। পরিবারের অসহনশীল মনোভাব ও ঔদ্ধত্যের কারণে একটা পরিবার সামাজিক বাধা অতিক্রম করতে পারে না, যে জন্য পরিবারে ধ্বংস আসতে বাধ্য। পারিবারিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে একটা সুন্দর পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ছোটরা ভালবাসা পেতে পারে, বৃদ্ধরা শ্রদ্ধা পেতে পারে, দুঃস্থরা সেবা পেতে পারে।

ইসলামে পরিবার গঠিত হয় স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও নির্ভরশীল সুধীজন দ্বারা। একে অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে গঠিত পরিবার সমাজে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক মাত্র।

www.pathagar.com

২. স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য

স্বামী এবং স্ত্রী হলো পরিবার গঠনের একমাত্র বাহন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে কুরআনে দুটো বাস্তব গুণের কথা একদিকে যেমন ভালবাসা (ধৈর্য্য, বন্ধুত্ব ও সাহচার্য) অপরদিকে দয়ার (বোধ, সমঝোতা, ধৈর্য এবং ক্ষমা) উল্লেখ আছে। সর্বপরি পরিবারে শান্তি স্থাপন। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট হতে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্যের মূল চাবিকাঠি হলো স্বামী-স্ত্রীর ঐকমত্য এবং শান্তিতে সহাবস্থান। ঐক্য ব্যতীত শান্তি স্থাপন কখনো সম্ভব নয়। কারণ যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল দেখা যায় না সে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রীর ঐক্যই পরিবার গঠনে ও শান্তি স্থাপনে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। নর ও নারীর বৈবাহিক বন্ধনই পরিবারের শান্তির চালিকা শক্তি।

তাই আল্লাহ তায়ালা আবার কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও উহা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

"এবং আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।"–সূরা আন নাহল ঃ ৭২

www.pathagar.com

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

"তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং জানোয়ারের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন জানোয়ারের জোড়া, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন ; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, স্ত্রী-পুরুষ বা নর-নারীর বিবাহ বন্ধন একটা নিবিড় ভালবাসার ঐক্য এবং বিবাহ বন্ধনের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সন্তান পয়দা দ্বারা স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার সুদৃঢ় বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা নর-নারীর মিলন ব্যতীত সন্তানের জন্ম হতে পারে না। বংশ বৃদ্ধির ধারক ও বাহক হলো স্বামী-স্ত্রী এবং কারো একার দ্বারা পরিবারও গঠিত হতে পারে না। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে না। যদি মানুষের বংশ বৃদ্ধি না হতো তাহলে সভ্যতা আসতো না। এতে দেখা যায় যে, পরিবার হলো মানব সভ্যতার মাপকাঠি। পৃথিবীতে যদি কোন বিবাহ বন্ধনের প্রক্রিয়া না থাকতো তাহলে এখানে কোন পরিবার থাকতো না, কোন বন্ধন থাকতো না, কোন মানব সভ্যতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতো না। কেবল মাত্র পরিবারের মাধ্যমে মানব সমাজ, মানবতা ও সভ্যতা গড়ে উঠা সম্ভব।

৩. ইসলামে বিবাহ বন্ধন

বিবাহ বন্ধনটা হলো পরিবার গঠনের পূর্ব শর্ত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে বহু রকম বিবাহ প্রথা চালু ছিল। সে যুগে কোন পুরুষের কোন মেয়েকে পসন্দ হলে পরিবারের প্রধান ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হতো, সেখানে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। পরিবারের প্রধানগণ যা সাব্যস্ত করতেন, নারীদেরকে তা মেনে চলতে হতো। ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর যদি কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইতো তবে ছেলে মেয়ের মতামত নিয়ে তা সম্পাদন করা হতো যে প্রথা আজও চালু আছে। পূর্বে বহু বিবাহের প্রথা চালু ছিল, কিন্তু কুরআন নাযিল হবার পর এবং ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে যায় এবং এক ভার্যা গ্রহণ স্বতঃসিদ্ধভাবে গৃহীত হয়। তবে মুসলিম সমাজে চারটা বিবাহ করার অধিকার আছে যদি একজন পুরুষ চারজন স্ত্রীকে সমভাবে দেখতে পারে এবং রাখতে পারে। কাউকে অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট করে একজনকে বেশী ভালবাসবে তা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। সবাইকে

www.pathagar.com

যদি ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারে সমভাবে রাখতে পারে তবেই চারটা বিবাহের বিধান কার্যকর হতে পারে নতুবা নয়।

"হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ভাল যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।"–ইবনে মাজাহ্

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

শান্তির প্রত্যাশায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অটুট বন্ধন গড়ে তোলা অবশ্য কর্তব্য নতুবা বিচ্ছেদও ঘটতে পারে। প্রকৃতিগতভাবে একজন স্বামী স্ত্রীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আনুকূল্য প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তাদের সাহচর্যে গড়ে উঠে সন্তান-সন্ততি–কাঙ্ক্ষিত পরিবার। সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, লেখাপড়া শিক্ষা দেয়া, ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা, অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কেয়ার দেয়া বাবা-মা ও পরিবারের কর্তব্য। এটা কেবল ভালবাসা ও সৌহার্দের মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে। তাই পরিবারই হলো সন্তান-সন্ততির জন্য ভিত্তিমূল। যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই সেখানে পরিবার হয় দোযখখানা, সন্তান-সন্ততি নষ্ট হয়ে সমাজে কলঙ্কিত হয়, পরিণতিতে বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

অপর পক্ষে মুসলিম সমাজে মুক্ত ভালবাসা ও বেহায়াপনার কোন স্থান নেই। ইউরোপে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, যে কেউ প্রাপ্ত বয়সে পদার্পণ করলেই তারা ইচ্ছা মাফিক সঙ্গী ঠিক করে নিতে পারে। তারা ডেটিং করে থাকে। তাদের ঘর সংসারের দরকার হয় না। তাদের ঘরে সন্তান আসলে তা ষ্টেট বহন করে থাকে। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ঐ অনৈসলামিক প্রথার কোন স্থান নেই। যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না তারা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সত্যকে অস্বীকার করে পরিবারের দায়িত্ব এড়াতে চায় বা এড়িয়ে চলে। কারণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেই নবদম্পতির ঘরে সন্তান আসবে এটাই নিয়ম। যারা পরিবার ও স্ত্রী পুত্রাদির ভার বহন করতে চান না তারা নিশ্চয়ই স্বার্থপর। তাদের জন্য সমাজ নষ্ট হয়, সমাজে বিষ ছড়ায়।

www.pathagar.com

স্বার্থপরগণ পরিবারের দুঃখ দৈন্যের অংশীদার হতে চান না। একে অন্যকে যে কোন সময় ছেড়ে যেতে পারে। কেউ কারো দুঃখের অংশীদার হয় না। কিন্তু বিবাহ বন্ধন দুটো জীবনকে এক করে। সংসারের প্রতি উভয়ের দায়িত্ব বোধ থাকে। উভয়ে তাদের সন্তান-সন্ততির লেখাপড়া ও সুস্বাস্থ্যের চিন্তা করে থাকে যেটা মুক্ত ভালবাসা প্রথায় অনুপস্থিত বা থাকে না বা দেখা যায় না। ফ্রি লাভ সিস্টেমে সমাজ বর্বরতা ও নষ্টামীর মধ্যে পতিত হয়। "বিবাহ বন্ধন" ধারা পৃথিবীর সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যেই বিরাজমান এবং সর্বকালের সকল সমাজে সমর্থিত। এ ব্যবস্থায় একটা দম্পত্তিকে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে সাহায্য করে। ফ্রি লাভ সিস্টেমের জন্য সমাজ কলুষিত হয় এবং পরিবারের মূল ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ বন্য পশুর স্তরে চলে যায়। মানুষকে দায়িত্বহীন এবং স্বার্থপর করে তুলে যা তার আকাঙ্ক্ষার দাস। এখানে সত্যিকার ভালবাসার কোন স্থান থাকে না বরং একে অন্যকে উপভোগ করে মাত্র, সেই সকল জনপদের মানুষ সমাজের কোন কাজে আসে না। তাদের জন্য সমাজ ও পরিবারভুক্ত মানুষ নষ্ট হয়ে যায়।

৪. আইনগত অক্ষমতা

ইসলাম ধর্মের অগ্রযাত্রার পূর্বে মুতা বিবাহ প্রচলিত ছিল। কুরআন নাযিল হবার পর এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ এ পদ্ধতিতে একটা নারীর জীবনকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রা. ইবনে আব্বাসের কাছে বর্ণনা করেছেন : রাসূল স. খায়বারের যুদ্ধের সময় মুতা বিবাহ এবং গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন।–বুখারী-৪৭৪০

এছাড়া সে সময় চার প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রকার হলো স্থায়ী বিবাহ, যে পদ্ধতিকে ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে এবং এ পদ্ধতিটাই সমাজ ও পরিবারের জন্য উত্তম। এ পদ্ধতি মানুষকে সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে পরিবারভুক্ত হয়ে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টা হলো ইজতিবদা যার অর্থ ক্ষণ কাল বা অধিক। তৃতীয়তটা হলো এই যে, কমপক্ষে দশজন পুরুষ এক সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলতি হতে পারতো এবং মহিলাটি যখন গর্ভবতী হয়ে পড়তো তখন ঐ মহিলা ঐ গর্ভধারণের জন্য যাকে সনাক্ত করতো তাকেই ঐ সন্তানের দায়িত্ব নিতে হতো। চতুর্থ প্রকার হলো কোন বেশ্যা যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এবং বাচ্চা প্রসব করার পর সে যাকে ঐ সন্তানের পিতা বলে সনাক্ত করে সেই কেবল ঐ সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। শেষোক্ত তিন প্রকার পদ্ধতিকে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হতো এবং সে কারণেই এ তিনটি পদ্ধতিকে ইসলাম কখনো স্বীকৃতি দেয়নি বরং নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

"এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষেধ, তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্র বিধান। উল্লেখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তোমাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করছো তাদের নির্ধারিত মহ্রানা অর্পণ করবে। মহ্র নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞোম ও প্রজ্ঞাময়।"

–সূরা আন নিসা ঃ ২৪

এ আয়াত থেকে দেখা যায় যে সকল নারীদেরকে বিবাহ্ করা যায় কেবল তাদেরকে মহ্রানা প্রদান পূর্বক বিবাহ্ করা এবং এর ব্যতিরেকে অবৈধ যৌন সম্পর্ককে নিষেধ করা হয়েছে। অবৈধ যৌন সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যভিচার সমাজের জন্য ক্ষতিকর, আইন শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, সামাজিক মূল্যবোধ ও সৌহার্দতা বিনষ্ট হয়। সেজন্যও বহু বিবাহ্ ও মুতা বিবাহ্ ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোন স্থান নেই। এটা হলো সমাজ ও মানবতা বিরোধী কাজ। অপরপক্ষে কুরআনে তালাক দেয়াকে ঘৃণ্য কাজ বলে আখ্যায়িত করে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেখানে স্বামী স্ত্রীর বনিবনা হয় না সংসার জীবন নষ্ট হবার উপক্রম হয় সেখানে কুরআনের বিধান অনুসারে তালাক দেয়া যেতে পারে।

বর্তমান তথাকথিত সভ্যসমাজে নর-নারীগণ ঠিক সময় বিবাহ্ করে না, আবার বিবাহ্ করলে বাচ্চা নেয় না, আবার বাচ্চা নিলেও একটা দুটার বেশীর নয়। কারণ তথাকথিত যান্ত্রিক ও শিক্ষিত যুগে "খাও দাও ফূর্তি কর, দুনিয়াটা মজা মারো" পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে যা জিরো থেকে জিরোর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে সন্তান জন্মের হার জিরো।

www.pathagar.com

আমরা যেমন মা-বাবার ভালবাসার ফসল তেমনিও তো আমাদের জমিনে ফসল উৎপাদন অনস্বিকার্য। বর্তমান সমাজ ত্যাগ ও ভালবাসার চেয়ে ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে যা কোনক্রমেই কোন জাতির ধ্যান-ধারণা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৫. বিবাহ একটা বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠান

বিবাহ, পরিবার গঠনের মূল ও প্রধান শর্ত। বিবাহ ব্যতীত অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছাড়া পরিবার গঠিত হয় না। এ বাস্তব সত্যকে কেউ কখনো অস্বীকার করতে পারে না ও পারবে না। বিবাহ ছাড়া যেমন মানুষের সুখ সমৃদ্ধি ও ভালবাসা আসে না, তেমনি সন্তান-সন্ততি ছাড়া বাস্তবিক ভালবাসা ও সুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করা যায় না। বিবাহ করাটা রাসূল স.-এর সুন্নাহ। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় যে, পুরুষ চিরকুমার থাকে এবং কোন কোন নারীও চিরকুমারী থেকে যায় এটা কিন্তু ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী।

আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে পছন্দ মতো বিবাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

"তোমাদের পছন্দ মাফিক মহিলাদের বিবাহ কর।"

রাসূল স. বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে, তার বিবাহ করা উচিত। কেননা বিবাহ তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে সাহায্য করবে এবং তার সংযম রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে" এবং যে ব্যক্তির বিবাহের প্রয়োজন নেই, সে বিবাহ করবে কি না ?

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমাদের যুবক বয়সে আমরা রাসূল স. সাথে ছিলাম। অথচ আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল স. বললেন ঃ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখো সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টি নীচু রাখে এবং তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যে বিবাহ করার সামর্থই রাখে না সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনাকে কমিয়ে দেয়।"–বুখারী-৪৬৯৩

উল্লেখ্য কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূল স.-এর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা এবং আল্লাহকে পাবার প্রগাঢ় ব্যাকুলতায় নিরবাচ্ছিন্ন প্রার্থনায় মশগুল থাকা এবং মোটা উলের কাপড় পরিধান করা ও সর্বদা সালাত ও সিয়াম পালন করার

www.pathagar.com

সংকল্প ও প্রত্যয় ঘোষণা করে এবং সেহেতু বিবাহ্ না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে, এ সকল কথা রাসূল স.-এর নিকট পৌঁছলে বা জানতে পারলে তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং একথাগুলো বললেন ঃ

"তিন ধরনের লোক রাসূল স.-এর গৃহে গেলেন এবং তাকে তার সালাত আদায় করার রীতি জিজ্ঞেস করলেন। যখন তাদের বলা হলো তখন তারা মনে করল যে, তাদের অবজ্ঞা করা হলো। তখন তারা বললেন, আমরা কোথায় রাসূল স.-কে পরীক্ষা করলাম? আল্লাহ্ তাকে অনেক পূর্বে ক্ষমা করে দিয়েছেন যদি সে কোন কিছু করে থাকে তার জন্য।

তখন তাদের মধ্যে একজন বললো, যতদূর আমি জানি, আমি চিরদিন সারা রাত্র সালাত আদায় করবো। আর একজন বললো, একাধারে আমি সকল সময় সিয়াম পালন করবো। অন্যজন বললো, আমি সারাজীবন কোন স্ত্রীলোক স্পর্শ করবো না এবং বিবাহ্ করবো না।

রাসূল স. যখন ফিরে আসলেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তারা যারা আমাকে এসব বলেছিলে। তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে জানালেন, আল্লাহর কসম, আমরা এর অধিকও বলেছিলাম।

আল্লাহকে ভয় কর, ধন্যবাদ সেই মহান সত্ত্বার। আমি সিয়াম পালন করছি আবার আমি সালাত কায়েম করেছি আবার ঘুমিয়েছি এবং বিবাহও করেছি। যারা আমার পথ থেকে সরে যায় তারা আমার উম্মত নয় সে উম্মতের মধ্যে কেউ নয়।"—বুখারী ও মুসলিম দ্বারা প্রত্যয়িত

রাসূল স.-এর হাদীসে মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে দিক নির্দেশ দেয়ার পরও অনেক মুসলমান বিভিন্ন কারণে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। কোন কোন সময় দেখা যায় যারা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত তারা মোটেই বিবাহের জন্য আগ্রহী হয় না। আবার অনেকে তার শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার জন্য বিবাহ্ বন্ধ রাখেন যে পর্যন্ত না তারা তাদের প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে সে পর্যন্ত। হাঁ যদি একটা লোক সামর্থবান না হয়, এবং কষ্ট ক্লেশে জীবন যাপন করে এবং বিবাহের পর স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদায় রাখতে না পারে এবং বিপথগামী হতে পারে সে কারণে বিবাহে বিলম্বিত করার বিধান আছে। কিন্তু সারা জীবন চিরকুমার থাকবে বা খাসী হয়ে যাবে তা ইসলামী শরীয়াহ্ সমর্থিত নয়।

বিবাহটা হলো একটা পবিত্র বন্ধন যার মাধ্যমে সংসার ধর্ম পালন করা হয়। এটা পরিবার গঠনের সহায়ক। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

"এবং তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ২১

দৃঢ় অঙ্গীকার বা পাকা অঙ্গীকার নেয়ার অর্থই হলো বিবাহ। কেননা, মূলত এটা এমন মযবুত ও নির্ভরযোগ্য বাধন যার দৃঢ়তার ওপর ভরসা করেই একজন স্ত্রী তার সর্বস্ব আমানত একজন পুরুষের নিকট সমর্পণ করে থাকে। এখন কোনো পুরুষ যদি এটা নিজ ইচ্ছায় ছিন্ন করে, তবে বিবাহের সময় পুরুষটা যাকিছু স্ত্রীলোকটাকে দিয়েছিল তা ফেরত নেয়ার অধিকার রাখে না। আর বিবাহের পর কোনো স্ত্রীলোককে তালাক দেয়াটাই সম্পূর্ণরূপ হীন ও ঘৃণীয় ব্যাপার। রাসূল স. ইরশাদ করেছেন ঃ

"তালাক জায়েজ কাজ হলেও সকল জায়েজ কাজের মধ্যে আল্লাহ এটাকে বেশী অপসন্দ করতেন।"–আবু দাঊদ এবং ইবনে মাজা

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"তোমরা বিবাহ করো এবং তালাক দিও না, কেননা যেসব পুরুষ ও স্ত্রীলোক ভ্রমরের ন্যায় ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে বেড়ায় আল্লাহ তাদের একেবারেই পসন্দ করেন না।"–আল তাবারানী

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক কর্তব্যবোধ গড়ে কিন্তু তালাকের মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা বাড়ে। তাই এটা একটা হীন ও অপসন্দীয় কাজ।

৬. বিবাহ বন্ধন একটা গুরু দায়িত্ব

বিবাহ বন্ধনটা একটা বড় গুরু দায়িত্ব। সে কারণে এ পবিত্র বন্ধনকে অটুট রাখার জন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা বাঞ্ছনীয় ও কর্তব্য। সুখ দুঃখে কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না। তবে প্লান অনুসারে চললে বৈবাহিক জীবন সবচেয়ে সুখের হয়। পারিবারিক জীবন সুখময় হয় যদি না সন্তান সন্ততিকে মানুষের মত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ

فِيْهِمْ خَيْرًا ق

৫—

www.pathagar.com

"যাদের বিবাহের সার্মথ্য নেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও।"–সূরা আন নূর ঃ ৩৩

"রাসূল স. হতে বর্ণিত ঃ হে যুবক দল! তোমরা যদি স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়ার সামর্থবান হও তবে বিবাহ্ করো। কেননা বিবাহ্ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টি নীচু রাখে ও তার যৌন জীবনকে সংযমী করে, আর যার বিবাহ্ করার সামর্থ নেই, সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।"–বুখারী-৪৬১৩

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, কোন মানুষ যদি সামর্থবান না হয়, স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিতে অসমর্থ হয়, কোন রকম শারীরিক দুর্বল হয় তবে সে বিবাহ্ যোগ্য নয়। তবে বিবাহের সামর্থবান সকল পুরুষ ও স্ত্রীকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এটাই রাসূল স.-এর সুন্নত তরীকা। পবিত্র বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রত থাকে।

৭. বিবাহের বয়স

কোন ছেলে বা মেয়ে যৌবন প্রাপ্ত হলে, অসৎসঙ্গে মিশার পূর্বে বা অশ্লীলতার সংস্পর্শে আসার আগেই বিবাহ্ করা উচিত। তবে বিবাহ্টা নির্ভর করে যৌন উন্মাদনা, আর্থ সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা ও পরিবেশের ওপর। যৌবন প্রাপ্ত বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন বাধা নেই। তবে অপ্রাপ্ত বয়সে যদি একটা মেয়ে একটা ছেলের সঙ্গে মিশে ও সহবাস করে তাতে তার যোনী মুখ বা যোনীদেশ ছিড়ে যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে ঐ মেয়ের স্বাস্থ্য হানী ঘটতে পারে। অল্প বয়সে কোন মেয়ে যদি সন্তান গর্ভে ধারণ করে তবে সন্তান প্রসব করার সময় গর্ভজাত সন্তান ও মাতা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। অপরপক্ষে একটা অপরিপক্ক মেয়ের ঘর, সন্তান ও পরিবারকে সামলাতে হয় যা সে তখনও শিখেনি—লব্দ করতে পারেনি যে জন্য সংসার ও পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হয়ে থাকে। অল্প বয়সে যে সময় সে অন্যান্য সমবয়সীদের সাথে খেলাধূলা করবে সেখানে সে বাচ্চা কোলে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, ঘর গুছাচ্ছে, আত্মী-স্বজন সামলাচ্ছে, বিফলে তাকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে, গঞ্জনা-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। অপর দিকে বিবাহ বিচ্ছেদের ঝুঁকিও পোহাচ্ছে, কারণ সংসার ধর্ম

www.pathagar.com

পালন করে সন্তানের সেবা করে, স্বামীর যতটুকু সেবা করা দরকার তা করতে পারছে না, যে জন্য মনমালিন্য সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে ছোট বেলায় বিবাহ হওয়ায় সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। অসময় গর্ভপাত ঘটে যাচ্ছে যা শরীরের জন্য মারাত্মক হয়ে পড়ছে।

ইসলাম ধর্মে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কোন কোন মুসলিম দেশে প্রাপ্ত বয়স্ক বলতে ছেলেদের বয়স ২১ বছর এবং মেয়েদের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ছেলেরা ১৫ বছর এবং মেয়েরা ১২ বছর বয়সেই যৌবনপ্রাপ্ত হয়। এ বয়সে স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারে কিন্তু মেয়েদের ভ্যাজাইনা ও ইউরিথ্রাল ওয়াল ছিড়ে ফেরে যেতে পারে যা কেবল স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব পরবর্তীতে স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্যের কারণ হতে পারে। আধুনিক কালে এটাকে ভেসিকোভ্যাজাইনাল ফিসটুলা বলা হয়। দুরভাগ্যবশত এ অবস্থাটা পৃথিবীর অনুন্নত দেশে দেখা যায়—যেমন সুদান, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইথোপিয়া, কঙ্গো, কম্বোডিয়া, ভুটান ইত্যাদি দেশে। এটা কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাদের অগ্রীম গর্ভধারণের কারণ।

বিবাহ যোগ্য বয়স সমন্ধে কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

"ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ যথেষ্ট।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যখন ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ বুঝার শক্তি হয় তখনই বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে বলে ধরা হয়।

www.pathagar.com

ইমাম হানিফার মতে ছেলেদের বয়স ১৮ বছর এবং মেয়েদের বয়স ১৭ বছর হলেই বিবাহের উপযুক্ততা অর্জন করে। তবে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশসমূহ পরিবেশ, আবহাওয়া এবং আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর বিবাহের অবস্থা নির্ভর করে। তবে মুসলিম বিশ্বে মোটামুটি মেয়েদের বয়স এবং ছেলেদের বয়স ২১ বছর ধরা হয়ে থাকে। এটা আবার শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। বস্তিবাসীগণ অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিয়ে থাকে। নগর জীবনে শিক্ষিত পরিবারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ছেলে বা মেয়ে স্বাবলম্বী না হয়ে বিয়ে করতে রাজী হয় না।

৮. বহু বিবাহ

একজন পুরুষ কয়েকজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে পারে এবং একজন স্ত্রীলোকও কয়েকজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। এভাবে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক যে অনেক বিবাহ করে তাকে বহু বিবাহ বলে। ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনে একজন পুরুষ এক সঙ্গে চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে। কিন্তু কোনো মেয়েলোক একজন স্বামীর বর্তমানে আর একজন স্বামী গ্রহণ করতে পারে না।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ۝

"তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন, অথবা চার, আর যদি আশঙ্কা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

www.pathagar.com

"এবং তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন করো ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৯

এ আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় একজন পুরুষ এক, দুই, তিন অথবা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কাউকে না কাউকে একটু বেশী ভালবাসবেই। যদি তা হয় তাহলে সমতা রক্ষা করা হয় না। সেহেতু কাউকে ঝুলিয়ে রাখাও ঠিক নয়। রাসূল স. সকল স্ত্রীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতেন, তার ব্যবহারে কোনো স্ত্রীরই কোনো রকম অভিযোগ বা আপত্তি ছিল না। কোনো স্ত্রীর কাছে একরাত্রি বেশী থাকলেও যে রাত্র যে স্ত্রীর ভাগে পরতো তার অনুমতি নিয়েই অন্য স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন। তবে বর্তমান পুরুষগণ অর্থের আতিশয্যে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠাকল্পে অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকরা অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসাবে অধিক বিবাহ করে থাকে যা ইসলামী শরীয়াতের পরিপন্থী।

আমরা যদি কুরআনের আয়াতগুলোকে সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি তবে দেখতে পাব যে কোনো পুরুষেরই একটা বিবাহের বেশী বিবাহ করা উচিত নয়। কারণ বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কোনো স্বামীই কোনো একজন স্ত্রীকে সম্পূর্ণ সুখ দিতে পারে না সেহেতু অধিক বিবাহের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কোনো স্বামী যদি সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখনই চারটা পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিয়ে ইসলামে বৈধ করেছে তাহলো ঃ

ইমাম বুখারী র. তার সনদে বর্ণনা করেন যে, গায়লান বিন সালমা আছ ছাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার অধীনে দশজন মহিলা ছিল। রাসূল স. তাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে নিজের জন্য চারজনকে বাছাই কর।

আবু দাউদ র. তার সনদে বর্ণনা করেন যে, উমায়রা আল আসাদী বলেন, যখন আমি ইসলামে দীক্ষিত হই, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল, আমি এ বিষয়ে রাসূল স.-কে অবহিত করি। রাসূল স. আমাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে চারজন তোমার জন্য নির্বাচন কর।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ী র. তার মুসনাদে নাওফল বিন মুয়াবিয়া আদ দাইলামী সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার পাঁচ স্ত্রী ছিল। রাসূল স. আমাকে বললেন, তুমি তাদের মধ্য থেকে চারজনকে নিজের জন্য রেখে একজনকে সম্মানজনকভাবে বিদায় করে দাও।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বহু ব্যক্তির অধীনেই একাধিক স্ত্রী ছিল। এ ব্যাপারে কোনো ধরাবাধা নিয়ম ছিল না। কুরআন নাযিল হবার পর এক্ষেত্রে সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় যে, এক ব্যক্তি এক সাথে চারজন স্ত্রীর বেশী রাখতে পারবে না। তবে শর্ত থাকে যে, যদি সকল স্ত্রীর সাথে সে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে তার জন্য একাধিক স্ত্রী (চারজনের বেশী নয়) রাখা বৈধ, অন্যথায় এক স্ত্রী রাখতে হবে।

৯. স্ত্রী স্বামীকে বহু বিবাহে অনুমতি না দিতে পারেন

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে একজন স্ত্রী তার স্বামীকে বহু বিবাহে অনুমতি না দিতে পারেন। কারণ প্রত্যেকটা বিবাহের কাবিনে শর্ত থাকে যে, স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ্ করতে পারবে না যদি সে প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীরেকে দ্বিতীয় বিবাহ্ করে তবে প্রথম স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে তালাক নিতে পারবেন। শেখ সাইদ সাবিক তার ফিকাহ্ আল সুন্নাহ্ এনসাইক্লোপেডিয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

যেহেতু ইসলাম সমতা ও ইনসাফের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে বহু বিবাহের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেছে এবং চারটা বিবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং বিবাহ্ চুক্তি বা কাবিননামার শর্তে কোনো নারীকে বা অভিভাবককে শর্ত আরোপ করার অধিকার দিয়েই যে কোনো স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ্ করতে পারবে না। এ শর্তটা বিবাহ্ চুক্তির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই কোনো স্বামী যদি কাবিননামার শর্ত ভঙ্গ করে তাহলে স্ত্রীরা স্বামীকে তালাক দিবার অধিকারী হয়। অপর পক্ষে স্ত্রীরা স্বামীকে তালাক দিবার অধিকারীনি হয় যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা বিবাহ চুক্তি থেকে ঐ শর্ত বাদ দিয়ে থাকে। চুক্তি থেকে ঐ শর্ত বাদ দেয়ার পরই স্বামীরা কেবল দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে।

এটা হলো হাম্বলী স্কুল অফ থটের প্রবক্তা ইমাম আহমদ-এর মতামত। এ মতামতকে ইবনে তাইমিয়াহ্ ও ইবনুল কাইয়ুম প্রাধান্য দিয়েছেন। তারাও এ মতামতকে লিখিত না হলেও চলবে বলেছে। কেউ যদি মৌখিকভাবেও বলে তাহলে শর্তরূপে গ্রহণীয় হবে কারণ এটা একটা প্রচলিত রীতি ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং চলছে।

www.pathagar.com

১০. পরিবারকে সুসংহত করার নীতিমালা এবং বিবাহ বন্ধন

ইসলামে বিবাহ ও পরিবার গঠনে সুষ্ঠু নীতিমালার প্রয়োজন। কারণ পরিবারের সদস্যদেরকে সুন্দর পরিবেশে রাখা, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদির যদি কোনো প্লান না থাকে তবে সে পরিবার ধ্বংস হতে বাধ্য। সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে পরিবারের উন্নতি হতে পারে ব্যর্থতায় ধ্বংস অনিবার্য।

প্রথমতঃ জেনিটিক ধারণা ও পর্যালোচনা

জেনিটিক সমস্যাকে পরিহার করার জন্য রাসূল স. বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের আগত বংশধরদের ক্রমবিকাশ ধারাকে ঠিক রাখার জন্য শুক্রাণুকে ভাল যায়গায় স্থাপন করার নিমিত্ত স্থান নির্ধারণ করো।–ইবনে মাজাহ দ্বারা প্রত্যায়িত

রাসূল স. ইনব্রেডিংকে নিরুৎসাহিত করেছেন, তাই সর্বসাধারণযোগ্য উপদেশ হলো, নিকটাত্মীয় সম্পর্কীয় স্ত্রীদের থেকে দূরে বিবাহ করো, কারণ অপ্রকৃস্থিত ও দুর্বল সন্তান জন্ম না দেয়।

অর্থাৎ নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ করলে অপ্রকৃতিস্থ ও দুর্বল সন্তান জন্ম হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

খলিফা ওমর রা. আল সায়েব গোত্রকে বলেছেন যারা তাদের গোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলে তারা নিশ্চয়ই রোগ শোকে ভারাক্রান্ত দুর্বল সন্তান প্রসব করে থাকবে, তাই নিজ গোত্রের বাহিরে অন্য গোত্রে বিবাহ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

ইমাম গাজ্জালীও খুব নিকটবর্তী আত্মীয়দের সাথে (মা, খালা, চাচা, চাচাতো বোন, খালাতো বোন ইত্যাদি) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তিনিও কারণ স্বরূপ বলেছেন, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হলে সন্তান খুবই দুর্বল হয় তাতে বংশ ক্রমিকধারা ব্যহত হতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হলে তাদের বংশগত রোগ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং প্রসবকালীন অসুবিধাও দেখা দেয়। এ সমস্ত রোগের মধ্যে যক্ষ্মা, এনেমিয়া, সিসটিক ফ্রাইব্রোসিস, থ্যালসেমিয়া, দূরারোগ্য এইডস ব্যধি, কিডনীজনিত রোগ, হৃদরোগ, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিক ইত্যাদি

www.pathagar.com

রোগ কেবল দুটো প্রাণের সংমিশ্রণ এবং সহবাসের কারণে ঘটে থাকে যারা নাকি বংশক্রানুমিকভাবে উহা বহন করে নিয়ে এসে থাকবে বা এসেছে। এ সমস্ত কেবল ক্ষতিকর জেনিটিক প্রভাবের কারণেই ঘটে থাকে। হয়তো একজন বংশানুক্রমিক কোনো সংক্রামক রোগ লালন করছে, সে কারণে সন্তানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে থাকে বা হয়তো কোনো দম্পতির স্বগোত্রীয়তা, জ্ঞাতি বা পিতামহ বা মাতামহ বা বাপ-মায়ের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার কারণে তাদের সন্তানের ওপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে যে কারণে আগত সন্তান তার কুফল ভোগ করে থাকে এবং বংশানুক্রমিক বিপর্যয় ভোগ করে।

ইসলামে ফাষ্ট কাজিনদের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করেনি। কারণ রাসূল স. তার কন্যা ফাতেমাকে তার চাচাতো ভাই আলীর নিকট বিবাহ দিয়েছিলেন কারণ সে পরিবারটা সর্বদিক দিয়ে সুন্দর ও পরিপাটি ছিল এবং আলী রা.-ও ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী। যা হোক, কোনো পরিবারে যদি বংশানুক্রমিক কোনো রোগ আছে জানা যায় তবে সে পরিবারের সাথে বিবাহ দেয়া সঠিক বলে বিবেচিত হবে না, কারণ দম্পতিগণও দুর্বল চিত্তের বা ঐ সকল সংক্রমিত রোগের বাহক স্বরূপ সন্তান জন্ম দিয়ে থাকতে পারেন। সে কারণে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ইন্টার ম্যারিজ (আন্তঃবিবাহ) করা উচিত নয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে ভিন্ন গোত্র ও দূরদেশে যেখানে বা যাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্র গড়ে তোলা উত্তম।

এটা বলা যায় যে, পুরুষ সন্তানের লিঙ্গের জন্য দায়ী। পুরুষের স্পার্ম (Sperm) থেকেই সন্তানের জন্ম হয় এবং সেই স্পার্ম থেকেই সন্তানের পরিচয় পাওয়া যায় যেমন সন্তান স্ত্রী লিঙ্গের অথবা পুরুষ লিঙ্গের। এজন্য কোনো স্ত্রীকে দায়ী করা যায় না। এখানে স্ত্রীর ভূমিকা থাকে না। কারণ এখানে একজন স্ত্রীর দুটো ক্রোমজমস xx এবং একজন পুরষের দুটো ক্রোমজমস xy, যার কারণে স্ত্রীর x এবং পুরুষের y সংমিশ্রণে পুরুষ সন্তান জন্ম লাভ করে থাকে। যেখানে স্ত্রীর x এবং পুরুষের x ক্রোমজমস-এর সংমিশ্রণ ঘটে সেখানে স্ত্রী লিঙ্গের সন্তান অর্থাৎ মেয়ে জন্ম হয়ে থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র বালিকা জন্ম দেয়ার কারণে কোনো দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটা উচিত নয় এবং একজন স্ত্রীলোক মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে পুরুষের বহু বিবাহের প্রবণতা থাকা কোনোক্রমেই উচিত নয়। কারণ সন্তান ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সেজন্য স্ত্রীরা দায়ী নন। কেবল পুরুষরাই দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক বিচারে

ইসলামে দম্পতির ধর্ম এবং স্বভাব চরিত্র বিচার্য বিষয়। কারণ যে দম্পতি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবে সে ভালভাবেই পরিবার পরিজন নিয়ে

www.pathagar.com

শান্তিতে সংসার ধর্ম পালন করবে এবং কেউ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করলে তাদের সংসার বিনষ্ট হয়ে যাবে। যে সকল পুরুষ মুসলমান হয়ে হিন্দু বা খ্রিস্টান বা ইহুদীদের বিবাহ করে তারা যদি পুরুষের ধর্ম ইসলামকে কবুল না করে এবং সে রীতিনীতি অনুসারে না চলে তবে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। আর পুরুষটা যদি নাছারা বা বেদীনের পথ অবলম্বন করে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে খারিজ হয়ে গেছে বলে গণ্য করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে এ রোগটা প্রকটভাবে দানাবেধে উঠেছে বা উঠছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ রোগটা প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে গায়ক গায়িকা এবং নাট্যকর্মীদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল স. যা বলেছেন ঃ

আমি কি তোমাদের বলবো মানবের সবচেয়ে উত্তম জিনিস কি ? একজন ভাল ও ভদ্র রমণী, যাকে দেখতে আকর্ষণীয় মনে হয়, যিনি স্বামীর অবর্তমানে সঠিক পথে থাকে এবং যিনি স্বামীর আদেশ মেনে চলে।

–ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য সুন্নাহ

একজন স্ত্রীলোকের বিবাহের সময় চারটা গুণ বিবেচ্য ঃ তার সম্পদ, পরিবার, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। সুতরাং ধর্মকে এক নম্বরে ধরা হলে আল্লাহ তোমার ওপর শান্তি বর্ষণ করবেন।

হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট মেয়েদের থেকে দূরে থাক ঃ কেউ রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করল হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট মেয়েলোক কি ? তিনি বললেন, একটা সুন্দর মেয়েলোক যার জন্ম খারাপ বংশে।–কুতুব দ্বারা সত্যায়িত

পুরুষ সম্পর্কে ঃ

"যদি কোনো সৎচরিত্রবান পুরুষ তোমার কাছে আসে, যার আচার ব্যবহারে তুমি সন্তুষ্ট, যদি সে প্রণয় প্রার্থী হয় তবে তোমার তত্ত্বাবধানে মেয়েকে বিবাহ দাও। তুমি যদি তা না করো তাহলে সমস্যা দেখা দিবে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় আসবে।"–তিরমিযী

তৃতীয়ত ঃ সামাজিক অবস্থা

১. বিবাহের পূর্ব শর্ত হলো স্বামীকে অর্থশালী হতে হবে নতুবা বিবাহ হবে না।

২. দায়িত্বপূর্ণ পিতা হতে হবে যিনি সন্তানদেরকে ইসলামী ধর্ম মতে লালনপালন করায় সামর্থ্যবান হবেন। এক্ষেত্রে কেবল পিতাই নয় স্ত্রীকেও দায়িত্বশীল হতে হবে।

www.pathagar.com

৩. সামাজিক ও আর্থিকভাবে উপযুক্ত হতে হবে যারা সন্তানদেরকে সুন্দর জীবন পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৪. দায়িত্বপূর্ণ পিতামাতা হবে, যারা আপদে বিপদে সন্তানের পাশে দাঁড়াতে পারে।

চতুর্থতঃ বিবাহের যোগ্যতা

১. প্রত্যেক সন্তান, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক প্রত্যেককে বিবাহযোগ্য হতে হবে। অল্প বয়সের বর কনের বিবাহ নিরুৎসাহিত করতে হবে।

২. যারা বিবাহের অযোগ্য, তাদেরকে এ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ একটা পুরুষত্বহীন পুরুষ সমাজের অভিশাপ।

৩. অসামর্থ্যবান মহিলারাও যারা দাম্পত্য জীবনে স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না বলে আশংকা করছেন তাদেরকেও বিবাহ পিড়িতে বসা উচিত নয়।

পঞ্চমতঃ গর্ভধারণ পরিকল্পনা

প্রত্যেকটা মুসলিম দম্পতিকে সবসময়, সব পরিবেশে বাচ্চা ধারণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে যেমন দুগ্ধপোষ্য কোলের সন্তান থাকা অবস্থায় বাচ্চা ধারণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূল স. নিরুৎসাহিত করেছেন। কারণ যে সন্তানটি কোলে আছে সে মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হবে এবং অনাগত শিশুটিও তার পরিণাম ভোগ করবে। তাই কোনো সন্তান মায়ের দুধ ছাড়লে অন্য বাচ্চা গর্ভধারণ করলে দোষ নেই। আর বাচ্চা ধারণ করার একটা পরিমার্জিত বয়স হওয়া উচিত, যে বয়সে নারীটি সন্তান যে কি জিনিস তা বুঝতে সক্ষম হবে, তাকে লালনপালন করতে পারবে। আর বাচ্চা ধারণও একজন নারীর স্বাস্থ্য, আর্থ সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল বলে মানুষ মনে করে, কিন্তু কার কি বাচ্চা হবে, কতটা বাচ্চা হবে, তা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।

তবে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ

www.pathagar.com

اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ج اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাকে গর্ভধারণ করতে ও তার স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করছো তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে যা তুমি পসন্দ করো, আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

এখানে গর্ভধারণ থেকে মায়ের দুধ ছাড়া পর্যন্ত ত্রিশ মাসের কথা উল্লেখ আছে। যাতে কোলের শিশু কষ্ট না পায় এবং আগত শিশু কষ্ট না পায় সে জন্য এ সময়টুকুতে ধৈর্য ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। ত্রিশ মাসের মধ্যে ছয় মাসেও একটা সুস্থ সবল সন্তান প্রসব হতে পারে। আর একটা সন্তানকে মায়ের দুগ্ধ ছাড়াতে দু-বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস সময় লাগে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

"যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্যপান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি

www.pathagar.com

তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না এবং উত্তরাধিকারদেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে তা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো পাপ নেই আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে তোমরা যা কর আল্লাহ্ এর সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ
عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য ছাড়ানো হয় দু-বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"

–সূরা লুকমান ঃ ১৪

❑

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মাতাপিতা ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য

১. সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব-কর্তব্য

প্রাকৃতিকভাবে বাবা মা সন্তানের ভালবাসার আশ্রয়স্থল। কোনো সন্তান পৃথিবীতে আসার পরই বাবা বা মা বলতে শিখে। বাবা বা মা যখন কোনো সন্তানকে কোলে নেয় তখন তারা শান্ত বা নীরব হয়ে বাবা-মায়ের কোলে হাসে, খেলা করে। তাদের কোনো ভয়-ভীতি থাকে না। বাবা-মা তাদের সমস্ত জীবন দিয়ে সন্তানদের ভালবেসেই যায় তার পরিবর্তে তারাও সন্তানের ভালবাসা পেয়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে সন্তান বাবা-মাকে দেখাশুনা করে থাকে, যেমন করছে তাদের ছোট বেলায়।

বাচ্চাদের যেমন মা-বাবার ভালবাসা পাবার অধিকার আছে তেমনি অধিকার আছে ভাল বংশের অধিকারী হবার, ভাল পরিবেশ পাবার, জীবনের নিরাপত্তা পাবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি পাবার অধিকারী হবার। ভাল পরিবার গঠনের জন্য এসব অধিকারগুলোকে সমুন্নত রাখা দরকার।

২. ইসলামে পিতামাতার অধিকার

সন্তানের কাছে পিতামাতা সর্বোচ্চ মর্যাদার পাত্র। তাদের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। মাতাপিতা দরিদ্র হলে তাদের ভরণপোষণের ভার বহন করা সন্তানদের একান্ত কর্তব্য। অভাবহীন হলে প্রত্যেক সময় তাদেরকে দান ও সাহায্য করা এবং উপঢৌকন দেয়া। প্রত্যেক সময়ই তাদের সাথে বিনম্র বচনে ভক্তিসহকারে কথোপকথন করা।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِى صَغِيْرًا ○

"মাতাপিতার সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার করবে, যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই বার্ধক্যে দায়গ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাদেরকে এমনকি উহ্ কথাটাও বলো না। তাদের তিরস্কার করো না এবং তাদের সাথে বিনয় বচনে কথাবার্তা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট

www.pathagar.com

অবনমিত করো এবং বলো হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩৬

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ع

"বলো আসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই ; উহা এই ঃ পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, পিতামাতা বৃদ্ধ হলে, অভাবগ্রস্থ হলে, দুর্বল হলে, দায়গ্রস্থ হলে তাদের প্রতি দয়া ও স্নেহের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাগিদ দিয়েছেন। কোনো সময় তাদেরকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশ ও লাগামছাড়া প্রশাসনের জন্য সন্তানরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তাই তাদের মধ্যে পিতামাতার ওপর কোনো রকম দায়-দায়িত্ব ও ভালবাসার ছোয়া লাগছে না, যেমনটা ঘটে থাকে ইয়াংকিদের দেশে। এসব দেশে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি সন্তানের কোনো দায়িত্ব থাকে না, তারা বাস করে বৃদ্ধ নিবাসে যেখানে তারা পায় না কোনো ভালবাসা, আদরযত্ন, স্নেহ মমতা। সেই ইয়াংকিদের পরিবেশ থেকে মুক্ত করেছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় পিতামাতা এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করছে, পাচ্ছে সন্তানের আদর যত্ন সোহাগ, ভালবাসা, আর সন্তান পাচ্ছে মা-বাপের দোয়া।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا

تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ

الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

www.pathagar.com

"তাদের (পিতামাতা) একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উহ্ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্রভাবে কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করো এবং বলো হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঃ

পিতা মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা
তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করা
তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলা
তাদেরকে তাড়িয়ে না দেয়া
তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া
তাদেরকে অসম্মান না করা
তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাওয়া
যেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সদয় হোন
যেমন সদয় হয়েছিলেন তারা
আমার প্রতি আমার ছোট অবস্থায়।

যদি কোনো সন্তানের পিতা বা মাতা অন্য ধর্মাবলম্বী হয় এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মাদেশ বা মতবাদ মানতে বাধ্য করে তবে সেক্ষেত্রে পিতা বা মাতার আদেশ না মানার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে। আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ
عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ
تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا
مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"আমিতো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো, অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয় আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪-১৫

পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করা ও তাদেরকে ধিক্কার দেয়ার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ স. বলেন ঃ "আমাকে বলতে দাও, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার করা ও পিতামাতাকে ধিক্কার দেয়া।"–বুখারী

"মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত।"–আল নাসায়ী

"আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন মাকে তিরষ্কার করা।"–আল বুখারী

"একজন সাহাবী রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কে আমার খুব সাহচর্য কামনা করে ? রাসূল স. বললেন, আপনার "মা" ; তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? রাসূল স. বললেন, আপনার মা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? তিনি বললেন, আপনার "মা"। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? রাসূল স. বললেন, তারপর আপনার পিতা।"–আল বুখারী এবং মুসলিম

৩. ইসলামে সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সন্তান পিতামাতার কাছে খুব প্রিয় যা তাদেরকে শান্তি দিতে পারে, দিতে পারে সুন্দর জীবন, সুন্দর পরিবার। ইসলামে সন্তান-সন্ততি থাকা খুবই পসন্দনীয় বিষয়। তবে সেক্ষেত্রে তাদের সন্তানটি ধার্মিক হোক, চরিত্রবান হোক এটাই কামনা করে মা-বাবা। সন্তানদের গড়ে তোলা পিতামাতার কর্তব্য এবং পিতামাতাকে সুখ দুঃখে সহযোগিতা করাও সন্তানের কর্তব্য।

রাসূল স. বলেছেন ঃ বিদ্যাশিক্ষা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে ফরয।

সন্তানদেরকে ইসলামী রীতিনীতি, আদব কায়দা ও সদ্ব্যহার শিক্ষা দেয়া পিতামাতার কর্তব্য।

রাসূল স. বলেছেন ঃ সন্তানগণ মাতাপিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে যা প্রাপ্ত হয়, সর্বাপেক্ষা উত্তম আদব কায়াদ। সুতরাং সন্তানদের

www.pathagar.com

সুশিক্ষার জন্য ব্যয়ভার বহন করা মাতাপিতার অবশ্য কর্তব্য। রাসূল স. আরও বলেছেন, তাদের জন্য ব্যয় করো, কেননা তাদের জন্য যা ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পাবে। তাই সন্তান যাতে ভাল সন্তানের মত বড় হতে পারে, ইসলামী শিক্ষা পেতে পারে, সালাত ও সিয়াম পালন করে, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে তা শিক্ষা দেয়া পিতামাতার কর্তব্য এবং সেইসব রীতিনীতি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা সন্তানের কর্তব্য।

৪. মুসলিম সমাজে সন্তানের কদর

প্রত্যেক সমাজেই সন্তান-সন্ততির মর্যাদা ও কদর আছে তবে মুসলিম সমাজে সন্তানের কদর বেশী। মুসলমানগণ মনে করে সন্তান আল্লাহর দান, এক নেয়ামত।

কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

"এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি ওরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।"–সূরা আন নহল ঃ ৭২

"অনেক মুসলমান ভাবেন মানুষের জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে সেহেতু এ জমীনকে মানুষ দিয়ে ভরে দিলেই কুরআনের নির্দেশ পালিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল স. বলেছেন, বিবাহ করো এবং জমীনকে ভরে দাও, আমি তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন এক সঙ্গে দাঁড়া করাবো।"–আবু দাউদ

৫. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

সন্তানগণ হলো পরিবারের উপার্জনক্ষম সম্পদ। যে পরিবারে যতো সন্তান আছে বিশেষ করে পুত্র সন্তান, সেই পরিবার ততখানি উন্নত। পুত্র সন্তানগণ যখন কার্যক্ষম হয় এবং আয় উন্নতির ভাগিদার হয় তখনই পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়। পিতামাতার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়। বর্তমান বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে পরিবারের প্রয়োজনে বালক-বালিকাগণ অল্প বয়সে কাজ আরম্ভ করে এবং

www.pathagar.com

পরিবারকে বিশেষ করে পিতামাতাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকে। সোসাল সিকিউরিটির জন্য সন্তানগণ পরিবারের সম্পদ সুতরাং সন্তানদের কোনো সময় অবহেলা করা উচিত নয়।

৬. সামাজিক মূল্যবোধ

১. সন্তানগণ হলো পিতামাতার উন্নতির চাবিকাঠি। সন্তানের জন্ম হলে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বুঝা যায়।

২. নারীর গর্ভে সন্তানের জন্ম হওয়াটা দ্বারা নারীর সন্তান উৎপাদনক্ষম অবস্থা পরীক্ষিত হয়।

৩. সমাজে যে পরিবারে যতো সন্তান, সেই পরিবার ততো ক্ষমতার অধিকারী, বিশেষ করে পুত্র সন্তান থাকলে পরিবারের আর্থিক উন্নতির বাহক হয়, ক্ষমতার অধিকারী হয়।

৭. শিশু সন্তানের জীবনধারণের মূল্যবাধ

বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে মুসলমান সমাজে বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজে শিশু সন্তানের মৃত্যু হার অনেক গুণে বেশী ছিল কারণ তখন পিতামাতা সন্তান প্রসবের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করতো না। যেমনটা বর্তমান সমাজে করা হয়। তারা এটাকে স্বাভাবিক মনে করতো। হয়তো কোনো মা বা স্ত্রীর একের পর এক করে অনেক সন্তানে গর্ভপাত ঘটে যেতো, কিন্তু স্বামী স্ত্রী এর কোনো কারণই তখন বুঝতো না। কিন্তু বর্তমান সময় মানব সমাজ সবকিছু কিন্তু চিন্তা করে এবং ভবিষ্যত গর্ভপাত না হয়, পূর্ব থেকে সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে। তাই বর্তমান সময় পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী প্রেগনেনসি হার দেখা যায় এর কারণ নিম্নরূপ ঃ

১. গর্ভ নষ্ট হবার কারণ জানার আগ্রহ কেবল ভবিষ্যতে যেনো না ঘটে।

২. গর্ভজাত সন্তান বিনষ্ট হবার ভয়ে, পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মৃত্যু হার কম ঘটছে।

৩. আবার অনেক উচ্চবিত্ত সমাজে অধিক সন্তান গ্রহণ করতে চায় না বিধায় গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে।

৪. মায়েরা তাদের বুকের দুধ বন্ধ করে দিয়েও বাচ্চাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকে।

বর্তমান সময় শিশু সন্তানের মৃত্যুর হার কম হলেও, গর্ভপাত ঘটানোর কারণে মৃত্যুর হার অনেক বেশী বলে গণ্য করা হয়। এতে দেখা যায় যে মানুষ সভ্য সমাজের হলেও বর্বরদের মত কাজ করছে যে কারণে সমাজ আজ পাপিষ্ঠদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

৮. ইসলামে সন্তানের অধিকার ও পিতামাতার কর্তব্য

১. সন্তানের জন্মের বিশুদ্ধতার অধিকার

২. জীবন ধারণের অধিকার

৩. বৈধতা এবং ভালো নামের অধিকার

৪. মায়ের দুধ পান করা, বাসস্থান, ভরণপোষণ, স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টিকর খাবার পাবার অধিকার।

৫. গণতান্ত্রিকভাবে ঘুমের স্থান পাবার অধিকার

৬. ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তার অধিকার

৭. ধর্মীয় শিক্ষা ও লালনপালনের অধিকার।

৮. শিক্ষা-দিক্ষা, খেলাধূলা এবং নিজকে গণতান্ত্রিক ধারায় বাঁচার অধিকার।

৯. লিঙ্গ বিশেষ পার্থক্য না করে সমান ব্যবহার পাবার অধিকার থাকা।

১০. সন্তানের জন্য যে সকল অর্থ ব্যয় হয় তার বৈধ উৎস থাকার অধিকার।

১১. জীবনে উন্নতির অধিকার।

এক ঃ সন্তানের জন্মের বিশুদ্ধতার অধিকার

কোন মুসলমানের সন্তান জারজ হয়ে জন্ম গ্রহণ করুক এটা ধর্মে বৈধ নয়। প্রত্যেক সন্তান যাতে তাদের পিতামাতার পরিচয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং বেঁচে ওঠে সেটাই ইসলাম শিক্ষা দেয় এবং ইসলামে স্বীকৃত অধিকার। এ ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন ঃ

> "তোমরা ঠিক করো কোথায় তোমাদের স্পার্মকে জমা করবে, যেটা একটা সুন্দর জীবনের জন্য ভাল।"-ইবনে মাজা

সন্তানের স্বগোত্রতা রক্ষা করো যাতে সন্তান নিজ ধর্মমত ছাড়া অন্য ধর্মীয় গোত্রের স্ত্রীদের গর্ভে জন্ম না নেয়। যদি এটা ঘটে তা হলে সন্তান বিপথগামী হতে বাধ্য। অর্থাৎ পিতা যদি মুসলমান হয়, আর মা যদি হিন্দু বা খ্রিস্টান হয় এবং মা নিজ ধর্মমতে অধিষ্ঠিত থাকে তবে সন্তান মায়ের সংশ্রবে বিপথগামী হতে বাধ্য। উল্লেখ্য ভারতে মুসলমানগণ বিশেষ করে মুসলমান নায়কগণ হিন্দু মেয়ে বিবাহ করছেন এবং তাদের সন্তানগণ মায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ির কারণে সংসার বিনষ্ট হচ্ছে। অন্য দিকে পিতামাতাকে সাবধান থাকতে হবে যাতে তাদের কোনো অজানা রোগ থেকে থাকলে তা যেন স্ত্রীর গর্ভাশয়ের সন্তানকে স্পর্শ না করে বা তা প্রবাহিত না হয়। যদি পিতা বা মাতা মনে করে বা তাদের

www.pathagar.com

জানা আছে যে তারা কোনো দুরারোগ্য রোগে ভুগছে সে ক্ষেত্রে সহবাসের সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ তাদের দোষের জন্য আগত সন্তানটা নষ্ট হোক তা কোনো পিতামাতার কাম্য নয়।

দুই ঃ জীবনধারণ বা বাঁচার অধিকার

ইসলাম যে কোনো অবস্থায় সন্তানকে নষ্ট করা বা হত্যা করার বিপক্ষে। সেটা দারিদ্রতার কষাঘাত হোক বা সম্মান রক্ষার জন্য হোক। আরবের জাহিলিয়াত যুগে কন্যা সন্তানদের মান সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এটা সভ্য সমাজে প্রচলিত নেই কিন্তু তাদের প্রেতাত্মা আছে যেমন বর্তমান সমাজব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সুখের কারণে গর্ভেই সন্তান নষ্ট করে দেয় অথবা ১/২ মাস সময়ের মধ্যে গর্ভপাত ঘটিয়ে ভ্রূণকে নষ্ট করে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

"দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান হত্যা করবে না আমিই তো তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

"দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযিক দিয়ে থাকি। হত্যা করাটা মহাপাপ।"
–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ?"–সূরা আত তাকবীর ঃ ৮-৯

এখানে দেখা যায় যে, একটা অজ্ঞাত ভ্রূণের জন্ম লাভের অধিকার ছিল। কোনো ভ্রূণ যদি, কারো কারো মতে ৪০-৪২ দিন পর, আর কারোর মতে ১২০ দিন পর জীবন পায় তবে সে অবস্থায় কোনো ভ্রূণকে গর্ভপাত ঘটানোটাই কি কোনো ভ্রূণকে হত্যা করা নয় ? সুতরাং ইসলামী চিন্তাবিদ ও তত্ত্বোপোদেষ্টাদের মতে কোনো স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয়, সেদিনের পর আর সে ভ্রূণকে নষ্ট করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, মা যদি অসুস্থ হয়, সন্তান

www.pathagar.com

প্রসব করতে মৃত্যু ঝুঁকি থাকে কেবল তাহলেই ডাক্তারের পরামর্শানুক্রমে গর্ভপাত ঘটানো যেতে পারে নতুবা নয়। সখ করে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও আনন্দ পাবার আশায় নয়।

তিন ঃ বৈধ ও ভাল নামের অধিকার

পরিবার গঠনের প্রধান শর্ত হলো বৈধভাবে স্বামী স্ত্রীর মেলামেশা অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুসারে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করা। সেজন্য প্রত্যেকটা মুসলিম সন্তান বৈধতা পেয়ে থাকে আবার সে কারণেই প্রত্যেকটা ছেলে বা মেয়েকে বাবার নামে পরিচিত হতে হয়। আর ইউরোপ আমেরিকাতে সন্তান মায়ের নামে পরিচিত হয়। কারণ ঐ সন্তানের মা কার সঙ্গে কোথায় রাত্র যাপন করেছে বা বিছানায় শুয়েছে, অনেক সময় সঠিকভাবে নিরূপণও করতে পারে না বিধায় তারা মায়ের নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে কোনো সন্তান যদি কোন্ পরিবারের তা যদি নিশ্চিত করতে পারে তবে সে পরিবারের সদস্য বলে বিবেচিত হবে।

এ ব্যাপারে রাসূল স.-এর হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

সন্তান ঐ ব্যক্তির যার সাথে বিছানায় কাটিয়েছ অর্থাৎ বিছানা যার সন্তান তার। অর্থাৎ যার সাথে বিছানায় ছিল এবং স্বামী স্ত্রীর মত মেলামেশা করেছে, সন্তান তার। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর ছয় মাস কাল অতিবাহিত হয়ে গেলে এবং প্রথম বাচ্চা পেটে আসলেই তাকে আইনসম্মতভাবে সন্তান হিসাবে স্বীকার করা যাবে। কিন্তু কোনো স্বামী যদি কোনো বাচ্চাকে অস্বীকার করতে চায় বা এর ওপর অবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে তখন সে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধনকে বিরুদ্ধাচরণ করলো ও বিবাহের পবিত্রতা নষ্ট করলো। তবে এ ব্যাপারে বিরুদ্ধাচার বা ব্যভিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। যদি স্বামী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তবে সে লিয়ানের আশ্রয় নিতে পারে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا ○

"অবৈধ যৌন সঙ্গমের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্টতম আচরণ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

সন্তানের একটা ভাল নাম রাখার জন্য তাগিদ আছে।

রাসূল স. বলেছেন ঃ যেমন ভাল সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য বৈধ পিতামাতা দরকার তেমনি একটা ভাল নাম দেয়া দরকার।–আল বাইহাকী

www.pathagar.com

চার ঃ মায়ের স্তন্যপান, খাবার, বাসস্থান, ভরণপোষণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবার অধিকার

সন্তানের স্তন্যপান করানো মায়ের কর্তব্য। সন্তানকে ভালভাবে রাখা বা থাকার জন্য বাসস্থান, পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা পিতামাতার কর্তব্য। স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা এবং সঙ্কটে সাহায্য করা পিতামাতার কর্তব্য।

স্তন্যপান করানোর ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط
لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهٗ
بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج فَاِنْ اَرَادَ فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

"যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাহাকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না এবং উত্তরাধিকারদেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পর সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চাহে তবে তাদের কাহারও কোনো অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে, তা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা করো আল্লাহ উহার সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে—

১. স্তন্যপান কাল পর্যন্ত স্তন্যপান করাবে।

২. জননী পূর্ণ দু-বছর সন্তানকে স্তন্যপান করাবে।

www.pathagar.com

৩. জনক যথাবিধি সন্তানের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করবে।

৪. জনক জননীকে সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করবে না।

৫. জনক জননী তাদের পরস্পর সম্মতির মাধ্যমে স্তন্যপান বন্ধ করতে পারে তাতে তাদের কারো দোষ নেই।

৬. বিধি মতো পাওনা দিয়ে ধাত্রী রাখা যাবে তাতে কোনো গুনাহ্ নেই।

৭. সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রোটিনযুক্ত সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনে ঔষধ-পত্রাদীর ব্যবস্থা করবে।

পাঁচ ঃ স্বতন্ত্রভাবে ঘুমাবার জন্য ভিন্ন বিছানা পাবার অধিকার

প্রত্যেকটা সন্তানের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন, সন্তানদের নির্দেশ দিন ৭ (সাত) বছর বয়সে সালাত কায়েম করতে, ১০ (দশ) বছর বয়সে এটা করতে ব্যর্থ হলে শাস্তি দিন এবং একে অন্যদের থেকে ভিন্নভাবে ঘুমাবার ব্যবস্থা করুন।–আহমদ ইবনে হাম্বল

ইহা একটা ধারাবাহিক অনিয়মিত জননক্রিয়ার ওপর বাধা স্বরূপ। প্রাপ্ত বয়োস্ক হবার সাথে সাথে প্রত্যেকটা সন্তানের জন্য আলাদা রুম, আলাদা বিছানা, আলাদা চাদরের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা স্বতন্ত্রবোধ করে এবং স্বতন্ত্রভাবে ঘুমাতে পারে। এটা নিয়ে আবার অনেক সংশয় আছে কারণ প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের ৪/৫ জন সন্তান থাকে, তাই প্রত্যেককে একটা করে রুম দেয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। যদি ছোট পরিবার হয় তবে তা মিটানো সম্ভব। বর্তমান সমাজে ৪/৫ জন সন্তানের জন্য ভিন্ন রুম, ভিন্ন বাসস্থান, ভিন্ন বিছানার বন্দোবস্ত করা কঠিন ব্যাপার। তবে এক সাথে অনেক সন্তান থাকা বা ঘুমানো সঠিক ব্যবস্থা নয়। এতে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

ছয় ঃ ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চিত করার অধিকার

প্রত্যেকটা সন্তানেরই ভবিষ্যত জীবন যাতে সুখময় ও সুন্দর হয় সেদিকে লক্ষ রেখে পিতামাতাকে তাদের জন্য কিছু সঞ্চয় রেখে যাওয়া অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন ঃ

"তোমাদের উত্তরাধিকারদেরকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার চেয়ে সমৃদ্ধশালী রেখে যাওয়া অনেক ভাল কাজ।"–আল বুখারী

সাত ঃ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও লালন-পালনের অধিকার

সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পিতামাতার। তারা তাদের সন্তানদেরকে যে শিক্ষা দিবে তারা তাদের অল্প বয়সের কারণে

www.pathagar.com

তাই শিখবে। অল্প বয়সেই তাদের রোযা, নামায (সালাত), হজ্ব, যাকাত, সত্যবাদিতা, সৎসঙ্গে চলা, অসৎ সঙ্গ পরিহার করা, মদ পান না করা, ঔষধে আসক্তি না হওয়া, ব্যভিচার না করা ইত্যাদি সমন্ধে, সম্যক ধারণা ও শিক্ষা দেয়া পিতামাতার কর্তব্য। মুসলমান সন্তানদের এসব শিক্ষার জন্য কোনো স্কুলে শিক্ষার জন্য ছেড়ে না দিয়ে, এসবের ভার পিতামাতাকেই গ্রহণ করতে হবে, তা হলেই সন্তানগণ ধর্মীয় শিক্ষাসহ, সুশিক্ষা পাবে। কুশিক্ষা বা নাছারার আদব কায়দা যাতে গ্রহণ না করতে পারে সে দিকে পিতামাতাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সন্তান যদি বিপদগামী হয় সেজন্য পিতামাতাকেই তার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَزْمِ الْاُمُوْرِ○ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ○

"হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎকর্মের নির্দেশ দাও, আর অসৎকর্মে নিষেধ করো, আপদে বিপদে ধৈর্যধারণ করো। এটাইতো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে ঔদ্ধতভাবে বিচরণ করো না কারণ আল্লাহ্ কোনো ঔদ্ধত-অহংকারীকে পসন্দ করেন না।"–সূরা লুকমান ঃ ১৭-১৮

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ

১. সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. সৎকর্মের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩. অসৎকর্মের নিষেধ করেছেন।

৪. সৎপথে চলার তাগিদ দিয়েছেন।

৫. মদ-জুয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬. ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

৭. আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮. মানুষকে অবজ্ঞা না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৯. অহংকারী না হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

১০. ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

চরিত্রবান ও ভাল সন্তানের ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন ঃ

"একজন পিতামাতার সুসন্তান রেখে যাওয়ার চেয়ে ভাল কিছু নেই (উত্তরাধিকার সূত্রে)।"–আল তাবারানী

আট ঃ শিক্ষাদিক্ষা, খেলাধূলা, ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেয়া এবং নিজকে গণতান্ত্রিক ধারায় বাঁচার অধিকার দেয়া

সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষাদিক্ষা দেয়ার জন্য পিতামাতা সর্বতোভাবে দায়ী। ভালমন্দ শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব তাদের। কিভাবে লিখতে হবে, কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে কুরআন-হাদীস পড়তে হবে, কিভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, কিভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণ করতে হবে তা সকল কিছুই শিক্ষা দেবার দায়িত্ব পিতামাতার। বালক-বালিকারা যখন বয়প্রাপ্ত হয়, তাদের মধ্যে যৌন আবেদন প্রকাশ পায়, তখন তারা কিভাবে যৌনাচার থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহর পথে চলবে, সে সকলও শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পিতামাতার।

এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, রাসূল স. পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার পাশাপাশি কিভাবে জিহাদ করতে হবে, কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে, কিভাবে খেলাধূলা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবে সে বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।

রাসূল স. এসব বিষয়ে বলেছেন ঃ

"সন্তানদের পিতামাতার কর্তব্য হলো, তাদেরকে লেখাপড়া, সাতার কাটা, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।"–আল বাইহাকী

নয় ঃ লিঙ্গ বিশেষ পার্থক্য না করে পক্ষপাত শূন্য (সমান) ব্যবহার পাবার অধিকার

কোনো সন্তান (ছেলে বা মেয়ে) কে দেখতে সুন্দর, কে সুচতুর বুদ্ধিমান এটা না দেখে, লিঙ্গের পার্থক্য না করে, সকলকে একই পিতামাতার সন্তান হিসেবে দেখা কর্তব্য। কার প্রতি কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য না করাই হলো ইসলামের বিধান। এ বিষয়ে রাসূল স. বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

"সন্তানদের সঙ্গে আচরণে নিরপেক্ষ হবে, সন্তানরাও তোমাদের সঙ্গে আচরণে পক্ষপাত শূন্য রবে।"

"সন্তানদের সঙ্গে আচরণে নিরপেক্ষ হবে যেন সন্তানরাও তোমাদের সাথে আচরণে পক্ষপাত শূন্য হয়।"–আস্ সুয়ুতী

পুত্রসন্তানদের প্রতি বেশী আধিক্যতা দেখান বা প্রাধান্য দেয়া এবং মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা দেখান উচিত নয়। এটা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং পক্ষপাত শূন্য হবার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে যা নিম্নের উপমা হতে বুঝা যাবে ঃ

"হযরত আনাছ ইবনে মালিক হতে বর্ণিত। একদা একজন লোক রাসূল স.-এর সঙ্গে বসেছিলেন তখন তার এক পুত্রসন্তান ভিতরে ঢুকে পরলে লোকটা তাকে চুমু দিলো এবং তার কোলে বসালো। পরে তার মেয়েসন্তান আসলে সে তাকে তার সামনে বসার জন্য বললো। তখন রাসূল স. বললেন, তোমার কি সমভাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল না ?"–আল বাজ্জার

দশ ঃ সন্তানদের জন্য যা ব্যয় হবে তার বৈধ উৎস হওয়া বিধেয়

সন্তানদের জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তার বৈধ উৎস হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবৈধ উৎস থেকে কোনো অর্থ কোমলমতি সন্তানদের জন্য ব্যয় করা গর্হিত কাজ। সন্তানগণ যদি এ অর্থের উৎস জানতে পারে তবে তারা নিশ্চিতভাবে খারাপ পথের পথিক হয়ে পড়বে। মনে করবে মাতাপিতা যা করেছে আমাদের করতে ক্ষতি কি।

৯. পরিবারের গুরু দায়িত্ব

পরিবারের দায়িত্বগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য রাসূল স. বলেছেন, যারাই পরিবার গঠন করতে চায় তাদেরকেই গুরুদায়িত্ব বহন করতে হবে।

তোমাদের প্রত্যেকেই তোমাদের পরিবারের একজন অভিভাবক, তোমাদের প্রত্যেকেই তোমার পরিবারের জন্য একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব। পিতা তার পরিবারের আয়-ব্যয়ের জন্য এবং অধীনস্থদের সুখ-সুবিধার জন্য দায়িত্বশীল এবং স্ত্রী তাদের স্বামীর পরিবারের ও অধীনদের জন্য দায়িত্বশীল অর্থাৎ পরিবারের কেউই তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

পূর্ব ধারণামতে পিতামাতা পরিবারের ও সন্তানের কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না যা নিম্নোক্ত চিত্র থেকে দেখা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

মানুষের জীবন চক্র

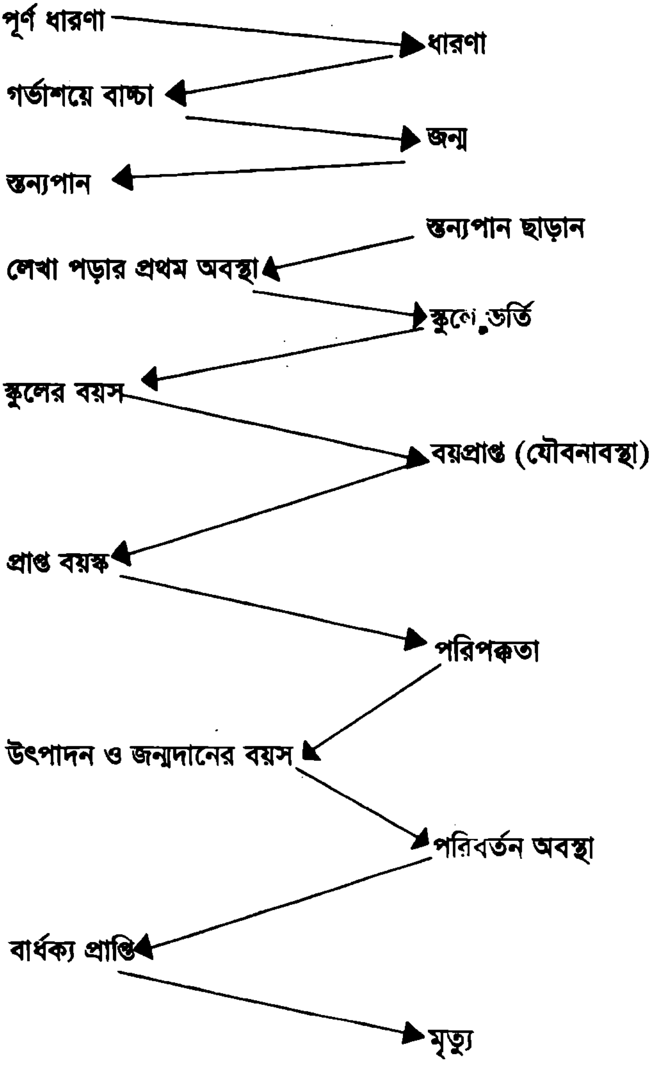

সূত্র ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-১৯৭২ নং-৪৮৫ পৃষ্ঠা-৮

একটা সন্তানের জন্ম হবার পর হতে শিক্ষাদিক্ষা আরম্ভ করে বয়প্রাপ্ত এবং সংসার ধর্ম পালন আরম্ভ করা সময় পর্যন্ত দায়দায়িত্ব থাকে পিতামাতার উপর।

www.pathagar.com

১০. পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত জীবনযাত্রার মান এবং পারিবারিক জীবন আজকের জীবনের চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। একবিংশ শতাব্দী থেকে জীবন যাত্রার মান ও পারিবারিক জীবন একটা চ্যালেঞ্জিং সমস্যার সম্মুখীন। বর্তমানের চেয়ে পূর্বে মানুষ খুব ধর্মভীরু ছিল বিধায় পরিবারের সকলেই একসঙ্গে থাকতো এবং সকল কাজ একত্রে করতো। পরিবারের ক্ষতি হোক তা কেউ চাইতো না।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মুসলিম সমাজের পরিবারগুলো বহু মাতৃক ও পিতৃক তাই পিতামাতার দায়িত্ব অনেক গুণে বেড়ে গেছে। সেহেতু তারা পরিবারকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছোট করার পরিকল্পনাও করছে এবং পরিবারভুক্ত লোকজন যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পায় সেদিকে লক্ষ করে তারা ভাবছেঃ

১. পিতামাতার স্বাস্থ্য ও দক্ষতা বিশেষ করে মাতার স্বাস্থ্যের দিক।
২. পরিবারকে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা ও ভবিষ্যত বংশধরদের উন্নতি বিধান কল্পে মাথা গুজার একটু জায়গা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা।
৩. সন্তান-সন্ততিদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং নিজকে রক্ষা করার কৌশল শিক্ষা দেয়া।
৪. সন্তানদের সময় উপযোগী করে তৈরী করা ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে সাহায্য করা।
৫. সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষের উন্নতি, বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা, ডেকেয়ার, বাসস্থান এবং শিক্ষা দেয়া।

তবে বর্তমান সময় সকল কাজ কমিউনিটির ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা যায় যে, কমিউনিটির প্রভাবে ছেলেমেয়েরা ভালর থেকে আরও খারাপ পরিণতি ভোগ করছে। তারা ড্রাগে আসক্ত হচ্ছে, লেখাপড়া ছেড়ে বাউণ্ডেলে হচ্ছে। ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে, পিতামাতার ওপর অত্যাচার করছে। এসব কারণে মানুষ বর্তমানে ছোট পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ ছোট পরিবারকে রক্ষা করা ও সংশোধন করা পিতামাতার আওতায় রাখা সম্ভব। এ কারণে হানাফী মতাবলম্বী ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রকারন্তরে ছোট পরিবারের প্রতি মত প্রকাশ করেছেন। তবে ছোট পরিবার কি করে করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। কেবল মাত্র আজল করে বা কনডম ব্যবহার করে ছোট পরিবার করা যায় না। কারণ আল্লাহ পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করার মনস্থ করছেন তা করবেনই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন, পৃথিবীতে যতো মানুষ সৃষ্টি হবার তা সৃষ্টি হবেই।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে নারীর অবস্থান

১. ইসলামে নারীর অবস্থান

ইসলাম এমন একটা সময় নারীর উন্নতির কথা বলছে যখন মানব সমাজে নারীর কোনো স্থান দেয়া হতো না। প্রাক ইসলামী যুগে নারীকে বাজারের পণ্য সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। সে সময়ই ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলছে। নারীকে সমান অধিকার দিলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা নারীর স্থানেই থাকছে আর পুরুষরা পুরুষের স্থানে। অর্থাৎ নারীরা ঘর, পরিবার ও সন্তানের মঙ্গলের জন্য যা কিছু করা দরকার তাই করছে, অপর পক্ষে পুরুষরা ঘরের বাইরের কাজ, যেমন ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত ইত্যাদির কাজ করছে এবং সংসারের ভরণপোষণ যোগাচ্ছে। পরিবারের মুখের অন্ন যোগাচ্ছে, শান্তি দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

"......... নারীর তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের ; কিন্তু নারীদের ওপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান অধিকারের অধিকারী, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয় যেমন নারীর কার্যক্রম পুরুষদের কার্যক্রম থেকে ভিন্ন। পুরুষ যে কাজ করতে পারে নারীরা তা পারে না। যেমন নারীরা বাচ্চা গর্ভধারণ করে এবং প্রসব করে, পুরুষরা কিন্তু তা পারে না, পুরুষরা সম্মুখ সমরে পটু কিন্তু নারীরা সম্মুখ সমরে অপারাগ।

যাক পরিবারভুক্ত সংসারে পুরুষ অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি সর্বোচ্চ মতামতের অধিকারী। অন্য সবাইকে প্রধান ব্যক্তির কথা মেনে চলতে হয়। ছেলে-মেয়েদেরকে প্রধান ব্যক্তির মতামত মানতে হয়। তবে রাসূল স. বলেছেন, বিবাহের সময় ছেলেমেয়ে উভয়কে উভয় দেখে নিতে পারে, দেখে নেয়া ভাল। তবে উল্লেখ আছে যে, কোনো পিতা এবং অভিভাবক, কোনো কুমারী অথবা অবিবাহিতা মেয়েকে তাদের সম্মতি ব্যতিত বিবাহ দিতে পারে না।

www.pathagar.com

"আবু সালমা বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা রা. আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল স. বলেছেন, কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ্ দেয়া যাবে না। কোনো কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ্ দেয়া চলবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কি করে নেব ? তিনি উত্তর দিলেন, চুপ করে থাকা।"–বুখারী-৪৭৫৭

"আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স.! একজন কুমারী মহিলা তো লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেন, তার চুপ থাকাই তার অনুমতি।"–বুখারী-৪৭৫৮

যদি কোনো ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ্ দেয় তবে সে বিবাহ অবৈধ :

"খানসা বিনতে খিদাম (বা খিযাম) আল আসারিয়া রা. বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা তাকে বিবাহ্ দেন যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন এবং তিনি এ বিবাহ্ অপসন্দ করলেন। সুতরাং তিনি রাসূল স.-এর কাছে গেলে তিনি সে বিবাহ্ বাতিল করে দেন।"–বুখারী- ৪,৭৫৯

এতে দেখা যায়, বিবাহযোগ্য মেয়েদের মতামত না নিয়ে বিবাহ্ দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের মতের প্রয়োজন আছে।

আবার মেয়েরা যখন আর্থিকভাবে সচ্ছল হয় তখন সে তার পরিবারকে সাহায্য করে থাকে। পিতামাতা বা স্বামী তার অর্থ পেয়ে উপকৃত হয়ে থাকে। সংসারকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সন্তানের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য মেয়েরা অফিস আদালতে শরীয়াত মত কাজ করতে পারে। কেউ যদি কুরআন ও হাদীসের অনুশাসন মেনে কোনো কাজকর্ম যেমন চাকুরী, ব্যবসা ইত্যাদি করে তাতে দোষ নেই। তবে উশৃঙ্খল জীবন ইসলাম পসন্দ করে না। ইসলামে মেয়েদেরকেও স্বাবলম্বী হবার সুযোগ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য রাসূল স.-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত বিবি খাদিজা রা. খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। মেয়েরা পিতার সম্পত্তির হকদার, সে কারণে কোনো নারীই কোনো সময় দুঃস্থ হয়ে যায় না। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ
وَلَدٌ وَّلَهٗ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط
فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا

www.pathagar.com

وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল ঃ পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সমন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ জানাচ্ছেন যে, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয়, এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকাংশ এবং যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬

একজন মা সন্তানের ভালবাসার পাত্র এবং সন্তানও মায়ের ভালবাসার পাত্র। কেননা মায়ের সাহচার্যেই সন্তান বেড়ে উঠে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানবিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। সে কারণে মায়ের কাছে সন্তানের বাধ্যতা খুব বেশী। তাই স্ত্রীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, মহিলারা হচ্ছে পাজরের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং তোমরা যদি তা থেকে ফায়দা লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।"–বুখারী-৪৮০৩

২. নারীর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্য অসিয়ত করা

"আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. এরশাদ করেছেন, যে কেউ আল্লাহ্ এবং শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে এবং সে যেন নিজে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং আমি নারীর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার জন্য অসীয়ত করছি। কেননা তাদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং সবচেয়ে বাকা হচ্ছে পাজরের অংশ। তুমি যদি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে যাবে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সেটা সবসময়ই বাঁকা থাকবে। সুতরাং আমি তোমাদেরকে এদের কল্যাণের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখার জন্য অসীয়ত করছি।"–বুখারী-৪৮০৪।

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে উপদেশ আছে এবং ভালবাসা, স্নেহ-মমতা দেখানোর তাগিদ আছে।

www.pathagar.com

সংসারকে পরিকল্পনা মতো চালাতে হলে সংসারের কর্তাকেই হাল ধরতে হয়। তাই সংসারকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে পাজরের বাঁকা হাড়টাকে সঠিক রাখা কর্তব্য নতুবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা থাকে। এমনকি সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমান মুসলিম সমাজে এমনকি কোনো মুসলিম পরিবারে নারীর কোনো স্থান দেয়া হয় না বরং তাদেরকে খাঁটো করে দেখা হয়। বিশেষ করে অনুন্নত দেশে এবং কট্টরপন্থী মুসলিম দেশে নারীর কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। তাদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো ব্যবহার করা হয়। এ সমস্ত কারণে নারীর মান-মর্যাদা, আত্মনির্ভরশীল হওয়া, আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে বর্তমান বিশ্ব যখন চিৎকার করছে তখন বিশ্ব সভ্যতাকে বলতে হয় যে, ইসলাম ধর্ম ১৪শত বছর পূর্বে নারীকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে তা আজও বিশ্বের সেই সভ্যতা দিতে পারেনি। ইসলাম ধর্মে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, কিন্তু মানুষ যদি তার ব্যত্যয় ঘটায় তাতে ধর্মের নির্দেশনার ক্ষতি হয় না, বরং যারা ঘটায় তাদের ক্ষতি হয়। একমাত্র ইসলামই নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। এ কারণে নারীরাও তাদের জীবন সঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীন। বিবাহ চুক্তি (কাবিননামা) শর্তে নারীরাও পুরুষকে তালাক দিতে পারে যেমন দিয়ে থাকে পুরুষ। পুরুষ বহু বিবাহ করলে তাতে বাধা দেয়ার অধিকার নারীর আছে, বহু বিবাহ করতে হলে পুরুষকে কারণ দর্শাতে হয় বা প্রথম স্ত্রীর সম্মতি নিতে হয়। প্রথম স্ত্রী অনুমতি না দিলে কোনো পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটে থাকে তা কেবল অজ্ঞতার কারণে।

অপরদিকে কোনো নারী যদি ইচ্ছা করে বিবাহের পরও সে তার নাম ব্যবহার করতে পারে তাতে কোনো রকম বাধা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সহযোগিতা একটা পরিবারকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারে, ব্যর্থতায়ে জাহান্নাম।

এ ব্যাপারে কুরআনে কি উল্লেখ আছে তা আলোচনা করা দরকার ঃ

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ○ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ○ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ○

www.pathagar.com

"অতপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বললো ঃ "হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা ? অতপর তারা তা ভক্ষণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করলো, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথনির্দেশ করলেন।"

–সূরা ত্ব-হা ঃ ১২০-১২২

অন্য সূরায় আদম ও হাওয়াকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে ঃ

وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَاوٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

"এবং বললো, হে আদম! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছা তথায় আহার কর কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হলে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিলো এবং বললো পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এজন্য তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তোমাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধপতিত করলো। তৎপর যখন তারা সেই বৃক্ষের ফলের আস্বাদ গ্রহণ করলো তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের

www.pathagar.com

নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি এবং আমি কি তোমাদের বলিনি যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯-২২

এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণায় আদম হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল খেল এবং আল্লাহর আদেশে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হলো এবং উভয়েই আল্লাহর কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। তারপর তারা নিবৃতে মিলিত হলো এবং সন্তান-সন্তুতি জন্ম দিতে রইলো। এভাবেই পৃথিবীতে মানুষের আবাদ আরম্ভ হলো। যদি পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন না হতো তাহলে মানব সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না সেহেতু স্রষ্টার সৃষ্টির অনুপম সৃষ্টি মানবের জন্মকে রোধ করার কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। কারণ মানুষ হলো পৃথিবীর সৌন্দর্য, তাই সৌন্দর্যকে নষ্ট করার কারো অধিকার নাই।

৩. মূসা আ.

তবে অধিকার আছে বলেই আল্লাহ মূসা আ.-কে ফেরাউনের ঘরে রেখে লালন পালন করেন এবং পরে তাকে নবী করেন।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلَى اُمِّ مُوْسَى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

"মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম শিশুটিকে স্তন্য দান করতে থাক। যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো, এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দিব এবং তাকে রাসূলের একজন করবো।"–সূরা কাসাস ঃ ৭

৪. হযরত মরিয়াম ও ঈসা আ.

মরিয়ম ও ঈসার ঘটনা খুব সুন্দরভাবে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করেছেন ঃ

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ○ يٰاُخْتَ

هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَ اَسَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ط
قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ قف اٰتٰنِىَ
الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۝

"অতপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো, ওরা বললো ঃ হে মরিয়ম! তুমিতো এক অদ্ভূদ কাণ্ড করে বসেছো। হে হারুন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতপর মরিয়ম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো। উহারা বললো, যে কোলের শিশু তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো ? সে বললো, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন।"–সূরা মারয়াম ঃ ২৭-৩০

কুরআনের বহু জায়গায় মরিয়াম ও ঈসা আ-এর কথা বর্ণিত হয়েছে এবং ঈসাকে মরিয়ামের ছেলে হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো সময়ই আল্লাহর পুত্র বলে বলা হয়নি। আল্লাহর রহমত ও বরকতে ঈসা আ. মরিয়ামের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে আল্লাহর হেকমতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ "কুন ফাইয়াকুন" বললেই হয়ে যায় অর্থাৎ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসে। ঈসার জন্ম বৃত্তান্তও সেই রকম।

৫. হযরত মুহাম্মদ স.

হযরত মুহাম্মদ স. জীবনের খুব কঠিন সময় দুজন মহিয়সী নারী তার জীবন সঙ্গিনী ছিলেন, তাদের একজন হলে সাইয়েদা খাদিজা রা., অন্যজন সাইয়েদা আয়শা রা.। সাইয়েদা খাদিজা ছিলেন রাসূল স.-এর প্রথম জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগীদার, যিনি তাঁকে হৃদয় মাঝে স্থান দিয়ে সর্বস্ব তাঁর পদে সমর্পণ করেছিলেন। তিনিই সেই মহিয়সী নারী যিনি রাসূল স.-এর ওহী প্রাপ্তির পর প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যার সাহচার্যে রাসূল স. পেয়েছিল সত্যিকার একজন সহধর্মিনী। রাসূল স. যখন আল্লাহর নিকট হতে ওহী প্রাপ্ত হয়ে ভয়ে কাঁপতে ছিলেন তখন সাইয়েদা খাদিজা রা. তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তার এক চাচা ওয়ারাকা ইবনে নওফলের নিকট গেলেন তখন নওফল বললেন, তিনি (রাসূল) হয়তো মূসার নিকট যে ফেরেশতা এসেছিলেন সেই ফেরেশতা তার নিকটও এসেছিলেন। নওফল ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি হয়তো একজন নবী হবেন।

সাইয়েদা আয়শা রা. ছিলেন রাসূল স.-এর সবচেয়ে ছোট স্ত্রী। তিনি খুব জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী মহিয়সী রমণী ছিলেন। তিনি শুধু রাসূল স.-এর

www.pathagar.com

মহিয়সী স্ত্রী ছিলেন না বরং তিনি ধর্মীয় অনুশাসনে একজন পারদর্শী রমণী ছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের ওপর খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের ওপর যে রকম ব্যাখ্যা দিতেন সে রকম আর কেউই দিতে পারতো না। কারণ তিনি যেভাবে রাসূল স.-এর প্রতিদিনের জীবন দেখেছেন, সেভাবে এ পৃথিবীতে আর কেউই দেখেনি। তাই রাসূল স. বলেছেন, তোমাদের অর্ধেক ধর্মীয় শিক্ষা সাইয়েদা আয়শার রা. কাছ থেকে শিখে নাও। তাই রাসূল স.-এর অন্তর্ধানের পর সাইয়েদা আয়েশা রা. ছিলেন কুরআন ও হাদীসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র ও নির্দেশিকা। সাইয়েদা খাদিজার রা. মৃত্যুর পর সাইয়েদা আয়েশাই রা. ছিলেন হযরতের প্রিয়তমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

৬. সমতার ব্যাপারে মতামত

ক. স্বামী স্ত্রীর সমতা জ্ঞান

ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমতার স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তবে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র পার্থক্যই হলো এই যে, একজন পুরুষ আর একজন নারী অর্থাৎ একজন সুপুরুষ আর একজন দুর্বল চিত্রের রমণী। এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ

لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্য হতে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন সমস্ত খবর রাখেন।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

আবার হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

রাসূল স. বলেছেন ঃ নারী ও পুরুষ "অর্ধেক অর্ধেক" সমান।

–আহমদ এবং আবু দাউদ।

খ. ধর্ম পালনেও সমান অধিকার

ইসলাম পুরুষ ও নারীকে সমান সমানভাবে কর্মক্ষেত্র দিয়েছে এবং প্রত্যেকের কর্মক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। নারীদেরকেও ধর্ম পালনে সমান অধিকার দিয়েছে তা কিন্তু নিজ গণ্ডির মধ্যে। পুরুষকে ক্ষমতা

www.pathagar.com

দিয়েছে যথা ইচ্ছা তথা গমনের জন্য নয় এবং আল্লাহর গণ্ডীর মধ্যে থেকে কর্ম করা বা কর্মপন্থা স্থির করা।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

"মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে ; এদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আত তওবা ঃ ৭১

গ. ইসলামী বিপ্লবে (Revolution) নারীর অংশগ্রহণ

রাসূল স.-এর সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী পুরুষের মতো দেশ গঠন, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপারে রাসূল স.-এর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল স. তখন কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়াত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোনো অপরাধ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকর্মে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ১২

নর-নারীরা কেবল কোনো কাজের প্রতিফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তি সমান সমান পেয়ে থাকে, এতে কোনো রকম বৈষম্য দেখান হয় না।

www.pathagar.com

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج

"অতপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মে নিষ্ঠুর নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মু'মিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে, এবং তাদের প্রতি অণুপরিমাণও যুলুম করা হবে না।"–সূরা আন নিসা ঃ ১২৪

ধর্মীয় ব্যাপারে নারীরা পুরুষের মতো স্বাধীন। সে ব্যাপারে কুরআনে নূহ নবীর স্ত্রী ও লূত নবীর স্ত্রীর ঘটনা উল্লেখ আছে যারা কখনও তাদের স্বামীর পথ অনুসরণ করেননি। সে কারণে উভয়েই চরম শাস্তি পেয়েছে। অপরদিকে ফেরাউনের স্ত্রী একজন সুন্দর মনের আল্লাহ্ ভক্ত নারী ছিলেন এবং তিনি সেজন্য আল্লাহর দয়া ও রহমত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

"আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন উহা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত ওদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারেনি এবং ওদেরকে বলা হলো জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সহিত তোমরাও এতে প্রবেশ কর।"
–সূরা আত তাহরীম ঃ ১০

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ

www.pathagar.com

عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

"আল্লাহ মু'মিনদের জন্য উপস্থিত করছেন ফেরাউনের পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করছিল, "হে আমার প্রতিপালক! তোমার সান্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালিম সম্প্রদায় হতে।"–সূরা আত তাহ্রীম ঃ ১১

ঘ. শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা

শিক্ষা হলো ইসলামের উন্নতি ও প্রসারতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। কুরআন যখন নাযিল হয় তখন রাসূল স.-এর ওপর ওহী আসে, হে মুহাম্মদ তুমি পড়। তার মতে জ্ঞানীর কলমের কালি একজন শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান। রাসূল স. শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশে যেতে বলেছেন। তার অর্থ হল শিক্ষা লাভের জন্য দূরদেশেও যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল স. নারীদেরকেও শিক্ষার জন্য তাগিদ দিয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। এখানে নর-নারী উভয়ের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামে শিক্ষিত মহিলাদেরকে মূল্যায়ন করা হতো, হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতের সময় একদা মসজিদে সালাত কায়েমের পর বিবাহে দেনমোহর সমন্ধে আলাপ কালে খলিফাতুল মুসলিমীন দেনমোহর কম করার জন্য ঘোষণা দিলে সালাতের পর একজন মহিলা সম্মুখে এগিয়ে হযরত ওমর রা.-কে কুরআনের নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং কুরআনের সূরা নিসার বিশ-একুশ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ لا وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا○ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো, তবুও উহা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করবে ? কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের

www.pathagar.com

সাথে সঙ্গত হয়েছো এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে ?"–সূরা নিসা ঃ ২০-২১

হযরত ওমর রা. মহিলার কথা উপলব্ধি করলেন এবং কুরআনের ঘোষণার প্রতি লক্ষ করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মহিলাকে ধন্যবাদ জানালেন।

ঙ. জিহাদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সমতা

হযরত মুহাম্মদ স.-এর সময় জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের কালে তাঁর স্ত্রীরা তাঁর সঙ্গে থাকতো। রাসূল স.-এর ওফাতের পর উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. অংশগ্রহণ করেন এবং তার নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। এতে দেখা যায় যে, জিহাদের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমভাবে ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদে অংশগ্রহণ করতো। ইসলামী যুগেও নারীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতো এবং আজও সমভাবে অংশগ্রহণ করছে।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"অভিযানে বাহির হয়ে পড়, হালকা অবস্থায় হোক অথবা ভারি অবস্থায় এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে।"

–সূরা আত তওবা ঃ ৪১

জিহাদের ক্ষেত্রে নারীদেরকেও পুরুষের সঙ্গী করা হতো। তারাও পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করতো। সাধারণত নারীরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরুষদের সাহস যোগাত, আহত যোদ্ধাদেরকে সেবাযত্ন করতো, মৃত্যু যোদ্ধাদের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিতো, যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করতো, অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠে নারীরা যোদ্ধা হিসাবে কাজ করতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও শত্রুর হাতে বন্দী হতো। তবে কোনো বিবাহিত নারী যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইত তবে তাকে তার স্বামীর অনুমতি নিতে হতো। অপর পক্ষে অবিবাহিত নারীদেরকে শুধু পিতামাতার অনুমতি নিতে হতো। তবে যেখানে শত্রু পক্ষ ভীষণভাবে আঘাত হানত সেক্ষেত্রে শত্রুদেরকে পরাস্ত করার নিমিত্ত পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও দেশ মাতৃকার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো।

www.pathagar.com

মহিয়সী নারীগণও যে জিহাদে অংশগ্রহণ করতো, অথবা তাদের সন্তানদের অথবা স্বামীদেরকে, অথবা পিতাকে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সাহস দিতো তার অনেক প্রমাণ ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমরা যদি আল খানসা'র কথা ধরি তা হলে দেখতে পাই তিনি তার সন্তানদের জিহাদে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তার চার সন্তান জিহাদের মাঠে শহীদ হয়ে যান। যখন তাকে তাদের মৃত্যুর খবর বলা হলো তখন তিনি দুঃখিত হলেন এবং একটু কাঁদলেন কিন্তু নিজেকে এ প্রবোদ দিলেন যে, আল্লাহ আমার সন্তানদের শহীদ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

আরোও দেখা যায় যে, ওহুদের যুদ্ধের সময় মুসলমানগণ যখন শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেল এবং রাসূল স. ও তাঁর সাহাবীগণ শত্রুর মুখামুখি এবং রাসূল স. শত্রুর তীর ধনুকের আঘাতের সম্মুখীন, শত্রুরা যে কোনো মুহূর্তে তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে শহীদ করে দিতে পারে এমনি অবস্থায় একজন রমণী নাসিবা বিন্‌তে কা'ব তার তরবারী ও ধনুক দিয়ে রাসূল স.-কে রক্ষা করেছিলেন। তিনি শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করে রাসূল স.-কে শত্রুর হাত হতে রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেন যে পর্যন্ত না তিনি আহত হয়ে গেলেন। তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হলো কিন্তু তখনও তিনি রাসূল স.-এর খবর নিতে ছিলেন যে, তিনি শত্রু মুক্ত কিনা?

অন্য এক উদাহরণে দেখা যায়, উমায়রা বিন্‌তে কায়েস আল গিফফারিয়া যিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূল স.-এর নিকট তার গোত্রের একজন মহিলাকে নিয়ে আসলেন যখন রাসূল স. খায়বার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমরা তখন বললাম ওহে আল্লাহর রাসূল স.! আমরাও আপনার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে চাই। আমরা জিহাদের মাঠে আহতদের সেবা করতে চাই এবং জিহাদের মাঠে যোদ্ধাদের যে খেদমত করতে হয় তাই করতে চাই। তখন রাসূল স. বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের সাহায্য করে তবে করতে পার।

অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, আলবারী বিনতে মোওয়াজ বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল স.-এর সাথে একটা আক্রমণাত্মক মিশনে যোগদান করেছিলাম। সেখানে আমাদের কাজ ছিল কেবল যোদ্ধাদের সেবা করা, পানি সরবরাহ করা, আহতদের সেবা করা এবং শহীদদের মদীনাতে প্রেরণ করা। সে সময় যারা যুদ্ধের মাঠে আহতদের সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন তাদের মধ্যে কুয়ায়েব বিনতে সাদ আল আসলামিয়া অন্যতম। জিহাদের মাঠে আহতদের সেবা করা ব্যতীত তিনি মসজিদের মধ্যে একটা তাবু খাটিয়ে অসুস্থ্য এবং আহতদের সেবা করেছিলেন। তাদের মধ্যে সাদ ইবনে মুয়াদাহ ছিলেন

www.pathagar.com

একজন রুগী যিনি খন্দকের যুদ্ধে শত্রুর তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। তিনি তার সেবা যত্নে সেরে উঠেন।

অন্য আর একটি উদাহরণ হলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন শত্রুরা বন্দী হতো তখন পুরুষ যোদ্ধাদের আবেদনে তাদেরকে বন্দী সেবার জন্য দেয়া হতো। রাসূল স. কিন্তু রমণীদের আবেদনেও তাদের ভাগে যুদ্ধবন্দী দিতেন তাদের মধ্যে উম্মে হানী অন্যতম।

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব ছিলেন রাসূল স.-এর চাচাতো বোন যিনি তার দুজন নিকট আত্মীয়কে ঘরে জায়গা দিয়েছেন যারা মক্কা অভিযানের সময় রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তার ভাই আলী ইবনে আবু তালিব তাকে বললেন যে, ঐ লোক দুটোকে হত্যা করা উচিত কিন্তু তিনি তাদেরকে তার হাতে তুলে দিলেন না, বরং তার গৃহেই রেখে দিলেন এবং রাসূল স.-এর নিকট গেলেন। রাসূল স. তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তার নিকট হতে ঘটনা জেনে বললেন যে, সে তাদেরকে রক্ষা করুক। এভাবে ঐ লোক দুজনকে ক্ষমা করা হলো।-বুখারী

চ. কন্যা হিসেবে সুবিচার পাওয়া

পুত্রসন্তানগণ সকল সময় ও সর্বকালে পিতামাতার নিকট কন্যা সন্তানদের চেয়ে বেশী স্নেহ ভালবাসা পেয়ে থাকে। এটা আবার আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত। তবে পুত্র ও কন্যা যে একই পিতামাতার সন্তান ব্যবহার কালে তা তারা ভুলে যায়। ইসলামের পূর্বে সমাজে কন্যাসন্তানদের কোনো মর্যাদাই দেয়া হতো না। সেখানে পুত্রদের মর্যদা অনেক বেশী ছিল। কারণ তারা যোদ্ধা হতো, গোত্রীয় প্রধান হতো। একে অপরকে যে কোনো বিপদাপদে সাহায্য করতে পারতো, সে কারণে কন্যাসন্তানদের মর্যাদা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন ছিল। তাদেরকে সংসারের আর্থিক বোঝা হিসেবে ধরা হতো। সে কারণে কন্যাদেরকে কোনো সম্মান করা হতো না।

কিন্তু ইসলামে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। কারণ সৃষ্টিতে সবই আল্লাহর সৃষ্টি এর ওপর কারো কোনো হাত নেই।

তাই কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ط اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

www.pathagar.com

"ওদের কাউকেই যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে দিবে ; সাবধান! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতো নিকৃষ্ট।"–সূরা আন নহল ঃ ৫৮-৫৯

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

"আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"
–সূরা শুরা ঃ ৪৯-৫০

যদিও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে কন্যাসন্তান হলেই তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো, কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একে মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে সন্তানের হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে কন্যাসন্তান আল্লাহর রহমত, সে ব্যাপারে রাসূল স. বলেন ঃ

"কন্যাসন্তান হবার জন্য তাদের ঘৃণা করো না, তারাই হলো শান্তি ও ভালবাসার পাত্র।"–আহমদ এবং আল তাবারানী

ছ. সমতার ভিত্তিতে বিবাহযোগ্য পার্টনার নির্বাচন

বিবাহযোগ্য পার্টনার নির্বাচনে ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার আছে এবং থাকা উচিত যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোনো মেয়েকে তার স্বামী নির্বাচনে পুরুষদের মতো অধিকার থাকবে এবং থাকা উচিত। কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়েকে পসন্দ করে আর সে মেয়েটি যদি ছেলেটিকে পসন্দ না করে তবে সেখানে বিবাহ হতে পারে না। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই মতামত প্রাধান্য পাবে। তবে বিধবা ও

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তার সঙ্গে কুমারী মেয়ের পসন্দ ও মতামত ভিন্ন হবে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্র রাসূল স. বলেছেন ঃ কোনো বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে জোর করে কারো সঙ্গে বিবাহ দেয়া উচিত নয়। বিবাহের ব্যাপারে তার স্বতন্ত্র বা স্পষ্ট মতামত থাকতে হবে। একজন কুমারী মহিলাকেও তার মতামত প্রদান করার অধিকার থাকতে হবে। রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে তার মতামত কিভাবে নেয়া হবে, তিনি বললেন তার নীরবতাই তার সম্মতি।

এটাকে অনেকে অনেকভাবে ভাবেন যেমন একজন পিতা কখনো তার কন্যার সম্পত্তিকে তার বিনা অনুমতিতে হস্তান্তর করতে পারেন না তেমনি কন্যা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয় তবে সেক্ষেত্রে সে কি করে তার মতামত দিবে? অপ্রাপ্ত নারীদের বিবাহের নিয়ম নেই। সেক্ষেত্রে বিবাহের ব্যাপারে কোনো পিতাও তার কন্যাকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। তবে একজন কন্যার সম্পত্তি যত সহজে হস্তান্তর করা সম্ভব সেভাবে তার বিবাহ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নহে।

ইসলামে বিবাহের ব্যাপারে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যদি কোনো নারী কোনো কিছু বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতার অধিকারী না হয় বা বয়স না হয়, তাকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। পিতা বা কোনো অভিভাক তার কোনো কুমারী (বালেগা) অথবা অবিবাহিতা মেয়েকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারে না।

"আবু সালমা বর্ণনা করেছেন, আবু হুরাইরা রা. আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল স. বলেছেন, কোনো বিধবা মহিলাকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না, কোনো কুমারী মহিলাকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তার অনুমতি কি করে নিবো? তিনি উত্তর দিলেন তার চুপ করে থাকাই অনুমতি।"–বুখারী-৪৭৫৭

"আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! একজন কুমারী মহিলা তো লজ্জাবোধ করে। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাই তার অনুমতি।"–বুখারী-৪৭৫৮

যদি কোনো ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দেয় তবে সে বিবাহ অবৈধ হবে।

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

"খানসা বিনতে খিদাম (বা খিযাম) আল-আসারিয়া রা. বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা তাকে বিবাহ দেন, যখন তিনি বয়স্কা ছিলেন এবং তিনি এ বিবাহ অপসন্দ করলেন। সুতরাং তিনি রাসূল স.-এর কাছে গেলে তিনি এ বিবাহ বাতিল করে দেন।"-বুখারী-৪৭৫৯

৭. সাধারণ জীবনে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে যেমন ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে অধিকার দিয়েছে তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চাকুরীজীবনেও পুরুষের মতো সম অধিকার দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক দিকে নারীরাও পুরুষদের মতো জনসাধারণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতো। নারীরাও লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিধান সভা এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করতো। তার অর্থ এ নয় যে, ইসলামী সমাজে নারীরা ইসলামী শরীয়াহ আইনের পরিপন্থী কোনো কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারতো।

৮. পুরুষের ওপর নারীদের বিশেষ অধিকার

যদিও পুরুষ ও নারীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই বা গড়মিল পরিলক্ষিত হয় তবুও অনেকে পুরুষের ওপর নারীর বিশেষ অধিকারের কথা বলেন ঃ

১. বিবাহ পূর্ব নাম রাখা নারীর স্বাধীনতা।

২. আযল করার ব্যাপারে মত দেয়া বা অস্বীকার করা।

৩. মাতা হিসাবে সন্তানদের কাছ থেকে অধিক ভালবাসা প্রত্যাশা করা।

৪. আর্থিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতা। ইসলাম নারীকে পুরুষের মতো সমভাবে আর্থিক সচ্ছলতার অধিকার দিয়েছে। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে একজন নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়াই পরিবারের উন্নতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না। তবে স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে বা স্বামীর মতামত নিয়ে স্ত্রী তাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিতে পারে। তবে স্বামীকে না জানিয়ে বা তার অজ্ঞাতসারে কোনো কিছু করার অধিকার নারীকে ইসলাম দেয়নি। স্বামী বা পিতামাতার মতামত নিয়ে কোনো স্ত্রী বা কন্যা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখাপড়া, চাকুরী ইত্যাদি করতে পারে।

৯. নারীদের ওপর পুরুষের বিশেষ অধিকার

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর ওপর বিশেষ অধিকার দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

www.pathagar.com

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

"নারীর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষের ; কিন্তু নারীর ওপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাদের এককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"
–সূরা আন নিসা ঃ ৩৪

ওপরে বর্ণিত আয়াত থেকে দেখা যায় যে, পুরুষের যেমনি নারীদের ওপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে তেমনি আছে নারীরও। কিন্তু পুরুষকে নারীর কর্তা বলা হয়েছে। কারণ নারীরা সন্তান-সন্ততি, পরিবার সামলায় আর পুরুষরা পরিবার পরিজনকে সচ্ছল ও সানন্দে রাখার জন্য সারাদিন কর্ম করে। পরিবারের আর্থিক সহায়তা পুরুষের নিকট থেকেই আসে। এখানে নারীর গৌণ ভূমিকা থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে পরিবার গঠনে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাতে দেখা যায় যে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

১০. উত্তরাধিকার আইন ও নারীর সামাজিক মর্যদা

মানুষের ধারণা বিদ্যমান, নারীরা নারী হবার কারণে পিতামাতার সম্পত্তির অধিকার পুরুষের মতো পায় না এবং পুরুষকে নারীর চেয়ে দ্বিগুণ অংশ দিয়ে নারীকে সম উত্তরাধিকারের স্বত্বাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ইসলামে পিতামাতার সম্পত্তিতে নারীকে পুরুষের অর্ধেক দেয়ার ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মে এ ব্যবস্থাও নাই। ইসলামে যে অধিকার দেয়া হয়েছে তার আরও কারণ হলো, একজন নারীর যখন বিবাহ হয়ে যায় তখন সে তার স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার হয়। কিন্তু একজন পুরুষ কেবল তার পিতামাতার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

কুরআনে বর্ণিত আছে ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ

www.pathagar.com

نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ
اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

"আল্লাহ তোমাদের সন্তান সমন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান, কেবল কন্যা দুয়ের অধিক থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ও তার ভাই-বোন থাকলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, এসবই সে যা ওয়াসীত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তোমরা অবগত নও। ইহা আল্লাহর বিধান, আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে এবং তাদের সন্তান না থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, ওসীয়ত পালন কর

www.pathagar.com

এবং ঋণ পরিশোধ করে তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, তোমরা যা ওসীয়ত করবে তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি পিতামাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রের ভাই অথবা ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে, ইহা যা ওসীয়ত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সহনশীল।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১১-১২

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ اَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

"পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে উহা অল্প হোক বা বেশী হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"–সূরা আন নিসা ঃ ৭

ইহা হতে দেখা যায় যে, উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েরা পিতার সম্পত্তিতে কম ভাগ পেয়ে থাকে ঃ

১. এক ছেলের অংশ হবে দু-কন্যা সন্তানের সমান।

২. কন্যা দুয়ের অধিক হলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ।

৩. আর মাত্র এক কন্যা থাকলে অর্ধাংশ

৪. মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এক-ষষ্ঠাংশ।

৫. সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

৬. তার ভাই-বোন থাকলে তার মাতার জন্য ষষ্ঠাংশ। কেবল এসব ওসীয়ত করা সম্পত্তি বাদে এবং ঋণ আদায়ের পর ।

১১. স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে স্বামীর অংশ

১. সন্তান-সন্ততি না থাকলে স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকার অর্ধাংশ।

www.pathagar.com

২. সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির চতুর্থাংশ, তাও কেবল ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর।

৩. আবার স্ত্রী থাকলে, স্বামী মারা গেলে (যদি সন্তান না থাকে) তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী পাবে এক-চতুর্থাংশ।

৪. সন্তান-সন্ততি থাকলে পাবে আট ভাগের এক ভাগ (মৃত্যুর আগে) কেবল ওয়াসীয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর।

৫. যদি কোনো পুরুষ বা নারী এমন হয় যে, তাদের কোনো সন্তানও নেই, পিতামাতাও নেই, শুধু তার এক ভাই ও এক বোন আছে, তাহলে তাদের সবার জন্য উক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ হবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর এর চেয়ে বেশী হলে মৃত্যু ব্যক্তির সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ কেবল ওয়াসীয়ত করে যাওয়া ও ঋণ পরিশোধের পর।

কুরআনে আরও উল্লেখ আছে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

"লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়, বলো ঃ পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ জানাচ্ছে, কোনো পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয়, এবং তার এক ভগ্নি থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীন হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুভগ্নি থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দু-নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এ আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭৬

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"একদা সাদ ইবনে রাব্বির স্ত্রীর তার দু-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর রাসূল স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স.!

www.pathagar.com

এ দুটো কন্যাই সাদ ইবনে রাব্বির, তাদের পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তাদের চাচা তাদের সকল অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছে এখন তাদের কাছে কিছুই নেই, এমন কি তাদের বিবাহ দেবার মতো কোনো অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বললেন আল্লাহ এ ব্যাপারে ঘোষণা (ওহী) দিবেন। পরে উক্ত বিষয়ে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।"

তাতে দেখা যায় যে, কোনো লোক সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং এক ভগ্নি থাকলে তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকাংশ পাবে এবং সে (বোন) যদি সন্তানহীন হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। আর দুই ভগ্নি থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে তবে একপুরুষের অংশ দু-নারীর সমান।

১২. মহিলাদের সাক্ষ্য

যে কোনো বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষী মানা যাবে তবে উভয় পক্ষের কাছে তা সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ط وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ط

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাজী তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপর জন স্মরণ করিয়ে দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮২

এ আয়াতটি যদিও ব্যবসায়িক চুক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে, তবে এ সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন সমাজে অনেক সময় চুরি, ডাকতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটে থাকে, সে ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কুরআনের আইন বলবত হবে। কেউ কেউ নারীদেরকে সমান অধিকারের নামে এ আয়াতকে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তা গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ কুরআনের নির্দেশকে পরিবর্তন করার কারো কোনো অধিকার নেই। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে প্রত্যেকটি বিষয়েই কুরআনে বর্ণিত আছে তবে

www.pathagar.com

চিন্তাশীলদের উহা চয়ন করতে হবে। খামখেয়ালীপূর্ণ কোনো মতামত, কোনোক্রমে সঠিক প্রক্রিয়া হতে পারে না এবং গ্রহণীয় নয়।

এছাড়া দেখা যায় যে, সাক্ষীর বেলায় একজন নারী একজন পুরুষের সমান, সেটা হলো কেবলমাত্র যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীর ওপর ব্যভিচারী চার্জ আনায়ন করে তখন। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ব্যভিচারীনি হিসাবে প্রমাণ করতে হলে তাকে চারজন চাক্ষুস স্বাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। স্বামী যদি চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে যে, সে যা বলছে তা সত্য অর্থাৎ ঘটনা সত্য। স্ত্রীও তার ওপর আনায়ন করা (অপরাধ) চার্জ মিথ্যা তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে ব্যর্থতায় আল্লাহর নামে তাকেও চারবার শপথ করে বলতে হবে যে, তার ওপর আরোপিত ঘটনা মিথ্যা। তার স্বামী যা বলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে নর ও নারীর সাক্ষী সমান সমান। তবে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, সেজন্য তারা পৃথক হয়ে যাবে। তবে ব্যভিচারের জন্য স্ত্রী শাস্তি পায় না কারণ তার কথা তার স্বামীর কথার মতো বা সমতুল্য বিধায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

"এবং যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নাই তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর নেমে আসবে আল্লাহর লানত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর গজব।"–সূরা আন নূর ঃ ৬-৯

www.pathagar.com

১৩. নারীর কথা বলার অধিকার

ইসলামের প্রথম দিকে ইসলামী আইন শাস্ত্র মতে বহু নারী তাদের সমান অধিকার ও পুরুষের মতো সকল কার্যে কথা বলার অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন। তবে যারাই তাদের অধিকারের কথা বলতেন তারা সবাই কুরআন ও হাদীস অনুসারে নিজেদের জীবন বিধানকে মেনে নিয়ে সেই গণ্ডির মধ্যেই তাদের অধিকার চেয়েছিলেন। শেখ আল সালতৃতের মতে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হীনদা বিনতে উতবা আল্লাহর রাসূল স.-এর সাথে কপোকথোনের মাধ্যম এর বীজ বপন হয় বলে মনে করা হয়।

হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন যুবতী মহিলা আল্লাহর রাসূল স.-এর নিকট আসলেন এবং তার পিতার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন যে, তার পিতা তার অমতে তারই চাচাতো ভাইয়ের সাথে তার বিবাহ দিয়েছেন কেবল তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যাতে তার কোনো মত ছিল না।

আল্লাহর রাসূল স. তাকে এ বিবাহ মেনে নিতে বা বিবাহ নাকচ বা প্রত্যাখান করে দেয়ার জন্য বললেন। সে (নারী) উত্তর দিল যে আমার পিতা যা করেছে তা আমি ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু আমি সকল নারীদের বলতে চাই যে, বাবাদের এ রকম কাজ করার কোনো অধিকার নাই।"–আল তিরমিজী

এমনি জিহাদে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক মহিলা আল্লাহর রাসূল স.-এর কাছে গেলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে আর অন্যরা করতে পারবে না এ বৈষম্য কেন ?

এ ব্যাপারে একদল মহিলা আল্লাহর রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে সকল যুদ্ধলব্ধ মালামাল পায়, এ ক্ষেত্রে পুরুষের মতো যুদ্ধলব্দ মালামাল পাবার জন্য মহিলারা কি করতে পারে। রাসূল স. উত্তরে বললেন, তোমরা তোমাদের স্বামীর ঘর সংসার পরিচালনার জন্য তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পথে এক এক জন যোদ্ধার সমান সমান পাবে।"

–আবু আলা এবং আল বাজ্জার

সেই রকমভাবে রাসূল স.-এর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রী সালামা রাসূল স.-এর কাছে গেলেন এবং ঐ রকম ইস্যু উপস্থাপন করলেন। তখন রাসূল

www.pathagar.com

স. বুঝতে পারলে যে, অন্য কোনো মহিলা তাকে ঐ রকম ইস্যু উপস্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি তাকে পুনঃ আশ্বস্থ করলেন যে, মহিলাদের বাচ্চাদের দুধ পান করানো এবং লালন-পালন করানোর জন্য তারা পুরস্কার পাবে যা পুরষরা পাবার অধিকারী নয়। এর অর্থ এই নয় যে, পুরুষরা যা করতে পারবে মহিলারাও তা করবে। হা, ভাল-মন্দ যে কোনো ব্যাপারে তারা তাদের বক্তব্য রাখতে পারে, মতামত দিতে পারে কিন্তু পুরুষ যে সকল ক্ষেত্রে যে কাজ করতে সক্ষম সে সব ক্ষেত্রেও মেয়েদেরকে সম অংশীদারীত্ব দিতে হবে বা পাবে এটা কোনো ক্রমেই ঠিক নয়। এখন একটা বাস্তব কথা বলতে হয় যে, মহিলারা পেটে বাচ্চা ধরে এবং বাচ্চা প্রসব করে, পুরুষরা কিন্তু তা করতে পারে না। যদি সম অধিকারের কথা বলা হয় তবে পুরুষদেরও প্রসব বেদনার ভাগ পাওয়া উচিত। সুতরাং সব ক্ষেত্রে সম অধিকার কখনোও সম্ভব নয়। আর শারীরিক গঠনের দিক থেকে মহিলারাও স্বতন্ত্র এবং কমজোর।

❒

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং ইসলামের মূল বিধান

১. ইসলামের মূল বিধান

ইসলাম কেবলমাত্র একটা ধর্মই নহে, ইহা হলো বিশ্ব শান্তির প্রতীক, তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি এবং সভ্যতা প্রভৃতির উৎকর্ষীত শান্তির ধর্ম। সেজন্য এর মূল্যায়ন, আদর্শ এবং লক্ষ অনেক অনেক বেশী যা মানবকে সভ্যতার চরম শিখড়ে পৌছায়। তাই ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও আইন খুব ব্যাপক। এটা শুধু বিশ্বাস ও প্রার্থনার ধর্ম নয়। এ ধর্ম মানবকে সামাজিক মূল্যবোধ, পরিবার গঠন, সামাজিক বন্ধন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। তাই পরিবর্তীত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে পরিবার গঠনের কিছুটা পরিবর্তন আসছে তবে সেসব কুরআন ও হাদীসের বৈপরিত্য পূর্ণ নহে ; আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল স. নির্দেশনার মাধ্যমেই বটে। তাই ইসলাম ধর্মকে কোনো রকম অশান্তির ধর্ম বলা যাবে না। যারা বলে থাকে তারাই মূর্খ।

ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। এ ধর্ম কোনো সময়ই সহিংসতা, অরাজকতা, সন্ত্রাস ও অশান্তিকে প্রশ্রয় দেয় না বা কোনো কাজে কোনো প্রকার অনাহেতু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বা অন্তরায় নহে।

এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমার জন্য ক্লেশকর তা চান না।"—সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

"তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নাই।"—সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৮

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

"আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।"—সূরা আন নিসা ঃ ২৮

আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতিত কোনো ভার চাপিয়ে দেন না, যে যতটুকু সহ্য করতে পারে তাকে ততটুকুই ভার দিয়ে থাকেন। সেটা সামাজিক

www.pathagar.com

হোক আর অর্থনৈতিক হোক বা পারিবারিক সংগঠনে হোক। এ আয়াত দ্বারা অনেকে ছোট পরিবার রাখা বা করার কথা বলে থাকেন, তা সঠিক বিবেচিত হয় না। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানবের ভার লঘু করতে চান তার অর্থ এ নয় যে, সংসারে মানুষ কম হলেই ভার লঘু হবে। সংসারে মানুষ বেশী হলে এবং তারা যদি সকলে কার্যক্ষম হয় তাহলে সংসারের আয় উন্নতি বেড়ে যাবে এবং সংসার প্রধানের ওপর চাপ কমে যাবে। আবার তারা যদি অকর্মন্য হয় তবে পরিবারের প্রধান ব্যক্তির ওপর চাপ বেড়ে যাবে, এসব নির্ভর করে কর্মফলের ওপর। পরিবারকে বড় করলে তার সুফলও অনেক বেশী। আর হ্রাস করলে তার কুফলও অনেক বেশী। ছোট পরিবার সাময়িক ভাল কিন্তু ভবিষ্যতে কার্যত মঙ্গল আনয়ন করে না।

২. ইসলাম সংযমের ধর্ম

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط

"আল্লাহ কারো ওপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতিত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তা তারই।"—সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬

আল্লাহর রাসূল স. বলেন ঃ

"ইসলাম ধর্ম হলো সহজ সরল ধর্ম, যা সঙ্কীর্ণ গণ্ডিভুক্ত নয়, যদি কেউ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তবে তার উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। সুতরাং সরল সোজা পথে থাকলে তার ভোর, সন্ধ্যা ও রাত্র ভাল কাটবে।"
—বুখারী ও মুসলিম

ভাল কাজের জন্য অর্থ খরচ করতে ইসলাম সংযমের আশ্রয় নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ○ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

www.pathagar.com

"তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন, তিনি তার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না ওদের ও তোমাদের আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। ওদের হত্যা করা মহাপাপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯-৩১

৩. ধর্মই নিজ গুণে গুণান্বিত

ইসলাম হলো ভেজালহীন ধর্ম। এ ধর্মটা হলো সর্বগুণে গুণান্বিত। ধর্মের ছোয়ায় মানুষ তার পশু আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে ভাল পথে, সত্যের পথে আশ্রয় নিতে পারে। তবে ইসলাম ধর্ম সবসময় সকল কিছুর ভাল দিকটাকেই সমর্থন করে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

"বল, মন্দ ও ভাল এক নহে, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি সম্পন্নরা! আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০০

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

"আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বড় দলকে পরাভূত করেছে ! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯

এখানে গুণগত মান দিয়ে পরিমাণের (সংখ্যার) ওপর বিচার করা হয়েছে। দলে ভারী হলেই বড় দল বলা যাবে না যদি না তাতে জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাহার না থাকে। জ্ঞানী ও গুণীজন সংখ্যায় অল্প হতে পারে, তা কৌশলে বড়দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। তবে এটা কোনোক্রমে পরিবারকে ছোট রাখার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কারণ কোনো সন্তান জ্ঞানী ও গুণীজন হবে আর অন্যজন অজ্ঞানী হবে তা তো একমাত্র

www.pathagar.com

আল্লাহই জানেন। তাই সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকা বা রাখা বিধেয় নয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা হয় এবং হবে।

৪. ধর্ম সকল কিছুরই নিয়ন্ত্রক

ইসলাম ধর্ম সাধারণত মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মানুষের চলা বলা, সংসার, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদির চালিকাশক্তিই ধর্মীয় অনুশাসন ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা পরিকল্পনাকারী, সমস্ত পৃথিবীটা তার পরিকল্পনামত চলে থাকে। আল্লাহ্ তায়ালা তাই কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে অর্থাৎ আল্লাহর নিয়মে এবং আইনে।"–সূরা আল কামার ঃ ৪৯

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না ; আবার তাকিয়ে দেখো, কোনো ত্রুটিও দেখতে পাবে না ?"–সূরা মূলক ঃ ২-৩

আল্লাহ সর্ব কৌশলের কৌশল। তার পরিকল্পনামত সমগ্র বিশ্বজাহান নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বজগত তথা মানুষকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাঁর পরিকল্পনার বাইরে কোনো কাজ হয় না। কোনো ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা যদি কোনো পরিকল্পনা করেন তা রুখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। তবে মানুষের যে কোনো পরিকল্পনাকে আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা ধ্বংস করে দিতে পারেন, মানুষ তা রুখতে পারে না। পৃথিবীতে সময় সময় যে ধ্বংশলীলা হচ্ছে, মানুষ তা রুখতে সক্ষম নয়। তাই আল্লাহর পরিকল্পনা হলো শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা এবং তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

৫. ধর্মই চিরন্তন

পৃথিবীতে ইসলাম হলো সর্ব শেষ ধর্ম এবং কুরআন হলো এর মূলমন্ত্র। আর হযরত মুহাম্মদ স. হলেন শেষ নবী। তাই মানব কল্যাণের জন্য ইসলাম ধর্ম হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এ ধর্ম কোনো জাতি বা কোনো দেশের জন্য নয় বরং এটা হলো বিশ্ব মানবতার জন্য, বিশ্ব মানবতার ধর্ম এবং সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম। যারা এ শান্তির ধর্মকে গ্রহণ করেছে তারাই মুসলমান। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম যদিও ইসলাম ধর্মের ভালো ভালো দিক গ্রহণ করছে এবং সেভাবে চলছে কিন্তু, কুরআন ও তার সম্পূর্ণ রীতিনীতি, আদর্শ ও আল্লাহকে আল্লাহ বলে গ্রহণ করতে না পারায় বিধর্মী কাফের রয়ে গেছে। যারা এর শান্তির ছায়াতলে এসেছে বা এসে পড়েছে তারাই এর স্বাধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। শান্তির ধর্মের আদর্শকে স্বীকার করে যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে চলছে তারাই নাফরমান, বেদ্বীন, মুসলমান নামের কলঙ্ক। ইসলামের নামে যারা বোমাবাজী করে, সন্ত্রাস ছড়ায় তারা ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আশ্রয় পেতে পারে না।

৬. জনসংখ্যার পরিবর্তন

জনসংখ্যার পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুগেই জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পেয়ে পৃথিবীতে বর্ধিত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবর্তন ঘটছে। যে কোনো দেশে ঊনিশ শতকে যেখানে দুকোটি লোক ছিল আজ সেখানে ১০/১৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। আবার অন্যদিকে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে তবে বাচ্চাদের মৃত্যুর হার বেশী। এ কারণে জন্ম হার বৃদ্ধি পাওয়াটা ভাল, নতুবা এক সময় আসবে যে পুরাকালে চলে যেতে হবে যখন মানুষের হার ছিল নগণ্য। বর্তমান শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে যে, অনুন্নত দেশে জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে চাষী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে জন্ম হার ও মৃত্যুর হার কমছে।

অনুন্নতদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ইউরোপ, আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সে সকল লোক দেশান্তরিত হয়ে বসবাস করছে তাতে জনসংখ্যার চাপটা কমে গেছে বা যাচ্ছে। হয়তো কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা কমছে আবার কোনো কোনো দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাতে দেখা যায় যে কোথাকার পানি কোথাও গিয়ে ঠেকছে। তবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে

www.pathagar.com

যতো মানুষ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা হবেই তার কোনো পরিবর্তন হবে না। (একথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।)

আর সমাজ পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ যে সমাজ যতো উন্নত, যেমন যে সমাজে যতো স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, বাজার ইত্যাদি আছে সে সমাজ ততো উন্নত কারণ সে সমাজের লোক সর্বদিক দিয়ে ততো সজাগ। সে কারণে সমাজের উন্নতির সাথে সাথে পরিবারের উন্নতিও সর্বাধিকভাবে বৃদ্ধি পায়। শহুরে জীবনে মানুষের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং সে কারণে জীবন যাত্রার মান রক্ষার্থে খরচও বেড়ে যায়। খরচকে সামাল দিতে আবার বিভিন্ন খাতের খরচ হ্রাস করতে হয়। এ কারণে পরিবারের লোকজন পরিবারকে ছোট করা বা ছোট রাখার পক্ষপাতি। আবার কোনো পরিবার তাদের ওয়ার্ক ফোরস বৃদ্ধি করার পক্ষপাতি কারণ পরিবারের যতো লোক বৃদ্ধি পায় পরিবার ততোই অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হবে; হয়তো অর্থনৈতিক কারণে কোনো কোনো পরিবার তাদের পরিবারকে ছোট রাখার পক্ষপাতি কিন্তু যাদের আল্লাহর প্রতি ঈমান আছে এবং আল্লাহ ভীতি আছে তারা কখোনও পরিবারকে ছোট দেখতে চায় না। কারণ তারা তাদের ভাগ্যের উন্নতি ও অবনতি যাই হোক না কেন, তা তারা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না সেহেতু তাদের জীবনে যাই ঘটবে সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা ধরা যাক, ১৯৭০ সালে এখানে লোক সংখ্যা ছিল ৩.৫০ কোটি, ২০০৫ সালে জনসংখ্যা বেসরকারী হিসাবে ১৫ কোটি, একমাত্র ঢাকাতেই ১ কোটির ওপর। ১৯৭০ সালেও এদেশের মানুষ বস্তীবাসী ছিল, আজও বস্তীবাসী। তখন এদেশে খাদ্যের অভাব ছিল, আজও আছে—তবে ১৯৭০ সালের চেয়ে কম। তাই বলতে হয় দেশের আয়তন যা ছিল আজও তাই আছে। কিন্তু লোক বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি জমির পরিমাণ কমে গেছে। কিন্তু দেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই জনসংখ্যা বাড়লেই যে খাদ্যের অভাব হবে, মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে, সে কথাটি ঠিক নয়। তাই একথা সত্য যে, সৃষ্টি করছেন যিনি, আহার দেবে তিনি। তাই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে আহার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছেন এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত রাখবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল হওয়া মু'মিনের কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ○

"অতএব, আল্লাহর ওপর নির্ভর করো, তুমিতো স্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"–সূরা আন নমল ঃ ৭৯

www.pathagar.com

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

"অতএব তাঁরই উপাসনা করো ও তার ওপর নির্ভর করো। তোমরা যা করো সে সমন্ধে তোমার প্রতিপালক জানে না তা নয়।"–সূরা হূদ ঃ ১২৩

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ط

"আল্লাহ্ কি দাসের জন্য যথেষ্ট নয়।"–সূরা আয যুমার ঃ ৩৬

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা।"–সূরা মুজাদালা ঃ ১০

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর উপরই তো বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১১

❐

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসারে জন্মনিয়ন্ত্রণ

১. ইসলামী আইনশাস্ত্র

ইসলামী আইনশাস্ত্র কেবল কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নহে। কুরআন ও রাসূল স.-এর সুন্নাহ দ্বারা যখন কোনো বিষয় মীমাংসা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখনই আইনশাস্ত্রবিদগণ এজমা, কিয়াসের ওপর নির্ভর করে থাকেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শরীয়াহ্‌র আলোকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন লিগ্যাল স্কুলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে কোনোক্রমেই কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মতামতকে গ্রহণ করা হতো না বা হয় না।

কুরআনের প্রতিশব্দ ও বর্ণনা আল্লাহর নিজের। সুতরাং ওহী বুঝা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহজ নয় বিধায় সেসব ক্ষেত্রে সুন্নাহর ওপর নির্ভর করতে হয়। কুরআনের বর্ণনাটা শাসনতান্ত্রিক বর্ণনার মত। তাই তাকে বুঝতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, নইলে ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে। কুরআন ও হাদীসের ওপর কারো কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা চলে না এবং গ্রহণীয় নয়। কুরআনে যেটাকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে সেটা তো ঠিকই আছে আর যেখানে অস্পষ্টতা বা বোধগম্য হচ্ছে না সেখানেই তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

যেখানে রাসূল স. আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেছেন সেখানে আল্লাহর কুরআনকে কোনোক্রমে অমান্য করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কে। ওদের নিকট জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশত বিরোধিতা করেছিল, ওরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করতো, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন

www.pathagar.com

ওদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের ওপর, বিশেষ বিধানের ওপর। সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না।"

–সূরা জাসিয়া ঃ ১৭-১৮

ফিকাহ্ হলো শরীয়া আইনের বিচার জ্ঞান। সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে বলতে হয় এটা হলো "ইজতেহাদের" একটা কর্ম (গুণ) যা জ্ঞানীদের রীতি সম্মত অনুসন্ধিৎসার ফল। ইজতেহাদ কেবল মুজতাহিদগণই করতে পারেন। যে কোনো সার্টিফিকেটধারী আলেমের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কুরআনকে বুঝতে হলে হাদীস বুঝতে হবে এবং কুরআন ও হাদীসের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়া না যায় তবে তা ইজমা ও কিয়াসের ওপর নির্ভর করতে হবে। ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে যদি উহার মীমাংস সম্ভব না হয় তবে ইজতেহাদের পথ অবলম্বন করতে হবে।

২. ইসলামী আইনশাস্ত্রের মূল উৎস

ইসলামী শাস্ত্রের মূল উৎস হলো কুরআন। তবে শরীয়াহ্ আইনের মূল ভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ্। শরীয়াহ্ আইনের উৎস বিচার করলে বিচার্য বিষয় দাঁড়ায় ঃ

১। প্রাথমিকভাবে দুটো

ক. কুরআন বা আল্লাহ্র বাণী।

খ. সুন্নাহ্ বা রাসূলের বাণী (নির্দেশ)।

২। পরিপূরক কমপ্লিমেনটারী উৎস

ক. ইজমা বা থিওলোজিয়ানদের সুষ্ঠু মতামত

খ. কিয়াস বা তত্ত্বোপদেষ্টাদের ঐকমত্য।

৩। ছয়টা অতিরিক্ত উৎস

ক. ইজতেহ্সান বা ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞদের অগ্রাধিকার

খ. মদীনার লোকদের উদাহরণ

গ. জনসাধারণের সমৃদ্ধি

ঘ. আনুষাঙ্গিক নিয়ম-পদ্ধতি

ঙ. সাদ আল দায়ায়ই বা অবরুদ্ধ করা

চ. প্রচলিত নিয়ম (উরফ্)।

৪। চারটা স্পষ্ট নীতি

ক. যে মূল রীতিনীতিগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে তা যদি কোনো কিতাব দ্বারা নিষিদ্ধ করা না হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

খ. যে রীতিনীতিতে কোনো দোষ নেই এবং যা দ্বারা কেউ না'কাল না হয় ।

গ. বাতিল নিয়মকে আইনের সীমারেখার মধ্যে অতিব প্রয়োজনে গ্রহণ করা।

ঘ. কম ক্ষতিকারক নিয়মকে গ্রহণ করা।

৩. গ্রুপ-১ ঃ কুরআন ও সুন্নাহ

১। কুরআন ও সুন্নাহ্ ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূল উৎস।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ○

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স. কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকারী থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৬

এখানে যে বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ের ওপর কারো কোনো সিদ্ধান্ত খাটে না।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط

"যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরূপায় হলে তা স্বতন্ত্র।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১১৯

তবে আল্লাহ্র বিধানকে বিশদভাবে না বুঝে কোনো ইসলামী আইনজ্ঞদের উচিত হবে না কোনো নিষিদ্ধ রীতিকে গ্রহণ করা। কারো নিজের মতামত দ্বারা আল্লাহ্র আইনকে রহিত করা যায় না।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى الْكَذِبَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ ○

www.pathagar.com

"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না ; ইহা হালাল এবং ইহা হারাম। যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।"
–সূরা আন নাহ্ল ঃ ১১৬

এখানে দেখা যায় কোন্ জিনিস হালাল আর কোন্ জিনিস হারাম তা আল্লাহ তায়ালাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন্টা হালাল আর কোন্টা হারাম তার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। এর ওপর যদি কোনো ইমাম, ওলামা, আইন বিশারদ বা ইসলামী চিন্তাবিদগণও কোনোরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ করে তা গ্রহণীয় হবে না।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

"এদের কি এমন কতগুলো দেবতা আছে যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই ? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্য রয়েছে মর্মান্তু শাস্তি।"–সূরা শুরা ঃ ২১

রাসূল স. এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ঃ

আল হাকীম ও দারকুনতী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল স.-এর জন্য কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং তা থেকে সরে যাবে না। তিনি তাকে কতগুলো সীমারেখা টেনে দিয়েছেন, সেগুলোকে অতিক্রম করা যাবে না। তিনি তার জন্য কতগুলো জিনিসকে নিষিদ্ধ করেছেন সুতরাং সেগুলো গ্রহণ করা যাবে না। আর আপনার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে কতগুলো বিষয়ে নীরব রয়েছেন, সুতরাং সেগুলো অনুসন্ধান করো না।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনে যে সকল ব্যাপারে অস্পষ্টতা আছে বা রাসূল স. যে সকল ব্যাপারে নীরব রয়েছেন সে সকল ব্যাপারে অনুসন্ধিসু না হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা জানার জন্য কোনো অভিমত দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি করা উচিত নয়। উপরোক্ত হাদীসের ওপর নির্ভর করে ডঃ (শেখ) আল কারাদাওয়াই জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ

"আমরা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন সময় "আযল" করতাম। ইসহাকের বর্ণনায় আরও আছে, সুফিয়ান বলেন, এটা যদি নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

হবার মত কোনো ব্যাপার হতো তা হলে কুরআনই আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতো।"–সহীহ্ মুসলীম-৩৪২৩

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল স. এর সময় আযল করতাম। এ খবর তার কাছে পৌছালো, কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেনি।"–সহীহ্ মুসলিম ঃ ৩৪২৫

"আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা.-কে বলতে শুনেছি আমরা রাসূল স.-এর সময় 'আযল' করতাম।"
–সহীহ্ মুসলিম ঃ ৩৪২৪

এখন ডঃ শেখ আল কারাদাওয়াইর মতে কুরআন যেখানে কোনো বিষয়ের ব্যাপারে নীরব বা স্পষ্ট নয়, সেখানে কারো বাড়াবাড়ি না করে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে কোনো দোষ হবার কথা হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন কেবল তাই নিষিদ্ধ হতে পারে এবং হবে ও হয়ে থাকবে।

৪. গ্রুপ-২ ঃ আইনের পরিপুরক সূত্র ঃ
মতৈক্য ও সদৃশ বিষয়

ক. মতৈক্য ঃ সকল মতবাদের তত্ত্বোপেদেষ্টাগণ—আইন বিশারদগণ যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্টতা খুঁজে পেতো না সে ব্যাপারে সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। আবু হানিফা ও ইবনে হাম্বল এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন কিন্তু ইমাম মালেক, সাহাবী ও তাদের বংশধরদের মতামতের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকতেন। ইমাম শাফেয়ী কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীতি হবার জন্য আবার সমগ্র গোত্রের মতামতের ওপর নির্ভর করতেন। শিয়াগণ কেবল হযরত আলী রা.-এর বর্ণনা বা তাদের কোনো গ্রহণীয় ইমামদের বর্ণনা পেলেই গ্রহণ করতেন।

খ. কিয়াস ঃ ইসলামের চার মাজহাব, চার মাজাহাবের ইমামগণ কোনো বিষয়ে একই বাক্যে প্রকাশ করলে কেবল সে সকল ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সিদ্ধান্ত দেয়া নেই বা এজমা দ্বারাও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে কিয়াসের ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। কিয়াস হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠী। ইসলামী আইনের সূত্র হিসেবে ইমাম আবু হানিফা মনে করেন যে, কিয়াস হলো মূল আইনের প্রসার ; যদ্বারা কোনো একটা সমস্যার বাস্তব কারণ (ইল্লত) নির্ণয় পূর্বক সমাধান করা সম্ভব। তবে এটা কেবল কোনো শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্ভব নয়। তবে জ্ঞান দ্বারা

www.pathagar.com

বিচার বিশ্লেষণ করে সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছা সম্ভব। তাই যেখানেই ইসলামী আইনের প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে কিয়াস দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো।

৫. গ্রুপ-৩ ঃ অতিরিক্ত উৎস

ক. ইসলামী চিন্তাবিদের মতামতের গুরুত্ব (ইসতিহ্‌সান) ঃ ইমাম আবু হানিফা ইসতিহ্‌সান-এর প্রচলন করেন। এ পদ্ধতিটা অন্য যে কোনো পদ্ধতির চেয়ে সহজ ও অবাধ। সেজন্য অন্য কোনো স্কুলে উহা সদা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। তবে ইমাম মালেক মদীনার বাসীন্দাদের জীবন যাত্রা ও আচার ব্যবহার ইত্যাদিকেই প্রধান্য দিতেন। তার কথা হলো মদীনার বাসিন্দাদের জীবন যাত্রাই ইসলামী আইন শাস্ত্রের প্রতীক। কারণ রাসূল স. জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মদীনাতে ছিলেন। মদীনার লোকজনই তার ব্যাপারে ভাল জানতেন।

খ. জনসাধারণের উন্নতি-সমৃদ্ধি (আল মাসালিহ্ আল মুরসালা) ঃ জনসাধারণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য ইসলামী শরীয়াহ্ মতে যা করা দরকার তাই করার জন্য প্রতি আইন প্রণয়নে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকা প্রয়োজন। ইমাম মালেকও এ নিয়ম ও পদ্ধতিকে ভাল বলে স্বীকার করেছেন। আবার অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণ উহাকে নিয়ম বিরুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ ইহা সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতেন। তবে উহা যাতে কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সংঘাত পূর্ণ না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতেন।

গ. আনুসাঙ্গিক নিয়ম-পদ্ধতি (ইসতিসহাব) ঃ ইমাম শাফিয়ীর অনুসারিগণ এ নীতিকে মেনে চলেন এবং অন্যান্য ইমামগণের নিকটও ঐ পদ্ধতি গ্রহণীয়। এটাকে এমনিভাবে বলা যায় যে, কোনো ব্যাপারে ধারণা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা কোনো আইন বা নিয়মের পরিপূরক হতে পারে না তবে নির্দেশনা স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন কোনো অধিকার সত্তা কেবল অধিকারের চুক্তির দ্বারা অকাট্য বলে ধরা যায়। কিন্তু চুক্তি ব্যতীত উহার কোনো মূল্য থাকে না।

ঘ. সাদ আল দারায়েই (পথ অবরুদ্ধ) ঃ কেবল একে আল মাসালিহ্ আল মুরসালাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঙ. উরূফ (প্রচলিত রীতিনীতি) ঃ যে সকল প্রচলিত রীতিনীতি শরীয়াহ দ্বারা স্বীকৃত নয় অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সিদ্ধ নয় সেগুলোকে ব্যবহার করা যাবে না।

www.pathagar.com

৬. গ্রুপ-৪ ঃ সুস্পষ্ট নীতি

১. যে সকল মূল রীতিনীতি প্রচলিত মতে গৃহীত, যদি তা কোনো কেতাব দ্বারা নিষিদ্ধ করা না হয়ে থাকে।

২. যে রীতিনীতিতে কোনো দোষ নেই এবং যদ্বারা কেউ না'কালও হয় না।

৩. বাতিল রীতিনীতিকে আইনের মধ্য দিয়ে অতি প্রয়োজনে গ্রহণ করা।

৪. কম ক্ষতিকারক নিয়মকে গ্রহণ করা।

ক. জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ

উপরোক্ত রীতিনীতি ও নিয়মে আযল এবং গর্ভনিরোধক ঔষধাদি ব্যবহারে কি প্রভাব ফেলতে পারে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যে বিষয়ে কুরআনে কিছুই উল্লেখ নেই, সে ব্যাপারে ইজমা ও কিয়াসের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে রাসূল স.-এর হাদীসে নির্দিষ্ট করে 'আযল' করা সমন্ধে উল্লেখ নেই সেখানে বর্তমান বিশ্ব পরিক্রমায় গর্ভনিরোধক ঔষধ সেবন করা যাবে কিনা সে সমন্ধে ইমাম আল গাজ্জালী তার ইয়াহ্ ইয়া উল উলুম কিতাবে 'আযল' করাকে অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি গর্ভনিরোধক ঔষধ সেবনকে অপসন্দ করার ব্যাপারেও যা বলেছেন ঃ

We have ruled out its (Al-Azal) dislike in the sense of prohibition, because, to establish prohibition, one has to have a text (from the Quran & the sunnah) or resort to analogus reasoning (qias) based or a precedence for which a text is available. In this case (of al-azal) there is neither a text nor a precedent for analogical reasoning.

নিষিদ্ধ করার উপলব্দি ও আযল করা অপছন্দনীয় তা গ্রহণীয় নয়, কারণ নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে উদ্ধৃতি থাকতে হবে অথবা পূর্ব ধারাবাহিকতার কোনো রীতির ওপর ভিত্তি করে কারণসহ সদৃশ কোনো নিয়ম আছে এমনি টেক্সট থাকতে হবে। আযলের ব্যাপারে কোনো কিতাবে বা পূর্বাপর ঘটনায় উল্লেখ নেই যাদ্বারা কোনো সদৃশতা প্রমাণ করা যায়।

শেখ এম. এস. মাদকুর যিনি সমসাময়িক একজন ইসলামী শাস্ত্রবিদ, তিনি কনট্রাশেপশন এবং মডার্ন মেকানিক্যাল এবং কেমিক্যাল মেথড-এর ব্যবহার গ্রহণীয় বা অনুমোদনীয় করার ব্যাপারে analogus reason-এর আশ্রয় নেন। কারণ হিসেবে তিনি অভিমত এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

গর্ভনিরোধের জন্য কনট্রাসেপশন অথবা মেকানিক্যাল এবং কেমিক্যাল মেথড ব্যবহারের সমসাময়িক ইস্যুগুলোর ওপর আইনসম্মত নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উহার আইনগত সমাধান কল্পে কতগুলো হাইপথেটিক্যাল কেস-এর অবতারনা করেন। হয়তো সে কেসগুলো যদিও অবাস্তব বলে মনে হবে তবে ভবিষ্যত সময়ের জন্য বাস্তবও হতে পারে।

আইন শাস্ত্রবিদদের ধারণা বিচার করলে দেখা যায় যে, একজন স্ত্রীলোক প্রথমত মেকানিক্যাল প্রসেসে তার জরায়ুর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে এবং জরায়ুতে শুক্রাণু পৌঁছানো বাধাগ্রস্থ হতে পারে এবং সে দিকে লক্ষ রেখে সে তার জরায়ুতে শুক্রাণু ঢোকা বন্ধ করে দিতে পারে অথবা কোনো পিল গ্রহণ করে উহা স্থগিত রাখতে অথবা দেরী করতে পারে যদ্বারা মাতৃত্ব নষ্ট হয় না। এ মেথড দ্বারা একজন বিবাহিত মহিলা তার জরায়ুতে শুক্রাণু প্রবেশের পূর্বেই শুক্রাণুকে বের করে দিতে সক্ষম হয় অথবা ডিম্বাণুর সংশ্রবে আসার পূর্বেই শুক্রাণুকে নষ্ট করে দিতে পারে।

বর্তমান সময় প্রথম মেকানিক্যাল মেথডকে ফয়েটাস ইনটারাপটস বা আরবীতে আল আযল বলা যায় যা পূর্বকালে আমাদের ভূতপূর্ব উত্তরসূরীগণ গর্ভধারণ রোধ কল্পে এ মেথম ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমান সময় তাকে ডায়াফ্রাম বা রিং দিয়ে জরায়ুর মুখ বন্ধ করা অথবা পুরুষগণের কনডম ব্যবহার বলা হয়। উভয় পদ্ধতিই জরায়ুতে শুক্রাণুর প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে যে কারণে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণু মিশে উর্বর হতে পারে না।

দ্বিতীয় মেথডটা প্রচলিত মেথডগুলোর চেয়ে উন্নত, কারণ সাময়িক গর্ভনিরোধ কল্পে কনট্রাসেপটিক পিল যথেষ্ট উপকারী। বর্তমান সময় ইনজেকশনের মাধ্যমে তিন মাস পর্যন্ত গর্ভধারণ বন্ধ রাখা যায় এবং প্যাচের মাধ্যমে এক মাস বন্ধ রাখা যায়। আবার নরপ্লাট ব্যবহারে পাঁচ বছরে কোনো স্ত্রীলোক গর্ভবতী হবে না। Cu-T জরায়ুতে স্থাপনের মাধ্যম পাঁচ থেকে আট বছর গর্ভধারণ রোধ করা যায়। ভ্যাজাইনাল মাইক্রোবাইটিস দ্বারাও জন্মনিরোধ করা যায়।

তৃতীয়ত জরায়ুতে IVD স্থাপন দ্বারা উর্বর ডিম্বাণুকে জরায়ুর দেয়ালের সাথে লটকিয়ে থাকতে বাধা দেয় এবং জরায়ু হতে উহা বের করে দেয়। ইহা স্বাস্থ্য সম্মত নয় এবং শরীয়াহ আইনের বিপরীত।

খ. ইসলামী আইনে গ্রহণযোগ্যতা

সেকাল ও একাল সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজেও অনেক পরিবর্তন ও অনেক কিছুর গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে গেছে। সে জন্য

www.pathagar.com

হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত-এর ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। আবার আল্লাহর বিধানে যে কাজের জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে বলা আছে তাতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং হবে না। অর্থাৎ যেখানে কুরআনে যে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করা আছে, সময়ের পরিবর্তনে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি ও হবে না।

এ ব্যাপারে হানাফী আইন শাস্ত্রবিদ ইবনে আবদীন উনিশ শতকে ইসলামী আইনে এর গ্রহণযোগ্যতা সমন্ধে বলেন ঃ

বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে সমাজের রীতিনীতির সাথে সাথে মানুষের সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন হয়ে থাকে। যদি সমাজের রীতিনীতি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে কোনো কোনো সময় সে কারণে দারিদ্রতা বেড়ে যায় এবং মানুষের ক্ষতির কারণ হয় এবং দেখা যায় যে সমাজ পরিবর্তনের সাথে যদি কোনো ইসলামী আইনের কিছু একটা পরিবর্তন ঘটানো যায়, মানুষ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে এবং দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভও করতে পারে। সে কারণে দেখা যায় যে, কোনো না কোনো সময় কোনো কোনো মাজাহাবের ইমামগণ কোনো ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিয়ম থেকে একটু আধটুকু সরে গিয়ে থাকবেন। যেমন মালেকী শাস্ত্রবিদ আল কারাফী বলেন ঃ

সকল সময় বংশানুক্রমিক কঠোর নীতি মেনে চললে এক সময় দেখা যাবে যে ধর্মের সঠিক পথ থেকে সরে গেছে এবং বিজ্ঞদেরকে অস্বীকার করে পূর্বপুরুষদেরকেও অস্বীকার করার সামিল।

১৯৪৭ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ আল সারাবাসী ইসলামী আইনে জন্মনিয়ন্ত্রণের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে বলেন ঃ

> "ইসলামী আইন ঐ সকল বিষয় নিয়ে কাজ করে যা মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটায় অথবা স্থান-কাল-পাত্র বিশেষ ইহা কোনো সুনির্দিষ্ট আইন বা রীতিনীতিকে পরিত্যাগ না করে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের মতামতের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। যেনো তারা কোনো সুনির্দিষ্ট আইনের এমন ব্যাখ্যা দিবেন যাতে সমষ্টিগত মানুষের মঙ্গল হয়। এখানে সামান্যতম সন্দেহ নেই যে, কোনো পরিবারে সন্তান সন্ততি বেশী হোক বা কম হোক বা মোটেই না থাকুক এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই তবে অবস্থার প্রেক্ষিতে এর কম বেশী হতে পারে।"

www.pathagar.com

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্দিনী লাভ করলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতে চাইলাম। অতপর আমরা এ প্রসঙ্গে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তা তোমরা করতে পার, অবশ্যই তা তোমরা করতে পার। কিয়ামত পর্যন্ত যতোগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে (সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।

আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, তোমরা যদি আযল না করো তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা যা (কোনো প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া না হওয়া) তাকদীরে নির্দিষ্ট আছে তা হবেই।"

–সহীহ্ মুসলিম ঃ ৩৪০৯-৩৪১০

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন সময়ে আযল করতাম। ইসহাকের বর্ণনায় আরও আছে, সুফিয়ান বললেন, এটা যদি নিষিদ্ধ হবার মতো কোনো ব্যাপার হতো তাহলে কুরআনেই আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতো।

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় কেবল স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমের ওপর নির্ভর করে, কারণ হয়তো সহবাসের উত্তেজনার মুহূর্তে পুরুষাঙ্গ স্ত্রী লিঙ্গ থেকে বের হয়ে যেতে পারে বা এমন অবস্থা হতে পারে যার দরুন শুক্রাণু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তদপ্রক্রিয়ায় স্বাভাবিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়ে পড়ে। সে কারণে কোনো কোনো সময় এ অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের রূপ নেয়। আবার কোনো কোনো অবস্থায় জন্মের হার বেড়েও যায়, এটা নির্ভর করে পারিপার্শিকতা ও সময়ের ওপর। এ ব্যাপারে যুগের পরিবর্তন, সময়ের চাহিদার ওপর নির্ভর করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে নূতনভাবে ভাবনা-চিন্তা দরকার আছে বলে চিন্তাবিদদের ধারণা।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় ঃ

১. যদি কোনো নূতন ধারণা বা মতামত থাকে তা ইসলামী বিজ্ঞ তত্ত্বোপদেষ্টাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হতে পারে। তবে ইজতেহাদের দরজা খোলা আছে। আর যারা ইজতেহাদ করবেন তাদেরকে ইসলামী আইনশাস্ত্রে অবিজ্ঞ মুজতাহীদ হতে হবে।

২. জন্মনিয়ন্ত্রণ সমন্ধে কুরআন ও হাদীসে কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা নেই যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যাবে বা না যাবে।

www.pathagar.com

৩. প্রস্তাবিত প্রাকটিশ কোনো প্রকারে কুরআন ও হাদীসের সাথে সংঘাত পূর্ণ না হয় সে দিক লক্ষ রাখতে হবে। এ দিক লক্ষ রেখেই কেবল বিজ্ঞ মুজতাহিদগণ কুরআন ও হাদীসে প্রচলিত রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

৪. কোনো সিদ্ধান্ত যেনো মুসলিম সমাজের পক্ষে অশুভ ও ক্ষতিকারক না হয় এবং বিধর্মীরা কোনো সুযোগ না পায়।

৫. যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সময়ের চাহিদা পুনরার্থে কুরআন ও হাদীস এবং ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান গ্রহণ করতে হবে।

❐

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

কুরআন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

পবিত্র কুরআনে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভনিরোধ বা কম সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে কোনো আয়াত নেই। আর আযল করা বা অন্যান্য পন্থা যা দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায় সে সকল পন্থার ব্যাপারেও কুরআনে কোনো উল্লেখ নাই। তবে আযল করার ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ আছে। যেহেতু কুরআন জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নীরব অর্থাৎ কোনো আয়াত নেই সেহেতু অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ অবৈধ নয়। এ ব্যাপারে মিশরের আল আজহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের গ্রাণ্ড ইমাম শেখ জাদেল হক মতামত প্রকাশ করেন ঃ

কুরআনের পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কুরআনে গর্ভনিরোধ বা সন্তান হ্রাস করার ব্যাপারে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি।

তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণ মতামত প্রকাশ করেছেন।

প্রতিপক্ষের চিন্তাবিদগণ বলেন যে, যেহেতু সর্ব জীবকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তাদের খাবারের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। তাই কেউ তাদের সন্তানদেরকে খাদ্যাভাবে হত্যা করুক তা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না। কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج

"দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ٥

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না, ওদের ও তোমাদেরকে তো আমিই রিযিক দিয়ে থাকি, ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

দারিদ্রের ভয়ে যে মাতাপিতা তার সন্তানদেরকে জীবন্ত মাটি দিয়ে থাকে বা হত্যা করে থাকে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

www.pathagar.com

وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ○ بِاَیِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ○

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে ওদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ?"–সূরা আত তাকবীর ঃ ৮-৯

وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ

"ওরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।"

–সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ১২

প্রতিপক্ষ এ আয়াতকেই গর্ভনিরোধ হারাম বলে মতামত স্থাপন করেছেন। তবে তারা এও স্বীকার করেছেন যে, এ আয়াতে কনট্রাসেপশন ব্যবহার করতে পারবেন না সে বিষয় কোনো উল্লেখ নেই। প্রতিপক্ষ তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং স্বপক্ষে হযরত জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বরাত দিয়ে আযলকে গোপন ওয়াদ বলে উল্লেখ করেন।

১. জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষ দলের মতামত

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে তারা কনট্রাসেপশন ব্যবহারকেও সমর্থন করে এবং কনট্রাসেপশন ব্যবহার দ্বারা কোনো জীবনকে হত্যা করা হয় তা অস্বীকার করেন। তারা আরও মনে করেন যে, যখন কোনো নবজাত শিশুকে হত্যা করা হয় বা শিশুকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয় বা যখন কোনো রমণী গর্ভে সন্তান ধারণ করে এবং উহা আত্মা প্রাপ্ত হয় তখন যদি উহাকে গর্ভপাত ঘটানো হয় একে মুসলমানগণ ঘৃণা করে এবং এ সকল কাজ করা নিষেধ করে কারণ ইহা হারাম। তবে তাদের মতামত হলো, কনট্রাসেপশন দ্বারা কেবল গর্ভ ধারণ রোধ করা যায়, সেহেতু একে হত্যা বলা যায় না। তাই তাদের বক্তব্যের সমর্থনে ইমাম আলী যিনি হযরত ওমর রা. এবং অন্যান্য সাহাবীদের সম্মুখে 'আযল'-কে ওয়াদ হিসাবে মানতে অস্বীকার করেন এবং তিনি আরও বলেন যে, একটা ভ্রূণ যখন সপ্তম স্তরে পৌঁছে তখন একে নষ্ট করলে, তাকে হত্যা করা বুঝাবে। তিনি তার স্বপক্ষে সূরা মু'মিনূন থেকে উদ্ধৃত করেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○

www.pathagar.com

"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতপর আমি ওকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, অতপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা, কতো মহান।"

–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১২-১৪

খলিফা হযরত ওমর রা. হযরত ইমাম আলীর ব্যাখ্যার সাথে একমত প্রকাশ করেন এবং তার ইন্টারপ্রিটেশনকে উচ্ছশিত প্রশংসা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনাও অনুরূপ সে কারণে তিনি আযল করার যে পদ্ধতিতে শিশু হত্যা করা হয় তা তিনি অস্বীকার করেন।

তৎপর তিনি মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনে উদ্ধৃত আয়াতের ওপরই স্থির থাকেন। কারণ শুক্রাণু যতোক্ষণ না ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে উর্বরতা লাভ করে অর্থাৎ জীবন লাভ করে ততোক্ষণ পর্যন্ত জীবনের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নুতফাহ্-এর স্তর থেকে আলাক স্তরে এবং পরে মুগদাহ (পিণ্ড) স্তর, মুদগাহ স্তর থেকে পরিণত হয় অস্থি পঞ্জরে, অস্থি পঞ্জর ঢেকে যায় মাংশ দ্বারা। শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশার পর উর্বরতা লাভ করতে যে স্তরগুলো পার হতে হয় তা অতিক্রম করা না হলে শুক্রাণু কোনো সময় এবং কোনো অবস্থাতেই একাকী জীবন লাভ করতে পারে না। সেহেতু শুক্রাণু এককী নষ্ট হলেই কোনো জীবন নষ্ট হয়ে গেছে বলে বলা যাবে না। যেমন একটা মোরগ মুরগী যখন মিলিত হয় এবং পরে মুরগী ডিম দেয়, ঐ ডিম তা দেয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় পর ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর শুক্রাণু ডিম্বাণুর সংস্পর্শে এসে উর্বরতা লাভ করে এবং ৪২ দিন অতিবাহিত হবার পর নুতফাহ (শুক্রাণু) যখন স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থির হয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আকৃতি দান করে এবং কানে শুনা, চোখে দেখা চর্ম, মাংস এবং হাড় গঠন ও অঙ্গ সৌন্দর্য দেয়ার জন্য মাতৃগর্ভাশয়ে একজন ফেরেশতা পাঠান তখনই সেই ফেরেশতা আল্লাহ্ তায়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্ এটা কি ছেলে সন্তান, না মেয়ে সন্তান ? আল্লাহ্ তায়ালা তখন যা মনস্থ করেন তাই সৃষ্টি করেন।–সহীহ মুসলিম

যে সকল ইসলামী চিন্তাবিদগণ 'আযল' করা পসন্দ করেন না বা হারাম বলে মনে করেন তারা জুদামা'র বর্ণিত হাদীসের ওপর মন্তব্য করেন এভাবে ঃ

১. অনেক আলেম ওলামা উক্ত হাদীসকে খুবই দুর্বল হাদীস বলে মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

২. গুপ্ত ওয়াদ বর্ণনার ওপর মন্তব্য করেন যে, প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা গুপ্ত শিরক। কোনো অভিব্যক্তিই প্রকৃত ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ উহা প্রকৃত ওয়াদ বা শিরক নয়।

৩. গৌণ ওয়াদে শিশু হত্যার শামিল তবে গুপ্ত ওয়াদ তার চেয়ে জঘন্যতম অপরাধ। এর সাথে আযলের কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূল স. নিজে আযলকে বিশেষ গৌণ ওয়াদ বলতেও অস্বীকার করেছেন।

৪. ইমাম আলী এবং ইমাম আব্বাস উপরোক্ত মন্তব্যের সূত্রে আযল করাকে ওয়াদের সাথে সমভাবে গণ্য করতে অস্বীকার করেছেন।

৫. রাসূল স.-এর সময় অনেকেই এমনকি সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই 'আযল' করতো তবে উহা যদি ওয়াদ বা জঘন্য অপরাধ হতো তবে একে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন বা থাকতেন।

৬. ইমাম হাযম দাবী করেন যে, যদি আযল নিষিদ্ধ হতো তাহলে রাসূল স.-এর সময়ও আযল প্রক্রিয়া প্রচলিতি ছিল বলে উল্লেখ আছে এবং পাওয়া যায়।

৭. আযলের স্বপক্ষে লোকদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন তবে প্রধান প্রবক্তাগণ জাতীয় স্বার্থে উহার বিরোধিতা করেন এতে মনে হয় যে, কন্ট্রাসেপশন ব্যবহার ওয়াদ নয় (কবিরা গুনাহ্)।

২. নিয়তি (ভাগ্য), রিযিক এবং আল্লাহর প্রতি আস্থা (তাওয়াক্কুল)

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী তারা মনে করেন যে, কন্ট্রাসেপটিক ব্যবহারে জন্মনিয়ন্ত্রণ রোধ হয় যা নিয়তির বিরুদ্ধে কাজ বলে গণ্য। অর্থাৎ আল্লাহর শক্তিকে অবিশ্বাস করা হয়। কাউকে সন্তান দান করবেন তা আল্লাহরই ইচ্ছার ওপর কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর কাজে বাধা দেয় তা হবে চরম পাপের কাজ। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তিকে হেয় বা নগণ্য ভাবা উচিত নয়। বিরোধীরা তাদের মতামতের স্বপক্ষে কুরআনের অনেক আয়াত উদ্ধৃত করেন।

নিয়তি

তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন কাউকে সন্তান দান করতে পারেন, তবে তা কোনোক্রমেই বাধাগ্রস্থ হবে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সন্তান হওয়া রোধ করতে পারে না। কারণ পৃথিবীতে যতো মানুষ সৃষ্টি হবার তা তিনি সৃষ্টি করবেনই তাতে কোনো কৌশল খাটবে না। কারণ

www.pathagar.com

সকল কৌশলের বড় কৌশলী মহান আল্লাহ্। আল্লাহ্‌কে বাধা দেয়ার বা বাধাগ্রস্থ করার কোনো শক্তি নেই।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

"তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।"–সূরা আত তাকবীর ঃ ২৯

قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا اِلاَّ مَا شَاۤءَ اللّٰهُ ط وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْۤءُ ج اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

"বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের ওপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ বাহী।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৮৮

রিযিক

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই, তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সমন্ধে অবহিত ; সুস্পষ্টভাবে কিতাবে সবকিছুই আছে।"–সূরা হূদ ঃ ৬

এ আয়াত থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্য আল্লাহ্ তায়ালা জীবিকার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, এ ব্যাপারে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। পাথরের মধ্যে যে প্রাণীটি বাস করে তার খাদ্যও আল্লাহ্ যোগিয়ে থাকেন। সেখানে মায়ের গর্ভে যে সন্তান আসে তার খাদ্যও আল্লাহ্ যোগান ও যোগাবেন। দারিদ্রের ভয়ে কোনো সন্তানকে হত্যা করা মহাপাপ।

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

www.pathagar.com

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই ওপর নির্ভর করছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি, এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।"

–সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

"যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পথ করে দিবেন, এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযিক, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ্ সকল কিছুরই জন্য নির্দিষ্ট করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।"

–সূরা আত তালাক ঃ ২-৩

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বিশ্বাস করে না এবং যারা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস করে, নিয়তিরা তকদীরে বিশ্বাস করে, রিযিক দানে আল্লাহ্র ক্ষমতাকে স্বীকার করে, আল্লাহ্র অবাধ্য হয় না তারাই প্রকৃত মু'মিন। যারা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে এবং কোনো কৌশল অবলম্বন করে না তারাই প্রকৃত আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল স.-এর উম্মত।

কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

"তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবে, যারা আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসে না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯

হযরত ওমর রা.-এর মতে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করার অর্থ হলো পৃথিবীতে সত্যের বীজ বপন করা। এ প্রসঙ্গে তারা বিশ্বাস করেন যে, কন্ট্রাসেপশনের ফলাফলও আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করে। কন্ট্রাসেপশন ব্যবহারের কার্যকারিতা ভালও হতে পারে আবার ব্যর্থও হতে পারে। কন্ট্রাসেপটিক ব্যবহার করলেই যে সন্তান হবে না, এটা সত্য নয়, কারণ যারা কন্ট্রাসেপশন ব্যবহার করে তাদেরও সন্তান হয়ে থাকে।

এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যায় যে, একদা হযরত ওমর রা. সিরিয়া যাবার মনস্থ করেন এবং পথিমধ্যে সেখানে প্লেগের প্রকোপ ও

www.pathagar.com

প্রার্দুভাবের কথা তাকে জানানো হলে তিনি দেশে ফেরার মনস্থ করলে তার সম্মানীত সাথীগণের মধ্যে আবু ওবায়দা ইবনে আল জারয়াহ্ তাকে বললেন, ওহ্ ওমর! তুমি কি আল্লাহ্র পূর্ব নিয়ন্ত্রিত পথ থেকে সরে যাবে ? ওমর রা. খুব শান্তভাবে উত্তর দিলেন আমরা আল্লাহ্র এক আশ্রয়স্থল থেকে আর এক আশ্রয়স্থলে যাচ্ছি। অপর উদাহরণ হলো এই যে, যখন প্লাবনের ভয়াবহতা দেখা দেয় তখন তুমি কি উহা প্রতিরোধ কল্লে ড্যাম বা প্রতিরোধক দেয়াল তৈরী করবে অথবা অতিরিক্ত পানি কোনো বিকল্প খাল কেটে তা দিয়ে প্রবাহিত করবে ; তবে তা কি নিয়তির বরখেলাপ হবে না অথবা আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করা হবে না ?

এর অর্থ আল্লাহ্ যা করেন সকলেরই তার ওপর নির্ভর করা কর্তব্য এবং আল্লাহ্ ভীতি থাকা উচিত।

স্বপক্ষবাদীগণ স্মরণ করেন, একদা একজন রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলে সে তার উটকে বেঁধে রাখবেন কিনা বা আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তখন রাসূল স. উত্তর দিলেন উটকে বাধ এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করো।–আত তিরমিজী, আল বাইহাকী এবং আল তাবারানী

এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের স্বপ্ন এবং দুঃসময় অথবা দুরাবস্থা মোকাবিলার জন্য সাত বছরের পরিকল্পনার ওপর মূসার ব্যাখ্যা। ভবিষ্যত পরিকল্পনা করাতে আল্লাহ্র ওপর অবিশ্বাস করা হয় না বা তাওয়াক্কুলের ওপর অবিশ্বাস জন্মে না। যাহোক সবকিছুই আল্লাহ্র নির্দেশে হয়ে থাকে। মানুষকেও ভূত ভবিষ্যত চিন্তা করে চলতে হয়। পরিকল্পনা হীন দেশ, সমাজ বা পরিবার যে কোনো সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাই পরিকল্পনা মতো চলা উত্তম। ইসলাম কখনও বলে না যে, মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক, তাদের জন্য আল্লাহ্ই সবকিছু করে দিবেন। একথা ঠিক নয়, কারণ আল্লাহ্ মানুষকে হিকমত দান করেছেন তাই জ্ঞান দ্বারা পরিকল্পনার মাধ্যমে চলা কর্তব্য নতুবা অজ্ঞানীর মতো অর্থাৎ পাগলের মতো কাজ করলে যে কোনো বিপদে পড়া সম্ভব। তাই মানুষকে ভাল-মন্দ বিচার করে চলতে হবে। কোন্‌টা আগুন আর কোন্‌টা পানি তা বুঝতে হবে নতুবা আগুন ধরলে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতার জন্য আজ পদে পদে মার খাচ্ছে। এ দোষ তাদেরই, অন্য কারো নয়। আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

"আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতপর পথ নির্দেশ করেছেন।"–সূরা ত্ব-হা ঃ ৫০

www.pathagar.com

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক সৃষ্টিকে পথ চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা প্রত্যেক সৃষ্টি জীবেরই কর্তব্য।

কবির ভাষায় ঃ

কলমের গন্তব্য লিখে যাওয়া, লেখা
যা কিছু ঘটবে তা লিখা, লিখে রাখা।
কার্য ও অলসতা উভয়ের পথ এক,
কোন্ পথে যাবে খোঁজা নিষ্ফল, পাগলামী
আল্লাহ্ প্রত্যেক ভ্রূণকে তার ঘুমন্ত অবস্থায় খাওয়ান
কোনো বাধা হয় না তাতে, কেনো দুশ্চিন্তা তোমাতে এখন।

৩. সন্তান জন্মদান ও সন্তানের মর্যাদা

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা।"

–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৪৬

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝

"এবং যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করে।"

–সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

"সেখানে যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষবাদীরা বলেন, যেহেতু মানুষ পৃথিবীতে অবস্থান করে, ঘর সংসার করে সেহেতু তাদের সন্তান-সন্তুতি হবে এবং থাকবে। সন্তান-

www.pathagar.com

সন্তুতিই মাতাপিতার সুখ ও শান্তির চাবিকাঠি এবং নয়নমনি। তবে এমন ঘরে অসংখ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করুক যারা ঐ সন্তানদের ভরণ পোষণ করতে ব্যর্থ হবেন এবং তাদেরকে ইসলামের পথে চালাতে পারবেন না ? তা কখনো কাম্য নয় এবং হওয়া উচিত নয়। এর স্বপক্ষে তারা কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেন।

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ○

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।"–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৪৬

আল্লাহর কাছে সন্তান চাওয়া এবং সম্পদ অর্জন করে পুঞ্জিভূত করে রাখা, নিশ্চয় আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। ইহা মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ও দয়া যা আল্লাহকে পাবার পথ নির্দেশ করে থাকে।

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ز فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে, তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার, আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।"–সূরা আস সাবা ঃ ৩৭

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে আরও বর্ণনা করেন যে, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ মানুষের চিন্তার কারণ হয়, যা তাদেরকে বিপদগামী করে থাকে এবং ভাল কাজ থেকে দূরে রাখে এবং খারাপ কাজে লিপ্ত করে ফেলে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

"এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।"

–সূরা আন আনফাল ঃ ২৮

www.pathagar.com

যেমন হযরত যাকারিয়া আ.-এর প্রার্থনা ছিল, হে আল্লাহ ! আমাকে ধার্মিক সুসন্তান দান করুন। কুরআনে ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ সন্তান সম্বন্ধে বহু আয়াত আছে ঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

"হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন।"–সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১০০

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

"ছেলে তো মেয়ের মতো নয়, আমি উহার নাম মরিয়ম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার স্মরণ নিচ্ছি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৬

সব পিতামাতাই ধার্মিক ও ভাল সন্তান-সন্ততির আশা করে। কেউ চায় না তাদের গণ্ডমূর্খ সন্তান হোক, যার কর্মকাণ্ডের দরুন তাদের ও তাদের বংশধরদের ক্ষতি হোক। সকলেই আশা করে সন্তান যেন ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ হয় এবং সে ইসলামের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে। তবে বর্তমান যুগে এমন সন্তান ও পিতামাতা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার মাত্র। কারণ বর্তমান বিশ্বে অর্থের আধিক্যতা হেতু ধর্মকর্ম বা রীতিনীতির ধার ধারে না, ভোগ বিলাশে মত্ত থাকে, সন্তান কি তা ভাবেও না। সে কারণে সন্তানরা বাউণ্ডেলে, সন্ত্রাসী হয়ে পড়ে। পরিবার ধ্বংসোন্মুখ হয়।

৪. বিবাহ ও সন্তান জন্মদান

জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধীরা মনে করেন যে কোনো মেয়ের সাথে কোনো পুরুষের বিবাহ হলেই তাদের মিলনে সন্তান জন্ম হবে অর্থাৎ মাটিতে শস্যদানা রোপণ করলেই চারা বের হবে, এতো সৃষ্টির ধর্ম। তাই তারা কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

"এবং আল্লাহ তোমাদের হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং

www.pathagar.com

তোমাদেরকে উত্তম জীবন দান করেছেন তবু কি তোমরা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং ওরা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?"
–সূরা আন নহল ঃ ৭২

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।"–সূরা আর রা'দ ঃ ৩৮

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

"এবং তার নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গীনীদেরকে যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"–সূরা আর রুম ঃ ২১

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, স্ত্রীগণ পুরুষের শস্যক্ষেত্র। কথাটা ধ্রুব সত্য। এখন শস্যক্ষেত্র যদি চাষ না করা হয় তবে অনাবাদি থাকবে, অনুর্বর অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইবনে আব্বাস ও তার সাথীগণ ভূমি কর্ষণ বলতে মনে করেন, তোমার ভূমিতে তুমি পানি দিতে পার এবং তুমি ইচ্ছা করলে তোমার ভূমিকে তৃষ্ণার্ত বা অনাবাদী রাখতে পার। কতোক সাথী এটাকে সরাসরিভাবে আযল বলে উল্লেখ করেন। সা'য়াদ ইবনে আল মুসাইয়ার এর ব্যাখ্যা দেন এমনিভাবে তোমার ভূমি বা শস্যক্ষেত্র তুমি অনাবাদি রাখতে পার অর্থাৎ তাদের সঙ্গে আযল প্রাকটিস করতে পার এবং নাও করতে পার। তা তোমাদের ইচ্ছা। তবে একথা সত্য, ভূমি ভালোভাবে কর্ষণ করলে ভালো ফসল উৎপন্ন হবে। আর যদি ভূমি কর্ষণ না করা হয় তবে খিল থাকবে অর্থাৎ কোনো ফসল হবে না। অনুর্বর ভূমি সর্বদা অনুর্বরই থাকে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধবাদীগণ সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহর নেয়ামত বলে মনে করেন। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ সন্তান চাওয়া উত্তম কাজ। তবে

www.pathagar.com

সন্তান ধারণ বন্ধ করা বা বন্ধ রাখা আল্লাহর আইনের বরখেলাপ। আল্লাহর নেয়ামত চাইলে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে এটাইতো রীতি। জন্মনিরোধের ব্যাপারে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, প্রকৃতির সাথে যারা এ ধরনের ধোঁকাবাজি করে, প্রকৃতি কি তাদের কোনো সাজা না দিয়ে ছেড়ে দেয় অথবা কোনো সাজা দিয়েই থাকে ? তাঁর মতে এদের অবশ্যই সাজা হবে এবং হচ্ছে। এ ধরনের কাজে যারা লিপ্ত হয় তারা পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্থ বেশি হয়। তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ সমন্ধে মিথ্যা রচনা করবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা তো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপদগামী হয়েছে এবং তারা সৎপ্রাপ্তও ছিল না।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৪০

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তারা সন্তান হত্যার সাথে সাথে বংশধররূপ নেয়ামতকে নিজের জন্য হারাম করে উক্ত নেয়ামতকেও ক্ষতি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। হয়তো তিনি এ আয়াত থেকে জন্মনিরোধ বিষয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ আয়াত থেকে সন্তান হত্যা ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকার কথা উল্লেখ আছে। তবে দারিদ্রতার কারণে সন্তান হত্যা করা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়, কিন্তু গর্ভনিরোধকে সন্তান হত্যা বুঝায় না। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে তারও এ ব্যাপারে পক্ষপাত পূর্ণ বলে মনে করেন এবং এ আয়াত দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষদলের প্রামাণিক তথ্য

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন না তারা কুরআনের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন এভাবে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ج لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج

www.pathagar.com

"যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে। জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের ভরণ পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না। উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

অন্য আয়াতে সন্তানের পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করার ব্যাপারে উদ্ধৃতি আছে ঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ ۝

"জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু-বছর পর।"–সূরা লোকমান ঃ ১৪

এ ক্ষেত্রে যদি স্তন্যপানের সময় পূর্ণ দু-বছর ধরা হয় এবং তার সাথে ছয় মাসের গর্ভ অবস্থা যোগ করা হয় তবে এর মোট সময়টা দাঁড়াবে ত্রিশ মাস। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উদ্ধৃত আছে ঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط

"তার (সন্তানের) জননী তাকে-গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"–সূরা আল আহ্কাফ ঃ ১৫

উপরোক্ত তিনটা আয়াত নির্দেশ করে যে, এক সন্তান জন্মদানের পর আর এক সন্তান জন্মগ্রহণ করার মধ্যবর্তী সময়কাল ২৪ মাস। এ সময়ের মধ্যে কোনো মাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কারণ মা কষ্ট পাবে, অন্য দিকে কোলের সন্তানও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। রাসূল স. কোনো স্ত্রীলোককে কোনো সন্তান স্তন্যপান করা অবস্থায় গর্ভবতী না হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এটাকে রাসূল স. সন্তানের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করা হয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর দিকে মায়ের স্বাস্থ্য হানীও ঘটবে, এমনকি দুগ্ধপোষ্য সন্তানদেরও স্বাস্থ্য হানী ঘটতে পারে, যার জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। একদিকে দুগ্ধপোষ্য মায়ের দুধ না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে অপরদিকে গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্য হানী ঘটতে পারে। মাও তা থেকে নিরাপদ থাকবে না। আর বাকী ছয় মাসেও কোনো জননী সুস্থ সবল সন্তান প্রসব করতে পারেন, এর ব্যাখ্যা শেষ অধ্যায়ে দেখা যেতে পারে।

www.pathagar.com

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এক যুগল একটা সন্তান জন্ম দেয়ার পর কিভাবে দু-বছর বিরতি দিবে অর্থাৎ গর্ভধারণ বন্ধ রাখবে ? দু-বছর সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখতে হলে হয়তো একটা যুগলকে (স্বামী-স্ত্রী) সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে, যা বিবাহিত যুগলের পক্ষে অসম্ভব এবং অগ্রহণীয়। সে কারণে স্বামী-স্ত্রী আযলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতো অথবা বনজ ঔষধ সেবন করতো, বর্তমান সময়ে উদ্ভাবিত কন্ট্রাসেপশন, পিল ও কনডম ব্যবহার করে গর্ভধারণ রোধ করা সম্ভব।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনেও এক সন্তানের জন্মের পর সাথে সাথে আর এক সন্তান গ্রহণে সময়ক্ষেপণ সমর্থন করেছে। এটাই ছিল মিশরের আল আজহার এর প্রাক্তন ইমাম শেখ আল সালতুতের ধারণা। তিনি ১৯৫৯ সালে যে ফতোয়া দেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ

এ অনুভূতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির সাথে বেমানান এবং এটা জাতীয় স্বার্থে গ্রহণীয় নয় এবং এটা শরীয়াহ দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়নি যদিও এটা আইন দ্বারাও গ্রহণ করা হয়নি বা পরেও। তবে কুরআন কিন্তু সন্তানের স্তন্যপানের সময় দু-বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং রাসূল স. কোনো সন্তানকে কোনো গর্ভবতী মা গর্ভাবস্থায় স্তন্যপান করানোর বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। কারণ এতে যেমন গর্ভজাত সন্তান পুষ্টি হীনতায় ভুগবে তেমনি দুগ্ধপোষ্য শিশুও। এ সকল তর্ক-বিতর্ক কেবল দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করা অবস্থায় গর্ভবতী না হবার পক্ষের মতামত।

শরীয়াহ আইন মতে যদি বহু সংখ্যক সন্তান কোনো পরিবারের জন্য শান্তি ও সুখ সাচ্ছন্দের উৎস হয়, বিপরীত ধর্মী নয় তা হলে ঐ সকল সন্তানদের সকল প্রকার দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করা কর্তব্য। আর কুরআন ও হাদীস অনুসারে এমন আইন হওয়া উচিত যা দ্বারা সন্তানদেরকে যে কোনো ক্ষতি হতে রক্ষা করা যায়। তাই ধর্মীয় চিকিৎসকগণ ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িকভাবে গর্ভধারণ স্থগিত রাখতে সুপারিশ করছে। কারণ যদি না যুগলের বা তাদের মধ্যে কারো একজনের এমন কোনো জটিল রোগ আছে যা গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে চলে যেতে পারে সে কারণে তারা সাময়িকভাবে গর্ভধারণ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে থাকে।

৬. বহু সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন (কাতরাহ)

একই পরিবারে বহু সন্তানের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন ওঠেছে। কিন্তু যারা বহু সন্তান হওয়া বা রাখার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন তারা মনে করেন যে, মুসলিম পরিবারে বেশী সন্তান হলে বা থাকলে সংসারটা সচ্ছল থাকে

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ ও তার রাসূল স. সন্তুষ্ট থাকেন। তারা মনে করেন বহু সন্তান হওয়া ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা গৃহীত এবং এ থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে সরে যাওয়া। কুরআন ও হাদীসে এর বহু প্রমাণ উদ্ধৃত আছে, সে কারণে তারা জন্মনিরোধের বিরোধিতা করে থাকে। তারা আরও মনে করে থাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ পদ্ধতি কেবল প্রাচ্যে উদ্ভাবন হয়েছে এবং এটা মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচারণ মাত্র। কারণ মুসলামানগণ যদি সন্তান কম গ্রহণ করে তবে তাদের মানব শক্তি কমে যাবে এবং বিধর্মীরা মুসলমানদের ওপর ক্ষমতা খাটাতে পারবে। এভাবে মুসলমানগণও বিধর্মীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আর যারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন করে তারা মনে করে যে, যদি কোনো পরিবারে কম সংখ্যক সন্তান গ্রহণ করে তবে তাদের সংসার ভালভাবে চলবে এবং সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারবে। তারা মনে করে মুসলিম দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় উন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সময়ও মিশরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জোড়ালো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে খ্রিস্টান ও ইহুদীরা মুসলমান সমাজকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন উপায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে সহজলভ্য হিসাবে গ্রহণ করছে। এ প্রবণতা উচ্চবিত্তদের মধ্যে লক্ষ করা গেলেও দরিদ্রদের স্পর্শ করেনি। যেখানে বিত্তশালীদের ঘরে একটা বা দুটা সন্তান সেখানে দরিদ্র পরিবারে কেবল সন্তান জন্ম দিয়েই যাচ্ছে। তারা সন্তান জন্মগ্রহণকে খারাপ মনে করে না বরং পরিবারের সচ্ছলতা ফিরাতে অধিক সন্তান প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করে থাকে।

ক. বহু সন্তান থাকার পক্ষে মতামত

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে পাঠানো হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ পাঠানোর পক্ষে কুরআন কি বলে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط

"স্মরণ করো যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا

"তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং উহাতেই বসবাস করছেন উহা আবাদ করার জন্য।"–সূরা হূদ ঃ ৬১

www.pathagar.com

পৃথিবীকে আবাদ করা এবং উন্নতি করার জন্য মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিস্তার করে দিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সংঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"

–সূরা আন নিসা ঃ ১

এতে দেখা যায় ঘরকে সাজালে ঘরের শ্রীবৃদ্ধি পায় সেরূপ পরিবারে যদি সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে পরিবারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সংসারের উন্নতি হয়।

খ. সন্তান জন্মদান

কোনো ছেলের সাথে কোনো মেয়ের বিবাহ হলে তাদের বৈবাহিক জীবনে সঙ্গমের কারণে আল্লাহ তাদের সন্তান দান করতে পারেন। সন্তান জন্মদানের জন্য বিবাহ বন্ধনই হলো প্রকৃত নিয়ম মাফিক উপায়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ○

"এবং আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতেই তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৭২

রাসূল স. বলেছেন, তিনি সাংসারিক ছিলেন, তার স্ত্রীও ছিল এবং সন্তান-সন্ততিও ছিল।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ط

www.pathagar.com

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকেও স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।"–সূরা আর রাদ ঃ ৩৮

কুরআনে স্পষ্টভাবে বহু সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আশীর্বাদ স্বরূপ বলে উদ্ধৃত আছে। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কুরআনে স্পষ্ট কোনো আয়াত নেই। এ লক্ষে শোয়ায়েব আ. তার জনগণকে আল্লাহর পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যদি বহু সন্তান মানবের শেষ উদ্দেশ্য না হয় তবে ইহা কোনোক্রমেই কোনো ধার্মিক মুসলমান গোত্রের জন্য আল্লাহর আশির্বাদ ও পুরস্কার হতে পারে না। তাই হযরত শোয়ায়েব আ. তার লোকদের বললেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

"স্মরণ করো, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিমাণ কিরূপ ছিল, তা লক্ষ করো।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৮৬

সত্যবাদী ও ধার্মিক সন্তানগণ আল্লাহর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছাড়াও তারা নিজেদের কল্যাণের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

কুরআনে সত্যবাদীদের সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

"এবং যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দান করো যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করো।"

–সূরা আল ফোরকান ঃ ৭৪

গ. সুন্নাহ জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে

যারা বহু সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আশির্বাদ স্বরূপ মনে করে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণকে কুরআনের দুষমন বলে আখ্যায়িত করতে কসুর করে না। তারা সুন্নাহ থেকে আরও অধিক সমর্থন পেয়ে থাকে।

যখন কোনো হাদীসকে খুব দুর্বল বলে মনে হয় তখনই শেখ আবু জহরা দৃঢ়ভাবে দাবী করেন যে, তারা একের ওপর এক শক্তিশালী।

www.pathagar.com

ইবনে মারদাওয়াই থেকে বর্ণিত। এ ব্যাপারে রাসূল স. বলেছেন ঃ

"বিবাহ করো এবং বহু সন্তান জন্মদান করো, আমি তোমাদেরকে অন্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে শেষ বিচারের দিন প্রদর্শন করবো।"

আল ইরাকী, আবদেল রাজিক এবং যাবেদী ইহাকে দুর্বল হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন।–আবু দাঊদ দ্বারা স্বীকৃত

এর সমর্থকগণ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন রাসূল স. আনাস ইবনে মালিক ও তার সাথীদের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, আল্লাহ যেন তাদের অধিক সম্পদ ও অনেক সন্তান-সন্ততি দান করেন।

বহু সন্তান-সন্ততির সমর্থকগণ এ হাদীসকে রাসূল স.-এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার এক আমন্ত্রণ বলে মনে করেন। কারণ তারা যেন অন্য জাতির ওপর আধিক্য প্রদর্শন করতে পারে।

ঘ. উর্বর মহিলাকে বিবাহে অগ্রাধিকার

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ যুক্তিতর্ক দেখান যে, রাসূল স. সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করার নিমিত্ত বন্ধ্যা মহিলাদের পরিবর্তে উর্বর মহিলাদের বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

> "রাসূল স. বলেছেন ঃ একদা একজন লোক রাসূল স.-এর নিকট এসে একজন সম্পদশালী মহিলার কথা জিজ্ঞেস করলেন যে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণী, কিন্তু বন্ধ্যা, তার বিষয়। তিনি রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলেন তাকে বিবাহ করা উচিত কিনা ? রাসূল স. তার সাথে একমত পোষণ করলেন না। তিনি ঐ একই বিষয় নিয়ে রাসূল স.-এর নিকট দুবার আসলেন। তৃতীয়বার রাসূল স. তাকে একজন উর্বর ও লাবণ্যময়ী রমণীকে বিবাহ করার জন্য বললেন এবং আরও বললেন আমি তোমাকে অন্য জাতির ওপর প্রাধান্য দিব।"–আবু দাঊদ এবং আল নাসায়ী

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ط اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ শক্তিমান।"

–সূরা আশ শুরা ঃ ৫০

ঙ. স্ত্রীগণ স্বামীর শস্যক্ষেত্র

স্ত্রীগণ স্বামীর শস্যক্ষেত্র এর সমর্থকগণ কুরআনের আয়াতের যেখানে স্ত্রীদেরকে শস্যক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে স্ত্রীদের যদি

www.pathagar.com

গর্ভধারণ নিরোধ করা হয় তা হবে কুরআনের আইনকে অসম্মান ও বিরোধিতা করা।

যারা বহু সন্তান-সন্ততির সমর্থক তারা এ ব্যাখ্যাকে বিবাহের আদিম নিয়ম বলে মনে করেন যে, রাসূল স. যেন তার জাতির সংখ্যার আধিক্যতা অন্য জাতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

চ. বহু সন্তান-সন্ততি জাতির শক্তি ও উন্নতির চাবিকাঠি

বহু সন্তান-সন্ততি জাতির শক্তি ও উন্নতির চাবিকাঠি এর সমর্থকগণ মনে করেন যে প্রত্যেক জাতিই বহু সন্তান-সন্ততি কামনা করে থাকে, কারণ এটাই হলো প্রত্যেক জাতির কর্মশক্তি, সামরিক শক্তি, সামাজিক শক্তি, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির চাবিকাঠি। যারা এর সমর্থক তারাই বহু সন্তানকে প্রতিভাবন ও দার্শনিকদের উদ্ভাবন স্থল মনে করে থাকেন। যে সমাজে বা জাতির মধ্যে যতো লোক বেশী হবে ততো চিন্তাশীল, ধর্মপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ লোক বেশী বৃদ্ধি পাবে এবং সমর্থকগণ আরও মনে করেন যে, ইসলামী দুনিয়া যে এতো বড়, সেখানে মুসলমাদের সংখ্যা যতোই বাড়ুক না কেন তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাদের খাওয়া-পড়া-বাসস্থান কোনো কিছুর অসুবিধা হবে না। অপর পক্ষে মুসলমান দেশগুলোতে যে ভূগর্ভস্থ সম্পদ আছে তা দিয়ে মুসলমানদের থাকা, খাওয়া ও আহার, বাসস্থানের যোগান দেয়া কোনো সময়েই মুশকিল হবে না। কিন্তু এগুলো ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, বণ্টন করার জন্য প্রয়োজন টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডস অর্থাৎ জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন।

ছ. জন্মনিয়ন্ত্রণ ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্র

এর সমর্থকদের মতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্র। জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা যদি জনসংখ্যা কমানো হয় তাহলে মুসলমানদের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এ ব্যাপারে শেখ আল বাহাই আল খুলী বিশ্বাস করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ও জন্মনিয়ন্ত্রণ করাটা কেবল মুসলমানদের শত্রুদের খুশী করার একটা পন্থা ও চক্রান্ত মাত্র। তিনি তৎপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আরও সন্তান জন্ম দেয়ার এবং পরিবার বৃদ্ধির জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, আবু জাহরা যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তা বিধর্মীদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রখ্যাত আলেম আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে কুরআন ও হাদীসের বরাত দিয়ে তার বক্তব্য "ইসলামের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" নামক পুস্তকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যাকে অস্বীকার করা যায় না।

জ. এমন সময় আসবে যখন বিশ্বে মুসলমানগণ সংখ্যাগুরু হয়ে পড়বে

এর সমর্থকদের মতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মাটির নীচে যে গুপ্ত সম্পদ, অর্থ-সম্পদ ও বসবাসযোগ্য জমি দান করেছেন তা ভালোভাবে ব্যবহার করলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত চলতে পারবে, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। ইহা সত্ত্বেও যদি তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ম্যান পাওয়ার কমিয়ে দেয় তা হলে এক সময় দেখা যাবে যে, তারা পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিহীন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়ে পড়বে এবং দুর্বল ভেবে সবাই তাদের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ করবে। মুসলমানদের এ ভুল কোনোক্রমেই করা উচিত নয়।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ج وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

"হে নবী! মু'মিনদেরকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করো, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দুশত জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমার মধ্যে ২০০ জন থাকলে ২০০০ জন কাফিরের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধ শক্তি নাই।"

–সূরা আল আনফাল ঃ ৬৫

ঝ. ওয়াদ ও রিযিকের প্রশ্ন

যারা বহু সন্তানের পক্ষে তারাও কন্ট্রাসেপশনকে ওয়াদ হিসাব মনে করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ করাকে আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশকে অমান্য করা এবং আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে আযল করাকে মেনে নেয়নি এবং অস্বীকার করে জুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে বাতিল করে কারণ অন্যান্য যে হাদীস দ্বারা আযলকে স্বীকার করে নিয়েছে তা অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। তবে আযল করা বা না করার পক্ষে কুরআনে কোনো উদ্ধৃতি নেই। তবে সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির ব্যাপারে কুরআনে অনেক আয়াত আছে। কুরআনে উদ্ধৃত আছে যে, দুগ্ধপোষ্য সন্তান কোলে থাকা অবস্থায় দু-বছরের মধ্যে গর্ভধারণ করলে

www.pathagar.com

দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ওপর অবিচার করা হবে এমনকি তার স্বাস্থ্যহানীও ঘটতে পারে। সে জন্য এক সন্তান থেকে আর এক সন্তানের আগমন দু-বছর বিলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

ঞ. সমন্বয় সাধন করা

জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বা না করার ব্যাপারে যতোই যুক্তিতর্ক প্রদান করা হোক না কেন অধিকাংশ চিন্তাবিদগণই বহু সন্তানের পক্ষে এবং এ প্রসঙ্গে জাবিরের প্রদত্ত হাদীসকে সমর্থন করে এবং কেবলমাত্র বৈধ ক্ষেত্রে কন্ট্রাসেপশন ব্যবহার করতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। যেমন, যদি কোনো স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ থাকে বা সন্তান গ্রহণ করলে তার অকাল মৃত্যুর আশংকা দেখা দিতে পারে বা কোনো স্বামী-স্ত্রীর এমন রোগ আছে যা ভবিষ্যতে গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে বা দুগ্ধপোষ্য সন্তানের দুর্ভোগ হতে পারে সে সকল ক্ষেত্রে কেবল কন্ট্রাসেপশন ব্যবহারের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য ক্ষতিকারক ও অমঙ্গলজনক।

ট. জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষ সমর্থকদের ব্যাখ্যা

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে তথা বিরুদ্ধবাদীদের অনেক দাবীর সাথে একমত হলেও বিশেষভাবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অনেক সন্তান জন্ম দেয়ার বিরোধী। এ ব্যাপারে তারা দুটো বিষয়ের ওপর জোর দেন ঃ

ক. কেবল স্বাস্থ্যবতী মাতাগণ যদি চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক একটু ব্যবধানে সন্তান জন্ম দেন এবং একটা সুখী পরিবার গঠন করেন, তাহলে এটাই পরিবারের জন্য মঙ্গল হবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বদৌলতে যদি মুসলমান সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে, সে কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ বন্ধ করে দিতে হবে।

খ. গুণগত ও মানসম্মত সন্তান জাতি ও সমাজের জন্য মঙ্গল। সন্তানের বুদ্ধি ও গুণগত মানের ব্যাপারে কোনো আপোষ মীমাংসা করে সন্তান কম জন্ম দেয়া আল্লাহর আইনের পরিপন্থি হবে কারণ কোনো সন্তান বুদ্ধিমান ও কৌশলী, আর কোনো সন্তান মূর্খ তা জন্মের পূর্বেই জানা সম্ভব নয়। তাই সন্তানের আধিক্যতার দ্বারাও শক্তির বিচার করা যাবে না, যদি সন্তানগণ দুর্বল ও অনুর্বর মস্তিষ্কের হয়। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ মনে করে, জনসংখ্যা যদি দ্রুত বেড়ে যায় তা হলে সম্পদের অসামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনের মাধ্যমে ও অব্যবস্থাপনার জন্য মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে। সন্তানদের সুশিক্ষা দেয়ার জন্য যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ না

www.pathagar.com

থাকে তাহলে, সন্তানগণ কর্মবিমুখ ও বাউণ্ডেলে হয়ে পড়বে—যা সমাজ ও জাতির জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হবে।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

قُلْ لاَّ يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

"বলো মন্দ ও ভাল এক নয় যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। হে মেধাশক্তিসম্পন্নরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০০

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

"আল্লাহর হুকুমে কতো ক্ষুদ্র দল কতো বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৪৯

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ لا وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ لا اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ○

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু উহা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকোচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়েছিলে।"–সূরা আত তওবা ঃ ২৫

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ لا وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ صلے فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○

"তোমাদের কেউ যদি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটা বাগান থাকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল

www.pathagar.com

আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতপর উহার ওপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলে যায়, এভাবে আল্লাহ্ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৬

এ আয়াত দ্বারা দেখা যায় যে, সন্তানের আধিক্যতা কোনো কাজে আসে না।

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ○ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط

بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

"উহারা কি মনে করে যে, আমি ওদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা ওদের জন্য সকল প্রকার কল্যাণ তরান্বিত করেছি ? না, ওরা বুঝে না।"–সূরা মু'মিনূন ঃ ৫৫-৫৬

জানা যায় যে, রাসূল স. অনেক সময় মনে করতেন অনেক সন্তান ও ধনৈশ্বর্য থাকলেও তা কোনো কাজে আসে যদি না তাদের আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকে। অপর পক্ষে উহা একটি পরীক্ষা মাত্র।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বর্ণনার ওপর আল হাকিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল স. বলেছেন ঃ যার কোনো সম্পদ নেই কিন্তু আছে অনেক সন্তান তা তার জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা।

ইবনে আব্বাস যিনি মুসলমান জাতির প্রবক্তা, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, অনেক সন্তান দুরাবস্থার কারণ (পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলে) দুরবস্থা ডেকে আনে। মুসনদ আল সাহাবে কুদায়ই বর্ণনা করেছেন যে, অধিক সন্তান দুটা দুর্ভিক্ষের মতো আর অল্প সংখ্যক সন্তান শান্তি।

যেখানে একজন উর্বর রমণী স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী অনেক সন্তান-সন্ততি দিতে পারেন সেখানে একজন অনুর্বর বন্ধ্যা মহিলাকে পতিত হিসাবে দেখা যাবে না কারণ সে তার কোনো দোষে বন্ধ্যা হয়নি। নিশ্চয়ই আল্লাহর হুকুম ছিল।

এ ব্যাপারে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا ط

"যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৫০

www.pathagar.com

আবার অনেক সময় অনেক মহিলাগণ উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংক্রামক রোগের জন্য বন্ধ্যা হতে পারে। সে জন্য তার ওপর দোষারোপ করা যাবে না। স্বামীর কারণে ৪০ ভাগ মহিলারা বন্ধ্যা দশায় পড়ে যায় বলে জানা যায়। কারণ স্বামীরা খোজা হয়ে থাকে। কোনো মহিলার সন্তান না হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষরা অনেকাংশে দায়ী।

১. এখানে কারা অনুর্বর আর কারা উর্বর (গর্ভধারণ করতে সক্ষম ও অক্ষম) তা কেবল বিবাহের পরই বুঝা যাবে। বিবাহের পূর্বে কোনোক্রমে জানা বা বুঝা যায় না। বোন আর তার পরিবার পরিজন ও আপন বোনের উর্বরতা দেখেও চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে বলা যাবে না যে অন্যজন অনুর্বর। আর কোনো মহিলা যদি কোনো কারণে অনুর্বর হয় তবে সেও যে গর্ভ ধারণে অক্ষম তা বলা যাবে না।

২. ইসলামী শাস্ত্রবিদ কোনো বন্ধ্যা মহিলাকে বিবাহ না করার জন্য মত দেন নাই। আবার সে যদি সন্তান দান করতে না পারে তবে তাকে তালাক দেবার জন্যও মত দেন নাই।

৩. কোনো কোনো ইসলামী শাস্ত্রবিদ বিশ্বাস করেন যে, একজন লোক রাসূল স.-এর নিকট একজন বিত্তশালীনি ও স্বামীহীনা মহিলা যিনি বন্ধ্যা তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। হয়তো রাসূল স. বুঝতে পেরেছেন যে, ঐ লোকটি ঐ মহিলার সম্পদের আশায় ও নেশায় তাকে বিবাহ করতে চায়। ইসলামে এটাকে প্রাধান্য দেয় না।

৪. হযরত আয়েশা রা. সহ রাসূল স.-এর অনেক স্ত্রীই সন্তান দিতে পারেননি। তার মর্ম এই নয় যে, তিনি তাদেরকে তালাক বা পরিবর্তন করেছেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষের দল মনে করেন যে, কোনো মহিলা বন্ধ্যা হলেও স্বামীর সাহচর্য পাবার অধিকার রাখে। চিকিৎসার মাধ্যমে তার অনুর্বরতা দূর করার চেষ্টা করা ফ্যামিলি প্লানিং এর একটা অংশ মাত্র।

স্ত্রীগণ যে পুরুষের শস্যক্ষেত্র, সে ব্যাপারে ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, সাইয়েদ ইবনে আল মুসায়বার এবং জায়িদ ইবনে তাবিত মনে করেন ঃ

> "কেউ ইচ্ছা করলে স্ত্রীর সঙ্গে আযল করতে পারে এবং নাও করতে পারে তা তার ইচ্ছা।"

www.pathagar.com

অথবা,

"তুমি তোমার জমি চাষ করতে পার, তাতে পানি দিতে পার, তুমি যদি ইচ্ছা করো, আবার তুমি তোমার জমিকে পানি শূন্য রাখতে পার সেটা তোমার ইচ্ছা।"

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে তাদের অভিমত হলো অনেক সন্তান পরিবারের ক্ষমতা ও উন্নতির উৎস যদিনা নিম্নলিখিত কারণগুলো মানা হয় ঃ

১. অধিক সন্তান যদি পরিবার, দেশ ও জাতির কল্যাণে অর্থবহ হয়।

২. কোনো পরিবার, দেশ ও জাতির তাদের সন্তানদের সন্তানের মতো লালনপালন করার যোগ্যতা ও অর্থের যোগান থাকতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে তারা যেন কোনো প্রকারে টোকাইতে পরিণত না হয় এবং পরিবার, দেশ ও জাতির বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়।

৩. দেশ ও জাতির যারা কর্ণধার তাদেরকে দেশের উন্নতি সর্বপরি সন্তানদের উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে নতুবা দেশ ও দেশের সম্পদ সবই নষ্ট হয়ে যাবে। কোনো পিতামাতা চায় না তাদের সন্তান নষ্ট হোক।

৪. মুসলমানদের পৃথিবীটা অনেক বড় এবং সম্পদশালী কিন্তু তাদের সম্পদ কুক্ষিগত। মুসলিম ধনী দেশগুলো অর্থাৎ আরব বিশ্ব যদি মুসলমান অধ্যুসিত দেশগুলোকে উন্নতির জন্য এগিয়ে আসে তাহলে মুসলমানদের দুরদশা থাকতে পারে না। কিন্তু মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ গরীব দেশগুলোর প্রতি নজর না দিয়ে ভোগ বিলাসে রত আছে যার দরুন কোনো দেশেরই উন্নতি হয় না। যেমন ইসরাঈল ইহুদী রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হলেও আজ বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু সম্পদশালী আরব রাষ্ট্রগুলো ইহুদীদের জ্ঞানের কাছে হেরে যাচ্ছে। কারণ তারা ভোগ বিলাশে মত্ত।

১৯৭৪ সালে শেখ মুহাম্মদ এম সামসুদ্দিন যুক্তি উত্থাপন করেন যে, অনেক সন্তান কাম্য তবে তাতে গর্ভধারিণী মাতা'র যেন কোনো ক্ষতির কারণ না হয়। তিনি আরও বলেছেন যে, একটা সন্তান পাবার চেয়ে গর্ভধারিণী মাতাকে বেঁচে থাকা অনেক শ্রেয় কারণ সে বেঁচে থাকলে আরও সন্তান জন্ম দিতে পারবেন।

উল্লেখ্য বর্তমান বিশ্বে বিধর্মীদের মোকাবেলা করতে হলে মুসলমানদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, চিন্তাবিদ ও কৌশলী মানব সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে নতুবা বিধর্মীরা যে

www.pathagar.com

কোনো উপায়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে যা ঘটছে বর্তমান বিশ্বে। মুসলমানদের অজ্ঞতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে মুসলমানগণ ইহুদী ও নাসারাদের হাতে অহরহ নিগৃহীত হচ্ছে। অথচ রাসূল স.-এর একটা ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে যদি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে রাসূল স. বলেছেন, মুসলমানদের সংখ্যার আধিক্যতা বাড়বে তবে তারা হবে অকর্মণ্য, অযোগ্য এবং শত্রুর সম্মুখে হবে খুবই দুর্বল। মুসলমানদের হতে হবে ধার্মিক ও রাসূলের আদর্শে উদ্দিপ্ত বীর মুজাহিদ, জ্ঞানী, কৌশলী, চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সেবক।

❑

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

আযল সমন্ধে বিভিন্ন হাদীস

১. আযল

আযলকে কন্ট্রাসেপটিক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করে ইহাকে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ক. আযল সমন্ধে গোত্রীয় সাথীদের অভিজ্ঞতা।

খ. রাসূল স.-এর মৌন সম্মতি।

গ. স্ত্রীরা পুরুষের শস্যক্ষেত্র।

ঘ. স্ত্রীর সম্মতিতে আযল করার অনুমতি।

ঙ. বিভিন্ন অর্থে আযলের বিশ্লেষণ।

চ. গর্ভাবস্থায় সন্তানকে স্তন্যপান করানো।

ছ. আযল নীরবে শিশু হত্যা।

জ. আযল একটা গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যা—অস্বীকার করা।

ক. আযল সম্বন্ধে গোত্রীয় সাথীদের অভিজ্ঞতা

এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাসূল স.-এর সময় রাসূলের সাহাবীগণের মধ্যে অনেকে আযল করতো এবং একে ধার্মিক মুসলমানগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে গণ্য করতো। রাসূল স.-এর সময়ে অনেক সাহাবী এবং ধার্মিক মুসলমান রাসূল স.-কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি কখনো আযল করাকে নিষিদ্ধ করেননি। কারণ সে সময়ও আযল করা নিষিদ্ধ বলে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি।

হাদীস নং-১ ঃ ১

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন সময়ে আযল করতাম। ইসহাকের বর্ণনায় আরো আছে, সুফিয়ান বলেন এটা যদি নিষিদ্ধ হবার মত কোনো ব্যাপার হতো তাহলে কুরআনই আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতো।"–মুসলিম-৩৪২৩

হাদীস নং-১ ঃ ২

"আতা থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে বলতে শুনেছি ঃ আমরা রাসূল স.-এর সময় আযল করতাম।"

–মুসলিম-৩৪২৪

www.pathagar.com

হাদীস নং-১ ঃ ৩

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল স.-এর সময় আযল করতাম। এ খবর তাঁর কাছে পৌছালো কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি।"–মুসলিম-৩৪২৫

এ হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় যে ইহা করার জন্য তাঁর অনুমতি আছে নতুবা নিষেধাজ্ঞা জারি করতেন।

খ. রাসূল স.-এর মৌন সম্মতি

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল স.-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, সব পানি (স্ত্রী গর্ভে নিক্ষিপ্ত পুরুষের বির্য) দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন কোনো কিছুই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।"–মুসলিম-৩৪১৮

"জাবির থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল স.-এর কাছে এসে বললেন, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে। সে আমাদের খেদমত করে ও পানি দেয়। আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি। তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পসন্দ করি না। ইহা শুনে রাসূল স. বললেন, তাহলে তার সাথে সহবাসের সময় আযল করো। তবে তার তকদীরে যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছু দিন পর লোকটি এসে পুনরায় বললেন, ক্রীতদাসী গর্ভবতী হয়েছে। একথা শুনে রাসূল স. বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে, তকদীরে তার জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে।"–মুসলিম-৩৪২০

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল স.-এর নিকট এসে বললেন আমার একটা ক্রীতদাসী আছে, আমি তার সাথে সহবাসের সময় আযল করি। একথা শুনে রাসূল স. বললেন, এতে আল্লাহর ইচ্ছার কোনো কিছু বাধা প্রাপ্ত হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বললেন, কিছু দিন পর লোকটি এসে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল স. আমি আপনাকে যে ক্রীতদাসীটার কথা বলেছিলাম, সে গর্ভধারণ করেছে। একথা শুনে আল্লাহর রাসূল স. বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল অর্থাৎ আমি যা বলি তা বিশ্বাস করবে এবং তদানুযায়ী আমল করবে। আল্লাহর রাসূল স. কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না।"–মুসলিম-৩৪২১

www.pathagar.com

রাসূল স. কখনো আযল করাকে নিষিদ্ধ করে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভধারণটাকে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে তিনি আযল করাকে নিষিদ্ধ করেছেন বলে মনে হয়।

গ. স্ত্রীগণ পুরুষের শস্যক্ষেত্র

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ ز

"তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

উপরোক্ত আয়াত থেকে ইহা স্পষ্ট যে, স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা মিলিত হতে পারে, তবে পায়ুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ পায়ু স্বামী স্ত্রীর মিলন ক্ষেত্র নয়। জন্তু জানোয়ার, কীট পতঙ্গরাও স্ত্রীর যৌন লিঙ্গ ব্যবহার করে থাকে সেখানে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে কেনো সমকামী বা পায়ুকামী হবে ?

হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

"জায়েদ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাসকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ তুমি কিন্তু এটাকে বারে বারে জিজ্ঞেস করছো। রাসূল স. যদি এ ব্যাপারে কিছু বলতেন তাহলে আল্লাহর বিধান অনুসারেই বলতেন। তিনি যদি কোনো কিছু বলে না থাকেন তবে, আমি বলি কুরআন অনুসারে তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তোমাদের শস্যক্ষেত্রে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা কর্ষণ করতে পারো। তোমরা স্বাধীন, তোমরা ইচ্ছা করলে আযলও করতে পারো এবং নাও করতে পারো যদি তোমরা ইচ্ছা করো। এটা তোমাদের ব্যাপার। আর ইচ্ছা করলেই আযল করো না।"–আল হাকাম আল মুসতাদরাক আল দাহাবি এবং তাবারি কর্তৃক স্বীকৃত।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এ আয়াতকে এমনিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। তোমাদের শস্যক্ষেত্রে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী কর্ষণ করতে পারো। তবে কিভাবে করতে চাও ? তুমি স্ত্রী সহবাসের সময় আযল করতে পারো, নাও করতে পারো সেটা তোমাদের ইচ্ছা অথবা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করতে পারো।–আবু হানিফার মাধ্যম আল জাসসাস কর্তৃক স্বীকৃত

www.pathagar.com

"সাদ ইবনুল মুসায়যার থেকে বর্ণিত। তিনিও কুরআন অনুসারে বর্ণনা করেন ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র যেভাবে ইচ্ছা বিচরণ করতে পার। তিনি আরও বলেন তোমরা স্বাধীন, তোমরা ইচ্ছা করলে আযল করতে পারো এবং নাও করতে পারো। যদি তোমরা ইচ্ছা করো এটা তোমাদের ব্যাপার।"–আল তাবারী কর্তৃক স্বীকৃত

আলহাজ্জ ইবনে ওমর ইবনে গাজিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন যায়েদ ইবনে সাবিত-এর সঙ্গে বসে ছিলেন তখন ইয়েমেন থেকে ইবনে ফাহাদ নামক এক ব্যক্তি তার কাছে আসলো এবং আযল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। যায়েদ ইবনে সাবিত আমাদের দিকে ফিরলো এবং বললো, তাকে ফতোয়া দাও। আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমরা তোমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বসে আছি। যায়েদ তাকে ফতোয়া জানাবার জন্য তাগিদ দিলো। তখন তিনি বললেন, "স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, তুমি যদি ইচ্ছে কর সে ক্ষেত্রে পানি দিতে পার, ইচ্ছা করলে শুষ্ক রাখতে পার। এটাই আমি যায়েদের কাছ থেকে শিখেছি। যায়েদ বললো তুমি ঠিকই বলেছো।–মুওয়াত্তার মধ্যে মালিক কর্তৃক স্বীকৃত

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ যাকে সৃষ্টি করতে চান, মানুষ সে জীবনকে হত্যা করতে পারে না। তুমি তোমার শস্যক্ষেত্রকে অনাবাদ শুষ্ক-বুভুক্ষু রাখতে পার অথবা তাতে পানির যোগান দিতে পার। সবই তোমার ইচ্ছা।–আল বাইহাকী কর্তৃক স্বীকৃত

উদ্ধৃত সকল হাদীসই আযল করাকে সমর্থন করেছে। তবে এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, আযল করা একটা নিরর্থক কাজ।

ঘ. স্ত্রীর সম্মতিতে আযল করা যায়

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা যবে না।"–আবু দাউদ

"ওমর ইবনুল খাত্তাবের সূত্রে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসূল স. আযল করাকে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া অনুমোদিত নয় বলেছেন। অর্থাৎ স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা যাবে না।"–ইবনে মাজা ও ইবনে হাম্বল

ঙ. বিভিন্ন অর্থে আযলের বিশ্লেষণ

"আবু সাঈদ আল খুদরী থেকে বর্ণিত। রাসূল স.-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লা আল্লাকুম আল্লা তাফ আলুন।"–বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ্

www.pathagar.com

"আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্ধিনী লাভ করলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতে চাইলাম। অতপর আমরা এ প্রসঙ্গে রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি আমাদেরকে বলেন, অবশ্যই তোমরা তা (আযল) করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, কেয়ামত পর্যন্ত যতোগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে, (সিদ্ধান্ত হয়ে আছে) তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।"–মুসলিম-৩৪১০

বুখারী শরীফে ভাষাগত কারণে একটু আলাদা রকম। রাসূল স. বলেলন, তোমরা কি সত্যিই তা (আযল) করো ? একই প্রশ্ন তিনি তিন বার করলেন এবং পরে বলেলন, যে রূহ (প্রাণসমূহ) পৃথিবীতে আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে (অর্থাৎ আযল করা না করার জন্য কিছুই আসে যায় না)।–বুখারী ঃ ৪৮২৭

"আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল স.-কে আযল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন; কেনো এরূপ করবে ? তারা বললো, একটা মানুষের সেবা করার জন্য একজন স্ত্রী আছে তার সাথে তার সম্পর্কও আছে, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা সে চায় না। তার একজন গৃহ পরিচারিকাও আছে, আইনসঙ্গতভাবে তার সাথে দৈহিক সম্পর্কও আছে, কিন্তু সে চায় না ঐ স্ত্রীলোকটা গর্ভবতী হোক। তখন রাসূল স. বলেলন, "লা আল্লাকুম আল্লা তাফআলুন" এটাই নিয়তি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।"–মুসলিম

ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল স.-কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেলন, তোমরা কি ইহাতে সৃষ্ট করতে পার ? তোমরা কি এর যোগান দাও ? ফেলো ওটা যেখানে ফেলার বা রাখার কথা। এটাই হলো নিয়তি।

আরবীতে "লা আল্লাকুম আল্লা তাফআলুন" নামক অনেক উক্তি দৃষ্ট হবে। এর অর্থ দুটো হতে পারে। এক পক্ষ আযল করাকে সমর্থন করে যেমন এটা করতে কোনো অপসন্দ নেই। এর অর্থ এটা যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে রাসূল স. একে স্পষ্টভাবে এ বলে নিষিদ্ধ করতেন যে, এটা করো না। ইবনে শিরিন এবং হাসান আল বসরীর মতে এটা কঠোর ভর্ৎসনার সমতুল্য। এভাবে যে তুমি এটা করোনি। অধিকাংশ আইন শাস্ত্র বিশারদগণ এ মতামতকে গ্রহণ করেননি। ইমাম ইবনে হাজর তার 'ফাত আল বারি সারাহ আল বুখারী'তে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে ঃ

www.pathagar.com

"তোমাকে এটা হতে বিরত থাকতে হবে না", এ উক্তিটাকে বিশ্লেষণ করে আল কুরতুবী উদ্ধৃত করেন, "এটা করতে খারাপ লাগে না" এ উক্তিটিকে উদ্ধৃত করে অন্যান্যদের ধারণাও বিশ্লেষণ করেছেন। যারা আযল করাটাকে নিষিদ্ধ করার জন্য বলছে তা তিনি খণ্ডন করেন।

তবে ইমাম মালেক "লা আল্লাকুম আল্লা তাফআলুন" উদ্ধৃতিকে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আযল করা মনে করেন। আল বুয়ুতি মনে করেন উক্ত উক্তিতে যতোই সন্দেহ দানা বাঁধুক না কেনো সেটা কি রাসূল স.-এর হাদীস দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় না, কারণ তিনি আযল করাকে নিষিদ্ধ করেননি।

"আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. বলেছেন ঃ স্বাধীনা স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত আযল করা যাবে না।"–আবু দাউদ

"আবু হুরায়রা ইবনুল খাতাব থেকে আরও বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন ঃ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযলকে নিষিদ্ধ করেছেন।"–ইবনে মাজা এবং ইবনে হাম্বল।

তবে হাদীসগুলো থেকে প্রশ্ন জাগে যেমন হয় বা না। এখন আযল করা যাবে কি যাবে না তা স্বামী-স্ত্রীর মতৈক্যের ওপর নির্ভরশীল।

চ. গীলা এবং আযল

গীলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করা। দুগ্ধপোষ্য মায়ের সাথে সহবাস করতে ক্ষতি নেই তবে আযল করা মাকরূহ। সহবাস করার কারণে মা যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে তাতে গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। অন্যদিকে দু-বছরের মধ্যে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের মাতা যদি আর একটা সন্তান প্রসব করে তাতে উভয় সন্তানই ক্ষতিগ্রস্থ হবে কারণ মাতৃদুগ্ধ একের স্থলে দু-জনের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। কেউই সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগবে।

অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাসূল স.-এর কাছে এসে বললো, আমি সহবাসকালে আযল করে থাকি। রাসূল স. বললেন ঃ কেনো এরূপ করো ? লোকটি বললো, আমার স্ত্রীর দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ক্ষতির আশংকায়। রাসূল স. বললেন, এটা ক্ষতিকর হলে পারসিক ও রোমানরা ক্ষতিগ্রস্থ হতো। যুহাইয়ের বর্ণনায় আছে তাই যদি হতো তাহলে পারস্যবাসী ও রোমানদের ক্ষতি হয়নি কেন ?

–মুসলিম-৩৪৩১

www.pathagar.com

কেনো এরূপ করো এর অর্থ দাঁড়ায়, করো না। ইমাম আল নাওয়ায়ীর মতে গীলা করাকে নিষিদ্ধ বলা যাবে না। বরং দুগ্ধপোষ্য থাকা অবস্থায় মা যদি আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে জন্য এটাকে নিরুৎসাহিত করা ভাল। আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে আল সাকান বলেন ঃ আমি রাসূল স.-কে বলতে শুনেছি, অজ্ঞতা বশতঃ তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করো না। ভবিষ্যতে গীলার একই ফল হবে যেমন একজন অশ্বারোহীকে ডিঙ্গানো হয় এবং ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়া হয়।–আবু দাউদ দ্বারা স্বীকৃত

এ হাদীস দ্বারা গীলাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ এটাকে পরোক্ষভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন দিয়েছে বলে মনে করে। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে গীলা করা মা ও গর্ভজাত সন্তানের জন্য ক্ষতিকর। কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৩৩ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা আহকাফের ১৫ আয়াত বিশ্লেষণ করলে পরক্ষভাবে আযল করা বা জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

ছ. আযল করা পরোক্ষভাবে গুপ্ত শিশু হত্যা

যুদামা বিনতে ওহাব আল আসাদিয়া (উক্কাসার বোন) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমিও অনেকের সঙ্গে রাসূল স.-এর সম্মুখে ছিলাম যখন তিনি বললেন ঃ আমি সংকল্প করেছিলাম যে, গীলা বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সঙ্গে সহবাস করতে নিষেধ করে দেবো। লক্ষ করলাম, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে কিন্তু তাতে তাদের সন্তানদের কোনো ক্ষতি হয় না। পরে তাকে আযল সমন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ উহা গুপ্ত শিশু হত্যা (আল ওয়াদ আল খাফীই)।–মুসলিম, ইবনে মাজা, আন নাসায়ী, ইবনে হাম্বল

জ. আযল একটা গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যাকে অস্বীকার করা

অনেক হাদীসেই "আযলকে" গুপ্ত শিশু হত্যা বলে অস্বীকার করা হয়েছে। কেবল মাত্র মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরা "আযলকে" গৌণ শিশু হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ একজনের শুক্রবিন্দুকে ফেলে দেয়া ইহুদী আইনে নিষিদ্ধ। ওনান তার শুক্রবিন্দুকে ফেলার জন্য শাস্তি পেয়েছিল। সে হতে রতিক্রিয়ার পর শুক্রাণুকে বাহিরে ফেলাকে অনিয়ম ও বে-আইনী বলে।

যদিও মদীনার ইহুদীগণ আযলকে গৌণ অপরাধ বলে মুসলমানদের সহানুভূতি পেতে চেষ্টা করছিল তখনই রাসূল স. তাদের সে ধারণাকে অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

"যাবির থেকে বর্ণিত। রাসূল স.-এর সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা তো আযল করতাম। কিন্তু তখন ইহুদীগণ উহাকে গৌণ গুপ্ত হত্যা আখ্যায়িত করে। ইহুদীদের সেই ধারণাকে রাসূল স. অস্বীকার করলে তখন তারা মিথ্যা বললো এবং এর সাথে যোগ করলো আল্লাহ যদি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তা কেউ বন্ধ করতে পারেন না।"–তিরমীজি এবং আবু দাউদ

"জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আযল করতাম এবং ইহুদীরা এটাকে গৌণ অপরাধ, গুপ্ত শিশু হত্যা বলে দাবী করেছিল। রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইহুদীদের ধারণাকে নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করেন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ্ যদি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করনে, তোমরা তাকে থামাতে পারবে না।"–তিরমীজি এবং আল নাসায়ী

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল স.-কে আযল করা সমন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে এবং ইহুদীরা যে আযল করাটাকে গৌণ শিশু হত্যা বলে যে দাবী করে তৎপ্রেক্ষিতে রাসূল স. নিশ্চিত করে বলেন ঃ ইহুদীদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে।"–আল বাইহাকী কর্তৃক স্বীকৃত

এখানে দেখা যায় যে, মদীনার ইহুদীরা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আযল করা গৌণ অপরাধ শিশু হত্যা বলে যে ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, তাই অস্বীকৃত বটে।

"আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। একদা একজন লোক রাসূল স.-এর নিকট এসে সে তার অধীনস্ত দাসীর সাথে সহবাসের সময় আযল করে জানালো এবং আরও বললো আমি চাই না সে গর্ভবতী হোক। আর আমি এও চাই না যে অন্যরাও চাক। কিন্তু ইহুদীরা আযলকে গৌণ অপরাধ, গর্ভজাত শিশু হত্যা বলে দাবী করে। রাসূল স. নিশ্চিতভাবে ইহুদীদের ধারণাকে অস্বীকার করলেন এবং নিয়তির ব্যাপারে বললেন।"–আবু দাউদ, ইবনে হাম্বল এবং আল তাহাওয়াই

"ওবায়েদ ইবনে আবি রিফা আল আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাথীদের একটা দল ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর সম্মুখে আযলের ব্যাপারে মন্তব্য করেন এবং তারা একমত নয় বলে জানালেন। ওমর বললেন আপনারা ভিন্ন মত পোষণ করলেন, আপানারাতো বদর প্রান্তের ভাল মানুষ। আপনাদের পরে যারা আসবে তাদের কি হবে?

www.pathagar.com

দুজন লোক বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হলেন। ওমর তাদের তর্ক বিতর্কের ব্যাপারে জানতে চাইলে একজন বললেন, ইহুদীরা আযল করাকে গৌণ অপরাধ, গুপ্ত শিশু হত্যা বলে দাবী করে।

আলী ইবনে আবু তালেব উত্তর দিলেন এটাকে কোনোক্রমে গুপ্ত ভ্রূণ হত্যা বা ওয়াদ বলা যাবে না যে পর্যন্ত না শুক্রবিন্দু সাতটা স্তর পার হয়ে নারীর গর্ভে গিয়ে ফিটাল ডেভেলপমেন্ট ঘটায়। প্রথমত ইহা একটা মাটির ভিজা উপাদান, দ্বিতীয় মাতৃগর্ভে নুতফার একটা ফোটা পরা, তৃতীয় তা রক্ত পিণ্ডের আকার ধারণ করা (আলাকা), চতুর্থ একটা গোস্ত পিণ্ড (মুদগাহ), পঞ্চমত হাড়, পঞ্জর হাড় সৃষ্টি, ৬ষ্ঠত উহা মাংস দ্বারা আবৃত হয়ে যাওয়া। ৭তমঃ মানুষ রূপে আকৃতি পাওয়া (খালাকান আখার), তখন ওমর রা., আলী রা.-কে বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।"–আল বাইহাকী এবং আল নাসায়ী

আলী রা. উপরোক্ত তথ্যের ব্যাপারে সূরা মু'মিনূন-এর ১২-১৩ আয়াতকে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এ আয়াত দুটোতে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ আছে।

আবু ইয়ালা থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত হাদীস ওবায়েদ ইবনে রাইফা যিনি তার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি বললেন ঃ উক্ত দলে ওমর ইবনুল খাত্তাব এর সঙ্গে আলী ইবনে আবু তালেব, আবু যুবায়ের ইবনে আল আওয়াম এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ছিলেন এবং তারা আযল সমন্ধে আলোচনা করছিলেন।

ওমর ইবনুল খাত্তাব বললেন ঃ এতে কোনো ক্ষতি নেই। তাদের মধ্যে একজন বললো, এতে গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যা হয় বলে দাবী করেন। আলী উত্তর দিলেন, এটা কোনোক্রমে 'ওয়াদ' হতে পারে না, যতোক্ষণ না সাতটা স্তর পার হয়। এ ব্যাপারে তিনি সূরা আল মু'মিনের ১২-১৩ আয়াত উদ্ধৃত করলেন। ওমর ইবনুল খাত্তাব তার দেয়া ব্যাখ্যার প্রশংসা করলেন এবং বললেন আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন।

ইবনে আব্বাসও কুরআনে উল্লেখিত সূরা আল মু'মিনূন-এর আয়াতগুলো উদ্ধৃত করলেন এবং বললেন, যে পর্যন্ত না শুক্রবিন্দু থেকে রক্তপিণ্ড স্তর এবং মানব দেহে আত্মার সঞ্চার হয়ে ক্রমবিকাশ না ঘটে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে হত্যা করা বলতে পারি না, সে কারণে ইহাকে ওয়াদ বলা যায় না।

www.pathagar.com

২. হাদীসগুলোর মূল্যায়ন

আযল সমন্ধে যে সকল হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটা বর্ণনাতে একটু আধটুকু কম বেশী বা কম বক্তব্য আছে, তবে প্রত্যেকটা হাদীসেই আযল করাকে নিশ্চিত করেছে। শুধু একটা দুটো হাদীসে ওটা না করলেই কি নয় বলা হয়েছে, তবে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আযল করা বা না করার ব্যাপারে কুরআনেও কোনো আয়াত উদ্ধৃত নেই। তবে সন্তান-সন্ততি হোক সেটা আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সন্তান জন্মগ্রহণ করা নির্দিষ্ট আছে তার জন্ম হবেই। কারো সন্তান হওয়া না হওয়া এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ থেকে বুঝা যায় যে আযল করলেও যা হবে আর না করলেও তাই হবে। এতে কোনো রকম ব্যতিক্রম হবে না।

আযল করা অর্থাৎ শুক্রাণুকে আটকিয়ে দেয়া, এ ব্যাপারে বেশীরভাগ হাদীসেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। রাসূল স.-এর সাহাবীগণ আযল করাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং সাহাবীগণ নিজেরাই আযল প্র্যাকটিস করতেন। রাসূল স.-এর সাথীগণ আযল করতো যা তিনি জানতেন, কিন্তু তিনি তা কোনো সময় নিষেধ করেননি। সে সময় কুরআনও নাযিল হয়েছিল কিন্তু কুরআনেও আযল সমন্ধে কোনো আয়াত আসেনি। সেহেতু অবশ্যই বলা যায় যে, আযল করার অনুমোদন আছে। আর রাসূল স. কোনো সময় আযল করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি।

অধিকাংশ ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ এবং তত্ত্বোপোদেষ্টাগণ যারা আযল করাকে অনুমোদন দিয়েছেন তাদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী এবং ইবনে আল কাইয়ুম উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় গ্রুপে যারা আযল করাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন তাদের মধ্যে ইমাম হাযম অন্যতম, যিনি কেবল জুদামার বর্ণিত হাদীস ও তার বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করেছিলেন।

এ ব্যাপারে এখন কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ ও আইন শাস্ত্রবিদদের মতামত দেখা যেতে পারে।

ক. আবু জাফর আল তাহওয়াই (মৃত্যু ঃ ৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ) ঃ তিনি তার কিতাব "সারাহ্ মা-আনী আল আতাহার"-এ রাসূল স.-এর বর্ণিত কতোগুলো হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন যার কোনোটাতেই আযল নিষিদ্ধ করা হয়নি এবং নিষিদ্ধ করার কথাও ছিল না। তিনি আরও লিখেছেন যে, রাসূল স.-কে যখন আযলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি তাঁর সাহাবীগণের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারী করেননি বরং তিনি বলেছেন

www.pathagar.com

ইহা কি না করলে নয়। তোমরা এটা কেনো করো। এটাই ইহার নিয়তি। আল তাহাওয়াই বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ যদি একটা সন্তান সৃষ্টি করতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন তবে ইহা বাধা দেয়ার কেউ নাই। অথবা আল্লাহর পথে কেউ দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহ্ কতকগুলো শুক্রবিন্দুকে তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেন যদ্বারা একজন রমণী গর্ভবতী হয়। আল্লাহ্ যদি কোনো আদেশ জারী করেন যে, ঐ পানি থেকে কোনো সন্তান সৃষ্টি হবে না তবে সে পানি তার গন্তব্যে পৌছাতে পারবে না। পৌছলে কোনো সন্তান সৃষ্টি হবে না। এটা ছিল আল তাহওয়াইর নিজের মতামত।

খ. ইমাম আল গাজ্জালী (মৃত্যু ঃ ১১১১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ ইমাম গাজ্জালীকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়। তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন যে, আযল করা নিশ্চিতভাবে অনুমোদিত (মুবাহ্)। আযল নিষিদ্ধ করণের ব্যাপারে কুরআন অথবা হাদীসে নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ বা ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি থাকতে হবে। তবে কুরআন ও হাদীসে আযলের ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো উদ্ধৃতি নেই। যেমন নাকি বিবাহ না করা, সন্ন্যাস জীবন যাপন করা, বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হওয়া, সহবাসে বীর্য নির্গত করা ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীস খুবই স্পষ্ট। যদিও এ বিষয়গুলো খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ, তবুও আইনসঙ্গত। ঐরূপ সকল কর্ম থেকে বিরত থাকার ফলাফল আযল করার মতই—যেমন, গর্ভরোধ করা। কোনো স্ত্রীলোককে গর্ভবতী হতে হলে চারটা ফ্যাক্টর কাজ করে (১) বিবাহ (২) সহবাস (৩) গর্ভাশয়ে বীর্য না পৌছানো পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ করা (৪) প্রকৃতপক্ষে বীর্জ অর্থাৎ শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশা। গর্ভ নিরোধ ৪র্থটা তৃতীয়টার মতোই এবং তৃতীয়টা দ্বিতীয়টার মতো। প্রকৃতপক্ষে প্রথমটার মতো অর্থাৎ বিবাহ্ না করার মতো।

গ. ইবনুল কাইয়ুম (মৃত্যু ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) ঃ আযল সমন্ধে অনেক হাদীস উল্লেখ করার পর ইবনুল কাইয়ুম তার বিখ্যাত কিতাব "যাদ আল মা'দ" এ উপসংহার টানেন এভাবে ঃ রাসূল স.-এর প্রত্যেকটি হাদীসই বিশুদ্ধ, দ্ব্যর্থহীন এবং সুস্পষ্ট। প্রত্যেকটি হাদীসেই আযলকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। রাসূল স. যে সকল সাহাবীগণ আযল করাকে অনুমোদন দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আলী ইবনে আবু তালিব, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু আইয়ুব আল আনসারী, যায়িদ ইবনে সাবিত, যাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাসূলের চাচা) আল হাসান ইবনে আলী (রাসূলের নাতী), খাব্বাব ইবনে আল আরাত, আবু সাঈদ আল খুদরী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসুদ, সাইয়েদ ইবনে মাসুদ, তাউস, আতা, আল নাকি, আল কামাহ্, আল হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে গাজিয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

আনসারদের মধ্যে সাদ ইবনে যুবায়ের, ইবনে শিরিন, ইবরাহীম আল তাইমা, আমর ইবনে মুরাহ্ এবং যাবির ইবনে যাইদ।

এতদ্ভিন্ন তিনি আল সাফিয়ীর সূত্র থেকে উল্লেখ করেন যে, রাসূল স.-এর অনেক সাহাবী থেকে শুনেছি যে, তারা আযল করার ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে কারণ আযল করাতে তারা কোনো রকম দোষের কিছুই পায়নি।

ঘ. ইবনে হাযর আল আসকালানী (মৃত্যু ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ) : তিনি আযলের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে তার "ফাতাহ্ আল বারীতে" আযলের অনুমোদনের সত্যতা দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। তিনি মনে করেন জাবিরের বর্ণিত হাদীসটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূল স. এ ব্যাপারটা ভালোভাবে জানতেন এবং এটাকে কখনো নিষিদ্ধ করেননি। আরও এ কারণে এটা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল স. এটাকে স্পষ্টভাবে অনুমোদন দিয়েছিলেন তা তার বর্ণিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যদি ইচ্ছা করো তবে তার সাথে তুমি আযল করতে পার। তার জন্য যেটা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে নিশ্চয়ই তা ঘটবে। অন্যান্য হাদীসে আযলকে নির্ভেজালের চেয়েও কম নির্ভেজাল বলে মনে করে। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের মতামতের সাথে অনেক তত্ত্বোপদেষ্টাগণ একমত পোষণ করেন। যারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় কুরআন ও হাদীস চর্চার মধ্যে ব্যয় করেছেন তার মধ্যে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের ইবনে আল হুমাম তার কিতাব "সারাহ্ আল কাদির", ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে আল যাবেদি তার বর্ণনায় "ইহয়িয়া উলুম আল দিন" কিতাবের সমালোচনা এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সাওকানী তার কিতাব "নায়েল আল আওতার"-এ তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

৩. যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আযলের বিরুদ্ধে আলোচনা

১৯৫০ সনের মাঝামাঝি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধীগণ আযল করা সম্পূর্ণ নিষেধ মর্মে কিছু হাদীসের বর্ণনা দেন। কিন্তু সে সময়কার কিছু সংখ্যক তত্ত্বোপদেষ্টা তাদের মতামত ব্যক্ত করে বর্ণিত হাদীসকে খণ্ডন করেন। তারা অন্যান্য হাদীসের ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে, রাসূল স. কখনো আযল করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোনো কথা বলেননি এবং কুরআনেও এর ওপর কোনো আয়াত নেই। কোনো আয়াত নাযিল হয়নি বা নেই। তবে এ ব্যাপারে সূরা আল বাকারার ২৩৩ আয়াত এবং সূরা আহ্যাবের ১৫ আয়াত এবং সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আযল করা নিষেধ, এ উক্তির প্রবক্তাদের মধ্যে ইমাম হাযম অন্যতম। যদিও তিনি সে সময়কার তত্ত্বোপদেষ্টাদেরকে তার ধারণা গ্রহণযোগ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন তবুও তার ধারণা ইসলামী জুরিস প্রুডেন্সে উদ্ধৃত হয়েছে। আযলের ওপর ইবনে হাজম-এর ধারণা জাহেরী স্কুল অফ থটে সরকারী মতামত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার কিতাব আল মুহাল্লাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইবনে হাযম ইসলামী জুরিস প্রুডেন্সে তার মতামতকে একটা মৌলিক বুনিয়াদ হিসাবে রুলিং প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে তিনি সকলকে অনুধাবন করাতে সচেষ্ট হয়েছেন। আর যে পর্যন্ত না কোনো টেক্সট দ্বারা উহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তার পূর্ব পর্যন্ত উহার অনুমোদন বা পূর্ব অবস্থা বলবৎ থাকতে পারে বা চলতে পারে যেটা যুদামার বর্ণিত হাদীস থেকে দ্রষ্টব্য।

তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, যুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আযল করাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং যা পরবর্তী সময় অন্যান্য হাদীস দ্বারা আযল করা অনুমোদিত হয়েছিল তাও বাতিল হয়ে গেছে এবং ঐ সকল হাদীসগুলোকে তিনি সহীহ্ হাদীস বলে মনে করেন না। ইবনে হাযম বিভিন্ন হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনা বিশেষ করে আবু সাঈদ খুদরীর হাদীস বর্ণনাকে দু-রকম অর্থ করে থাকেন। হাদীসগুলো সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আযল সম্পর্কে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার। একথা তিনি তিন বার বললেন। অতপর বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে (আল্লাহর সিদ্ধান্ত হয়েছে) তা অবশ্যই হবে।

২. তিনি আরও বললেন, রাসূল স. বলেছেন ঃ এটা (আযল) না করলেও কি তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে ? কারণ এটা (সন্তান জন্ম হওয়া না হওয়া) তকদীরে নির্দিষ্ট আছে। (অধস্তনে রাখা) রাসূল স. বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

৩. তিনি (আবু সাইদ) বলেন, রাসূল স.-এর সম্মুখে আযল সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন ঃ কোনো লোক এরূপ করবে কেনো ? তবে তিনি একথা বলেননি যে, কোনো লোক যেন এরূপ না করে। কারণ এমন কোনো সত্তাধারী সৃষ্টি হয়নি যার স্রষ্টা আল্লাহ নন।

৪. তিনি আরও বলেন ঃ রাসূল স.-কে আযল সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সব পানি (স্ত্রীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত পুরুষের বীর্য) দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন কোনো কিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসগুলোকে দু-রকম ভাবার কিছুই নেই। সকল হাদীসই আযল করার পক্ষে স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে। ইবনে হাযম, ইবনে শিরীনের বর্ণিত হাদীসকেও নিষেধাজ্ঞার কাছাকাছি মনে করেন।

আনাস ইবনে শিরীন কি বর্ণনা করেছেন তা দেখা যেতে পারে ঃ

তিনি বলেছেন, আমি মা'বাদ ইবনে শিরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আযলের বিষয়টি আবু সাঈদ আল খুদরীর নিকটে শুনেছো ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল স. বলেছেন, তোমরা যদি আযল না করো তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। কেনো তা (কোনো প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া না হওয়া) তকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এতে দেখা যায় যে, ইবনে হাযমের ধারণা সঠিক নয়। তবে আত্মবিরোধী হলেও তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, জাবির ইবনে আব্বাস, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, যায়েদ ইবনে সাবিত এবং ইবনে মাসুদ কর্তৃক আযল করার ওপর (আযল করা অনুমোদিত) যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা সঠিক ও সত্য। অপরদিকে যারা আযল করাকে অপসন্দ বা অনুমোদন করেনি তাদের মধ্যেও তিনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন সেই আলী ইবনে আবু তালিব, ইবনে ওমর, ওমর নিজেও, ওসমান, ইবনে মাসুদ আযল করার পক্ষপাতি ছিলেন এবং পূর্বেই অনুমোদন করেছিলেন যা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে। তাতে দেখা যায় যে ইবনে হাযম 'আযলের' ব্যাপারে নিজেই বিভ্রান্তিতে আছেন। কারণ বিশেষ করে তিনি আলী ও ওমর যারা আযল করাকে অনুমোদন করেছিলেন তাদের নাম ঐ লিষ্টে উদ্ধৃত করেছেন।

৪. আযল করা নিষেধাজ্ঞা/বাতিল করা প্রসঙ্গে

প্রথম অবস্থায় যে সকল ইসলামী তত্ত্বোপোদেষ্টা ইবনে হাযম এর যুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী ও ইবনুল কাইয়ুম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ১৭৯০ অব্দে আল যাবেদী, ১৮৩০ অব্দে সাওকানী এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মাদকুর, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আল বায়ুতী প্রমুখ তত্ত্বোপদেষ্টাগণ আল হাযমের যুক্তিকে খণ্ডন করেন।

উল্লেখ্য এক শতাব্দীর পূর্বেই যাফর আল তাহাওয়াই (মৃত্যু ৯৩৩ খ্রি.) ধারণা দিয়েছেন যে, রাসূল স. কোনো এক যাত্রায়, তিনি "আযল করা" গুপ্ত শিশু হত্যা নামক বাক্যটি ইহুদীদের মতো হয়তো ব্যবহার করেছিলেন। যখন "আযলকে" বাতলি ঘোষণা করে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। যখন কুরআনে আয়াত নাযিল হলো ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ

www.pathagar.com

مَّكِيْنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরপেক্ষ আধারে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতপর পঞ্জরে, অতপর অস্থি পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি রূপে। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা কতো মহান।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১২-১৪

তখন তিনি অনুধাবন করলেন যে, আযল করা বেঠিক না হয়ে বরং ঠিক। কারণ শুক্রবিন্দু স্তরের পর স্তর (সাত স্তর) পার হয়ে অবশেষে রূপ নেয় এক অন্য সৃষ্টি রূপে, অর্থাৎ অন্য সৃষ্টি রূপ নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ শুক্রবিন্দু জীবন পায় না। যখন শুক্রবিন্দু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সাথে মিলে গিয়ে উর্বরতা লাভ করতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে অন্য এক সৃষ্টি রূপ ধারণ করে, তখনই জীবন পায়। জীবন পাবার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত আযল করা যায়।

তবে উল্লেখ্য, ইবনে রুশদ এবং আল আরাবী, যাফর আল তাহাওয়াই এর ধারাকে অমূলক বলে অস্বীকার করেন, কারণ রাসূল স. কোনো মতেই ইহুদী আইনের সাথে সম্পূরক কোনো কথা বলতে পারেন না বলে তাদের নিশ্চিত ধারণা ও বিশ্বাস।

ক. ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১ খ্রি.) ঃ কিন্তু যুদামার বর্ণিত হাদীস ব্যবহার সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে মত ব্যক্ত করেন যে, আযল করা সম্পর্কে বহু নির্ভরযোগ্য হাদীস বিদ্যমান আছে। যেহেতু গুপ্ত শিশু হত্যা উক্তিটা যদিও হাদীসে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা উক্তির সম্পূরক সেহেতু সম্ভবত উহা নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অপসন্দনীয় বলা যায়। ইমাম আলী বলেন, ভ্রূণের ক্রমবিকাশের সাতটা স্তর পার হবার পর অন্য একরূপে মানব সৃষ্টি হয় (সূরা মু'মিন ঃ ১২-১৪) তার ওপর ভিত্তি করে যে আযল করা গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যা সে ধারণাও তিনি বাতিল করে দেন এবং ওয়াদ দাবী করার পূর্বেই ইমাম গাজ্জালী বলেন যে, আযল ওয়াদ বা গর্ভপাতের মতো নয়। কারণ আযল করলে তাতে কোনো জীবন নষ্ট হয় না বিধায় কোনো অপরাধ বলে গণ্য করা যায় না। আযল করাকে অনেক সাহাবীও সমর্থন করেছেন। যেহেতু কুরআনে আযলের ব্যাপারে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি সেজন্য আযল করাকে নিষিদ্ধ বলা যাবে না।

www.pathagar.com

খ. আল নাওয়াই (মৃত্যু ১২৭২ খৃ.) ঃ মনে করেন যে, সকল হাদীসই আযল করাকে অনুমোদন দেয়নি সেগুলোকে বিরাগপূর্ণ বলে ধরা হয়, কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়নি। আবার যে সকল হাদীস আযল করাকে অনুমোদন দেয় ওগুলোকে বিরাগপূর্ণ বলে বাদ দেয়া যায় না। সে কারণেই তিনি সকল অবস্থাতেই আযল করাকে মাকরূহ বলে ঘোষণা করেছেন। যদিও কেউ কেউ বলেছেন, আল নাওয়াই আযল করার বিরোধিতা করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আযল করাকে তিনি মাকরূহ বলেছেন বা অপছন্দ করেছেন।

গ. ইবনুল কাইয়ুম (মৃত্যু ১৩৫০ খ্রি.) ঃ ঐ সকল হাদীস বর্ণনাকারী যারা আযল করাকে নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা করেন তাদের অভিমত খণ্ডন করে সে ব্যাপারে কেবল ইবনে হাযম-এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। কারণ তিনিই আযল করা নিষিদ্ধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার যারা যুদামার বর্ণিত হাদীসের সাথে অন্যান্য হাদীসের সমন্বয় সাধন করতে চান তাদেরকে তা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে বলেন। কারণ এক দল হাদীসগুলোতে সমষ্টিগতভাবে আযলের অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে মনে করেন। অপর দল ইহুদীদের ধারণা মতে বলতে চান যে, আযল করলে কখনো রমণীগণ গর্ভবতী হয় না এবং তাতে গুনাহও হয় না। এ দাবীকে অস্বীকার করে রাসূল স. বললেন, আল্লাহ যদি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তবে তা কেউ বন্ধ রাখতে পারে না।

ইবনুল কাইয়ুম এরপর ইবনে হাযম-এর দাবী খণ্ডন করেন।

ঘ. আল ইরাকী (১৪০৪ খ্রি.) ঃ তার শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা গুপ্ত শিশু হত্যা এবং গৌণ শিশু হত্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। গৌণ শিশু হত্যার ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, গৌণ শিশু হত্যা বলতে একটা সদ্য প্রসূত সন্তানকে হত্যা বুঝায় এবং গুপ্ত শিশু হত্যাকে মূলতঃ প্রকৃতপক্ষে শিশু হত্যা বুঝায় না। কারণ গর্ভাশয়ে পৌছার পূর্বেই যদি শুক্রাণু ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায় তবে তাতে কোনো জীবনের লক্ষণ থাকে না বা পাওয়া যায় না। শুক্রাণু ডিম্বাণুর সংস্পর্শে আসলেই কেবল ৪২ দিন পর জীবন লাভ করে থাকে সুতরাং আযল করা দ্বারা মূলত জীব হত্যা বুঝায় না।

ঙ. আল বাইহাকী (মৃত্যু ১০৬৬ খ্রি.) ঃ তার "আল সুনান আল কুবরা" কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যারা আযল করা সমর্থন করে তাদের সংখ্যা অধিক এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এবং যারা আযলের বিপক্ষে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তিনি উপসংহারে আরও বলেন, যখন আযল "কারাহা তানজিহিয়া" সেজন্য নিষিদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

চ. ইবনে হাযর (মৃত্যু ১৪৪৯ খ্রি.) ঃ তার "ফাতেহ্ আল বারীতে" পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মনে করেন জুদামার বর্ণনায় আযলকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাতে এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ মিলে না। অপর পক্ষে আযল করা যে গুপ্ত শিশু হত্যা এটা কেবল শ্রুতিতব্য কিন্তু হারাম নয়। তিনি এ ব্যাপারে আল ইরাকীর বিশ্লেষণকে মূল্যায়ন করেন যে, গুপ্ত শিশু হত্যা এবং গৌণ শিশু হত্যা এক নয় বিধায় রাসূল স.-ও এর সমালোচনা করেছেন। শুক্রবিন্দুকে গর্ভাশয়ে না ফেলে বাহিরে নির্গত করলে প্রকৃত হত্যা করা বুঝায় না। তিনি আরও বলেন যে, আযল এবং ওয়াদ উভয়েরই একই অভিপ্রায় অর্থাৎ অধিক সন্তান রোধ করা। ওয়াদ যখন অভিপ্রায় এবং প্রকৃত হত্যাকে এক করে দেখে সেখানে আযল অভিপ্রায়ের সীমানায় বন্ধ হয়ে যায়, এ ব্যাপারে সেখানে কোনো দোষ হতে পারে না। সেজন্যই এটাকে গুপ্ত হত্যাও বলা হয়ে থাকে।

ছ. আল আইনী (মৃত্যু ১৪৫১ খ্রি.) ঃ তার "উমদাত আল কারী" এবং সহীহ্ আল বুখারীতে মন্তব্যসহ ধারাবাহিক বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, আল আরাবীর মতে যুদামার বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। যাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারা যুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে সমভাবে বিরোধিতা করা হয়েছে। যাবির বর্ণিত হাদীসকে আরও দুটো হাদীস দ্বারা কনফার্ম করা হয়েছে বলে আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যুদামা যদি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে থাকেন তাহলে তার বর্ণিত হাদীস বিলম্বিত। তবে আবদেল হক-এর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন।

জ. আল ইবনুল হুমাম (মৃত্যু ১৪৫৯ খ্রি.) ঃ তার "সারাহ্ ফাতাহ আল কাদির" কিতাবে তিনি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ট ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ ও রাসূল স.-এর সাহাবীগণ কেবল মাত্র যুদামার অপব্যাখ্যার জন্য আযলকে বিরাগপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে তিনি উপসংহারে ঘোষণা করেছেন যে, আযল করা সঠিক এবং অনুমোদিত। এক্ষেত্রে হযরত আলী রা., হযরত ওমর রা.-এর সম্মুখে সূরা আল মু'মিনূনের ১২-১৪ আয়াত এর উল্লেখ করে শুক্রাণু হতে সাত স্তর পার হয়ে ফিটালে ধারণ করা পর্যন্ত স্তরকে উদ্ধৃত করে যুদামার হাদীসকে বিলম্বিত বলে উল্লেখ করেন এবং আযল করা অনুমোদনকারীর মধ্যে তিনিও একজন।

www.pathagar.com

ঝ. আল সাওকানী (মৃত্যু ১৮৩০ খ্রি.) ঃ তার "নেয়াল আল আওতার" কিতাবে পূর্বের মতামত সংক্ষেপে উপস্থাপন করে বলেন, যুদামার বর্ণিত হাদীস দ্বারা আযল করাকে নিষেধ করা হয়নি। যাবের ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসগুলো আযল করা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় তার মৌন সম্মতি নিশ্চিত করেন। সে কারণে তিনি আযল করা নিষিদ্ধ করেননি। তাই যুদামার বর্ণিত হাদীস খুবই দুর্বল বিধায় সুনান-এর চারটি অধ্যায়ে বাদ দেয়া হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের মধ্যে শেখ এম. এস. মাদকুর ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে আল সাওকানী এবং অন্যান্য তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামতকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে হাযম-এর মতামতকে খণ্ডন করে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ক. ইবনে হাযমকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, কোন্ হাদীস দ্বারা অন্য হাদীসকে বাতিল করা হয়েছে, যা খুবই অসম্ভব।

খ. "কারাহ্ তানজিহিয়াহ" স্বীকার করে নিয়ে দুটো বিষয়ের মিলন সাধন সম্ভব।

গ. হযরত ওমর রা. এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে আযল করাকে অনুমোদন দেয়নি তা অন্যান্য হাদীসের বর্ণনার সাথে বিরোধ পূর্ণ।

ঘ. ইবনে হাযম দাবী করেন যে, হযরত আলী রা. আযল করার অভ্যাস করেনি এবং ইহাকে নিষেধও করেনি। এটাও আশা করা কঠিন ব্যাপার যে, সকল সাহাবী এটা করুক, যা কেবল মাত্র অসম্ভব ব্যাপার।

ঙ. ইবনে হাযম জাবিরের বর্ণিত হাদীসকে খাটি বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোনো মতামত দেননি।

চ. মাদকুর যুক্তি দেখান, যদি আযল করার অনুমোদন বাতিল হয়ে থাকে, তবে যাবিরের মতো সাহাবীর বর্ণনায় উহার প্রতিফলন থাকতো এবং হযরত আলী রা., রাসূল স.-এর মৃত্যুর পর হযরত ওমর রা.-এর সম্মুখে আযলকে ওয়াদ বলে অস্বীকার করতো।

ঞ. আল বুয়ুতী (শেখ ডাঃ সাঈদ রামাজান) ঃ যিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রাকটিসের নহে। যিনি ১৯৭৬ সালে Birth Control: Preventive and Curative Aspects in 1976 পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি উক্ত পুস্তকে এ অধ্যায় থেকে আটটা জরুরী হাদীস নিবন্ধন করেন যার ওপর মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

১. যুদামার বর্ণিত হাদীস বাদ দিলে এটা বলা যায় যে গর্ভরোধ কল্পে আযল করা অনুমোদিত যদিও ঐ হাদীসের কিছু লক্ষণ "কারাহ"-কে নির্দেশ করে।

২. যাবির-এর বর্ণিত হাদীসগুলো খুবই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু কিছু হাদীসের দু-রকম অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য হওয়ায় অনুমোদনের ওপর একটা সঙ্কটের ছায়া পড়ে।

৩. রাসূল স. আযল করাকে অনুমোদন দিয়ে সেই ছায়াকে মুছে দিয়েছেন।

অনেক ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ মনে করেন ঃ

ক. যুদামার বর্ণিত হাদীস "কারাহ তানজিহিয়া" ইঙ্গিত করে, যেমন- আল নাওয়াই যেমন আল তাহাওয়াই নির্দেশ করে থাকে।

খ. যুদামার বর্ণিত হাদীস খুবই দুর্বল।

গ. প্রথম অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল যদিও পূর্বে অনুমোদন দিয়েছিল যার কোনো সময় নির্দেশ নেই।

ঘ. ইবনে হাযমের মতে আযল করা নিষিদ্ধ, এটা সঠিক।

৫. যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর আল সুয়ুতীর মন্তব্য

১. যুদামার বর্ণিত হাদীসটা খুবই দুর্বল বিধায় এটার ওপর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সঠিক হবে না। কারণ তার ব্যাখ্যায় গুপ্ত ওয়াদ হিসেবে নির্দেশ করে যা কেবল বিরাগপূর্ণ "কারাহা তানজিহিয়া" এটা দ্বারা কোনো নিষেধ করা বুঝায় না।

২. ইসলামের প্রথম দিকে আযল নিষিদ্ধ ছিল এমন কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৩. আযলের ব্যাপারে যুদামার বর্ণিত হাদীস বাতিল হয়েছে সে ব্যাপারে ইবনে হাযম এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। তবে যাবিরের বর্ণিত হাদীস থেকে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূল স.-এর সময় আযল করা হতো এবং তাতে তিনি কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

৪. রাসূল স. কখনো আযলকে গৌণ গুপ্ত শিশু হত্যাও বলেননি।

৫. আল সুয়ুতী এ ব্যাপারে ইজমা, কেয়াস ও হাদীসের উপর নির্ভর করে জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন দান করেছেন। পশ্চিমা ওলামা কাউন্সিলের প্রধান ডাঃ শেখ এম আল মাক্কী আল নাসিরি সংক্ষিপ্তভাবে যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর যে মন্তব্য করেন তা নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

যুদামার বর্ণিত হাদীসে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে তার ওপর ইসলামী চিন্তাবিদ ও তত্ত্বোপদেষ্টাদের বিভিন্ন ধারণা ও মতামতের সৃষ্টি হয়েছে, যা আমরা ইমাম গাজ্জালীর রিভাইভাল অফ রিলিজিয়ান সায়েন্সের ওপর মুরতাদা আল জাবেদী এবং সাওকানীর "নায়েল আল আওতার"-এর মধ্যে দেখতে পাই। অনেকে যুদামার বর্ণিত হাদীসকে খুবই এবং অযৌক্তিক (তানজিয়াহ) বলে মনে করেন। তারা আরও দাবী করেন যে, ঐ হাদীসে আযল করা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। আযল করাকে গুপ্ত শিশু হত্যাও বুঝায় না, সে জন্য নিষিদ্ধও বুঝায় না, সে কারণ ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ আযল করাকে গুপ্ত শিশু হত্যা হিসাবে স্বীকার করেনি। কারণ তাদের মতামত অযৌক্তিক। ইবনে কাইয়ুম এটাকে গুপ্ত কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শেখ আল নাসিরি আরও বলেন! যুদামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটা খুবই দুর্বল এবং এখন থেকে এর কোনো কার্যকারিতা নেই। অপরপক্ষে চারটা সহীহ হাদীসেও এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয় নাই। যেহেতু যুদামার বর্ণনার সাথে মুসলিম, বুখারী, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীসের বেশ শক্ত পার্থক্য লক্ষ করা যায়, সেহেতু দুর্বল হাদীস নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হোক তা কোনো তত্ত্বোপদেষ্টাগণ চান না।

❑

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন স্কুলের মতামত

ইসলামে চারটি মাজহাব এবং চারটি মাযহাবের মতামতকে প্রতিষ্ঠাকল্পে এক একটা স্কুল গড়ে উঠেছে। তার প্রতিটা স্কুলকে ঐ প্রতিটা মাযহাবের ইমামদের নামে লীগ্যাল স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্স নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন ইমাম আবু হানিফার নামে হানাফী স্কুল, ইমাম মালেকের নামে মালিকী স্কুল, ইমাম হাম্বলের নামে হাম্বলী স্কুল এবং ইমাম শাফিয়ীর নামে শাফিয়ী লীগ্যাল স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্স প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাই ঐ সকল স্কুলে ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণ ও ওলামাগণ কুরআন ও হাদীস শাস্ত্র অনুসারে যে যে ব্যাপারে যে মতামত প্রদান করেছেন সেটাই আজ বিশ্ব মুসিলম সমাজের কাছে সমাদৃত হয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের মূল স্তম্ভকে সঠিকভাবে না বুঝার বিভিন্নতার কারণে মতপার্থক্য দেখা দেয়। সে কারণে সুন্নি মাযহাবভুক্ত চারটি লিগ্যাল স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্স ব্যতীত আরও মতপার্থক্যের কারণে সম্প্রদায়গতভাবেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর দ্বারা লিগ্যাল স্কুলের সৃষ্টি হয়। যেমন হযরত আলী রা.-এর অনুসারীদের মধ্যে কয়েকটি লিগ্যাল স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্স প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমাম যায়েদ ইবনে আলীর নামে যায়েদী শিয়াইত স্কুল, ইমাম জাফর আল সাদিকের নামে জাফরী শিয়াইত স্কুল (ইসনে আশারিয়া বা বার ইমাম), ইসমাইলী শিয়াইত স্কুল (সেভেনারস বা সাত ইমাম), ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদের নামে খারিজী স্কুল এবং ইমাম দাউদ ইবনে খালাফের নামে জাহিরাইত স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১. হানাফী স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্স

ইমাম আবু হানিফা (নুমান ইবনে যাবিত) ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তবে কুরআন ও হাদীসের ওপর তার খুব দখল ছিলো, সে কারণে তিনি কুরআন ও হাদীস অনুসারে প্রত্যেকটা সমস্যার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে সামর্থ হতেন। যেখানে কুরআন ও হাদীসের কোনো বিষয় অস্পষ্টতা দেখা দিতো সে সকল বিষয়ের ব্যাপারে ইজমা ও কিয়াসের পথ অনুসরণ করতেন। অপরপক্ষে তিনি ইসলামী শাস্ত্রবিদদেরও প্রাধান্য দিতেন এবং সে কারণে জুরিসপ্রুডেন্সে ইসতিসান-এর প্রচলন করেন। এ কারণে তাকে ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্সের শ্রেষ্ঠ ইমাম বা ইমামে আযম বলা হতো। ইমাম আবু হানিফা ও তার আরও দুই সাথী আবু ইউসুফ (মৃত্যু ৭৯৮ খ্রি.) এবং মুহাম্মদ আল সায়বানী (মৃত্যু

www.pathagar.com

৮০৫ খ্রি.) কোনো সমস্যার বিষয়ে অসাধারণ মন্তব্য বা মতামত দিতে পারতেন। সে কারণে তাদেরকে আপ হোল্ডারস অব প্রাইভেট ওপেনিয়ন বলা হতো। সে সময় ইসলামী সাম্রাজ্যে হানাফী স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং আব্বাসীয় ও অটম্যান সম্রাজ্যের তখন তিনিই একমাত্র লিগ্যাল স্কুল অফ জুরিসপ্রুডেন্সের কর্ণধার ছিলেন। সকল আইনগত বিষয়ে তার মাতমত নেয়া হতো। ইমাম আবু হানিফা ও তার শিশ্য আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ আল সায়বানী স্ত্রীর মতামত নিয়ে আযল করাকে সমর্থন করেছেন। একথা আল খাওয়ারিজমি তার পুস্তক "জামী মাসানিদ আল ইমাম আল আজম"-এ ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে লিপিবদ্ধ করেছেন।

আল তাহাওয়ী (মৃত্যু ৯৩৩ খ্রি.) ঃ তার "সারাহ মা' আনী আল আতহারে" আযল করাটা অগ্রহণযোগ্য নয় বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। যখন তারা এ বিষয় রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি এর বিরুদ্ধে কোনো নির্দেশ দেননি বলেও উল্লেখ আছে।

আল কাশানী (মৃত্যু ১১৯৮ খ্রি.) ঃ তার "বাদা-ই-আল সানাই" পুস্তুকে লিখেছেন যে, স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত আযল করা অপছন্দনীয় অর্থাৎ ইউকরাহ অথবা কারাহা শর্তে। হানাফী স্কুলের মতে ইহা প্রায় নিষিদ্ধ হবার মতো। অর্থাৎ কারাহা তাহরিমিয়া। তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন যে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমকালীন যে পদার্থ স্ত্রীর গর্ভাশয়ে নির্গত হয় তাদ্বারা সন্তান ধারণ করতে পারে। সেজন্য সন্তান পাওয়াটা স্ত্রীর অধিকার। আযল দ্বারা স্ত্রীর অধিকারকে হরণ করা হয়। কোনো স্ত্রী যদি আযল করাকে সম্মতি জ্ঞাপন করে তবে আযল করা গ্রহণীয় হতে পারে।

আল মারগিনানী (মৃত্যু ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে) ঃ তার পুস্তক "হিদায়েত আল মুহতাদী"তে প্রথম স্কুলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, আযল এর ব্যাপারে স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন। আল বারতি (মৃত্যু ১৩৮৪ খ্রি.) তার কমেনটারী "সারাহ আল ইনায়াতে" বর্ণনা করেন যে, আযল করতে হলে স্ত্রীর সম্মতি অবশ্যই নিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন যে, আযল করাতে কোনো দোষ নেই অর্থাৎ "লা বা সাবিহ"।

আল কামাল ইবনে আল হুমাম (মৃত্যু ১৪৫৭ খ্রি.) ঃ সূত্রের ধারাবাহিকতায় তার "সারাহ ফাতাহ আল কাদির"-এ বর্ণনা করেন যে, ইসলামী তন্ত্রোপদেষ্টাদের বেশীর ভাগই আযল করাকে আইন সিদ্ধ বলে মনে করেন (আমমাল আল ওলেমা)। তবে সংখ্যালঘুরা আযলকে অপসন্দ করেছেন।

www.pathagar.com

কারণ তারা যুদামার বর্ণিত হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তবে স্ত্রীর মতামত গ্রহণীয় হতে পারে যদি না স্ত্রীর সন্তান জন্ম দিতে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয় বা জীবন মরণ সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে।

ইবনে নুজাইম্স (মৃত্যু ৫৬২ খ্রি.) ঃ তার আল বাহ্র আল বাই'ক গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন যে, তত্ত্বোপদেষ্টাদের সঠিক অভিমত হলো যে, স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল করা যাবে। তবে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, স্ত্রীর জীবন-মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে স্ত্রীর মতামতকে অগ্রাহ্য করা যাবে। তিনি আরও বলেন স্ত্রীরা ইউটেরাসের মুখকে বন্ধ করে দিতে পারে যাতে ইউটেরাসের মধ্য দিয়ে শুক্রাণু (সিমেন) ভিতরে যেতে না পারে এবং ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হতে না পারে। ইবনে নুজাইম মনে করেন যে, এ ব্যবস্থা কেবল স্বামীর অনুমতি নিয়ে হতে পারে। এ থেকেই "প্রেসারীর" ব্যবহার প্রথম জানা যায়।

ইবনে আবদীন (মৃত্যু ৫৬২ খ্রি.) ঃ তার "রাদদ আল মুহতার" এবং "মিনহাত আল খালিক"-এ পূর্ববর্তী সময়ের তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন যে, স্বামী স্ত্রীর সম্মতির ভিত্তিতে আযল করা যেতে পারে। তবে স্ত্রীর খারাপ অবস্থার সময় স্ত্রীর সম্মতিকে পরিহার করা যেতে পারে। কোনো দুষ্কর এবং লম্বা সময়ে ভ্রমণের সময় তিনি সময়ের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তীত এ রুলিংও পরিবর্তীত হতে পারে বলে মনে করেন।

মিশরের গ্র্যাণ্ড মুফতী শেখ আবদেল মজিদ সালিম ঃ ১৯৭৩ সালে হানাফী স্কুলের মতামতকে বিচার বিশ্লেষণ করে যে আইনগত ফতোয়া জারি করেন তা হলো আযল করা যাবে বা স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে গর্ভধারণকে বাধা দেয়ার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাবে। তবে ধর্মীয় অনুশাসন হ্রাস পাওয়ার কারণে এবং পঙ্গু সন্তান জন্ম নেয়ার সম্ভাবনায় স্বামী স্ত্রীর সম্মতি প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

২. মালিকী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স

ইমাম মালেক যেহেতু মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেন সেহেতু তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন এবং মদীনার ওলামাদেরকে তিনি হাদীসের রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করেন কারণ মদীনাবাসীই রাসূলুল্লাহর স. সকল সময়ের সাথী ছিলেন।

মালিকী জুরিষ্টদের মধ্যে সংখ্যাগুরু দল স্ত্রীর মতামত নিয়ে প্রেগনেন্সিকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য আযল পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম মালিক-এর "আল মোওয়াত্তাতে" সাতটি হাদীসের বর্ণনা এভাবে এসেছেঃ

১. ইবনে মোহায়রিজ থেকে বর্ণিত। একদা আবু সাঈদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূল স. কখনো কি আযল করার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন যে, বনী আল মুসতালীকের যুদ্ধের সময় কিছুসংখ্যক সাথীরা আযল করতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা কি তা করতে চাও? যখন রাসূল স. আমাদের মধ্যে আছেন, উচিত না। এ ব্যাপারে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "লা আলাইকুম আল্লা তাফআলু"—শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত যতো আত্মার পৃথিবীতে আসার কথা, তা আসবেই।–মুসলিম, আবু দাউদ, মালিক এবং ইবনে হাম্বল

সহীহ বুখারীতে ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২. ইমাম মালেক হতে বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ ইবনে আমর, যায়েদ ইবনে সাবিতের অনুমতি নিয়ে যে ফতোয়া জারী করেছেন তাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা তোমাদের শস্যক্ষেত্র যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে পানি দিতে পার (চাষ করতে পার) অথবা ইহা বুভুক্ষ (অনুর্বর) রাখতে পার তা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু ইমাম মালেক এ উক্তির ব্যাখ্যার কোনো সমালোচনা করেননি।

৩. চারজন সঙ্গীর মধ্যে তিনজন আযল করতেন। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আবু আইয়ুব আল আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আযল পদ্ধতি ব্যবহার করতেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আযল করাকে পসন্দ করতেন না।

৪. ইমাম মালেক জুদামার বর্ণিত হাদীসকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু তার একটা অংশ কেবল আল গীলার সাথে সম্পর্কিত ছিল। জুদামা যে হাদীসের জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন ইমাম মালেক কিন্তু সেই আযলের অংশটুকু বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ চারজন সফর সঙ্গীর মধ্যে তিনজন যে আযল করতো সেই অংশটুকু।

আল মুয়াত্তার শেষ ভাগে তিনি উল্লেখ করেন যে, কোনো মানুষই তার স্ত্রীর মতামত নিয়ে আযল করবে না। এতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর মতামত নিয়ে আযল করা যাবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মালেক মদীনায় থাকতেন এবং মদীনার লোকদের এমনকি রাসূল স.-এর সাহাবীদের অভ্যাস জানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ থেকে বলা যায় যে, কিছু সংখ্যক সঙ্গী-সাথী ও তাদের অনুসারীগণ মদীনায় বসবাস করেও আযল করতেন এবং রাসূল স.-এর কিছুসংখ্যক সাহাবীও আযল পদ্ধতির ব্যবহার করতেন তাতে রাসূল

www.pathagar.com

স. স্পষ্ট করে কোনো সময়ই আযল পদ্ধতির প্রচলন বাতিল করেননি। তাতে পক্ষান্তরে বুঝা যায় যে, জুদামার বর্ণিত হাদীস গ্রহণীয় নয়। উপরন্তু ইমাম মালেক তার আল মুওয়াত্তায় আযলের বিষয় বর্ণনা করে সত্তর জন সাহাবী ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টার নিকট উপস্থাপন করেন এবং তারা তাতে একমত হোন

ইবনে আবদেল বার ঃ একজন মালেকী তত্ত্বোপদেষ্টা ছিলেন। হাদীসের ওপর তার খুব অথরিটি ছিল। তিনি আল মুওয়াত্তার ওপর যে বিখ্যাত মতামত পেশ করেছেন তাকে "আল তামহিদ লিমা ফিল মুওয়াত্তা মিন মা আনি ওয়া আস সানিদ" বলা হয়। তিনি মালেকি মাজহাব-এর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন তাহলো এই যে, ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল করা যাবে অন্যথায় নয়।

আল কুরতবী ঃ তার পুস্তক "আল জামি লা আহকাম আল কুরআন" এ নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এক ফোটা শুক্র বিন্দু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পড়াই প্রকৃত অবস্থান নয়। সেহেতু স্ত্রীলোক যদি তাকে বের করে দেন তাতে কোনো দোষের নয়, যদি না তা প্রকৃত ও বাস্তবিকভাবে স্ত্রীর ইউটেরাসের মধ্যে গ্রথিত হয়ে থাকে। এটা সকল বিষয়ের জন্য, যদিও এটা পুরুষ মানুষের কটিদেশ থেকে আসে। এখন যদি শুক্রাণু ইউটেরাসে পৌছার পূর্বে এবং ইউটেরাসে শুক্রাণু গ্রথিত হবার পূর্বে বাহিরে নির্গত করে তাতে কোনো দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় পুরাকালে মুসলিম ডাক্তারগণ পুরুষদের জন্য মলম এবং স্ত্রীলোকদের জন্য তৈলাক্ত জিনিস ব্যবহার পদ্ধতি চালু করে যাতে সহবাসের সময় পুরুষের বির্য ইউটেরাসের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে এবং ভ্যাজাইনা থেকে চোয়ায়ে চোয়ায়ে বের হয়ে পরে।

আল রাজি (মৃত্যু ৪৯৪ খ্রি.) ঃ তার "আল মুনতাকা"-তে বর্ণনা করেছেন যে, জ্ঞানী আলেম ও সাহাবাগণ কোনো প্রশ্নের উত্তরে মূল বক্তব্যের জন্য কুরআন ও হাদীসের ওপরই নির্ভর করতেন। যদি কোনো মূল বক্তব্য কুরআন ও হাদীসে না পাওয়া যেতো তা হলে ইজমা ও কিয়াসের ওপর নির্ভর করতেন। যেহেতু এ ব্যাপারে মূল বক্তব্য কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান সেহেতু তারা অন্য কোনো চিন্তা করেনি।

আযল সম্পর্কে আল মুওয়াত্তাতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যান্য সঙ্কলিত গ্রন্থে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে অধিকাংশ ইসলামী জুরিষ্ট একমত যে স্ত্রী সহবাসের সময় প্রতিবন্ধকতায় দোষ নেই। অর্থাৎ আযল করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেন। তবে ইবনে ওমর রা. এ পদ্ধতিকে খুব

www.pathagar.com

অপসন্দনীয় ঘৃণা করেছেন। অন্যরা ইহা ওয়াদ বা নগণ্য শিশু হত্যা বলে অবহিত করেন। ইমাম আলী ইবনে আবু তালেব এটাকে ওয়াদ বলে স্বীকার করেননি যে পর্যন্ত সন্তান সৃষ্টি হবার সাতটা স্তর অতিক্রম করে থাকে সে পর্যন্ত। হযরত ওমর এ দাবীকে অনুমোদন করেছেন। আযল করাকে যারা ঘৃণা করতেন রাসূল স.-এর হাদীস "লা আলাইকুম আল্লা তাফআলু" অর্থাৎ আল্লাহ্ ভালো জানেন, তার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, এটায় কোনো দোষ নেই। এটা যদি কেউ না করে তাতেও দোষ নেই। তবে উক্ত হাদীস দ্বারা এটা করাকে নিষেধ করা হয়েছে বলে ইমাম আল রাজি মনে করেন না।

যুদামার বর্ণিত হাদীস যে অংশে গীলার কথা উল্লেখ আছে, সে বিষয় ইমাম রাজি মনে করেন যে, রাসূল স. এটাকে প্রায়ই নিষিদ্ধ করে ফেলতেন যে পর্যন্ত না তিনি পার্শী ও রোমানদের কোনো ক্ষতির কারণ না পান। কুরআনে এ বিষয় কোনো বর্ণনা না থাকায় তিনি ইসতেহাদের ওপর নির্ভর করতে পারতেন। তিনি বলেন, রাসূল স. কোনো সময়ই কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে চাননি, যারা প্রকৃতপক্ষে এক স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল ছিল, এবং দীর্ঘ সময় স্ত্রীর থেকে কোনো কারণ বশতঃ দূরে থাকতেন তাদেরকেও। তবে তিনি গীলা দ্বারা সন্তানের সম্ভাব্য ক্ষতির কারণকে উড়িয়ে দেননি। যদিও এটা খুব বিরল ঘটনা ছিল। তবুও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বিবাহিত স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকাটাই অনেক সময় ক্লেশের কারণ হতো।

ইমাম রাজী গীলা সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বলেন যে, দুধমা যিনি সন্তানদের দুধ সেবন করাবেন, সন্তানের মঙ্গল হেতু গর্ভধারণ না করা অর্থাৎ বিরত থাকা। কারণ গর্ভধারণ করলে দুধের শিশু এমনকি গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি হয়ে পড়বে, পুষ্টিহীনতায় ভুগবে।

ইমাম রাজি পরিশেষে ইমাম মালেকের মতামতকেই সঠিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করা যাবে এবং এটাই ছিল ইসলামী সম্রাজ্যের সকল ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টার অভিমত।

ইবনে যুজাই (মৃত্যু ১৩৪০ খ্রি.) ঃ তার পুস্তক "আল কাওয়ানীন আল ফিকহিয়া"তে বর্ণনা করেছেন যে, গীলা নিষিদ্ধ নয়। আযল কেবল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হতে পারে। যদিও ইমাম সাফিয়ী এটাকে নিয়ম বিবর্জিত বলে মনে করেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, যদি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশে যায় এবং ইউটেরাসে আলাকাহ অবস্থায় থাকে তবে তাকে কোনো প্রক্রিয়ায় বাহির করা যাবে না। আর ভ্রূণকে কোনো অবস্থায়ই নষ্ট করা যাবে না। মুদগাহ অবস্থায় প্রশ্নই ওঠে না। এখন সকল ইসলামী জুরিষ্টই একই মত পোষণ করেন যে, এ অবস্থায় ভ্রূণকে নষ্ট করা শিশু হত্যার শামিল।

www.pathagar.com

আল জারকানী (মৃত্যু ১৭৩০ খ্রি.) : তার পুস্তক "সারাহ মুওয়াত্তা আল ইমাম মালেক" এ অপরাপর হাদীস সংকলন সহ আল মুওয়াত্তার পর্যালোচনা করেন, যার মধ্যে আযল এর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইবনে মুহাইরিজ এর হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে আল জুরকানী মন্তব্য করেন যে, সাহাবীগণ আযলের ব্যাপারে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন কারণ তারা মনে করেন যে, আযল করাটা গুপ্ত শিশু হত্যার সমতুল্য। তিনি রাসূল করীম স.-এর "লা আল্লাকুম আল্লা তাফআলু"-এর ব্যাখ্যা করেন যে, এতে কোনো দোষ নেই যদি না তোমরা এটাকে অভ্যাসে পরিণত কর।

সাহাবারা যে আযল পদ্ধতি চালু রাখতেন সে ব্যাপারে যাবীর অন্যান্য হাদীসগুলোকে তুলে ধরেন। কারণ এটা কুরআন বা হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়নি। তিনি এটা নিশ্চিত করেন যে, রাসূল স.-এর এক সাথী রাসূল স.-এর সময়ই আযলের অভ্যাস অব্যাহত রাখেন। তা থেকে ধারণা করা যায় যে, এ হাদীসের বৈধতা আছে যদি না রাসূল স.-এর জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, আযলের ব্যাপারে যাবীরের বর্ণনায় রাসূল স.-এর অনুমোদন ছিল এ বলে যে, তার সাথে আযল করতে পার, যদি তুমি ইচ্ছা করো। তবে তিনি এটা উল্লেখ করতে ভুল করেননি যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী আযল করাকে ঘৃণা করতেন।

আল জুরকানী এবং ইবনে আবদেল বার-এর বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে যে, অধিকাংশ ইসলামী মহান তত্ত্বোপদেষ্টাগণ এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছেন এ বলে যে, ওক্ষেত্রে (আযল) স্ত্রীর অনুমতি অত্যাবশ্যক। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করা যাবে না। তিনি স্পষ্টতঃ আযলকে ওয়াদ বলতে নারাজ। যেটা ইহুদীরা ন্যূনতম অপরাধ বলে গণ্য করে থাকে। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, ইমাম আলী হযরত ওমরের মতামত নিয়ে এটাকে প্রত্যাখান করেছেন। জুদামার বর্ণিত হাদীস সূত্রে তিনি আযল করাকে মাইনর ইনফ্রানটিসাইড মনে করেন না।

গর্ভপাতের ক্ষেত্রে আল জুরকানী, ইবনে হাযর'র আল ফাতাহ্-এর পুনরুক্তি করে বলেন যে, নুতফাহ বাহির করে দেয়া আযলের সমান। যারাই আযল করাকে অনুমতি দেন তারাই নুতফাহ্কে বাহির করার অনুরূপ অনুমতি দেন। তিনি আরও বলেন, নুতফাহ্কে বাহিরে উৎক্ষিত করা আযলের চেয়েও বেশী কার্যকর।

খলিল (মৃত্যু ১৩৭৪ খ্রি.) : সেই বিখ্যাত সাদী খলিল, যিনি মালেকি আইনের সারাংশ আল মুখতাসার এ উপস্থাপন করেন। এটাকে ধর্মীয় আইনের শ্রেষ্ঠ কিতাব বলে মনে করেন।

www.pathagar.com

তিনি তার কর্তৃত্ব সহকারে দাসীদের সাথে সহবাসের সময় আযল করা সম্পর্কে বলেছেন, একজন কৃতদাসীর সাথে তার স্বামী তার অনুমতিক্রমে বা মালিকের অনুমতিক্রমে আযল করতে পারে। একজন মুক্ত/স্বাধীন স্ত্রীর সাথেও তার অনুমতিক্রমে আযল করতে পারে।

গর্ভপাতের ব্যাপার

স্বামীর অনুমতিক্রমেও গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। আবার যেখানে অবৈধ মেলামেশার কারণে গর্ভধারণ হয়ে থাকে সে অবস্থায়ও গর্ভপাত করা নিষিদ্ধ।

তবে মালেকি মাযহেবের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টা একমত পোষণ করেছেন যে, কেবল মাত্র স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করা যাবে।

৩. শাফিয়ী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স

ইমাম শাফিয়ী'র মতামত অনুসারে যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাকে সাফিয়ী স্কুল অব ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স বলে। ইমাম শাফিয়ী (মৃত্যু ৮২০ খ্রি.) খুব উদারমনা তত্ত্বোপদেষ্টা ছিলেন। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইবনে কাইয়ুম তাঁর কথার পুনরুক্তি করে বলেন, "রাসূল স.-এর অনেক সঙ্গী-সাথীরা আযল করতেন এবং তাতে কোনো দোষ দেখতে পাননি।"

তিনি সূরা নিসার তিন আয়াতের বিশ্লেষণ করেন "নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার ; আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অন্যথায় তোমাদের অধীকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

অর্থাৎ অনেক সন্তান লাভের সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলা যাবে।

এর অর্থ সেফ টাইমে সহবাস করা। অনেক স্ত্রী থাকলে সহবাসে সেফ টাইম হিসাব করে চলা খুবই সহজ হয়।

আল ফাইরো জাবাদী আল সিরাজী (মৃত্যু ১০৮৩ খ্রি.) ঃ একজন বিখ্যাত জুরিষ্ট ছিলেন। তিনি স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করার পক্ষে মত দেন। তবে জুদামার বর্ণিত হাদীস অনুসারে আযল করা অপসন্দনীয় (ইউকারাহ)। তিনি আরো বলতে থাকেন যে, স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে যদি আযল করা হয় তবেই আযল গ্রহণীয়। আর যদি তা না হয় তবে অন্য মতামত হলো যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করার অধীকার আছে কিন্তু, আযল করার অধীকার নেই। দ্বিতীয় মতামত হলো যে আযল করাকে সমর্থন করে

www.pathagar.com

না। কারণ আযল করলে বংশ বৃদ্ধি রহিত হয়। তিনি কোনোক্রমেই নিজেকে অথবা অন্যকে হত্যা করাতে চান না ।

আল গাজ্জালী ও তার সমসাময়িক ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণের আযল সম্পর্কিত মতামত হলো, আযল করা কেবল স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন। আর যারা আযল করাকে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করেন, সে সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, আযল করতে কোনো দোষ নেই। তিনি মনে করেন যে, আযল কোনো হত্যা নয় বা গর্ভপাত ঘটানো নয় বা শিশু হত্যা নয়। তবে উর্বরতার দিক বিবেচনা করে তিনি মনে করেন যে—

১. ক্রীতদাস সৃষ্টি করার চেয়ে বেশী সন্তান জন্ম দেয়া নিরুৎসাহিত করা।
২. নারীর কমনীয়তা ও স্বামীর সুখ ভোগের জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং মৃত্যু ঝুঁকি রোধকল্পে বেশী সন্তান ধারণকে প্রতিরোধ করা।
৩. অর্থকষ্ট ও দারিদ্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অধিক সন্তান রোধ করা।
৪. অধিক কন্যা সন্তান রোধ করা।
৫. মাতৃত্ব বা প্রসব কালীন চিকিৎসা সেবায় জটিলতা পরিহার করা।

তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ সহ যুদামার বর্ণিত হদীসকে খণ্ডন করে আযল করা যায় সে সম্পর্কে কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দেন।

আল গাজ্জালী ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে গর্ভাবস্থার কথা চিন্তা করে গর্ভরোধের যে আইনসম্মত দিক বিবেচনায় নেন তাহলো তিনি কোনো চুক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে অকাট্য বলে মনে করেন। তবে সে ব্যাপারে কোনো পক্ষের প্রস্তাব থাকতে হবে এবং অপর পক্ষের তা গ্রহণ করতে হবে। কোনো প্রস্তাব যদি গ্রহণ করার পূর্বেই তুলে নেয়া হয় তা চুক্তি সংগঠিত না হবার কারণে চুক্তি অমান্য ও ভঙ্গ করা হয়েছে বলে বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে যদি মানবের শুক্রবিন্দু নারীর গর্ভাশয়ে লটকিয়ে না যায় তবে তাকে কোনোক্রমেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে বলা যাবে না। তিনি এ বিষয়ে নারীর গর্ভের উর্বরতার ক্ষেত্র হিসেবে 'ইনিকাদ' বলে আখ্যায়িত করেছেন যা প্রায় অকদ্-এর কাছাকাছি। যদি পুরুষের শুক্রবিন্দু নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছাতে বাধা প্রদান করা হয় অর্থাৎ অফার গ্রহণ করার পূর্বে প্রত্যাহার করা হয় তবে তাকে চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে বলা যাবে না। তবে নারীর গর্ভে যদি ভ্রূণ সৃষ্ট হয়ে যায় তাকে অপসারণ করা চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে বলা যাবে বা গণ্য হবে।

আল গাজ্জালী কেবল নারীর স্বাস্থ্যের কমনীয়তা, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক অবস্থা চিন্তা-চেতনায় রেখে আযল করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি মনে

www.pathagar.com

করেন অধিক সন্তান মায়ের স্বাস্থ্যহানী, অর্থনৈতিক ও দুর্ভাগ্যের কারণ। অপর পক্ষে "কিলাতুল হারাজ মুইনান আলাদদীন বাব" তিনি আযল করাকে নিষিদ্ধ করা বা ভাবার কোনো কারণ দেখতে পান না।

আল গাজ্জালীর মতকে ইমাম যাবেদী তার "ইতাফ আল সাদা আল মুত্তাকীন বিসারাহ ইয়াহইয়া উলুম আল দীন" পুস্তকে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। তার বর্ণনায় আরো অনেক মুসলিম সুন্নী চিন্তাবিদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে যেখানে আযলকে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাবেদী জন্মনিয়ন্ত্রণকে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসের কমতি বা নির্ভরতার কমতি বা ব্যত্যয় মনে করেন না। তিনি সুস্থ পরিবার গঠনে আল গাজ্জালীর দেয়া চুক্তি প্রস্তাব এবং গ্রহণকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি যুদামার বর্ণিত হাদীসকে বাতিল করার ক্ষেত্রে আল গাজ্জালীর সময় অনেক তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামত ও সুন্নাহর আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তিনি আযলকে ওয়াদ বলে গণ্য করতে চান না। এ ক্ষেত্রে আল যাবীরের বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে বলেন যে, রাসূল স.-এর সময় আযল হতো এবং তাঁর ইন্তেকালের পরও সাহাবী ও তাবেতাবেয়ীগণ আযল করতেন।

ইমাম আল নাওয়ায়ীর কাছে আযল করাটা খুব অপসন্দনীয় ছিল। অপসন্দের ব্যাপারে সাফিয়ী মতাবলম্বীরা বলেন, আযল অর্থ কারাহা তানযিহিয়া।

সহীহ মুসলীম শরীফে বর্ণিত আছে, স্ত্রী অনুমতি দিল কি না দিল সকল অবস্থাতেই আযল অপসন্দনীয় (মাকরূহ্)। কারণ ইহা সন্তান উৎপাদনকে হ্রাস করে দেয়। এজন্য অন্য এক হাদীসে এটাকে শিশু হত্যা বলে আখ্যায়িত করেছে কারণ এদ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। আযল নিষিদ্ধের ব্যাপারে চার মাযহাবের ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করেন, স্ত্রী যদি স্বাধীন না হয়ে অনুমতি প্রদান করেন তাহলে নিষেধ হয় না। অপর পক্ষে দুটো মত আছে যে এটা নিষেধ নয়।

আল হাফেজ আল ইরাকী (মৃত্যু ১৫০০ খ্রি.) ঃ তার পিতা আবদেল রহমান ইবনে আল হুসাইন আল ইরাকী তার পুস্তক "তারাহ্ আল তাহরীর" এ আযল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, দুজন সাফিয়ী তত্ত্বোপদেষ্টা মনে করেন যদি একজন স্বাধীনা স্ত্রী আযল করতে অনুমতি দেন, তবে আযল করা যাবে। যদি সে অনুমতি না দেন তা হলে, আল গাজ্জালী, আল রাফেয়ী এবং আল নাওয়ারীর মতে ইহাকে সঠিক বলে গণ্য করা হবে। তিন জন শাফেয়ী তত্ত্বোপদেষ্টা যারা আযল করাকে অগ্রহণীয় মনে করেন তারা হলেন (১) ইবনে

www.pathagar.com

হাব্বান (২) ইবনে ইউনুস এবং (৩) ইবনে আবদেল সালাম। ইরাকীরা তাদের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং বিশেষ করে ইবনে হাব্বান-এর মতকে বাতিল বলে গণ্য করেন। কারণ তার মতামত যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়েছিল। তারা কোনো হাদীসে আযল করা নিষেধ সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরক্ষ বক্তব্য পাননি তাই তাদের মাযহাব আযল করাকে নিষেধ করেননি। সেহেতু স্ত্রীর মতামতেরও প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন।

ইবনে হাযর আল আসকালানী (মৃত্যু ১৪৪৯ খ্রি.) ঃ তার "ফাতেহ্ আল বারী" পুস্তকের ধারা বর্ণনায় সহীহ্ আল বুখারী হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আযল করা নিষিদ্ধ নয়। সাফিয়ী স্কুলের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টা এবং পরবর্তী কালের অধিকাংশ চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে, একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গম করার অধিকার আছে, কিন্তু শুক্রকে বাধাগ্রস্থ করার অধিকার নেই সেহেতু স্ত্রীর মতামত ব্যতীত আযল করা নিসন্দেহে অনুমোদিত বিষয়। ইবনে হাযরের স্বতঃসিদ্ধ মতামত হলো আযল করা এখন যায়েজ। তিনি ইবনে হাব্বানের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো কারণ খুঁজে পাননি।

সহীহ্ আল বুখারী এবং ইরসাদ আল সারীর ওপর ধারা বর্ণনায় আল কাছতালানী (মৃত্যু ১৫১৭ খ্রি.) আল নাওয়ায়ীকে উদ্ধৃত করে বলেন যে, যদিও আযল করতে স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হয় না তবুও এ পদ্ধতি পরিবারকে সামর্থের মধ্যে রাখতে সহায়ক।

আল সারানী (মৃত্যু ১৫৬৫ খ্রি.) ঃ তার "আল মিজান" পুস্তকে আল শাফিয়ী তত্ত্বোপদেষ্টাদের আযল সম্পর্কিত নমনীয় মতামত এবং অন্যান্য স্কুলের শর্তপূর্ণ মতবাদের মধ্যে ব্যালেন্স করার প্রচেষ্টা ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। প্রথমত আল শাফিয়ী স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে আযল করা যাবে কারণ তা কেউ জানে না যে, ঐ শুক্রাণু থেকে কোনো সন্তান সৃষ্টি হবে কিনা ? ঐ শুক্রাণু নষ্ট হতে পারে অথবা তা আবার গর্ভাশয়ে স্থিতিবান হতে পারে তা কেবল আল্লাহ্ জানেন। এ দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স করতে গিয়ে তিনি ইমাম সাফিয়ীর লিবারেল মতামতকে গ্রহণ করেছিলেন।

পরিশেষে অল্প সংখ্যক শাফিয়ী জুরিষ্ট অধিকাংশ জুরিষ্টদের সাথে একমত পোষণ না করে শুক্রাণুকে বাধা প্রদান করা নিষিদ্ধ করেন। তাদের মধ্যে ইবনে ইউনুস, ইবনে আবদেল সালাম এবং ইবনে হাব্বান উল্লেখযোগ্য। যাদের মতামত আল হাফেজ আল ইরাকী ও তার পিতা আবদেল রহমান ইবনে হুসাইন আল ইরাকী সমর্থন করেনি।

www.pathagar.com

৪. হাম্বলী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স

ইমাম আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল আল সাইবানী, হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং হাম্বলীদের নামে যে স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাকেই হাম্বলী স্কুল অব জুরিসপ্রুডেন্স বলে আখ্যায়িত। ইমাম হাম্বল বাগদাদে ৭৫০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। অন্যান্য জুরিষ্টগণ যেমন জুরিষ্টিক প্রেফারেন্স দিতেন ইমাম হাম্বল কিন্তু তা না করে কুরআন ও রাসূল স.-এর সুন্নাহর ওপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি নিজেও একজন হাদীস সংকলক ছিলেন। তার মসনদই তার কাজের স্বীকৃত হাদীস সংকলন। তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের অনুসরণ করতেন। হাম্বলী স্কুলের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টা একমত পোষণ করেন যে, স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করা যাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ অভিমতকে বাইপাস করা হতো। হাম্বলী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ শত্রুর দেশেও আযল করা বাধ্যতা মূলোক করেছিল।

ইবনে কুদামা (মৃত্যু ১২২৩ খ্রি.) ঃ স্ত্রীর মতামতের ভিত্তিতে আযল করাকে অনুমতি দিয়েছেন বলে তার পুস্তক মুগনীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আযল অপসন্দনীয় বটে (কারাহা তানজিহিয়া) মুগনিতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওমর, হযরত ইবনে মাসুদ এবং হযরত আবুবকর আযল করাকে ঘৃণা করতেন। কারণ এর অর্থ হলো বংশহ্রাস এবং সঙ্গমের ফলে স্ত্রীর সুখ ভোগ নষ্ট করা হয়। রাসূল স. সে জন্য বহু বিবাহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইরাকী থেকে বর্ণিত "যুদ্ধের সময় যদি শত্রুর দেশ দখলে আসে আর সে সময় প্রয়োজনে বন্দিনীদের সাথে আযল করতে পারে"। কোনো ওজর ছাড়া যদি কেউ আযল করে তা কিন্তু নিষিদ্ধ (অপসন্দনীয়) নয়। তবে আযল করার অনুমোদন আছে যা হযরত আলী, সাদ, আবু আইয়ুব, যায়েদ, যাবির, ইবনে আব্বাস, আল হাসান, সাদ ইবনে আল মুসায়াব, তাউস, আল নাকিই, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী এবং আসহাব আল বাঈগণ স্বীকার করেছেন।

আল কারী (একজন হাম্বলী জুরিষ্ট) ঃ যা আহমদ হাম্বলীর বর্ণনা থেকে বুঝতে পেরেছেন সেটাই উদ্ধৃত করেছেন যে, আযল করার জন্য স্ত্রীর অনুমতি অতিব প্রয়োজন কারণ স্ত্রীর সঙ্গম করার অধিকার আছে কিন্তু আযল করার অধিকার নেই। ইবনে কুদামা নিজেও আযল করার ব্যাপারে স্ত্রীর অনুমতির কথা জোর দিয়ে বলেছেন। কারণ কোনো স্ত্রীর সন্তান জন্ম দেয়ার অধিকার আছে তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করারও অধিকার আছে যা তার শরীরের জন্য খুব খারাপ প্রভাবের সৃষ্টি করতে পারে।

www.pathagar.com

ইবনে কুদামা আল মাকদেসী তিনি আল কুদামার মৃত্যুর ৫০ বছর পরে মারা গেছেন। তিনি আল কুদামার মতামতকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং এ সকল তার আল সাবাহ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে তামিয়া (মৃত্যু ১৩২৮ খ্রি.) ঃ একজন উচ্চমানের মুফতি এবং ইবনে কাইয়ুমের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার আল ফতোয়া আল কুররাতে বর্ণনা করেছেন যে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোনো মহিলা যদি তার গর্ভাশয়ে শুক্রাণু পৌছাতে প্রেসারীর দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাতে তার মতামত কি ?

এ প্রসঙ্গে তাকে পুনরায় প্রশ্ন করা হলো যে, (১) প্রেসারী ব্যবহার করার কি অনুমতি আছে? (২) সহবাসের পরে যদি ব্যবহৃত প্রেসারী (ঔষধ) শরীরে থেকে যায়, সে অবস্থায় গোসল করার পর কি সে রোযা ও সালাত আদায় করতে পারবে ? উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ

প্রেসারী শরীরে থেকে গেলেও রোযা রাখা ও সালাত আদায় করা যাবে। আযল সম্বন্ধে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতভেদ আছে। ইহা যদিও নিরাপদ তবুও না করাই ভাল। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, তিনি এ প্র্যাকটিসকে নিষিদ্ধ করেননি।

তিনি তার মিশরীয় ফতোয়া মোকতাসার আল ফতোয়া আল মাসরিয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, আযল করা কিছু সংখ্যক তত্ত্বোপদেষ্টারা নিষেধ করেছেন কিন্তু সুন্নী স্কুলের চার মাযহাবের কোনো ইমামই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি। বরং আযল করার ব্যাপারে তারা একমত পোষণ করেছেন।

হাম্বলী স্কুল আযলের ব্যাপারে ইবনে তামিয়ার মতামতকে সাক্ষ-প্রমাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তারই দাদা আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তামিয়াহ্ (মৃত্যু ১২৫০ খ্রি.) হাদীস সংকলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার সংগৃহীত হাদীসকে মুনতাকা আল আখবার বলা হয়। এ মুনতাকার মধ্যে ইবনে তামিয়া এর দাদা আযলের ওপর গুরত্বপূর্ণ অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আল শাওকানী আল মুনতাকা বিশ্লেষণে আযলের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আল শাওকানী আল মুনকাব-এর বিশ্লেষণে আযলের ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ মতামত রেখেছেন। ইবনে আল কাইয়ুম আযলের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন যা তার যা'দ আল মা'দ ব্যতিরেকেও তার তুহফাল আল মাওলুদ, ফি আহকাম আল মাওদুদ (নবজাত শিশুদের জন্য আইন) গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার যা'দ আল মা'দ এ যে প্রবন্ধগুলো সুবিন্যস্ত আকারে রচনা করেছেন

www.pathagar.com

তাতে অনেক বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত হাদীস উপস্থাপন করেছেন এবং আযল করার যে অনুমতি আছে তাও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যারা আযল করাকে স্বীকৃতী দিয়েছেন সে রকম দশজন সাহাবীর নামও উল্লেখ করেছেন যেমন, আলী, সা'দ, আবু আইয়ুব, যায়েদ বিন ছাবিত, যাবির, ইবনে আব্বাস, আল হাসান ইবনে আলী, খাব্বাব ইবনে আল আরাত, আবু সাঈদ আল খুদরী এবং ইবনে মাসুদ। তারপর যারা এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং যারা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করা যাবে বলে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যারা যুদামার বর্ণিত হাদীসের ওপর নির্ভর করে কেবল এর বিরোধিতা করেছেন তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করে তিনি তার মতামত দেন যা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. আযল করার অনুমতির ব্যাপারে যথেষ্ট হাদীস আছে।
২. যুদামার বর্ণিত হাদীস দ্বারা অন্য সকল বাতিল করা হয়েছে সে মর্মে নির্দিষ্ট দিন তারিখের উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. ইমাম আলী যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ও অন্যান্য সাহাবীদের অনুমতিক্রমে বলা যায় যে, আযলকে ওয়াদ বলা যায় না।
৪. ইহুদীরা দাবী করতো যে, "আযল ন্যূনতম শিশু হত্যা" কিন্তু রাসূল স. এ দাবীকে অস্বীকার করেছেন।
৫. যুদামার বর্ণিত হাদীসকে অন্য হাদীসের সাথে "কারাহা তানজিহিয়া"-এর ভিত্তিতে সমজোতা করা যায়। ইবনে আল নজর র. মৃত্যু ১৫৬৪ খ্রি. তার সারহ মুনতাহ্ আল ইরাদাদেও বর্ণনা করেছেন।

মাসিক ঋতু স্রাবের সময় সহবাস করা নিষিদ্ধ যেমন স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরিকে, শত্রুর দেশে আযল করাকে উদারভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

ইবনে আবি বাকর (মৃত্যু ১৬২৪ খ্রি.) ঃ ঐ একই মত পোষণ করে বলেছেন, কেবল শত্রুর দেশে আযল করার অনুমতি আছে।

সকলেই একমত, স্ত্রীর মাসিক ঋতু স্রাবের সময় সহবাস করা নিষিদ্ধ, সুতরাং যে স্বাধীনা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত এবং শত্রুর দেশে আযল করা আদেশব্যঞ্জক।

আল বাহ্'তী (মৃত্যু ১৬৪১ খ্রি.) ঃ এর বর্ণনায় আছে, হযরত ওমরের বর্ণনানুসারে একজন স্বাধীনা বা মুক্ত স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতিরেকে আযল করা নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ বলেন যা ইচ্ছা করো। তবে শত্রুর দেশে সকল স্ত্রীলোকদের সাথে আযল করা ম্যানডেটারি। সুতরাং কোনো শিশুই দাস হবে না।

www.pathagar.com

৫. যায়েদী স্কুল (শিয়া)

যায়েদী স্কুলের সংখ্যালঘু তত্ত্বোপদেষ্টাগণ মনে করেন যে, আযল করা গর্ভনিরোধক হিসেবে অনুমোদিত। তবে এ ব্যাপারে স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি লাগবে। যায়েদীর মতামত সাফিয়ী স্কুলের মতামতের খুব কাছাকাছি। ইবনে আল মর্তুজা (মৃত্যু ১৪৩৭ খ্রি.) তার পুস্তক "আল বাহর আল জাকহকাহার" এ উল্লেখ করেছেন যে, স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা অনুমোদিত নয়, কারণ রাসূল স. স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করা নিষেধ করেছেন। ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে যায়েদ একে অনুমতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে ইহা স্ত্রীর সাথে সংগম করা থেকে প্রায় বিরত থাকার মতোই। অপর পক্ষে আল খুদরীর বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, রাসূল স. বলেছেন তোমরা এটা কেনো করবে, এটা কেনো করবে ? ইবনে মর্তুজা আরও বলেন, এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার কোনো ভিত্তি নেই কারণ রাসূল স.-এর সময় আযল প্রথা প্রচলিত ছিল। যুদামার বর্ণিত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমঝোতা করা হয়েছে এবং অনুরূপ কারণ দেখানো হয়েছে। সঙ্গম থেকে বিরত থাক। সুতরাং এতে কিছু কারাহা তানযিহিয়া জড়িত। এখানে প্রকাশ থাকে যে, আল আসাদী বহু বছর পর তার পুস্তক গাওহীর আল আখবার-এ মর্তুজার বর্ণনার ওপর মন্তব্য করেছেন এবং আরও অনেক হাদীসের উল্লেখ করে মর্তুজার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন যে, স্ত্রীর অনুমতিক্রমে আযল করা যাবে।

৬. ইমামী স্কুল (শিয়া) (Twelvers)

ইমামী স্কুলের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টাই একমত যে, স্ত্রীর অনুমতি থাকলেই আযল করা যাবে। ইমামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ এর সাথে আরও যোগ করেছেন যে, বিবাহ চুক্তি সম্পাদনের সময়ই সর্বকালের জন্য স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে নিতে পারেন। তারপর আযল করতে আইনত কোনো বাধা নেই। তবে পরে যদি স্ত্রীর তার অনুমতিকে পরিবর্তন করতে চান সে ক্ষেত্রে নয়। স্ত্রীর অনুমতি এ ক্ষেত্রে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, কিছু সংখ্যক তত্ত্বোপদেষ্টা স্বামী কর্তৃক যতোবার এটাকে অমান্য করা হবে ততোবারই স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে বলে ফতোয়া দেন। এটা প্রায়ই মালেকী স্কুলের অভিমতের মতো। তবে ইমামী স্কুল প্রতিবার লংঘন করার জন্য দশ দিনার সাব্যস্ত করেন যাকে নুতফাহর দিয়া বলা হতো (শুক্রাণুর জন্য আর্থিক সাহায্য)।

আল আযালী (মৃত্যু ১২০২ খ্রি.) ঃ তার "আল সারাইর ফিল ফিকাহ"তে আযল করাকে অপসন্দনীয় ও ঘৃণ্য বলে অবিহিত করেন। যদি কেউ করে তবে কোনো গুনাহ হবে না, একে কোনো সম্মানজনক উচ্চপদ থেকে প্রস্থান বলে অবহিত করেন। তবে এ ক্ষেত্রে নুতফাহকে হারানোর জন্য

www.pathagar.com

তাকে দশ দিনার দিয়ে হিসেবে দিতে হবে, কারণ সে শুক্রাণুকে গর্ভাশয়ে যেতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

যাফর ইবনে আল হাসান আল হিল্লি (মৃত্যু ১২২৭ খ্রি.) ঃ তার "সারা-ই-আল ইসলাম ফি মাস ইল আল হালাল ওয়াল হারাম" কিতাবে বর্ণনা করেন, বিবাহ চুক্তির সময় যদি আযল করার ব্যাপারে সম্মতি না নেয়া হয় বা স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে থাকেন, তবে এটা নিষিদ্ধ। সে ক্ষেত্রেও নুতফাহর জন্য দশ দিনার দিয়ে হিসেবে প্রদান করতে হবে।

আল আমেলী (মৃত্যু ১৫৫৮ খ্রি.) ঃ তার "আল রাওয়াদা আল বাহিয়া ফি সারাহ আল লামা আল দিমাসকিয়া"তে বর্ণনা করেছেন যে, স্বাধীন স্ত্রীর সাথে আযল করার অনুমতি নেই যদি না বৈবাহিক চুক্তিতে তা লিপিবদ্ধ করা থাকে। তিনি বর্ণনা করেন যে, কারাহা নিষিদ্ধের ভিত্তি হতে পারে না। তবে আযল করার অনুমতি আছে যদি না তা কোনো মূল কিতাবের অংশ হয়ে থাকে। তবে কোনো স্বামী তার স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত আযল করবে না বা স্ত্রীও তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত প্রেসারী ব্যবহার করবে না।

১৯৭৪ সালে শেখ মোহাম্মদ মাহদী সামসুদ্দিন, ইমামী শিয়া বর্ণনা করেন যে, কনট্রাশেপশন ব্যবহার দ্বারা অধিক সন্তান রোধ প্রক্রিয়া শরীয়াহ আইনে অনুমোদিত। আযল করার প্র্যাকটিস কোনো কুরআনের আয়াত বা হাদীস দ্বারা নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৭. ইসমাঈলী স্কুল (শিয়া)

ইসমাঈলী স্কুলের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টার মত জুমহুরের মতো বা সমকক্ষ যে, স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আযল করা যাবে। তবে ব্যতিক্রম হলো যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের সময়ই বিবাহ চুক্তিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। আল কারী আল নোমান (মৃত্যু ৯৭৪ খ্রি.) তার পুস্তক "দায়িম আল ইসলাম"-এ তিনি বর্ণনা করেন "রাসূল স. আযলকে স্বাধীন স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত নিষেধ করেছেন, কারণ স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান ধারণ করা ও জন্ম দেয়ার অধিকার আছে।" তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আলী আযল করতেন, যা তার পুত্র আল হাসানও করতেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আবু যাফর মোহাম্মদ ইবনে আলীকে আযল সমন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি ইহাকে ঘৃণা করি যদি না স্বাধীন স্ত্রী হয় এবং বিবাহের সময় বৈবাহিক চুক্তিতে এ শর্ত লেখা থাকে। তিনি আরও বলেন, "স্ত্রীর সম্মতি থাকলে আযল করাতে কোনো দোষ নেই।"

www.pathagar.com

৮. জাহেরী স্কুল

জাহেরী স্কুলের তত্ত্বোপদেষ্টগণ ইবনে হাযম এর মতামতের ওপর ভিত্তি করে বলেন, আযল নিষিদ্ধ কারণ যুদামার বর্ণিত হাদীসে রাসূল স. আযলকে গুপ্ত শিশু হত্যা রূপে আখ্যায়িত করেছেন এবং শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। যে সকল হাদীস দ্বারা আযল করা অনুমোদিত হয়েছে, এ হাদীস সে সকল হাদীসকে বাতিল করে দিয়েছে।

৯. ইবিদী স্কুল (খারিজী)

ইবিদী স্কুলের অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টা মনে করেন যে, তাদের মতামত জুমহুর পজিশনের সাথে সম্পূর্ণভাবে সদৃশ্য, কারণ আযল করা কেবল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে হতে পারে বা হয়ে থাকবে। সারাহ্ কিতাব 'আল নীল ওয়া সিফা আল আলীল' পুস্তকে ইবিদী স্কুলের মতামতের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ সে (পুরুষ) তার স্ত্রীর সাথে, সে (স্ত্রী) তার স্বামীর সাথে একমত না হয়ে বা অনুমতি না নিয়ে আযল করবে না। তিনি আরও বলেন, আযল করার অনুমতি আছে তা আল গাজ্জালীও বর্ণনা করেছেন।

❐

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী শাস্ত্রমতে জন্মনিয়ন্ত্রণ

১. ইসলামী আইন শাস্ত্রের মতে গর্ভ নিরোধের যথার্থতা বিচার

গর্ভ ধারণ রোধের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনো অকাট্য প্রমাণ বা যুক্তি অবর্তমান থাকা হেতু কোনো কোনো তত্ত্বোপদেষ্টা আযল করাকে নিষিদ্ধ করেনি বরং স্বাধীন স্ত্রীর মতের ওপর জোর দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ স্ত্রীর মতামতকে অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে গর্ভ নিরোধকে স্বীকার করে নিয়েছে। সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবার গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। ইমাম গাজ্জালী একে "নিইয়া ফাসিদা" অর্থাৎ অনহেতু কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাই বলা হোক না কেনো, আযল করা আজও চলছে, যাকে আইনসঙ্গত বলে ধরা হয়। অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টা আযল করা পসন্দ করতেন না বা ঘৃণার কাজ বলে অবহিত করেছেন যা পূর্বাপর বর্ণনা করা হয়েছে।

২. খ্যাতনামা তত্ত্বোপদেষ্টাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা

আল গাজ্জালী পাঁচটা সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করেছেন ঃ

- দাসে পরিণত হবার চেয়ে বেশী সংখ্যক সন্তান নেয়া থেকে বিরত থাকা (বর্তমান বিশ্বে অচল)। অল্প সংখ্যক সন্তান গ্রহণ করা।
- কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া থেকে বিরত থাকা।
- স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং সন্তান প্রসব কালীন সময় মৃত্যুর হার রোধ করা।
- পারিবারিক অর্থনৈতিক দুঃখ দৈন্য পরিহার করা।
- প্রসূতির প্রতি অত্যধিক চাপ থেকে বিরত থাকা।

৩. ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের গ্রহণীয়

- গর্ভবতী মায়ের গর্ভাবস্থায় যে দুধের পরিবর্তন হয় তা দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ বিধায় পরিহার করা (ইবনে হাযব)।
- অল্প বয়সে অল্প সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য হানীর কারণ বিধায় পরিহার করা (আবদুল আযীব ইসা)।

www.pathagar.com

- অসুস্থ্য মাতার পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ পরিহার করা।
- দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত মাতা-পিতার (সাইয়েদ সাবিক) মিলনের কারণে গর্ভজাত সন্তানও মাতা-পিতার ঐ দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে বিধায় পরিহার করা (সালুতী)।
- স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্ত্রীর সৌন্দর্য ধরে রাখা, শারীরিক যোগ্যতা রক্ষা করা, বৈবাহিক জীবন সুখময় করা এবং স্বামীর কাছে স্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা।
- অনেক সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পরিবারের কর্তাকে বেআইনীভাবে অর্থ উপার্জন করতে হয় বা রিক্ত হতে হয় বিধায় পরিহার (আল গাজ্জালী) করা।
- বড় পরিবারের পরিবর্তে ছোট পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব (তানওয়ায়ী)।
- অনেক সন্তান থাকলে সকলের প্রতি নযর দেয়া সম্ভব নয় বিধায় কেউ কেউ খারাপ হতে বাধ্য এবং অসৎ সঙ্গে মিশে ধর্মান্তরীত হতে পারে বিধায় পরিহার করা (হানাফী, হাম্বলী)।
- ধর্মীয় অধপতনের সময় সন্তান জন্ম দেয়া পরিহার করা (হানাফী)।
- ছোট পরিবার হলে থাকার সুব্যবস্থা করা সম্ভব। (সারাওয়ী, সাওতাওয়ী, আবদুল মজিদ লিসা)।

৪. ইবনে হাযর তিনটি কারণ নির্দিষ্ট করেছেন

- দাস সৃষ্টি করার ভয় (এখন অচল) পরিহার করা।
- অধিক সংখ্যক পারিবারিক সদস্য পরিহার করা।
- দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ করলে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে লালন পালন করা খুবই ঝুঁকি পূর্ণ হয়, সন্তানের স্বাস্থ্য হানী ঘটে।

নিম্নোক্ত কারণের জন্য শেখ সাঈদ সাবিক জন্মরোধক পদ্ধতি ব্যবহার অনুমোদন করেছেন ঃ

- যখন একটা পরিবারে অনেক সন্তান থাকে এবং তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না।
- স্ত্রী যদি অসুস্থ্য থাকে এবং মৃত্যুর আশঙ্কা করে।
- স্ত্রী যদি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করে।
- স্বামী যদি দরিদ্র হয়।
- স্ত্রীর সৌন্দর্য্য রক্ষা করা।

www.pathagar.com

শেখ সাবিক বলেন যে, উপরোক্ত কারণের জন্য অনেক তত্ত্বোপদেষ্টা পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে মত প্রদান করেছেন।

মিশরের আল আজহার বিষয়ক প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ আবদেল আজীজ লিসা কনট্রাসেপশন ব্যবহারের জন্য নিম্নে লিখিত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন ঃ

- স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত রাখার জন্য স্ত্রীর সৌন্দর্য ও শারীরিক অবস্থা সংরক্ষণ করা।
- প্রসব বেদনা বিশেষ করে সিজারিয়ান সেকশন-এর ঝুঁকি হতে স্ত্রীলোকদের জীবন রক্ষা করা।
- দারিদ্রতা পরিহার করার জন্য বড় পরিবার গঠন পরিহার করা।
- অবৈধ ও অসদোপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষ—লালন পালন পরিহার করা।
- সন্তানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় অধপতন দেখা দেয় তা রোধ করা।
- দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ করলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে এবং পিতার দারিদ্রতার কারণে দুধমা রাখাও সম্ভব নয় বিধায় কৃত্রিম দুধের যোগান সম্ভব নয়, এ অবস্থায় গর্ভধারণ পরিহার করা।
- রাসূল স.-এর হাদীস অনুসারে প্রত্যেক সন্তানের জন্য আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা।

আল আযহার-এর প্রাক্তন গ্রাণ্ড ইমাম শেখ সালতুত কনট্রাসেপশন ব্যবহারের জন্য নিম্ন লিখিত কারণগুলো বর্ণনা করেছেন ঃ

- সন্তান প্রসবের পর অল্প গ্যাপে মহিলাদের গর্ভধারণ পরিহার করা।
- বংশ পরম্পরায় বাহিত সংক্রমিত রোগ গর্ভের সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
- যারা তাদের আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন মোকাবেলা করতে অক্ষম।

মিশরের মুফতী শেখ তানওয়ায়ী ১৯৮৮ সালে তিনটি ফতোয়া জারী করেন, যা তিনি আইনসম্মত বলে মনে করেন ঃ

- মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী স্ত্রীর প্রথম সন্তান ভালভাবে লালনপালন করতে পারার পূর্বে দ্বিতীয় সন্তান গ্রহণ মুলতবি রাখতে চান (লেখকের মতে তা কিভাবে সম্ভব ?)
- ভাল অবস্থার স্বামী স্ত্রী সাময়িকভাবে গর্ভধারণ বন্ধের পক্ষপাতি, যে পর্যন্ত না প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা করতে পারেন (লেখকের অভিমত মধ্যবিত্ত ও গরীবদের পক্ষে কি সম্ভব ?)।

www.pathagar.com

- আর্থিকভাবে সামর্থবান স্বামী-স্ত্রীর তিনটি সন্তান থাকার পর তারা কনট্রাসেপশন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চান কারণ তারা আর অধিক সন্তান ধারণ করতে সামর্থ নয়। কারণ তারা যে দেশে বাস করে সেখানে পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজন।

৫. আর্থিক জাস্টিফিকেশনের ব্যাখ্যা

মুসলমানগণ যেখানে তাওয়াক্কালতু আল্লাহে বিশ্বাসী সেখানে আর্থিক জাস্টিফিকেশনের প্রশ্নই আসে না। আল্লাহ তার সৃষ্টির রিযিকদাতা। তবে ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ তাওয়াক্কালতুর সাথে আর্থিক সম্পর্কের কোনো যোগসূত্র দেখতে চান না এবং বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক সম্পর্ককে আইনসম্মত বলে মনে করেন। কারণ আল গাজ্জালী পরিবারের ভরণপোষণ ও সন্তান-সন্ততির সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য আর্থিক সচ্ছলতাকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং সে ব্যাপারে তাকে আইন সিদ্ধ অথরিটি ধরা হয়।

নিম্নোক্ত কথাগুলো তিনি বাগ্মিতার সঙ্গে বলেন ঃ

একজনার আয়ে অনেক সন্তান-সন্ততি পরিবেষ্টিত সংসারকে সুন্দরভাবে চালানো দুষ্কর এবং সে কারণে দারিদ্রতা ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তি পেতে তাকে অসধুপায় অবলম্বন করতে হয়। এটা তার জন্য নিষিদ্ধ নয়। কারণ তাকে তো সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। সন্তান-সন্ততির মুখে দুমুঠো খাবার দিতে হবে। অর্থনৈতিক অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যদি সে কোনো আর্থিক অনিয়ম করে তবে তাকে তার কর্তব্যবোধ বলে অনুমান করা যায় (কিল্লাতুল হারাজ মুইনুল আলাদদিন)। এটা সত্য, তার পরিণামদর্শিতার জন্য আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্থন করা এবং তার কাজে বিশ্বাসস্থাপন করাই উত্তম।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ لا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে তখন, আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৩

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্টি জীব নেই যার আহার্যের জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করতে না হয় (আল্লাহর ওপর ন্যস্ত নয়)।"–সূরা হুদ ঃ ৬

www.pathagar.com

কুরআনে আরও উল্লেখ আছে ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে সীমালঙ্ঘন না করে নিরুপায় হলে যন্ত্রণায় বাধ্য হলে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"–সূরা বাকারা ঃ ১৭৩

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ط

"যখন তিনি তোমাদের পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন তোমাদের জন্য কি নিষিদ্ধ, যদি তোমরা নিরুপায় না হও।"–সূরা আনআম ঃ ১১৯

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করবো। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৫

যদিও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কাল না করে মানুষ পার্থিব সুখ সম্ভোগের জন্য অর্থ-সম্পদ মজুদ রাখে, যা আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিপন্থী অর্থাৎ যে সম্পদে অন্যেরও অধিকার আছে তা কারো কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার নেই বা থাকতে পারে না। যে কারণে এক দল অর্থ সম্ভারে ভরপুর আরেক দল নিঃস্ব। সে কারণে মানুষের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। সে কারণেই হতাশাগ্রস্থ মানুষ অবৈধ ও বেআইনী কাজের মাধ্যমে তার সংসারের ভরণ পোষণ সংগ্রহ করে থাকে যা সংসার পরিচালনা ও সন্তান-সন্ততির মুখে হাসি ফুটাতে। এখানে যেহেতু এ কাজ সমাজের জন্য ক্ষতিকর সেহেতু সংসারকে ছোট রাখার পক্ষে অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টাগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এ সম্পর্কে হাদীসে আছে ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। রাসূল স. বলেছেন, সামর্থহীনদের অধিক সন্তান গ্রহণ জুহুদ আল বালা'র মত।–আল সুয়তী এবং হাকীম কর্তৃক স্বীকৃত।

আল আযহারের প্রাক্তন গ্রাণ্ড মুফতী শেখ সারাবাশী রাসূল স.-এর এ হাদীস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল স. বলেছেন, মানুষের দুভার্গ্য বাড়ে পরিমাণগতভাবে, আর সন্তান-সন্ততি বাড়ে সংখ্যাধিক্য হারে। সুতরাং তাদেরকে ভরণ পোষণ করা খুবই কঠিন হয়। তিনি আরও বলেন রাসূল স.

www.pathagar.com

প্রায়ই আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করেছেন যে, হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে জুহুদ আল বালা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ

অধিক সন্তান দারিদ্রতার দুটো কারণের মধ্যে একটা এবং অন্যটির ক্ষেত্রে কম সন্তান শান্তি দায়ক।

ইমাম আবু হানিফা পরামর্শ দেন যে, অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততি অশান্তির কারণ ইমাম শাফেয়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি করেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا

"তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার ; আর যদি আশংকা করো যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে, একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে।এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

–সূরা আন নিসা ঃ ৩

ইমাম শাফিয়ী অনেক সন্তান-সন্ততির পক্ষে নয় বিধায় আযল করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ কনট্রাশেপশন ব্যবহার করাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৬. স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা

ঘনঘন সন্তান প্রসব মায়ের স্বাস্থ্য হানি ঘটায়। দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকতে আবার যদি মা গর্ভধারণ করেন তাতে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য হানি ঘটে। বিশেষ করে শিশুর স্বাস্থ্য হানি ঘটতে থাকে। তাই স্বাস্থ্য হানি রোধ কল্পে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। অধিকাংশ ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাগণ কনট্রাশেপশন ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। যেমন ঃ

- দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় পুনঃ গর্ভধারণ দুগ্ধপোষ্য সন্তানের জীবনের ঝুঁকি বাড়ায়, গর্ভবতী মায়েরও স্বাস্থ্য হানী ঘটায়।
- সন্তান প্রসবে গর্ভবতী মায়ের জীবনের ঝুঁকি বাড়ায়।
- অল্প বয়সে গর্ভধারণ, গর্ভবতী মায়ের ঝুঁকি বাড়ায়।
- অসুস্থ নারীর গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ।

www.pathagar.com

- ঘনঘন গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ।
- বংশ ক্রমিকভাবে বাহিত রোগ অথবা সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটায়।
- সন্তান উৎপাদনে বংশক্রমিক সমস্যা পরিহার করা।

৭. মুসলিম ডাক্তারদের কনট্রাশেপসন ব্যবহারে মতামত

- অল্প বয়সী স্ত্রীগণ গর্ভধারণে অক্ষম থাকে কারণ তাদের ইউটেরাস ছোট থাকে।
- রোগ অথবা ইউটেরাসে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায়।
- প্রসবের সময় প্রসব বেদনাজনিত কারণে গর্ভজাত সন্তানের মাথার চাপে মুত্রথলী থেকে মুত্র নির্গত হতে পারে।
- অসুস্থতার জন্য প্রসবকালীন জটিলতার কারণে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্সে কনট্রাশেপসন ব্যবহারে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক কারণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে রাসূল স. আল গীলা হাদীসটা প্রনিধান যোগ্য।

অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার সন্তানকে হত্যা করো না। যেমন আল গীলার অবস্থা এ রকম, কোনো একজন অশ্বারোহীকে তার আর এক বিরুদ্ধবাদী অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে ফেলে দিলো।–আবু দাউদ

কুরআনে উল্লেখ আছে, দুগ্ধপোষ্য সন্তানের দু-বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করাবে মাতা-পিতার ইচ্ছায় তা পূর্ণ করতে পারে এবং ঐ অবস্থায় রাসূল স. আল গীলা করা অথবা স্তন্যপানের মধ্যে গর্ভধারণের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন তাতে বুঝা যায় যে, গর্ভধারণে সময় ক্ষেপণ করা উচিত। আর সঙ্গম করা থেকে দু-বছর বিরত থাকার চেয়ে স্বামী স্ত্রী সঙ্গম কালে জন্ম নিরোধ ঔষধ ব্যবহারের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল গাজ্জালী স্ত্রীর সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা, প্রসবকালীন মৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে আযল করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

ইবনে হাযার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ক্ষতি থেকে রক্ষার্থে ঐ অবস্থায় নতুনভাবে গর্ভধারণ নিরুৎসাহিত করেছেন। আবার ১০ শতকে ইসমাঈলী শিক্ষায় আল কারী আল নোমান এবং ১৯ শতকে হানাফী ইবনে আবদীন এ মতামত সমর্থন করেছেন।

১৯৫৩ সালে আল আযহারের ফতোয়া কমিটি মায়ের স্বাস্থ্য বিপন্ন না হয় সে দিকে লক্ষ রেখে কনট্রাশেপসন ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। কারণ এটা দ্বারা অধিক সন্তান জন্ম দেয়া বাধাগ্রস্ত করে বিধায় দারিদ্রতা

www.pathagar.com

থেকে মুক্ত হওয়া যায়, বিশেষ করে প্রসবের জটিলতার কারণে মৃত্যু ঝুঁকি এড়ানো যায়। এ কারণে কমিটি নিম্নোক্ত কুরআনের আয়াতের উল্লেখ করেন ঃ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তা চাহেন এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

"তিনি তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেনি।"–সূরা আল হাজ্ব ঃ ৭৮

৮. বর্তমান অবস্থায় ঔষধের ব্যবহার

- অল্প সময়ের ব্যবধানে গর্ভধারণ (দু-বছরের কম সময়ের মধ্যে)।
- অল্প বয়সে বাচ্চার জন্ম দেয়া (১৮ বছরের কম বয়সের)।
- অধিক বয়সে গর্ভধারণ (৩৫-৪০)।
- পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ।
- অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ।
- দরিদ্র মাতাপিতার সংসারে অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান আগমন (গর্ভধারণ)।
- অসুস্থ অবস্থায় গর্ভধারণ (হৃদরোগ, হাইপারটেনশন, বহুমূত্র রোগ, এনিমিয়া এবং বংশগত রোগ)।
- স্তন্যপান কালীন সময় গর্ভধারণ, (দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য হানীর কারণ)।

৯. গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যহানীর কারণসমূহ

- বর্ধিত মাতৃ মৃত্যু হার।
- অশিক্ষিত ধাত্রীদের দ্বারা প্রসব সেবার অপ্রতুলতা (প্রসব কালীন সমস্যা সমাধানে অপারগ)।
- বর্ধিত গাইনোক্লোজিক্যাল সমস্যা যেমন ইউটেরাইন সমস্যা।
- অনিয়ন্ত্রিত মূত্র রোগ এবং রিউম্যাটিজম।

১০. মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ

- গর্ভাবস্থায় বর্ধিত হারে সন্তান নষ্ট হওয়া এবং মৃত সন্তান প্রসব করা।
- জন্মাবধি বিদ্যমান সমস্যা, অল্প ওজন বা অপরিপক্ক সন্তান জন্ম দেয়া।
- নবজাতক ও শিশুর মৃত্যুর হার বৃদ্ধি।
- কম বৃদ্ধিতে আশঙ্কাজনক হারে সংক্রমণ ব্যধির আক্রমণ হার। আর সংক্রমণ ব্যধির কারণ অপুষ্টিহীনতা।

www.pathagar.com

১১. কৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা

মুসলিম তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতে ভবিষ্যত সুন্দর ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে হলে মুসলমান সন্তানদেরকে সুঠামদেহের অধিকারী হতে হবে, হতে হবে জ্ঞানী, গুণী ও ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারায় মুক্ত চিন্তার অধিকারী। তারা যেনো পর্যায়ক্রমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। অমুসলিম দেশে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে নতুবা বিধর্মীদের সাথে তারা এটে উঠতে পারবে না। সে কারণে দেশে কি বিদেশে ইসলামী সুন্দর সমাজ ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিধর্মীদের ওপর তাদের সুন্দর প্রভাব ফেলতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো কেবল সংখ্যাধিক্যতা লাভ করলেই হবে না বরং মানসম্মত মান উন্নত করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে তারা একে একশত। সে কারণে গুণগত মানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এজন্য বর্তমান বিশ্বে মুসলমানগণ সুন্দর সমাজব্যবস্থা গড়তে এবং নিজেদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন লেখাপড়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হবে সে কারণে তত্ত্বোপদেষ্টাগণ ছোট পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন ঃ

- প্লানিং করে পরিবার গঠন করতে হবে।
- পিতৃত্ব-মাতৃত্ব একটা বড় দায়িত্ব। প্রত্যেক সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
- অল্প বয়স্ক মাতার (১৮ বছর) সন্তান ধারণ করা উচিত নয়, তেমনি বয়স্ক মাতাদেরও সন্তান গ্রহণ করা উচিত নয় (৩৫-৪৫)।
- এক সন্তান থেকে আর এক সন্তান ৩-৪ বছর গ্যাপে হওয়া উচিত।
- মাতার স্বাস্থ্যের ওপরই সন্তান ধারণ নির্ভরশীল হওয়া উচিত।
- মাতৃত্বের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় সন্তান গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়।
- গর্ভ ধারণের আগে ও পরে সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য মায়ের স্বাস্থ্য পরিচর্যা অপরিহার্য ও বাঞ্ছনীয়।
- সন্তানের সুস্থ্য ও সবল দেহের অধিকারের জন্য মায়ের স্তন্য দান করা ম্যানেটরী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- চিকিৎসাবিদদের পরামর্শে কেবল কনট্রাশেপসনের ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ইনফারটিলিটি কেয়ার পরিবার পরিকল্পনার অঙ্গ (নিঃসন্তান দম্পতিদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা)।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

বন্ধ্যাত্ব

১. চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব করণ

এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"

—সূরা আশ শুরা ঃ ৪৯-৫০

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে দেখা যায় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন পুত্র-সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন, আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা কোনো সন্তানই দেন না। অর্থাৎ কাউকে বন্ধ্যা বা অনুর্বর রাখেন, সবকিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তবে কুরআন উল হাকীম এমন এক বিজ্ঞান যার মধ্যে সমগ্র বিশ্ব সংসারের যাবতীয় সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে, কেবল মানুষের দূরদর্শিতা ও সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধির অভাব। যে উপলব্ধি করতে পেরেছে তার জন্য যে কোনো বিষয় বুঝা সহজ হয়েছে। কুরআনকে বিশ্লেষণ করে যখন মানুষ আকাশ মণ্ডল ও সৌর মণ্ডল ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছে তখন বন্ধ্যাত্ব দূর করা একটি মামলী ব্যাপার মাত্র। চিকিৎসাবিধগণের চিন্তা ও ভাবনায় ধরা পড়ে কি করে একটা অনুর্বর গর্ভাশয়কে উর্বর করা যায়। বহু সাধনার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ তাদের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করেছে। কুরআন ও মেডিসিন-এর মাধ্যমে অনুর্বর গর্ভাশয়কে উর্বর করতে সক্ষম হয়েছে। অনুর্বরতা এমন একটা ব্যাধি, যা মানুষের সুখ-শান্তি ও সংসার ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। যে মহিলা গর্ভধারণ করতে সক্ষম নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে তা সম্ভব। এখন পুরুষের শুক্রাণু অর্থাৎ কোনো স্বামীর শুক্রাণু যদি স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করে অনুর্বর গর্ভাশয়কে সন্তান উৎপাদনক্ষম করতে পারে

www.pathagar.com

তা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু পুরুষ যদি স্ত্রীর স্বামী না হয়, স্বামী ভিন্ন অন্য লোক হয় তবে তার শুক্রাণু গর্ভাশয়ে ধারণ করা আল্লাহর বিধানের বৈপরিত্য। কারো স্ত্রীর অচল গর্ভাশয়কে অন্য পুরুষের শুক্রাণু দিয়ে ডিম্বাণু উৎপাদনে সচল করা শরীয়াহ্ আইনের বিরোধী। জ্ঞান ও বিজ্ঞান কেবল আল্লাহরই দান। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পুরুষরা ৪০% দায়ী এবং স্ত্রীরা ৬০% দায়ী।

২. বিশেষজ্ঞদের মতামত

স্ত্রীর গর্ভাশয়ে উৎপাদনক্ষম ডিম্বাণুকে টিকিয়ে রাখা বা ধরে রাখার ব্যর্থতা (গর্ভাশয়ের অক্ষমতার কারণ সেক্স হরমোনের গরমিল, সংক্রামন ব্যাধি এবং রশ্মি বিচ্ছুরণ)।

পুরুষকে স্বয়ং চালিত সন্তান উৎপাদক শুক্রাণু স্ত্রীগর্ভে যথেষ্ট পরিমাণ বীর্যপাত ঘটানো। পুরুষকে সন্তান উৎপাদনক্ষম স্বয়ং চালিত ভাল শুক্রাণু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে যথেষ্ট পরিমাণ ছেড়ে দেয়া অত্যাবশ্যক। এক একবার নির্গমনে লক্ষ লক্ষ শুক্রাণু নির্গত হয়। বংশক্রমানিক গতি ধারার কারণে হরমোনের অভাব হেতু, গড়মিল, অণ্ডকোষের সংক্রামক জনিত রোগ বা এপিডিডাইমাইটিস-এর কারণে পিডিডাই এমাইস শুক্রাণুর নীরবতা স্বয়ং চালিত নয়।

- সংক্রামক রোগ অথবা কনজিনিটাল ডিফেক্ট-এর কারণে ফিলোপিয়ান টিউব বন্ধ থাকা অথবা জরায়ুতে ব্লোকেজ থাকা এবং ঘন ঘন গর্ভপাত হওয়ার কারণ।
- ক্ষতিকর এবং সারভিকাস এর ঘন (শ্লেষ্মা) জরায়ুতে শুক্রাণু প্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে।
- পরিপক্ক ডিম্বাণু জরায়ুর গাত্রে প্রোথিত হতে ব্যর্থ হয়।

৩. বন্ধ্যাত্ব নিরসনে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি

১. হরমোনাল অথবা কেমিক্যাল থেরাপি।

২. শৈল্য চিকিৎসা।

৩. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি।

৪. রিক্যানালাইজেশন।

৪. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির অনেক ধরন (ফর্ম) হতে পারে

১. যে কোনো কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্বামীর শুক্রাণু গ্রহণ করে সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন করা। স্বামীর শুক্রাণু দ্বারা কৃত্রিম পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

স্ত্রীর প্রজনন করা হয়। এটা জরায়ুতে সমাধা করা হয় বলে একে ইনভিডো প্রজনন বলে। যখন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় এবং ঘন শ্লেষ্মার জন্য জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকে সে কারণে শুক্রাণু জরায়ুতে পৌঁছতে পারে না। অপর পক্ষে স্বয়ং চলমান শুক্রাণুর পরিমাণ কম হওয়া। এ ঘৃণ্য কাজকে চার মাযহাবের কোনো মাযহাবই গ্রহণ করে না এবং ইহাকে নিষিদ্ধ বলে গণ্য করে। কুরআনে আছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ۝ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

"যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।"

–সূরা আল মু'মিনুন ঃ ৫-৬

আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করে ব্যতিক্রমধর্মী কোনো পন্থা গ্রহণ করে তা ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ।

আরও উল্লেখ আছে ঃ

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

"এবং কেহ ইহাদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী।"–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৭

২. শুক্রাণু দানকারীর শুক্রাণু দ্বারা স্ত্রীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয় এটা বিদেশে ঘটে থাকে। মুসলিম বিশ্বে অচল ও নিষিদ্ধ।

৩. টেষ্ট টিউব বেবী (Invitro Fertilisation)

৪. এ পদ্ধতিতে স্ত্রীকে বিশেষ হরমন দেয়া হয় যার মাধ্যম স্ত্রী অভিউলেশনে উদ্দীপ্ত হয়। আর অভিউলেশনে উদ্দিপ্ত হলে ভাল ডিম্বাণু উৎপাদন হয়, তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে টেষ্ট টিউব পদ্ধতিতে উৎকর্ষ সাধন করা হয়। আর স্বামী অন্য কোনো পুরুষ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে ডিম্বাণুর সাথে সংযুক্তি ঘটানো হলে কেবল উৎকর্ষিত ডিম্বাণুকে স্ত্রীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়, এটাকেই টেষ্টটিউব বেবী বলে।

৫. সারোগেট মাদারহুড জরায়ু ভাড়া নেয়া বা ভাড়া দেয়া বা ভাড়া খাটানো ঃ

www.pathagar.com

উৎকর্ষিত ডিম্বাণুকে স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকের জরায়ুতে স্থানান্তরিত করা এবং সন্তান জন্ম দেয়াকে সারোগেট মাতৃত্ব বলে। অর্থাৎ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য জরায়ুকে ভাড়া দেয়া বা ভাড়ায় খাটানো।

৬. জেনেটিক ক্রস ইঞ্জিনিয়ারিং ঃ এটা দ্বারা অনেক পরীক্ষাক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়। এটা দ্বারা মানুষের শুক্রাণুকে পশুর শুক্রাণুর সাথে সংমিশ্রণ করা হয় অথবা স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু পশুর ডিম্বাণুর সাথে সংমিশ্রণ ঘটানো হয় এবং একটা উৎপাদিত ডিম্বাণুকে স্ত্রীলোক অথবা পশুর গর্ভাশয়ে স্থাপন করা হয়। জেনিটিক ক্রস ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা যে মানুষের শুক্রাণু পশুর গর্ভাশয়ে উর্বর করার পদ্ধতি যে কোনোক্রমেই বৈধ নয়। এমনকি এক পুরুষের (স্বামীর) শুক্রাণু ছাড়া অন্য স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে স্থাপন করা বৈধ নয়। বৈধ ও স্বাধীনা স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় তবে বৈধ স্বামীর শুক্রাণু ঐ স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থাপন বিবেচ্য ও বিধেয় হতে পারে।

৫. সারোগেট মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব (Surrogate Parenting)

যে সকল স্ত্রীলোক বিভিন্ন জটিল উপসর্গের কারণে গর্ভাশয়ে সন্তান ধারণ করতে অক্ষম, তারই উৎকর্ষিত ডিম্বাণু অন্য কোনো স্ত্রীলোকের গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরে জন্ম লাভ করে থাকে তাকেই সারোগেট মাতৃত্ব বলে। তবে সত্যিকার সারোগেট মাদার তাকেই বলে যে, কেবল অর্থের বিনিময়ে কোনো স্ত্রীলোক তার গর্ভাশয়কে সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য ভাড়া খাটিয়ে থাকে সে-ই সারোগেট মাদার। ঐ স্ত্রীলোক কেবল কোনো স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে তাদের উকর্ষিত ডিম্বাণুকে নিজ গর্ভে ধারণ করে রাখে এবং সন্তান জন্ম হবার পর অর্থের বিনিময় স্তন্যপান করিয়ে থাকে বা অন্য কোনো পুরুষের শুক্রাণুকে নিজের ডিম্বাণুর সাথে উর্বরতা ঘটিয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। এটা কেবল ইনফারটাইল কাপোলদের সন্তান সংগ্রহ করার একটা কায়দা মাত্র এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের কোলে একটা ফুটফুটে সন্তান দান করা। তবে এটা ইসলামী শরীয়াহ্ আইনে ঘৃণ্য কাজ বলে বে-আইনী। এ পদ্ধতিতে সন্তান উৎপাদন নিষিদ্ধ-হারাম।

বিবাহিত যুগলের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু Vitro পদ্ধতিতে সারোগেট মাদারের গর্ভাশয়ে অর্থের বিনিময়ে রাখা হয় এবং সুস্থ সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তার পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়। এ সন্তানটা কেবল বিবাহিত যুগলের মাতৃ ও পিতৃ পরিচয় পেয়ে থাকে। যেমন মুসলিম সমাজে এক বিবাহিত যুগল নানা কারণে তাদের গর্ভজাত সন্তানকে ধাত্রী নিয়োগ করে স্তন্যপান করিয়ে থাকে, তবে ইসলামী শরীয়াহ্ মতে গর্ভজাত সন্তানদের মতো কোনো স্তন্য

www.pathagar.com

দানকারী ধাত্রী কোনো দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে বিবাহ করতে পারে না। তবে কোনো উৎকর্ষিত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে ধারণ করে সময় মতো সন্তান প্রসব করা এক নয়। এখন সারোগেট মাদার ও স্তন্য দানকারী ধাত্রী এক নয়। এ কাজটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যিনার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝

"অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"–সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩২

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

"এ একটা সূরা আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্যই পালনীয় করেছি। এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"–সূরা আন-নূর ঃ ১

৬. চুক্তির বৈধতা (The Legality of the Contract)

সারোগেট মাদার-এর সঙ্গে কোনো বিবাহিত যুগলের চুক্তি শরীয়াহ আইনসম্মত নয়। এটাকে আইনসম্মতভাবে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। তবে যে কোনো বিধিসম্মত চুক্তি শরীয়াহ আইনেগ্রহণীয়। সারোগেট মাদার ও বিবাহিত যুগলের সাথে গর্ভাশয়ে সন্তান ধারণের ব্যাপারে যে চুক্তি হয় তা দুটো কারণে বাতিল ঃ (১) একটা স্বাধীন মানুষকে বিক্রি চুক্তি (২) এদ্বারা ব্যভিচারমূলক উপাদান রোপণ করা (উৎকর্ষিত ডিম্বাণু স্ত্রীর গর্ভে রোপণ না করে সারোগেট মায়ের গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়)। যেহেতু সন্তান জন্ম নেয়া পর্যন্ত চুক্তি, সেহেতু এটাকে বিবাহ চুক্তি বলা যায় না। এটা শরীয়াহ আইন বিরোধী ও সমাজ বিরোধী। কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ۝

"অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"–সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩২

৭. সন্তানের বংশ পরিচয় (Parenting)

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ রাসূলে করীম স. বলেছেন, "বিছানা যার সন্তান তার"। এতে প্রতিয়মান হয় যে, সন্তানটা বৈধ বা অবৈধ যাই হোক না কেনো তার একটা মা আছে। মা হলো সেই, যে সন্তাটাকে জন্ম দিয়েছে। এতে দেখা যায় যে, সারোগেট মাদারও প্রকৃতপক্ষে এবং আইনসম্মতভাবে ঐ সন্তানের মা। তবে উল্লেখ থাকে যে, ইসলামী শরীয়া আইনে সারোগেট চুক্তিটা অবৈধ, কারণ যিনি (স্বামী) চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সে কোনোভাবেই

www.pathagar.com

বৈবাহিক সূত্রে স্বামী নন বা ঐ সারোগেট মায়ের সাথে মোহরানা সূত্রে আবদ্ধ নন। ইসলামী আইনে সারোগেট মায়ের কোনো স্থান নেই। এটা যদিও আমেরিকাতে কোনো কোনো অঞ্চলে আইন সম্মতভাবে গ্রহণীয় কিন্তু বৃটেনে এখোনও নয়। কারণ এতে কোনো ভাল ফল আসে না বরং খারাপ দিকটাই বেশী ধরা পড়ে। হয়তো সন্তানটা মানুষের মতো মানুষ না হয়ে দুষ্ট গ্রহ রূপে আবির্ভাব হয়, যা একটা সমাজ ও সংসারকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তার কুফলগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১. স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তে সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মের অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।

২. অবিবাহিত অর্থাৎ কুমারী মেয়েদেরকে অর্থের লোভে প্রলোভিত করে তাদের গর্ভাশয়কে ভাড়া দিতে বাধ্য করা যা নাকি স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কিত জীবন ও সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করা হয়।

৩. এটা বিবাহিত স্ত্রীলোকদেরকে গর্ভধারণ কালের কষ্ট এবং বাচ্চা প্রসবের যন্ত্রণাকে এড়িয়ে চলায় প্রলুব্ধ করে থাকে। ইসলাম কিন্তু এটাকে কোনো সময়ই বোঝা হিসেবে গণ্য করে না বরং এটাকে আল্লাহর রহমতের দান হিসেবে দেখে। কোনো মা যদি সন্তান প্রসবকালে মারা যান, ইসলামী মতে সে শাহীদার দরজা পান।

৪. সারোগেট মাদার যে যুগলের জন্য সন্তান প্রসব করে সে কিন্তু মাতৃত্বের দাবী করে সন্তানের দাবী করতে পারে যেটা পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত দেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে ঘটছে।

ভালো হোক আর মন্দ হোক এটাকে অস্বীকার করা যাবে না যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান এক ইনফারটাইল যুগলকে সন্তান লাভ করতে সাহায্য করছে যার বদৌলতে ইনফারটাইল যুগলটা মা-বাবা হতে পারছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন থেকে যায়, অনেক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যে কৌশল অবলম্বন করে বা করছে তা নীতি বিরুদ্ধ বলেই আইনসম্মত নয়। ইসলামী আইনে বৈধ নীতিকে কোনো সময়ই বিসর্জন দেয়া হয়নি। যে নীতি কুরআন ও হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা কেবল গ্রহণীয়।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ

اَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا اِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

www.pathagar.com

"তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করিয়ে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান।"–সূরা আশ শুরা ঃ ৪৯-৫০

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কৃত্রিম প্রজনন এবং টেষ্ট টিউব বেবী পদ্ধতি শরীয়াহ্ আইন বিরোধী। তবে সন্তান পাবার জন্য স্বামীগণ ইসলামী শরীয়াহ্ অনুসারে চারটাও বিবাহ্ করতে পারেন। হয়তো তাতে সংসারে অশান্তিও আসতে পারে সে কারণে ঐ যুগল কোনো সন্তানকে বা গরীব সন্তানকে তাদের নিজেদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারেন। তাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের কারণ দেখা দেবে না বরং সুখী পরিবাররূপে পরিগণিত হবে।

8. ARTIFICIAL INSEMINATION (AL) AND MASTURBATION

Artificial insemination (AI) is the procedure whereby a semen specimen is placed in a syringe attached to a narrow tube or catheter and subsequently that catheter is inserted with great care into the cervical canal and the semen is slowly injected into the uterus. The woman accepting the sperm in this fashion has to be in a position whereby her hips are raised and remain in that position for fifteen or twenty minutes so as to increase the chances of the sperm fertilizing the ovum.

The question now is how the sperm in the above mentioned procedure is to be obtained? Doctors Robert H. Glass, M.D., And Ronald J. Ericsson, Ph.D., state "Attempts to collect the semen by withdrawing during intercourse are usually unsuccessful because the first few drops, which contain the greatest concentration of sperm, frequently are lost thus making the sperm count falsely low. Collection into a condom also does not work because condoms contain certain spermicidal agents, and the laboratory will find only dead sperm. For those males who cannot, or will not, masturbate to collect a specimen, there is a special sheath that does not contain a spermicide, and it can be used for collection of the specimen during intercourse."

www.pathagar.com

From the above it is evident that the only two ways in which sperm may be obtain is either by masturbation or the inserting of the penis inside a special sheath, which does not contain a spermicide, prior to intercourse. In the event that this special sheath is not easily available, the only way to collect the semen would be through masturbation. Here is where the problem arises. A spokesman for the Islamic Medical Association of South Africa on being questioned by the Daily News Reporter, Durban, about the Islamic view on test-tube babies, said:

But obtaining the male sperm would involve masturbation and this went against Islamic law.

All four of the major school of Islamic law view masturbation as a sin but prescribe no specific punishment or even reprimand for the one who engages in it.

The basis for in being regarded as a prohibited act under Islamic law is Qur'anic verse which states:

(The believers) are those who abstain from sex, except with those joined to them in the marriage bond, or those whom their right hand possess – for (in their case) they are free form blame (23:5-6).

To use the sexual organ other than in the way specified in the above verse would be tantamount to disobeying the explicit command of Allah (SWT). This would render one a transgressor as indicated in the sub-sequent verse:

But those who desire to exceed those limits are transgressors (23:7).

The Maliki School infers from the words of the Prophet (SAWS) that masturbation in prohibited (haram):

He who is able to marry should marry for it keeps the gaze low and guards one's chastity: but he who cannot (marry) should resort to fasting (occasionally), for it will help curb one's sexual passion.

www.pathagar.com

Hence, the jurists belonging to this school say that if masturbation's were permitted under the Shari'ah, the Messenger of Allah (SWT) would have pointed it out, since it is an easier act (to engage in) than fasting. So, the fact that it was not pointed our signifies that it is a forbidden act.

Presenting the opinion of the Shafi'i jurist on the issue, B.F. Musallam writes: "Still others, such as the strict Shafi'i jurist Nawawi, whose opinion is typical of the Shafi'i jurists as a whole, said that masturbation was absolutely forbidden (haram). But, then we find that he, as well as the other Shafi'i, permitted masturbation when it was performed by the hand of a man's wife of concubine, for he has a right to the enjoyment of her hand as he has to the rest of her body."

'Abd al Rahman al Jujayri states: "The author of Subul al Salam says some of the Hanbali and Hanafi jurists are of the opinion that masturbation may be permissible in the event that one fears (that his not engaging in it) would lead to his committing adultery of fornication. Bur, he cautions that such a view is weak and is not to be relied upon."

The consensus from the above is that masturbation is regarded as a forbidden (haram) act and is to be avoided. But the question before us now is whether it would be forbidden under Islamic law to masturbate in order to obtain the semen so as to have one's wife impregnated with it through artificial insemination. Support of permitting it should be argued on the basis that engaging in the act is not to derive pleasure but, rather, to obtain the semen for the specific purpose of trying to solve the problem of infertility. Permission would come from the purpose-oriented concept of the higher goals contained in the juristic principle that "necessity renders the forbidden permissible," as indicated in the Qur'anic verse:

"But who so is compelled (thereto) by necessity. without wilful disobedience, not transgressing due limits, thy Lord is forgiving, Most Merciful." (6:145).

www.pathagar.com

9. SPERM DONORS

In some cases the husband may be unable to produce and sperm at all (a condition called azospermia). Or he may be suffering from a neurological condition that makes it impossible for him to ejaculate. Or he may be suffering from a certain disease like diabetes, for instance, which renders him impotent. Or he may be the carrier of a dominant gene for a genetic disorder (Huntington's Chorea, for example). If any such condition prevails, then it is still possible to have one's wife inseminated with the sperm of a sperm donor. This accounts for the existence of sperm banks in certain advanced technological countries.

Pregnancy takes place when the sperm fertilizes the ovum, so the fetus or child that result out of the union can only be said to be the child of the biological parents. Now, the Qur'an recognizes the vital role that the sperm plays in human reproduction and states:

Now let man but think from what he created He is created from a drop emitted (i.e. sperm) – proceeding form between the backbone and ribs (86:5-7).

But the Qur'an warns that this "seed" or sperm should not be misused, in the sense that its emission should occur only in the event of having sex with one's wife. This can be deduced from the verse wherein it describes as one of the qualities of believers that the have sex only with those who are joined to them in the marriage bond (23:5-6).

The question before us is whether Islamic law justifies the use of the sperm of someone other than that of the husband to be used in the process of artificially inseminating the woman? In this regard a former head of the Azhar University, Shaykh Mahmud Shultut, issued to following religious decree (fatwa) condemning it and equating it to an adulterous act:

"Artificial insemination with the sperm of a foreign person, is, under the Shari'ah, agrievous crime and a great sin and is

www.pathagar.com

tantamount to adultery, for their essence is the same and their result is also the same. For, it is the insertion of the sperm of a foreign person intentionally into a tilth which has not been legally tied to him through the bond of marriage... . The legal verdict for artificial insemination in that way is the same as that of adultery which has been condemned and prohibited by the Divine Sari'ah."

Dr. Yusuf al Qaradawi, addressing himself to the question of donor artificial insemination states:

"Islam safeguard lineage by prohibiting zina (adultery and fornication) and legal adoption, thus keeping the family line unambiguously defined without any foreign element entering into it. It likewise prohibits what is known as artificial insemination if the donor of the sperm is other than the husband."

So, from what has been said above, sperm banks would be condemned by Islamic law in view of the fact that using any sperm other than that of the husband to impregnate one's wife is considered and illegitimate act. Moreover even if a husband has his sperm stored in a sperm bank, with the intention that if he dies his sperm can be used to impregnate his wife, this is illegal under Islamic law, because death renders the marriage union void, in the sense that a woman can marry someone else after a certain specified period – the 'iddat (i.e., after four months and ten days). So for the wife to be impregnated after her husband's death with his sperm would also be termed an illegitimate act.

Islam stands not alone in its condemnation of artificial insemination by a third party donor's sperm. Papal teaching rejects such artificial insemination within marriage. Pope Piux XII issued the following statement:

"Artificial fecundation within marriage, but produced by the active element of a third party is equally immoral and as such deserves unqualified condemnation.... The parents alone have

www.pathagar.com

a reciprocal right over each other's body to engender a new life, and this right is exclusive, perpetual, and inalienable. And this is as it should be, in consideration of the child. Nature imposes upon the onés who give life to a little being, in virtue of this bond between them, the task of conservation and education. But between the legitimate husband and that child, which, with his consent, is the fruit of the active element of a third party, there exists no bond of origin, no moral and juridical bond of conjugal procreation."

In December 1945, the Archbishop of Canterbury appointed a commission to study the implication of artificial insemination. The report health that donor artificial insemination is intrinsically a breach of marriage, that it is adulterous and injurious to the child conceived and therefore "wrong in principle and contrary to Christian standards."

A prominent Jewish view is expressed by Dr. Immanuel Jackobovits who says that a growing number of modern responses on the subject of A.I.D. unanimously and utterly condemn it.

Impregnation of one's wife with the sperm of a sperm donor does not make the child one's own, and is looked upon a illegitimate even in manmade lows. In the United Stades some courts have viewed donor artificial insemination as adultery, and grounds for divorce. Moreover, in a few cases children by donor insemination have been declared illegitimate by the courts.

In South Africa, the Daily News of Durban reported the following on the issue of donor artificial insemination:

"Children born when their mothers are artificially inseminated with the sperm of men not their husbands are strictly illegitimate, according to south African law."

10. IN VITRO FERTILIZATION (IVF)

In vitro is Latin phrase which means "in glass." If embryology it is used in contrast with "in utero" or "in the uterus." In normal circumstances, human fertilization take

www.pathagar.com

place in utero (strictly speaking, in the fallopian tubes) when a sperm cell unites with an ovum. So, in vitro fertilization (IVF) is fertilization that is artificially performed outside the woman's body "in a test-tube."

In vitro fertilization is a process that helps a woman overcome her infertility in cases where the woman's fallopian tubes may be absent, abnormal, or damaged.

There are four basic steps involved in the process of in vitro fertilization. First, the woman concerned is given a reproductive hormone in order to cause ova to ripen. A few hours before ovulation can be expected to occur, a small incision is made in the abdomen just below the navel. A laparoschope (an instrument with built-in lens and light source) is inserted through the incision, and the ovaries are examined directly. When mature eggs are found that are about to break free form the thin walls of the ovarian follicle, the walls are punctured and the contents are removed by a vacuum respirator, Several eggs may be removed, Second, the eggs are transferred to nutrient solution biochemically similar to that found in the fallopian tubes. Sperm is that added to the solution. As soon as single sperm cell penetrates the ovum, the ovum is fertilized. Third, the fertilized egg is transferred to a nutrient solution where, after about a day, it begins to undergo cell division. When the ovum reaches the eight-cell stage, it is ready to be returned to the returned to be uterus. The woman concerned is then given injections of hormones so as to prepare her uterus to receive the fertilized egg. Fourth, the small ball of cell is placed in the uterus through the cervix (the opening that leads to the vagina) by means of a hollow plastic tube called a cannula. The fertilized egg continues to divide, and somewhere between the thirty-two and sixty-four cell stage, it attaches itself to the uterine wall. If the attachment is successful then from that time onwards development takes place as though fertilization had occurred in the normal fashion.

www.pathagar.com

The advantages of IVF may be enumerated as follows: 1) it meets the childbearing desire of the woman; 2) the child bears the genetic features of both married partners; and 3) there are no risks of strain between the married partners because of the contribution of another woman who might be perceived as a competitor. Paul Ramsey, however, strongly opposes IVF and is of the opinion that is should not be carried out due to the great risk of genetic deformity. Looking at is from the Islamic standpoint, it is true that IVF may help a woman beget offspring and thereby "cure" her of her infertility. But there are tow issues involved in this procedure that make its legality questionable. First, only a single fertilized ovum is selected for implantation while all the other fertilized ova are simply discarded. Second, it may happen that while monitoring the development of the fertilized ovum after implantation has taken place, certain abnormalities may be detected that could tempt one to terminate the pregnancy. Discarding the fertilized ova and terminating the pregnancy on the grounds of abnormality would be questionable under Islamic law. Imam all Ghazali in his Ihya Ulum al Din stated a millenium ago:

(Human) existence has stages. The first stages of existence are the setting of the semen in the womb and its mixing with the secretions of the woman. It is then ready to receive life. Disturbing it is a crime. When is develops further and becomes a lump, aborting it is a greater crime.

Thus, it seems that the only way IVF could be acceptable under Islamic law as a means to overcome infertility is if the fertilization process outside the uterus is restricted to a single ovum. That would solve the problem of discarding other fertilized ova. But it may be argued that in normal circumstances, if more than one ovum are fertilized, nature takes care of that by expelling the other fertilized ova. Thus would it not be equally justified to discard other ferilized ova and use only one of them for implantation?

www.pathagar.com

11. EGG TRANSFER, ARTIFICIAL EMBRYONATION AND EMBRYO ADOPTION

Egg transfer involves the transfer of an egg of another woman into the uterus of one's wife, while artificial embryonation and embryo adoption involve the transfer of already fertilized egg from another woman and placing it in the uterus of one's wife. If attachment to the uterine wall is successful, then development of the embryo would take place in the normal fashion.

These techniques are chosen if one's wife is not able to ovulate. Or perhaps she has no fallopian tubes at all, or there may be something abnormal causing blockage of the fallopian tubes or her tubes may be damaged. Clearly these three techniques can positively assist an infertile woman to bear and give birth a child. The problems is that in the case of egg transfer the woman will bear a child with half of the genetic identity of her husband and none of her won. While in the case of artificial embryonation or embryo adoption (EA) the child would have the genetic complements neither of her husband nor of herself.

The Qur'an teaches that in the creation of mankind the roles of the males and females in the process are recognized. For example, it states:

"O mankind We created you from a single (pair) of a male and a female." (49:13).

"And it emphasizes, the union should be legitimized through the marriage bond." (23:5-6).

Thus, using the ovum or egg or an embryo of another woman even through it is transferred into the uterus of one's own wife, would be questionable under Islamic Law. And the above mentioned religious decree (fatwa) of Shaykh Shaltut against artificial insemination with the sperm of a donor, could apply equally, on the bassis of analogy, against the adoption of such technique to correct infertility.

www.pathagar.com

12. ECTOGENESIS AND CLONING

This technique involves the nurture of a fetus from fertilization to viability in an artificial placenta or glass womb. If the sperm and ovum used in this process come from a legally married couple it appears the ectogenesis would be illegal under Islamic law, especially if undertaking such a step is motivated by the simple reason that one's wife was born without a uterus. .

As James B. Nelson points out, however, such a technology is still being developed. He mentions that the Italian embryologist Daniele Petrucci, who used this technology to sustain the life of an embryo for 29 days, destroyed it, for it was grossly deformed.

Bernard Hareing is critical of the prospect of childbearing by ectogenesis on still other grounds than the danger of deformity. In his opinion, this technique is a "loveless way" of producing a child. He even fears that such a person would suffer great damage psychologically and might not be in a position to reciprocate love. Paul D. Simmons points out that such technology could even lead "to the suggestions that human embryos might be nurtured in the uterus of cows so as to relieve women of the maternal burden. Non-human environments ought not be used for human subjects. The development during gestation is important in caring for the humanity of the fetus. The experimental results of the Italian embryologist, who had to kill the human form he brought about by ectogenesis, might make its legality in Islam at best questionable.

It seems that cloning would not fall under the category of trying to resolve the problem of infertility, because it is motivated rather for the satisfaction of one's own personal ego-to have a clone of oneself. Producing children in this manner would threaten the very institution of marriage, and therefore clearly would be an illegal venture under Islamic law.

www.pathagar.com

13. SURROGATE PARENTING

Surrogate parenting involves a woman bearing the child of another woman who is not in a position to bear children as a result of blocked fallopian tubes or lack of a uterus. To be a surrogate mother is, so to say, "leasing her womb", for the child that one gives birth to does not "legally" become one's own but is the child of the couple who pays the surrogate mother for that particular purpose. In some of the states in America it is a legal venture. But in England it has not as yet been legalized. This procedure no doubt allows an infertile couple to have a child who would have the genetic complement of the husband, if the husband's sperm is used to fertilize the ovum of the surrogate woman. But, the problem arises in fertilizing the ovum of another woman by the sperm of a man not her husband. Is this to be regarded as an adulterous union? Clearly it would be illegal under Islamic law.

The sperm and ovum of the married couple may also be fertilized in vitro and placed in the womb of a surrogate mother, who would be paid for giving birth to their child. The child would bear the full genetic complement of the contracting couple. It is relevant here that when Muslims have their children breast-fed by a foster mother, the children would be like the child of the wet-nurse.

This means that if the wet-nurse has her own biological children, the children she breast-fed would not legally be permitted to marry any of her own biological children. But, it is to be emphasized that this prerogative of surrogate breast feeding can in no way serve as justification for the surrogate mother to carry to term the fertilized egg of the married couple. No parallel can be drawn between the wet-nurse and the surrogate mother. The wet-nurse provides the basic essential nourishment to the already born child, while the surrogate mother carries the "unformed" child to term and literally gives birth to it. This poses two immediate problems:

www.pathagar.com

A. The Legality of the Contract : The contract which the surrogate mother and the married couple enters into can in no way be justified legally under the Shari'ah (Islamic Law). It would be considered a batil (invalid) contract. This stand may be clarified by pointing out that a sale contract would be legal only if it involves such transactions as are permissible under the Shari'ah. For example, no transaction involving the sale of or purchase of alcohol (intoxicating drinks) would be legally valid. In the same manner, the contract between the married and the surrogate mother is invalid in the sense that 1) it is a contract stipulating the "sale" of a free person; and 2) it involves an element of adulterous implantation (the fertilized egg being implanted not in the wife but in the womb of the surrogate mother).

B. The Question of Parentage (Nasab) : The Prophet Muhammad (SAWS) is reported to have said, "The child is for the bed". From this statement a general principle is laid down. A child, legitimate or illegitimate, always has a mother. The mother is the one who gives birth to it. Therefore, the surrogate mother will naturally, truly, and legally be the mother of the child. A child born under the surrogate contract would be illegitimate in the Shari'ah since the contracting husband had not entered into matrimonial contract with the surrogate mother who gave birth to the child.

There is no place for surrogate motherhood within the Islamic system, for the evils that would accrue from it will far outweigh any good. Some of its evils may be enumerated as follows. Acceptance of surrogate motherhood would:

1. tamper with the Sunan ("Ways") of Allah in the normal process of procreation;

2. entice unmarried women to "lease" their wombs for monetary benefits; this would in effect undermine the institution of marriage and family life;

3. tempt married women to resort to this technique in order to relieve themselves of the agony of going through the pangs

www.pathagar.com

of pregnancy and childbirth. Islam does not consider pregnancy as a burden but as a blessing. If a mother dies during pregany or childbirth she is given the status of shahidah ("martyr")

4. encourage the surrogate mother to claim legal rights to the couple's child she bore, as has already occurred in the United States; and

5. if not checked, create confusion in blood ties, when a mother like pat Antony of Tzaneen, South Africa, carries the children of her biological daughter, Karen.

It cannot be denied that biomedical science has made positive contributions towards assisting infertile couples in becoming parents. The technological methods used are sometimes ethically questionable. In the Islamic system ethics is not divorced from law. Thus, the question we have addressed is whether such tehcnics are valid under Islamic Law? We have attempted to analyze all of the biotechnical possibilities and have come to the conclusion that only artificial insemination with the sperm of the husband (AIH) can be regarded as lawful.

The other functionally similar technique that could be looked upon as permissible would be in vitro fertilization where the ovum of the wife is fertilized by the sperm of the husband.

All other techniques cannot be legally sanctioned, for they involve an element of adulterous union and/or could destroy the institution of marriage.

The Qur'anic verse (42:50) stating that it is within the power of Allah (SWT) to leave barren whom He wills enables Muslims to resign themselves to the will of Allah (SWT) in the event that both the process of artificial insemination and in vitro fertilization fail and leave them without offspring.

If these two techniques fail, they have two further options. If the cause of infertility is the woman the husband may resort to polygamy and try to have children from his second wife. But, if they are so intimately attached to one another and

www.pathagar.com

would not like to be disturbed by the presence of another woman, even one legally married to the husband, then they have the option to adopt a child, preferably an orphan. Besides enjoying the spiritual benefits of this responsibility, they will also have the pleasure of rearing a child who may not legally be adopted by them but yet be psychologically satisfying to care for as if he or she were their own.

১৪. বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের বৈধতা

বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের জন্য চিকিৎসা নেয়া কোনো রকম অন্যায় বা রীতিনীতি বিরুদ্ধ নয় বরং একজন স্ত্রীকে সন্তান লাভ করতে এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ দান করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে, কেবল মাত্র স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্বামীর শুক্রাণু স্থাপন করা যেতে পারে তাও যদি বিধিসম্মতভাবে স্থাপন করা হয়। আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ স্ত্রীর গর্ভ ছাড়া অন্য গর্ভে সন্তান উৎকর্ষিত হয়। এটা কোনোক্রমে গ্রহণীয় নয়। এ ব্যাপারে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মিশরের মুফতী শেখ জাদেল হক-এর কাছে প্রশ্ন রাখা হলে তিনি বলেন ঃ

১. অসুখের জন্য চিকিৎসা নেয়া ইসলামে বৈধ এবং ম্যাণ্ডেটারী। এ ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নেয়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

২. স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে স্বামীর শুক্রাণু প্রতিস্থাপন করে উর্বর করা বিধিসম্মত।

৩. এক স্ত্রীর সাথে অন্য এক পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন করা নিষিদ্ধ।

৪. স্বামীর শুক্রাণু নিয়ে ইনভিট্রো পদ্ধতিতে স্ত্রীর গর্ভে কৃত্রিম প্রজনন কেবল বৈধ।

৫. স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের শুক্রাণু ইনভিট্রো পদ্ধতিতে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন নিষিদ্ধ কারণ এ পদ্ধতি একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়।

৬. কোনো স্ত্রীলোকের ডিম্বাণুর সাথে স্বামীর শুক্রাণুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উর্বর করে যদি স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাও নিষিদ্ধ।

৭. শুক্রাণু রক্ষিত ব্যাংক থেকে শুক্রাণু গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

৮. স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে স্বামীর শুক্রাণুর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উর্বর করা এবং ঐ উর্বর ডিম্বাণু কোনো পশুর গর্ভাশয়ে কিছু সময়ের জন্য স্থাপন করে রাখা এবং পরবর্তীতে স্ত্রীর গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত করাও নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

৯. কোনো চিকিৎসক যদি অবৈধ পন্থায় কোনো কাজ করে তা শরীয়াহ আইনের পরিপন্থী।

১০. অবৈধ প্রজনন প্রক্রিয়ায় কোনো সন্তান জন্ম হলে তাকে অবৈধ সন্তান হিসেবেই গণ্য করা হবে এবং সে পিতার নাম ব্যবহার করতে পারবে না বরং মায়ের নাম ব্যবহার করবে।

১৫. চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ প্রশ্ন

পুরুষের ভ্যাসেকটমীর মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়। আর স্ত্রীদেরকে টিউবাল লাইগেসন-এর মাধ্যমে বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়ে থাকে। আবার পুরুষদেরকে হরমোনাল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়ে খোজা করে দেয়া হয়। তবে পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকদেরও বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয় তাতে পুরুষদের মতো স্ত্রীলোকদের হরমোনাল কার্যক্রম নষ্ট হয় না এবং সেকসচুয়াল লাইফে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

এ থেকে দেখা যায় যে, অনেক মুসলিম দেশেই চিকিৎসার মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব করণ করা হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম থিওলোছিয়ানরা চিকিৎসার খাতিরে কোনো প্রশ্ন তুলছেন না বরং একে বৈধ বলে মনে করেন।

এখন সমস্যা হলো পরিবার পরিকল্পনার জন্য চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব করণ ব্যবস্থার প্রচলন এবং কার্যক্রম কোনো কোনো মুসলিম দেশ গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা মনে করে আল্লাহর আইনকে অমান্য করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হলো, এ অভিলাষ কি আইনসম্মত ?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত কথাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে ঃ

১. বর্তমান বিশ্বে যে সকল বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, পুরাকালে তা ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের বা সেকালের চিকিৎসকদের জানা ছিল না। তখন কতোগুলো অনিশ্চিত সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয় যা ছিল কুরুচিপূর্ণ। তা আল বিঝুরমী (মৃত্যু-১৮০৬ খৃ.) ও সুব্রামালিসী (মৃত্যু ঃ ১০৮৭ খৃ.) উভয়ই ঐ সকল পদ্ধতিকে দ্ব্যর্থক ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দুঃখের বিষয় পরবর্তীতে আল সাওকানী (মৃত্যু ঃ ১৮৩৯ খৃ.) সে সবগুলোকে প্রচলিত পন্থা বলে বর্ণনা করেন। আর জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রতিক্রিয়ায় ক্ষান্ত না হয়ে আযলের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২. আল্লাহর কুরআন বা রাসূল স.-এর হাদীসে জন্মনিরোধের ব্যাপারে কোনো কিছুই বলা নেই তাই এটা স্বীকৃত। এ ব্যাপারে ১৯৭১ সালে

www.pathagar.com

রাবাত কনফারেন্সে ডাঃ মাকতুর বলেন চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনো উল্লেখ নেই তাই কোনো সঠিক বিবেচনা ছাড়া এটা গ্রহণীয় হতে পারে না।

৩. ১৯৮০ সালে শেখ জাদেল হক বলেন, কোনো স্ত্রীলোক বা পুরুষ যদি শৈল চিকিৎসা বা ঔষধ দ্বারা চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ করেন সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোনো বর্ণনা নেই। তবে অধিকাংশ তত্ত্বোপদেষ্টাগণ দ্বিমত পোষণ করেন এবং শরীয়াহ আইনের পাঁচটি ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করেছেন। তা হলো স্বয়ং নিজ, ধর্ম, আত্মা, সম্পদ এবং জন্ম। সুতরাং শেখ জাদেল হক সর্ব বিষয়ে এবং সর্বদিক চিন্তা করে বলেছেন কিনা এটা স্পষ্ট নয়। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বংশ বৃদ্ধি এবং বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য কুরআনে উল্লেখ আছে। তার অর্থ দাঁড়ায় যে, সন্তান যা সৃষ্টি হবার তা হতে থাকবে এবং হবে। শেখ জাদেল হক-এর কয়েকজন সমসাময়িক তত্ত্বোপদেষ্টাদের ধারণা যে শৈল চিকিৎসার মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব করণ করা হলে তাকে খোজা করা হয় যা শরীয়াহ আইনে নিষিদ্ধ। কারণ পুরুষের জনন কোষকে শৈল চিকিৎসা দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয় যার দরুন পুরুষ সেক্সসুয়াল (যৌন) ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা থাকে না। সেজন্য শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশতে সক্ষম নয় বলে সন্তান জন্ম নেয় না। শরীয়াহ আইন এ কার্যক্রম সমর্থন করে না।

বর্তমান সময় আরও নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন হচ্ছে যেমন Reverse sterilization-এর মাধ্যমে কোনো মহিলা পুনঃ গর্ভবতী হতে পারে তবে তার সফলতা ৬০/৭০ ভাগ।

এখন প্রশ্ন হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জন্ম নিরোধ করা অনুমোদনীয় কি না ?

শেখ জাদেল হক, মিশরের গ্রাণ্ড মুফতী, ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে যে মতামত দেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদনীয় নয়, যদি না তা শৈল চিকিৎসা বা ঔষধের মাধ্যম চিরস্থায়ী বন্ধ্যাকরণ করা হয়। বন্ধ্যাত্বকরণ কেবল তখনি প্রযোজ্য যখন বংশানুক্রমিক কোনো সংক্রমিত ব্যাধি চলে আসে বা কোনো সমস্যা দেখা দেয়। সেসব ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব করণ ম্যানডেটরী। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটাকে ক্ষমাও করা যায় যেমন একটা ছোট ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতিকে এড়িয়ে চলা। এখন যদি কোনো অনিরাময়যোগ্য রোগ ধরা পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের বিধান নেয়া অপরিহার্য।

www.pathagar.com

২. শেখ সালতুত ঐ একই মত প্রকাশ করেন যে, চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ কোনোক্রমেই অনুমোদিত নয়। তবে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হলে এবং বংশগত সংক্রমণ রোগের আক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা থাকলে বন্ধ্যাত্বকরণ করা যেতে পারে।

৩. ডাঃ মাদকুর এর বিরোধিতা করেন এবং সাফিয়ী জুরিষ্ট আল বিযুরমীকে উদ্ধৃত করে বলেন, যে পদ্ধতি জন্ম দেয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যহত করে সে সকল কৌশল গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

৪. ১৯৬৪ সালে হাই কাউন্সিল রিসার্চ নির্দেশ জারী করেন যে, যে পদ্ধতি ব্যবহার করলে বন্ধ্যাত্বকরণ হয় তা নিষিদ্ধ। সৌদী আরবের ফিকাহ্ কাউন্সিলও ঐ রকম নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন।

৫. রাবাত কনফারেন্সে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং সংখ্যালঘিষ্ট দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে এবং সংখ্যাগরিষ্ট দল বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সংখ্যাগরিষ্ট দল মনে করেন যে, কুরআন এবং হাদীসে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা নেই তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ্যাত্ব নিষিদ্ধ হওয়া উচিত নয়। আর সংখ্যালঘিষ্ট দল বন্ধ্যাত্ব করণ পদ্ধতিকে আল্লাহ্র দেয়া পদ্ধতিকে পরিবর্তন করার সামিল মনে করেন। শেখ বাহসাতি এবং শেখ মোঃ শামসউদ্দিন বন্ধ্যাত্ব করণের পক্ষে অভিমত দেন। তবে চিকিৎসকরা মনে করেন বন্ধ্যাত্বকরণের সাথে পুরুষের খোজা হবার ব্যাপারটি সম্পূরক নয়।

৬. ক্ষণিক সময়ের জন্য বন্ধ্যাত্বকরণকে আল আযল এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় না। তবে বন্ধ্যাত্ব করণ কেবল স্বেচ্ছাক্রিয়।

৭. শেখ সাইয়িদ সাবিক একটা বর্ণনা পেশ করেন যে, যারা আযল করে তারাই বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

৮. শেখ আহমদ ইবরাহীম একজন বিশ শতকের প্রথম দিকের প্রসিদ্ধ তত্ত্বোপদেষ্টা। তিনি ঘোষণা করেন যে, বন্ধ্যাত্বকরণ পদ্ধতি নিষিদ্ধ নয় কারণ তার আওতাধীন যে পদ্ধতিতে শুক্রাণুকে নষ্ট করে দিতে পারে বা স্ত্রী গর্ভাশয়ে পৌছতে বাধা দিতে পারে বা অকর্মন্য করে দিতে পারে তা নিষিদ্ধ নয়। আর স্ত্রীরাও এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে বা ব্যবহার করবে যা গর্ভধারণ করতে বাধাগ্রস্ত হবে সেটা বেআইনী নয়। তাই তিনি বলেন ঃ

বন্ধ্যাত্বকরণের ব্যাপারে আমি কোনো ধর্মীয় বাধা বা আপত্তি দেখি না কারণ বন্ধ্যাত্ব একটা চিকিৎসা যা অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের আগমন বন্ধ

www.pathagar.com

করে। এটা কোনো দোষের নয়। তাই একে আশীর্বাদ মনে করে অনুমোদন দেয়া উচিত।

শেখ পরে কতগুলো আপত্তিকে বিবেচনায় এনে উহার প্রত্যেকটাকে খণ্ডন করেন এবং নিশ্চিত করেন।

আমার মতে বন্ধ্যাত্বকরণের কোনো ধর্মীয় আপত্তি থাকতে পারে না। আর সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও আপত্তি নেই এটা এখন প্রতিষ্ঠিত একটা বিষয়।

এ মন্তব্যের উপর শেখ আহমদ আল সারাবাসী এর আইনগত দিক পুনঃ পরীক্ষার জন্য প্রস্তাব করেন। এটাকে তত্ত্বোপদেষ্টাদের ও চিকিৎসকদের একমত পোষণ করতে হবে। যে পর্যন্ত তারা ঐকমত্যে পৌছতে না পারেন ততোক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যালগিষ্টদের মতামতই প্রাধান্য পাবে। কারণ চিরস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব কোনো কারণ ব্যতিরেকে অনুমোদিত নয়।

❒

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়
গর্ভপাত

১. গর্ভপাতের বিষয়

গর্ভপাত ঘটানো একটা জটিল সমস্যা। তবুও মানুষ বিভিন্ন কারণে গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে যা ধর্মের রীতিনীতি ও শরীয়াহ্ মতে গ্রহণীয় নয়। যদিও কিছুসংখ্যক তত্ত্বোপদেষ্টা কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অবস্থার ওপর নির্ভর করে গর্ভপাতকে অনুমোদন দিয়ে থাকে, যেমন নাকি দিয়ে থাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে। কেবল কোনো কোনো তত্ত্বোপোদেষ্টা ৪০ দিনের পূর্বে এবং ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত অনুমোদন করে থাকেন। তবে ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ কারণ কোনো ভ্রূণ জীবন লাভ করার পর তাকে কোনোক্রমে নষ্ট করা যাবে না।

অপরপক্ষে যে সকল শাস্ত্রবিদগণ নুতফাহ্, আলাকাহ্ এবং মুদগা-এর স্তরগুলো প্রত্যেকটি ৪০ দিনে হয় বলে মনে করেন এবং কখন রূহ শরীরে প্রবেশ করবে তা নির্দেশ করতে পারে না। তারাও স্বীকার করেন যে ১২০ দিন পর শরীরের সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ গঠন হবার পর শরীরে রূহ প্রবেশ করানো হয়।

ইবনে আল কাইয়ুম বলেন ঃ "যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, শরীরে রূহ প্রবেশের পূর্বে কি ভ্রূণের অনুধাবন শক্তি ও চলাচল শক্তির কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এর উত্তর হলো একটা ক্রমবর্ধমান গাছের মত চলাচল হয়। চলাচল ও অনুধাবন শক্তি ঐচ্ছিকভাবেই হয়ে থাকে এবং আত্মপ্রকাশের পূর্বে একটা উদ্ভিদ জাতীয় জীবন পেয়ে থাকে।"

তবে ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টারা একমত যে, গর্ভবতী হবার পর ১২০ দিন গত হলে গর্ভপাত ঘটানো যাবে না—নিষিদ্ধ। কেবল গর্ভবতী মাতা যদি অসুস্থ হোন এবং জীবনের ওপর মৃত্যু ঝুঁকি থাকে সেক্ষেত্রে গর্ভপাত করা যাবে। তবে এ ব্যাপারে আবার দ্বিমতও আছে।

২. বিভিন্ন লিগ্যাল স্কুলের অভিমত

ক. হানাফী স্কুল ঃ গর্ভধারণের ১২০ দিন পূর্বে সাধারণত গর্ভপাত অনুমোদিত, কারণ ঐ স্তরে ভ্রূণ পূর্ণ মানব আকার ধারণ করে না এবং ঐ স্তরে রূহকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় না। কিন্তু ১২০ দিন পর মানব আকার ধারণ করে এবং শরীরে রূহকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। অনেকে মনে করে কোনো প্রকৃত অবস্থার সূচনা ব্যতীত গর্ভপাত করা অনুমোদিত নয়। কারণ গর্ভধারণ

www.pathagar.com

করার পর ভ্রূণটি জীবন পেয়ে থাকে নতুবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় মা যদি পুনঃ গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং মায়ের বুকের দুগ্ধ বন্ধ হয়ে যায় তবে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের নানা রকম অসুবিধার কারণ হতে পারে এবং জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে বা হয়ে থাকে। এ অবস্থায় পিতার পক্ষে দুগ্ধ যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ জন্য দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় কোনো স্ত্রীলোকেরই পুনঃ গর্ভধারণ করা উচিত নয়। অপর পক্ষে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য যদি খারাপ হয় এবং সন্তান জন্ম দিতে জীবন মৃত ঝুঁকির সম্মুখিন হয়ে পড়ে এবং শৈল চিকিৎসার মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করাতে হয় সেই সকল ক্ষেত্রেও গর্ভপাত করানো যেতে পারে।

খ. মালিকী স্কুল ঃ মালিকী স্কুলের মতে গর্ভপাত ঘটানো অনুমোদিত নয় বরং নিষিদ্ধ, এমনকি ৪০ দিনের পূর্বেও নয়।

গ. শাফিয়ী স্কুল ঃ ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত করানোর ব্যাপারে শাফিয়ী স্কুল দ্বিধা বিভক্ত। তাদের মধ্যে ইবনে আল ইমাদ এবং আল গাজালী গর্ভপাতকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন। আবার মুহাম্মদ ইবনে আবু সাইদ নুতফাহ এবং আলাকাহ স্তরে ৮০ দিন পর্যন্ত গর্ভপাত অনুমোদন করেছেন। অন্যরা ১২০ দিনের পূর্ব পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে গর্ভপাত অনুমোদন করেছেন।

ঘ. হাম্বলী স্কুল ঃ ঔষধ ব্যবহার করে ৪০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত ঘটানো অনুমোদিত। কিন্তু এ সময়ের পর গর্ভপাত ঘটনো নিষিদ্ধ।

ঙ. যায়েদী স্কুল ঃ ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত অনুমোদিত।

চ. ইমামী শিয়া স্কুল ঃ সকল সময় এবং সকল অবস্থায় গর্ভপাত নিষিদ্ধ।

ছ. যাহেরী স্কুল ঃ ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাত অনুমোদিত। তবে তারা এটাকে সন্তান হত্যার সাথে এক ভাবে না। ১২০ দিন পর এটাকে সন্তান হত্যা হিসাবে গণ্য করে।

জ. ইবিদী স্কুল ঃ কোনো অবস্থায়ই গর্ভপাত অনুমোদিত নয় এবং গর্ভাবস্থায় মা এমন কোনো কাজ করবে না যদ্বারা গর্ভের সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

উপসংহার ঃ ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত ঘটানোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

শেখ যাদেল হক এবং ড. মাদকুর-এর মতে ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাতকে চারভাগে ভাগ করা যায় ঃ

www.pathagar.com

১. কোনো জাস্টিফিকেশন ব্যতীত শর্তহীন অনুমোদন এটা যায়েদী স্কুল এবং কিছুসংখ্যক হানাফী ও শাফিয়ী চিন্তাবিদদের মতামত।

২. গ্রহণযোগ্য জাস্টিফিকেশন বর্তমান থাকা অবস্থায় শর্তাধীন অনুমোদন। কিছুসংখ্যক হানাফী এবং শাফিয়ী স্কলারদের মতে জাস্টিফিকেশনহীন বিষয় অগ্রহণযোগ্য।

৩. মালেকী স্কুলের মতে শর্তহীন বিরাগপূর্ণ।

৪. মালেকী, ইমামী, ইবাদী, জাহেরী এবং হাম্বলীদের মতে ৪০ দিন পরে গর্ভপাতের ব্যাপারে চরম বা ব্যতিক্রমহীন নিষিদ্ধ।

৩. বৈধ গর্ভধারণকে নষ্ট করে দেয়া

এখানে বৈধ প্রক্রিয়ায় গর্ভ ধারণ (স্বামী-স্ত্রী) ও অবৈধভাবে গর্ভধারণ (স্বামী-স্ত্রী নয়)-এর মধ্যে আইনগত পার্থক্য আছে। অবৈধ গর্ভধারণ করে যে সন্তান জন্ম দেয়া হয় তাকে জারজ সন্তান বলে, জারজ সন্তান তো জারজই। বৈধ প্রক্রিয়ায় গর্ভধারণ সমন্ধে ডাঃ আল বুয়ুতি মত প্রকাশ করেন যে, গর্ভধারণের ৪০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত করা যায়। এটা তিনি হানাফী ও শাফিয়ী স্কুলের মতবাদের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি হযরত মুহাম্মদ স.-এর হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল স. বলেছেন যে, বিয়াল্লিশ দিনে প্রত্যেক সৃষ্টিকে সংগ্রহ করা হয় এবং একই সময়ে যা গর্ভাশয়ে আটকে থাকে (আলাকা), তা পরবর্তীতে চর্বিত মাংস পিণ্ডে (মুদগা) পরিণত হয়। এ অবস্থায় ফেরেশতা পাঠানো হয় এবং ফেরেশতা তখন চারটি জিনিস লিখে তার মধ্যে ভরণপোষণ, আয়ু, কর্ম এবং দুঃখী হবে না সুখী (সৌভাগ্যবান/দুর্ভাগ্যবান/বতী) হবে। তারপর তার শরীরে আত্মার আবির্ভাব ঘটে।–বুখারী, মুসলিম

অপর দিকে এক হাদীসে হোযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল স. বলেছেন ঃ যখন নুতফাহ গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে এবং তথায় ৪০ দিন-রাত্রি অবস্থান করে তখন আল্লাহ এটাকে একটা আকৃতি দান করে সৃষ্টিতে আনয়ন করেন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি, চামড়া, হাড়-মাংস গঠন করার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠান। তখন ফেরেশতা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ! এটা কি ছেলে হবে, না মেয়ে হবে। তখন আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। ফেরেশতা তখন জিজ্ঞেস করেন যে, এর ভরণপোষণ কি হবে, তাও আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে।

কিতাব আল তাওহীদ অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে অনেক ইসলামী শাস্ত্রবিদ মনে করেন নুতফাহ

www.pathagar.com

৪০ দিনে এবং আলাকা ও মুদগা প্রত্যেকে প্রতি ৪০ দিন অর্থাৎ ১২০ দিনে গঠিত হয়। আবার অনেকে বলেন যে, নুতফাহ, আলাকাহ ও মুদগা ৪০ দিনে গঠিত হয়। ইসলামী শাস্ত্রবিদদের সংখ্যালঘু দল মনে করেন এ তিনটি স্তর অতিক্রম করতে ভ্রূণের ১২০ দিন বা ১৭ সপ্তাহ এবং ১ দিন প্রয়োজন হয়।

অনেক শাস্ত্রবিদগণ বলেন ১২০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত করা যায়। তবে ১২০ দিন পরে গর্ভপাত নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক সে ক্ষেত্রে মুসলিম চিকিৎসকদের মতামত নিয়েই কেবল গর্ভপাত করা যায়।

ইবনে হাকিম, জাহিরিয়া এবং শেখ আল বুয়ুতি এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন এবং তারা ১২০ দিন পর আর কোনো গর্ভপাত করা যাবে না—নিষিদ্ধ বলে মত দিয়েছেন।

অপর পক্ষে যে সকল শাস্ত্রবিদ নুতফাহ, আলাকাহ ও মুদগা-এর স্তরগুলো ৪০ দিনে হয় বলে মনে করেন এবং কখন রূহ শরীরে প্রবেশ করে তা নির্দেশ করতে পারেন না তারাও স্বীকার করেন যে, তা ৪০ দিন পর ঘটে থাকে কেবল শরীরের সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ গঠনের পর।

যারা ১২০ দিন পর্যন্ত গর্ভপাত করানো যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন ডাঃ বুয়ুতী তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। অপর পক্ষে যারা গর্ভপাতের বিপক্ষে তাদের সাথেও তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন, সকল স্কুলই একমত যে, ১২০ দিন পর গর্ভপাত করা নিষিদ্ধ তবে গর্ভবতী মা'র জীবন মৃত্যুর ঝুঁকিপূর্ণ হলে এবং গর্ভের সন্তান ঝুঁকিপূর্ণ হলে বা দুগ্ধপোষ্য সন্তানের শরীর ঝুঁকিপূর্ণ হলে কেবল গর্ভপাত করা যাবে।

তারপর তিনি কিভাবে ৪০ দিন পর গর্ভপাত করা যাবে তার তিনটি শর্ত বিশ্লেষণ করেন ঃ

ভ্রূণের অধিকার ঃ ৪০ দিনের আগে ভ্রূণটা একটা জীবন্ত কনা বা নুতফাহ স্তরে থাকে অর্থাৎ তার কোনো আকৃতি ও প্রকৃতি থাকে না বা জীবনও পায় না। শরীর গঠনের পর পর জীবন পায় তারপর গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ।

পিতা-মাতার অধিকার ঃ ৪০ দিনের মধ্যে পিতামাতার ঐকমত্যের ভিত্তিতে গর্ভের সন্তান রাখতে পারেন বা বিনষ্ট করে দিতে পারেন।

সামাজিক অধিকার ঃ সর্বসম্মতিক্রমে গর্ভপাত করানো যেতে পারে। আর এটা যদি সমাজে প্রচলিত না থাকে তবে সমাজও এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে। যে কোনো অবস্থায় অবৈধ সন্তান ধারণ অপসন্দনীয় ও

www.pathagar.com

সমাজে গ্রহণীয় নয়। ইসলামী আইনে মুসলমানগণ অবৈধ সন্তান অনুমোদন করে না এবং স্বীকার করেন না। খ্রিস্টান ও বিধর্মীদের কাছে গ্রহণীয়।

৪. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার পরও যদি সন্তান গর্ভে আসে তাওকি প্রত্যাখ্যান করা যাবে ?

রাসূল স.-এর হাদীসে আযল করার কথা উল্লেখ আছে। তাতে এও উল্লেখ আছে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন একটা আত্মা সৃষ্টি করবেন, সেটা সৃষ্টি হবেই। আযল করা বা না করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ঔষধ বা পিল ব্যবহার করা বা না করা কোনো প্রশ্ন আসে যায় না। আল্লাহর শক্তির কাছে কোনো শক্তি খাটে না। আল্লাহ হলেন সকল সৃষ্টির আধার। আযল করলে বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করলেও সন্তানের জন্ম হতে পারে।

অনেক ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টা মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার ওপর কারো কোনো হাত নেই, যা সৃষ্টি হবার তা হবেই।

১. আল্লাহ যদি ইচ্ছা না করেন তবে কোনো আত্মাই সৃষ্টি হবে না। পুরুষের শুক্রাণু কোনো না কোনোভাবে বিনষ্ট হয় বা স্ত্রীর জরায়ু পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবে না।

২. অপর পক্ষে আল্লাহ যদি কোনো আত্মাকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, আযল করলেও কোনো না কোনোভাবে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌছে যাবে এবং স্ত্রী সন্তান ধারণ করবে। স্বামী-স্ত্রী কেউই টের পাবে না।

৩. আর স্বামী-স্ত্রী যদি সন্তান গ্রহণ না করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে আযল করতে থাকেন বা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করেন তবুও হয়তো কোনো ফাঁকে পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌছে যাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ হলেন সর্ব কৌশলের শ্রেষ্ঠ কৌশলী।

৪. কেউ যদি মরে যায় মানুষ তাকে বাঁচাতে পারে না ; তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মৃত্যুকেও জীবন দিতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হলো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার পরও যদি সন্তান মায়ের গর্ভে আসে, সেটাকে কি গ্রহণ করা হবে, না অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে ?

১. যেহেতু স্বামী স্ত্রীর মিলনের ফলে সন্তান গর্ভে এসেছে এবং এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইহা স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমের ফসল সুতরাং এ সন্তানকে অস্বীকার করা যায় না বা তাকে নষ্ট করে দেয়ারও অধিকার বাবা বা মা, অথবা মা বা বাবা কেউই রাখে না। (মালাদু লীল ফিরাস)

www.pathagar.com

২. জন্মনিরোধক ব্যবস্থাও ব্যর্থ হতে পারে। এটা বাস্তব, প্রায়ই ঘটে থাকে। শৈল্য চিকিৎসার মাধ্যমে বন্ধ্যাত্ব করা হলেও সে ক্ষেত্রেও অঘটন ঘটে থাকে এবং ঘটেছে।

ইবনে আল কাইয়ুম বলেনঃ আযল করার কারণে আমার কোনো সন্তান নেই। ইবনে কুদামা, আবু সাইয়েদের বরাতে বলেন ঃ আযল আমাকে একজন সর্বোত্তম সন্তান দান করেছেন।

৫. আযল করার পরও যদি স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান আসে তবে সে সন্তান কি গ্রহণ করা যাবে ?

১. গ্রহণ করা যায় এবং যাবে তা যদি বৈধ স্বামী-স্ত্রীর হয়ে থাকে।

২. অস্বীকার করা যায় না বা সে সন্তানকে ত্যাজ্যও করতে পারে না।

৩. স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে (আল জাবেদী)।

সন্তানের জন্মধাত্রী মাতাকে ব্যভিচারিণী বলে অপবাদ দিয়ে তালাক দিতে পারে। তবে তালাক দেয়া ইসলামে ঘৃণ্য বিষয়। এসব ব্যাপারে পুরুষকে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য দিতে হবে যে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে সঙ্গম করেছে। সে যদি সাক্ষী দিতে বা সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তবে তাকে বিচারকের সম্মুখে আল্লাহর নামে চার বার শপথ বাক্য পাঠ করে বলতে হবে যে তার স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা অবিশ্বস্ত। স্ত্রী আত্মরক্ষা করার জন্য একই পদ্ধতিতে চারজন স্বাক্ষী হাজির করবে প্রমাণ করতে হবে যে, সে ব্যভিচারিণী নয়। ব্যর্থতায় আল্লাহর নামে তাকেও শপথ করে বলতে হবে যে, সে ব্যভিচারিণী নয়—অবিশ্বাসী নয়।

অধিকাংশ ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টা এটাকে প্রত্যাখান করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন, এ বলে যে, আযল করার সময় হয়তো ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় বা অসতর্কতায় পুরুষের শুক্রবিন্দু স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে থাকতে পারে। ইবনে তামিয়াহ (মৃত্যু ১৩২৮ খ্রি.) হাম্বলী মাযহাবের তত্ত্বোপদেষ্টা যিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, স্ত্রীর সাথে সঙ্গমকালে এবং বির্য নির্গমনের পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুরুষের লিঙ্গ বের করে আনার সময় পুরুষের শুক্রাণু ফোটা স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন ঐ প্রতিক্রিয়ায় গর্ভধারণ ঘটাতে পারেন।

মালেকী মাযহাবের ইবনে যুজাইয়া (মৃত্যু ১৩৪০ খ্রি.) এটাকে স্বেচ্ছাক্রিয় ভুল মনে করেন এবং শাফিয়ী মাযহাবের ইবনে হাজর (মৃত্যু ১৩৪০ খ্রি.), ইবনে কাসতালানী (মৃত্যু ১৫১৭ খ্রি.), আল সাবা সারানী (মৃত্যু ১৫৬৫ খ্রি.) এবং আল জারেদী (মৃত্যু ১৭৯০ খ্রি.) একই মত পোষণ করেছেন।

www.pathagar.com

আল কাসতালানী পুনরোল্লেখ করেন যে, রতিক্রিয়ার চরম মুহূর্ত স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুরুষ লিঙ্গ বের করে আনুক বা নাই আনুক, আল্লাহ যদি সন্তান দিতে চান সেটা হবেই কোনোক্রমে রোধ হবে না। পুরুষের অজ্ঞাতে শুক্রাণু চোয়ায়ে স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে বা করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষ ও স্ত্রীলোক ব্যতীত, ইভ (হাওয়া) আ.-কে স্ত্রীলোক ব্যতীত এবং ইসা আ.-কে পুরুষের সাহচার্য ব্যতীত।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আল কাইয়ুম বলেন রতিক্রিয়ার চরম মুহূর্তে স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুরুষের লিঙ্গ বের করে আনার সময় শুক্রাণুর কোনো বিন্দু জননেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে থাকবে।

হানাফী স্কুলের মতে পুরুষাঙ্গ না ধুয়ে পুনঃ সঙ্গম করলে শুক্রাণুর অবশিষ্ট পদার্থ গ্লানের মধ্যে বা ক্যানেলে থাকতে পারে এবং পুনর্বার সঙ্গম করার সময় সেখান থেকে জরায়ুতে পৌছাতে পারে। এজন্য ইমাম হনাফী সুপারিশ করেছেন যে, প্রত্যক বার সঙ্গম করার পূর্বে পুরুষাঙ্গ এবং জননেন্দ্রীয় ভালোভাবে ধৌত করা উচিত। হানাফীরা এ খুঁটিনাটি ব্যাপারে বেশ সতর্ক।

❑

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত বংশবৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু মানব সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ ভাবছে খাদ্যের অপ্রতুলতার কথা। পৃথিবী যা ছিল আজও তাই আছে, কিন্তু মানুষ বাড়ছে বহু গুণে। চিন্তাবিদদের ধারণা হয়তো একদিন পৃথিবীর মানুষ খাদ্যাভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবী সৃষ্টি লগ্ন থেকেই ক্ষুদাপিড়ীত ছিল। কারণ পুরাকালের লোকেরা কিভাবে খাদ্য শস্য উৎপাদন করবে সে কৌশল জানতো না। কুরআনে যদিও খাদ্যদ্রব্যের কথা, জমি চাষের কথা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু মানব সে ব্যবস্থা তখনও আয়ত্ত করতে পারেনি, যা পেরেছে এখন।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ ۝ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝ وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

"মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমিই প্রচুর বারি-বর্ষণ করি, অতপর আমি ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি ; এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা, শাক-সব্জি, যয়তুন, খর্জুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য, ইহা তোমাদের ও তোমাদের জন্তুর জন্য।"

–সূরা আল আবাসা ঃ ২৪-৩২

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

www.pathagar.com

"এমন কতো জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন উহাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্ঞ।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬০

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ط اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ۝

"উহারা কি লক্ষ করে না, আমি ঊষর ভূমির ওপর পানি প্রবাহিত করে উহার সাহায্যে উদ্গত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদের জন্তু এবং উহারাও ? উহারা কি তবুও লক্ষ করবে না।"

–সূরা আস সাজদা ঃ ২৭

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তার প্রত্যেক সৃষ্টি জীবের জন্য খাদ্য দান করে থাকেন। মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না এটা কি করে সম্ভব। আজ পৃথিবীর জমিনে এক ফসল এর জায়গায় তিন ফসল হয় এবং পরিমাণ অনেক। এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ যতোই বাড়ুক সম্পদের ঘাটতি হবে না। পৃথিবীর প্রথম যুগেও যা ছিল আজও তেমনি আছে। কম বেশী হয়নি।

তবে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত। আর আল্লাহ্র জ্ঞান ও কৌশল সীমাহীন। তিনি ভালো জানেন, কখন কি করতে হবে। হয়তো পৃথিবীর লোকসংখ্যার আধিক্যের কথা চিন্তা করে মানুষ ভাবছে জনসংখ্যার হার কম করা বা রাখা। আর সে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এমনকি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জনসংখ্যা রোধ কল্পে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী এবং বিভিন্ন সময় এ ব্যাপারে বিভিন্ন তত্ত্বোপদেষ্টা দ্বারা ফতোয়া প্রচারিত হচ্ছে। কেউ কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণ পক্ষে আবার কেউ বিপক্ষে। তবে সংখ্যালঘিষ্ট তত্ত্বোপদেষ্টাদের অভিমত জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে। বিপক্ষবাদীরা বলে থাকেন মানুষের সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারটা সাময়িক। তবে পৃথিবী যতোদিন আছে এবং তার মানুষও আছে ততোদিন, খাদ্যের অভাব হবে না। আল্লাহ্ই তার বান্দাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিবেন।

তারা কুরআন থেকে প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেন ঃ

১. ইসলাম অধিক সন্তানের সুপারিশ করেছে।

২. সন্তান পরিবারের সজ্জা বা অলঙ্কার।

৩. বিবাহ করার উদ্দেশ্যই সন্তান জন্ম দেয়া বা সন্তান জন্ম দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা।

www.pathagar.com

৪. জন্মরোধ, ওয়াদ বা হত্যা সমতুল্য।

৫. পরিবার পরিকল্পনা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধবাদী কাজ এবং এদ্বারা আল্লাহর শক্তিকে খাটো করে দেখা হয়।

তারা আরও বলেন ঃ

১. পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন ইসলামের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র যা সংসারকে ছোট করে এবং বিশেষ করে মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘিষ্ট গোষ্ঠীতে পরিণত করতে চায় যাতে তাদের শক্তি খর্ব করা যায়।

২. পরিবার পরিকল্পনা মানুষকে চরিত্রহীন হতে বাধ্য করে, নীতিভ্রষ্ট করে, ধর্মীয় অনুশাসন হতে মুক্ত করে ছন্নছাড়া জীবন দেয় অর্থাৎ একটা মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্যের আদলে যতো রকম পাপাচার আছে তা ঢুকানো হয়।

৩. তথাকথিত পরিবার পরিকল্পনা সমস্যা মুসলিম বিশ্বে প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের যথেষ্ট সম্পদ আছে যা দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যত জনগোষ্ঠীর আহার যোগান দিতে সমর্থ।

১. শেখ আবু যোহরা

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শরীয়াহ প্রফেসর জনাব শেখ আবু যোহরা যিনি প্রথম দিকের বহু ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টার ওপর বই লিখেছেন। তিনি পরিবার পরিকল্পনার একজন বিরুদ্ধবাদী লেখক। তিনি কুরআনের কিছু আয়াত বর্ণনা করেছেন যাতে দারিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষেধ।

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ع

"দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকে ও তোমাদেরকে আমি রিযিক দিয়ে থাকি। তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

শেখ আবু যোহরা এটাকে হত্যা অর্থাৎ ওয়াদ এবং গর্ভপাত উভয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ যে সকল প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

করেছেন তা নিষিদ্ধই। অপরপক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণকে গুপ্ত হত্যা বলেই আখ্যায়িত করেছেন কারণ এদ্বারা আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ্যকে অস্বীকার করা হয়েছে যে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্ট মানব সন্তানের রিযিক দানে ব্যর্থ। এখন যারা আল্লাহর শক্তিতে বিশ্বাসী, বিশেষ করে মুসলমানদেরকে তাদের সন্তানের ভরণপোষণ আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া, দারিদ্রতার ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ করা নিষিদ্ধ। আবু যোহরা দুটো হাদীসের বরাতে বলেছেন যে, বিবাহ এবং সংখ্যা বৃদ্ধি, বিবাহ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সূত্রে তিনি বলেন, মুসলমানদের জন্য বংশ বৃদ্ধি খুব প্রয়োজন কারণ এটাই হলো বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি। স্ত্রী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কারণে সন্তানের জন্ম হয়। সাধারণভাবে এটাই সাধারণ মানুষ ও তত্ত্বোপদেষ্টাদের ঐকমত্য। তারপর তিনি বর্ণনা করেন যে, তত্ত্বোপদেষ্টাগণ আযল করার ব্যাপারে শ্রেণী বিন্যাশ করেছেন কোন্‌টা ক্ষমাযোগ্য, কোন্‌টা অনুমোদিত এবং কোন্‌টা অসাধারণ। পরে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণকে প্রত্যেক একক ব্যক্তির জন্য এবং কোনো বিশেষ কারণে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য অনুমোদন দেন। তবে অবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তিনি ইহা সীমাবদ্ধ করে দেন।

১. কোনো স্ত্রী যদি অসুস্থতার কারণে গর্ভধারণ করতে সামর্থ্যবান না হন, সে ক্ষেত্রে একজন মুসলিম চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমোদিত হতে পারে।

২. স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কারো উত্তরাধীকার সূত্রে সংক্রামক রোগ থেকে থাকে এবং ভয় থাকবে যে, সন্তানের মধ্যেও সে রোগ সংক্রমিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে গর্ভধারণ বন্ধ রাখতে হবে।

কারণ সন্তান হলো মানব ও জাতীয় সম্পদ, সে কারণে তাদের সংখ্যা কমানোর চেয়ে বৃদ্ধি করলে সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা হবে। তিনি আরো বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী নাসারাদের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা তাই একে পরিহার করে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া উত্তম।

২. জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর অভিমত

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. পাকিস্তানের একমাত্র প্রধান ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী-এর আমীর ছিলেন। তিনি একজন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি তার পুস্তক The Birth Control Managment-এ জন্মনিয়ন্ত্রণকে সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করেছেন।

www.pathagar.com

অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও তত্ত্বোপদেষ্টা জন্মনিয়ন্ত্রণ না করার ব্যাপারেও এ পুস্তককে মুখ্য হিসেবে গণ্য করেন। এ পুস্তকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত দাবী রাখেন ঃ

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন ইসলামের বিরুদ্ধে একটা বড় ষড়যন্ত্র।

২. উন্নয়নশীল দেশ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ আমদানী করে নৈতিক অধপতন আনয়ন করার সামীল যা পরিবারকে ভেঙ্গে দেয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং ব্যভিচার যৌনবাহিত রোগ সংক্রমিত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালাকও হয়ে যায় এবং তালাকের আধিক্যতা বেড়ে যায়।

৩. স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে চাকুরীতে যোগদান করে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা পরিহার করতঃ সংসার নষ্ট করে ফেলে বা ফেলছে। জন্ম হার হ্রাস পাচ্ছে।

তিনি তার লেখায় প্রায়শঃই তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তার পুস্তকটির অধিকাংশ অধ্যায়েই ধর্মমতের চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বেশী আলোচিত হয়েছে। আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.-এর লেখায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থকদের খুবই ক্ষুব্ধ করেছে। তবে তিনি যখন স্বীকার করলেন কুরআনে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ারকাট নিষেধাজ্ঞা নেই তবুও তিনি বলেন, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করবে তারা সন্তানদের হত্যা করার চেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। সে কারণে তিনি কুরআনের আয়াতগুলো উদ্ধৃত করেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুন অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারাতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিলো না।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪০

তারপর তিনি যুক্তি তর্ক পেশ করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ কেবল আল্লাহর সৃষ্টিরই বিরুদ্ধতা করা হয় ঃ

فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○

www.pathagar.com

"তারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি করবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"-সূরা আন নিসা ঃ ১১৯

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

"তিনি তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট হতে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করে দেন।"-সূরা আর রূম ঃ ২১

তিনি পুনরায় যুক্তি দেখান যে, কুরআনে উল্লেখ আছে স্ত্রীরা পুরুষের শস্যক্ষেত্র। জমিতে বীজ বুনলেই শস্য উৎপাদিত হবে একে প্রতিহত করা কোনোক্রমে যুক্তিসঙ্গত নয়। এতে প্রতিয়মান হয় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা আল্লাহর শক্তিকে খাটো করা হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। এখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ককে কৃষক ও জমিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর শব্দার্থ মোতাবেক অর্থ গ্রহণ করেও আজ পর্যন্ত কারো মগজে এর সঠিক অর্থ প্রবেশ করেনি যে, জমিতে বীজ বপনের পর কৃষকের জন্য জমিতে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। লেখকের মতে জমিতে না গেলে এবং পানি না দিতে পারলে, সেচ ব্যতীত বীজ ও ফসল নষ্ট হয়ে যাবে।

সুন্নাহ সম্পর্কিত বিষয়ে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. যে সকল হাদীসের বর্ণনা দিয়েছেন তা ব্যাপকভিত্তিক নয় বলে মনে হয়। যেমন আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূল স.-কে আযল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, বাস্তবিকই কি তোমরা ইহা করবে (কিন্তু তিনি বলেননি যে ইহা তোমরা করো না)। তবে কিছুসংখ্যক মনে করেন যে, ইহা দ্বারা রাসূল স.-এর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা এবং ইসলামের মূলনীতি থেকে সরে যাওয়া। তবে রাসূল স. যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে পারতেন তবে এটাকে নিষিদ্ধি করতেন।

কারণ রাসূল স. আল্লাহর নবী যার ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি আল্লাহর নিকট হতে নির্দেশ পেতেন, সে ক্ষেত্রে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় উপলব্ধি করতে পারবেন না এটা কোনোক্রমে হতে পারে না। কারণ তিনি যুদ্ধের মাঝেও বন্দীনীদের সাথে আযল করতে বলেছেন। তিনি আযল করা কখনো নিষিদ্ধ করেননি। এটার সাথে অনেক ফ্যাক্টর জড়িত যেমন, ১। দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, ২। গর্ভবতী মায়ের

www.pathagar.com

স্বাস্থ্য রক্ষা, ৩। আর্থিক অবস্থা, ৪। পারিপার্শ্বিকতা, ৫। সমাজব্যবস্থা, ৬। পৈত্রিকতা, ৭। বংশগত ও জাতীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি।

অপর পক্ষে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ

"তার (সন্তানের) জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

মূলনীতি

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র. তার "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" পুস্তকে উল্লেখ করেন ঃ

ইসলাম মানুষের স্বভাবের অনুসারী জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি ও সমাজ ক্ষেত্রে তার যাবতীয় আদর্শ এ মূলসূত্রের ভিত্তিতে রচিত যে, মানুষ সমগ্র বিশ্বের স্বাভাবিক গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের উল্টো পথে কখনও পা বাড়াবে না। কুরআন মজীদ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জীবকে পয়দা করার সাথে তাকে প্রকৃতিগতভাবে এমন পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়েছেন, যা অনুসরণ করে ঐ জীব অস্তিত্ব লাভের পর নিজের কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পাদন করার যোগ্য হয়।

قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○

"আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ ধরনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পাদন করার পথও বাতলিয়ে দিয়েছেন।"–সূরা তাহা ঃ ৫০

সৃষ্টির সকল বস্তু বিনা দ্বিধায় এ হেদায়াত মেনে চলছে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তায়ালা এদের যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুৎ হবার বা এ পথে চলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার কোনো ক্ষমতাই তাদের দেয়া হয়নি। অবশ্য নিজের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত করে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পথ আবিষ্কার করা ও সে পথে চলার চেষ্টা করাও তার ইচ্ছাধীন। তবে আল্লাহর তৈরী পথ পরিহার করে মানুষ নিজের খাহেশের অনুসরণ করে যে পথ তৈরী করে তা বক্র এবং সে পথ ভ্রান্তিপূর্ণ।

www.pathagar.com

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط

"আল্লার হেদায়াত ব্যতীত যে নিজের নফ্সের অনুসরণ করে চলে তার চাইতে অধিকতর গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) আর কে হতে পারে।"
—সূরা আল কাসাস ঃ ৫০

এ গোমরাহীকে বাহ্যত যতই কল্যাণকর মনে করা হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নির্দেশিত পথ পরিহার করে ও তাঁর নির্দেশিত সীমালংঘন করে মানুষ নিজের ওপরই যুলুম করে থাকে। কেননা তার ভুল কাজের পরিণাম তারই জন্যে ক্ষতি বা ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে—

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط

"যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত সীমালংঘন করে, সে নিজেরই ওপর যুলুম করে থাকে।"—সূরা আত তালাক ঃ ১

কুরআন বলে ঃ

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

"(শয়তান বলেলো) আমি আদম সন্তানদের আদেশ দেবো, আর তারা আল্লাহর গঠন-প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করবে।"—সূরা আন নিসা ঃ ১১৯

আর শয়তান কে ? সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে মানুষের দুশমন সেই শয়তান ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ

"তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না ; সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, সে তোমাদের অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ দান করে।"
—সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮-১৬৯

ইসলামে যে, মূলসূত্রের ওপর তার তাহ্জীব, তামাদ্দুন, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির কাঠামো দাঁড় করেছে তা হচ্ছে মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিজের প্রকৃতিগত সকল চাহিদা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই পূর্ণ করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত শক্তিগুলোকে তার নির্দেশিত পথেই কার্যকরী করবে। উপরন্তু সে কখনো আল্লাহ্ প্রদত্ত কোনো শক্তিকে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারবে না এবং কোনো শক্তি ব্যবহার করার ব্যাপারেও

www.pathagar.com

আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লঙ্গন করবে না। এছাড়া শয়তানের প্রলোভন ও কুমন্ত্রণায় ভ্রষ্ট ও প্রকৃতির সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো ভ্রান্ত পন্থায় নিজের কল্যাণ ও উন্নতির উপায় অনুসন্ধানও করবে না।

ইসলামী সভ্যতা ও জন্মনিরোধ

উপরোল্লেখিত সূত্র স্মরণ রেখে ইসলামী আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যেসব বিষয়ের দরুন মানব প্রকৃতির এ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ (অর্থাৎ সন্তান জন্মানো) থেকে বিরত থাকার কারণ দেখায় সেসব বিষয়ের মূলেই ইসলাম কুঠারাঘাত করে থাকে। একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, মানুষের মানুষ হবার দরুন জন্মনিরোধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আর মানুষের জন্মগত প্রকৃতিও এ ধরনের কোনো প্রবণতা রাখে না। বরং একটা বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থা মানব সমাজের ওপর চেপে বসার ফলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার ফলে মানুষ নিজের আরাম ও সুখ-সমৃদ্ধির খাতিরে নিজের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ বা সীমিত করার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপার থেকে আপনি নিজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, ভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা স্থাপিত হয়ে যদি পূর্বোল্লেখিত জটিলতা ও অসুবিধাগুলো স্রষ্টার নির্দেশিত সীমালংঘন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত পথ ধরে চলার কোনো প্রয়োজনই দেখা দেবে না।

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। এ ব্যবস্থা সুদকে হারাম ঘোষণা করে, একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেয়, জুয়া ও কালোবাজারী অবৈধ ঘোষণা করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ এবং যাকাত ও মীরাসী আইন জারী করে থাকে। এসব বিধান ঐসব কুপ্রথা দূর করে দেয়, যেগুলোর ফলে পাশ্চাত্য অর্থব্যবস্থা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ছাড়া বাকী সকল মানুষের জন্য এক আযাব স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থা নারীকে উত্তরাধিকার দান করেছে, পুরুষের উপার্জনে তার অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে—নর ও নারীর কর্মক্ষেত্রকে প্রাকৃতিক সীমারেখার আওতাধীন রেখেছে, পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশাকে পর্দার আইন মারফত নিষিদ্ধ করেছে এবং এভাবে অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থায় ওসব ত্রুটি দূর করে দিয়েছে যেগুলোর দরুন নারী সন্তানের জন্মদান ও প্রতিপালনের স্বাভাবিক কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানুষকে সরল ও আল্লাহ ভীরুর ন্যায় জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ব্যবস্থা ব্যভিচার ও মদ্যপানকে হারাম করে দেয়, বহুবিধ মনোরঞ্জনকারী বাহুল্য কার্যকলাপ ও বিলাসিতা থেকে

www.pathagar.com

ফিরিয়ে রাখে, যেন সম্পদের অপব্যবহার হতে না পারে; পোশাক, বাড়ীঘর ও বসবাসের সরঞ্জামাদির ব্যাপারে অল্পতুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি করার জন্যে তাকিদ করে এবং পাশ্চাত্য সমাজের যেসব অপব্যয় ও সীমাতিরিক্ত ভোগ-স্পৃহা জন্মনিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সে ধরনের মনোভাবের জন্যই হতে দেয় না।

এছাড়া ইসলাম পরস্পরের প্রতি সমবেদনা, শুভেচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রতিবেশী ও দরিদ্র অসহায়দের সাহায্যার্থে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আদেশ দান করে। এসব বিধি-বিধান পৃথকভাবে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র সমাজে এমন একটি নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যার ফলে জন্মনিরোধ করার কোনো কারণই দেখা দিতে পারে না।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম আল্লাহভীতির শিক্ষাদান করেছে—আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা শিখিয়েছে এবং মানুষের মন-মগজে এ সত্য তথ্যটি দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করেছে যে, সকল জীবের প্রকৃত রেজেকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ। এর ফলে মানুষের মনে নিছক নিজের উপায়-উপাদান ও নিজের যাবতীয় চেষ্টা যত্নের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার মত বস্তুবাদী মনোভাব জন্ম নিতেই পারে না।

জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিতে জন্মনিরোধ একটা আন্দোলনের রূপ ধারণ করতে পেরেছে ইসলামের সমষ্টিগত আইন-কানুন, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক-শিক্ষা সে সব কারণের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। যদি মানুষ চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে খাঁটি মুসলমান হয়, তাহলে কখনও তার মনে জন্মনিরোধের আকাঙ্ক্ষা স্থান পেতে পারে না। আর তার জীবনে স্বাভাবিক পথ ছেড়ে দিয়ে বক্র পথে চলার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয় না।

জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি ? কুরআন মজীদের এক আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির কাঠামোতে রদবদলকে শয়তানী কাজ বলে আখ্যাদান করা হয়েছে ঃ

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ط

"(শয়তান বললো) আমি এদের আদেশ দেবো আর এরা তদনুযায়ী সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদল করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৯

এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর সৃষ্টি কাঠামোতে রদবদল করার অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সে বস্তুকে সে

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা অথবা তাকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এ মূলনীতির মাপকাঠিতে দেখা দরকার যে, নর ও নারীর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কি এবং জন্মনিরোধের দ্বারা এ উদ্দেশ্যের পরিবর্তন সাধন হয় কিনা। এ প্রশ্নের উত্তর কুরআন থেকেই আমরা পেয়ে থাকি। কুরআন নর ও নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে দুটি উদ্দেশ্য পেশ করে। একটি হচ্ছে ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

"আর আল্লাহ্ তায়ালার নিদর্শনগুলোর মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের মধ্যে যেন পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হয়।"–সূরা আর রূম ঃ ২১

প্রথম আয়াতে নারীদেরকে শস্যক্ষেত্র আখ্যা দিয়ে একটি জৈবিক সত্য (Biological) পেশ করা হয়েছে। জীববিজ্ঞান মুতাবিক নারীর মর্যাদা ফসলের জমির মতই আর পুরুষের অবস্থা চাষীর মত। আর উভয়ের মিলনের সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ রক্ষা। এ উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও গাছপালা সবাই সমান।

দ্বিতীয় আয়াতে নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপনের আরও একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্থায়িত্ব। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনযাপনই তামাদ্দুনের বুনিয়াদ। এ উদ্দেশ্যটা মানুষেরই জন্যে আর মানুষের দৈহিক সৃষ্টির মধ্যেই এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার যাবতীয় উপাদান মওজুদ রাখা হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টি বা খালকুল্লাহর ব্যাখ্যা

এ বিশ্বের বিরাট কারখানা পরিচালনার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা এক সর্বব্যাপী শক্তিশালী ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে খাদ্য

www.pathagar.com

বিষয়ক আর অপরটি বংশ বিস্তার। খাদ্য বিষয়ক ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যেসব সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে তাদের এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত থেকে কারখানার কাজ পরিচালিত করতে হবে। এজন্যে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ প্রচুর খাদ্য সরবরাহ্ করছেন। দেহের অভ্যন্তরস্থ অংশগুলোতে খাদ্য হজম করা এবং সেগুলোকে দেহের অংশে পরিণত করার ক্ষমতা দিয়েছেন। উপরন্তু এ উদ্দেশ্যেই খাদ্যের প্রতি সৃষ্টির একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এর ফলেই তাদের প্রত্যেকে খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থার অভাবে প্রত্যেক দেহধারী (উদ্ভিদ, জন্তু অথবা মানুষ) ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সৃষ্টির এ বিরাট কারখানা শ্রীহীন হয়ে পড়তো। কিন্তু স্রষ্টার নিকট সৃষ্ট জীবের জীবন রক্ষার চেয়েও বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা বহাল রাখার গুরুত্ব বেশী। কেননা, ব্যক্তির জীবনকাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং এ সীমাবদ্ধ আয়ু শেষ হবার আগেই বিশ্বের কারখানাকে সচল রাখার জন্যে তার স্থান দখলকারী তৈরী হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এ দ্বিতীয় ও মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যেই স্রষ্টা সন্তানাদি জন্মের ব্যবস্থা করেছেন। সৃষ্টিকে পিতৃ ও মাতৃ শক্তিতে বিভক্ত করা, উভয়ের দৈহিক কাঠামোতে পার্থক্য রাখা, উভয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং দাম্পত্য জীবন কায়েম করার জন্যে উভয় পক্ষের মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দান ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উভয়ে যুক্ত হয়ে তাদের মরণের পূর্বেই আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়াকে সচল ও সক্রিয় রাখার উপযুক্ত কর্মী তৈরী করার জন্যে সতত আগ্রহশীল। এ না হলে পিতৃ ও মাতৃ শক্তির পৃথক পৃথক সৃষ্টিরই কোনো প্রয়োজন হতো না।

পুনরায় লক্ষণীয় যে, যে জীবের সন্তান বেশী সংখ্যক হয় তাদের মধ্যে স্রষ্টা সন্তান লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে খুব বেশী আগ্রহ ও স্নেহ মমতা দান করেনি। কারণ এ সৃষ্ট জীবেরা শুধু বিপুল পরিমাণ সন্তান জন্মের কারণেই বংশ টিকিয়ে রাখে। কিন্তু যেসব জীবের সন্তান কম হয় তাদের মনে স্রষ্টা এত সন্তান বাৎসল্য দান করেছেন যে, মাত-পিতা সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে বাধ্য হয়। মানব সন্তান সকল সৃষ্ট জীবের তুলনায় দুর্বলতম হয়ে জন্মায় এবং তাকে দীর্ঘকাল মাতা-পিতার তত্ত্বাবধানে জীবন যাপন করতে হয়।

পক্ষান্তরে পশুদের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মানুষের যৌনক্ষুধা ঋতুভিত্তিক অথবা প্রকৃতিগত চাহিদার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ জন্যেই মানব জাতির মধ্যে নর ও নারী পরস্পরের সাথে স্থায়ীভাবে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। এ

www.pathagar.com

দুটি বস্তুই মানুষকে সামাজিক জীবে পরিণত করে। আর এখান থেকেই পারিবারিক জীবনের বুনিয়াদ রচিত হয়। পরিবার থেকে বংশ এবং বংশ থেকে গোত্র হয়। আর এভাবেই বিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়ে থাকে।

জন্মনিয়ন্ত্রণে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান

প্রকৃতির সাথে যারা এ ধরনের ধোঁকাবাজী করে, প্রকৃতি কি তাদেরকে কোনো সাজা না দিয়েই ছেড়ে দেয়, অথবা কোনো সাজা দিয়ে থাকে? কুরআন মজীদ বলে যে, এদের অবশ্যই সাজা দেয়া হয় এবং সে সাজা হচ্ছে এই যে, এ ধরনের কাজে যারা লিপ্ত হয়, তারা লাভবান হবার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ط قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

"যারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন আল্লাহ্ প্রদত্ত রিজিককে আল্লারই প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে নিজেদের জন্য হারাম করে দিয়েছে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

–সূরা আল আনআম : ১৪০

এ আয়াতে সন্তান হত্যার সাথে সাথে বংশধররূপ নেয়ামতকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়াকেও ক্ষতি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষতি কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রকাশিত হয়, তাই এখন দেখা দরকার।

এক : দেহ ও আত্মার ক্ষতি

সন্তানের জন্ম ও বংশবৃদ্ধি যেহেতু সরাসরি মানুষের দেহ ও আত্মার সাথে সংযুক্ত, সেজন্য সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে দেহ ও আত্মার ওপর কি প্রভাব পড়ে থাকে তা অনুসন্ধান করা দরকার। সৃষ্টিকে পুরুষ ও স্ত্রী দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সন্তান জন্মানো, বংশবৃদ্ধি ও সৃষ্টিরক্ষা। একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর প্রকৃতিগত প্রেরণা সন্তান জন্মানোকেই উৎসাহিত করে। বিশেষত মানব জাতির মধ্যে নারী গোষ্ঠীর মনে স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের ভালোবাসার ও কামনার এক প্রবল প্রেরণা স্থান পেয়েছে। উপরন্তু মানবদেহে যৌনগ্রন্থি কি পরিমাণ সুদূর প্রসারী ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এ বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কিভাবে দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করে থাকে, তাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত নারী সম্পর্কে আপনি জানতে পেরেছেন যে, তার দেহের সকল যন্ত্রপাতিই মানব বংশের খেদমতের জন্যে সৃষ্টি করা

www.pathagar.com

হয়েছে। তার সৃষ্টির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যেই এটি এবং তার প্রকৃতি তার নিকট এ দাবীই উত্থাপন করে থাকে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আপনার মন আপনিই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে যে, মানুষ যখন দাম্পত্য জীবন থেকে নিছক আনন্দ উপভোগ করতে এবং এর স্বাভাবিক প্রতিফলের দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে (যদিও এ ফল লাভ করার জন্যে তার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু আগ্রহান্বিত) তখন তার দেহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও যৌনগ্রন্থির কর্মশক্তি অব্যাহত না হওয়া অসম্ভব।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তি এ সিদ্ধান্তেরই সমর্থক। ১৯২৭ সালে গ্রেটবৃটেনের National Birth Rate Commission (জাতীয় জন্মহার কমিশন) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে লেখা হয়েছিলো ঃ

জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকরণাদি ব্যবহার করার ফলে দৈহিক ব্যবস্থায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে। সাময়িকভাবে নপুংসকত্ব অথবা পুরুষত্বের দুর্বলতা দেখা দেয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে, এসব উপকরণ ব্যবহারের ফলে পুরুষের দেহে তেমন কোনো মন্দ প্রতিক্রিয়ার আশংকা নেই। অবশ্য সর্বদাই এ আশংকা বর্তমান থাকবে যে, জন্মরোধকারী উপকরণাদি ব্যবহারের ফলে পুরুষ যখন দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে তখন তার পারিবারিক সুখ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং সে অন্যান্য উপায়ে সুখানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করবে। এর ফলে তার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হবে এমনকি ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হওয়ারও আশংকা আছে।

পুনঃ নারী সমাজ সম্পর্কে কমিশন বলে ঃ

যদি স্বাস্থ্যগত কারণে জন্মনিরোধ প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সন্তান জন্মহার সীমাতিরিক্তরূপে বেশী হয় তাহলে জন্মনিরোধ সন্দেহাতীতরূপে নারীদেহের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু এসব অপরিহার্য প্রয়োজন ছাড়া জন্মনিরোধ প্রবর্তন করার ফলে নারীদেহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় চরম বিশৃংখলা দেখা দেয়। তার মেজাজ ক্ষিপ্ত ও খিটখিটে হয়ে ওঠে। মানসিক চাহিদার পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হওয়ার দরুন স্বামীর সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। বিশেষত যারা "আযল" (Coitus interruptus) করে থাকে সে দম্পতির এ অবস্থা দেখা যায়।

ডাঃ মেরী সারলেইব (Dr. Mary Scharlieb) তাঁর দীর্ঘ ৪০ বছরের অভিজ্ঞতা এভাবে পেশ করেন ঃ

www.pathagar.com

'জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেশারী' (pessaries), জীবাণু নাশক ঔষধ, রবারের থলে, টুপী, অথবা অন্য কোনো উপকরণ ব্যবহারের ফলে তৎক্ষণাৎই কোনো ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবত এসব ব্যবহার করার ফলে মধ্যবর্তী বয়সে পৌঁছাতেই নারীদেহের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিশৃঙ্খলা (Nervous Instability) দেখা দেয়। নিস্তেজ অবস্থা, নিরানন্দ মনোভাব, উদাসীনতা খিটখিটে মেজাজ, রুক্ষতা, বিষণ্নতা, নিদ্রাহীনতা, চিন্তার অস্থিরতা, মন ও মস্তিষ্কের দুর্বলতা, রক্তচলাচল হ্রাস, হাত পা অবশ হওয়া, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, অনিয়মিত মাসিক ঋতু ইত্যাদি হচ্ছে এ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

অন্যান্য ডাক্তারের মতে জন্মনিরোধ উপকরণ ব্যবহারের ফলে জরায়ুর স্থানচ্যুতি (Falling of the Womb) জীবাণু সংরক্ষণে অক্ষমতা এবং প্রায়শ মস্তিষ্ক বিকৃতি, হৃদকম্প ও উন্মাদরোগ পর্যন্ত দেখা দিয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘকাল যাবত যে নারীর সন্তান জন্মায় না—তার সন্তান ধারণোপযোগী প্রত্যঙ্গাদিতে এ ধরনের শৈথিল্য ও পরিবর্তন দেখা দেয় যে, পরবর্তীকালে সে গর্ভধারণ করলেও গর্ভ এবং প্রসবকালে তাকে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রফেসার লিউনার্ডবিল, এম, বি, একটি প্রবন্ধে লিখেন ঃ

সাবালকত্ব প্রাপ্তির সময় নারীদেহে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তা সবই সন্তান ধারণের জন্যে। পুনঃ পুনঃ নারীকে সন্তান ধারণের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে মাসিক ঋতু হয়। যৌন সম্পর্কহীন অথবা জন্মরোধকারী নারীর দৈহিক তন্ত্রীগুলো ঋতুকালে উত্তেজিত হয়ে পুনরায় ঋতুশেষে আচ্ছন্ন হয়। এ স্বাভাবিক চাহিদা অপূর্ণ থাকা এবং সন্তান ধারণের জন্যে উদগ্রীব অঙ্গগুলোর নিষ্ক্রিয় রাখার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ গর্ভধারণোপযোগ্য প্রত্যঙ্গসমূহে উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, অনিয়মিত ঋতু ও ঋতুকালে নানাবিধ কষ্ট, স্তন ঝুলে পড়া, মুখের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য বিদায় গ্রহণ এবং মেজাজে রুক্ষতা ও উদাসীনতা দেখা দিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জীবনে তার যৌন গ্রন্থির প্রভাব খুব বেশী। যে গ্রন্থি দাম্পত্য মিলনের শক্তি পয়দা করে সেই গ্রন্থিটিই মানুষের দেহে পরিপুষ্টতা, সৌন্দর্য ও তৎপরতা সৃষ্টি করে। এখান থেকেই মানবীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। প্রাপ্তবয়স্কা হবার অব্যবহিত পূর্বে যখন গ্রন্থিগুলো সতেজ হয়ে ওঠে তখন যেভাবে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা সৃষ্টি হয় ঠিক সেভাবেই সৌন্দর্য, কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক শক্তি, যৌবন এবং কর্মশক্তি পয়দা হয়। যদি এসব অংগের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করা না হয় তাহলে এরা তাদের অন্যান্য

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনেও শিথিল হয়ে পড়ে। বিশেষত নারীকে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখার অর্থ হচ্ছে তার সমগ্র দৈহিক যন্ত্রকে বিকল ও নিরর্থক করে দেয়া।"

তিনি লিখেন ঃ

"এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ জৈবিক আইন যে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ তৎপ্রতি অর্পিত প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে সর্বদা উদগ্রীব! আর যদি তাদের এসব দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করা হয় তা হলে অনিবার্যরূপেই জটিলতা ও বিপদ দেখা দিবে। নারীদেহ গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মানোর জন্যেই সৃষ্টি। যদি নারীকে তার ঐ দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তার দেহ ও মনে নৈরাশ্য ও পরাজয়ের প্রভাব পড়তে বাধ্য। এছাড়া সন্তান প্রসবের দরুন তার দৈহিক যন্ত্রে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, তার প্রতিকারই হচ্ছে মাতৃত্বের আস্বাদ ও সন্তান লাভজনিত মানসিক তৃপ্তি।"

জন্মনিরোধ যে নারীর প্রতি একটি নির্মম যুলুম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। এ ব্যবস্থা নিজের প্রকৃতির সাথে তার বিবাদ বাধিয়ে দেয় এবং এর ফলে তার দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সকল ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

একদিকে তো জন্মনিরোধ ব্যবস্থাটি প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ এবং এর ক্ষতিও অপূরণীয়। তদুপরি জন্মনিরোধের জন্যে যেসব পন্থা অবলম্বন করা হয় তা নর ও নারী উভয়ের বিশেষত নারী দেহে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, সমগ্র জীবন সে এ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না বরং তার সমগ্র দৈহিক সত্তারই ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।

জন্মনিয়ন্ত্রেণের বহু পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে গর্ভপাত (Abortion) গর্ভনিরোধের (Contraceptives) উপায়-উপাদানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও আজ অবধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে বহুলভাবে গর্ভপাত ব্যবস্থা চালু আছে। কোনো কোনো দেশে শুধুমাত্র গর্ভপাতের জন্যই ক্লাব এবং ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এর কারণ গর্ভনিরোধকারী উপকরণাদির কোনো একটিও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়। এসব উপকরণ ব্যবহার সত্ত্বেও অনেক সময় গর্ভসঞ্চার হয়ে যায় এবং নিজের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিয়ায় আগমনেচ্ছুক সন্তানটিকে হত্যা করে ফেলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ সাধারণত দাবী করেন যে, পরিবার পরিকল্পনা গর্ভপাতের হার হ্রাস করে দেয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য এর বিপরীত। Paul H. Gebhard-এর উক্তি মোতাবেক আমেরিকায় বর্তমানে শতকারা

www.pathagar.com

৮ জন নারী বিয়ের পূর্বে এবং শতকরা ২০ থেকে ২৫ জন বিয়ের পরে গর্ভপাতের পন্থা অবলম্বন করে থাকে। জাপানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডারের তত্ত্বাবধানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু গভীর দৃষ্টি সহকারে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সে দেশে এ আন্দোলনের ফলে গর্ভপাত অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে গিয়েছে। ১৯৫০ সালে শতকরা ২৯.৫টি পরিবারের মধ্যে এ অবস্থা জারী হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে এ সংখ্যা শতকরা ৫২-তে পৌঁছেছে। প্রফেসর সাউভী (Sauvy)-এর মতে জাপানে প্রতি বছর ১২ লক্ষ গর্ভপাত হয় এবং বে-আইনী গর্ভপাতকে এর মধ্যে গণনা করলে (২০ লক্ষের কম কিছুতেই নয়) এ সংখ্যা অনেক বেশী হবে।

জাপানের বিখ্যাত দৈনিক মাইনীচির (Mainichi) উদ্যোগে যে সার্ভে করা হয় তা থেকে জানা যায় যে, যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাদের মধ্যে গর্ভপাতের সংখ্যা জন্মনিয়ন্ত্রণ যারা করে না তাদের তুলনায় ছয় গুণ বেশী।

ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে রয়েল কমিশনও এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণকারী পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যান্যদের তুলনায় ৮.২৭ গুণ বেশী গর্ভপাত হয়ে থাকে।

আমেরিকার প্রিন্টন ইউনিভারসিটির প্রফেসার আইরীন বি [illegible]বার (Irene B. Taeuber) ব্যাপক অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গর্ভনিরোধক উপকরণাদির আগমনের সাথে সাথে গর্ভপাতের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং এটা বর্তমানে শুধু বিবাহিতা নারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং কুড়ি বছরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

গর্ভপাত যে নারীর স্বাস্থ্য ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির স্বাভাবিক ব্যবস্থার জন্যে ধ্বংসাত্মক এ বিষয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞই একমত। আমরা এখানে শুধু ডাঃ ফ্রেড্রীক টোসেগের মতামত উদ্ধৃত করবো। তিনি এ বিষয় সম্পর্কিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতামত নিম্নের ভাষায় পেশ করেছেনঃ

নারীর গর্ভকাল পূর্ণত্বে পৌছার পূর্বে যদি গর্ভস্থ সন্তানকে স্থানচ্যুত (Abortion) করা হয়—অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, গর্ভপাত ঘটানো হয়, তাহলে মানব বংশকে তিন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়ঃ প্রথমত, এক অজ্ঞাত সংখ্যক মানব বংশকে দুনিয়াতে আসার আগেই হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়, গর্ভপাতের সাথে সাথে ভাবী মাতাদের এক বিরাট সংখ্যায় মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

www.pathagar.com

তৃতীয়, গর্ভপাতের ফলে বিপুল সংখ্যক নারীর দেহে এমন সব রোগের প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে ভবিষ্যতে সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়।

গর্ভপাত ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের অপরাপর উপায়গুলো হচ্ছে জন্মনিরোধ (Contraceptives); কিন্তু এগুলো সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে—

১. এসব উপায়-উপাদানের কোনোটাই অব্যর্থ ও নির্ভরযোগ্য নয় এবং

২. কোনো একটি উপকরণও এমন নেই যেটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেহের জন্য ক্ষতিকর নয়।

ডাঃ ক্লেয়ার ফোলসোম (Clair E. Folsome) এর ভাষায় ঃ

"আমাদের আজ পর্যন্ত জন্মনিরোধের উপযোগী সহজ, সস্তা এবং দেহের জন্যে ক্ষতিকর নয় এমন কোনো উপায় জানা নেই। জন্মনিরোধের সকল পন্থাই মানসিক জটিলতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শুধু যে চিন্তার বিপর্যয় দেখা দেয় তাই নয় বরং যৌন ক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ যে সুখানুভব করে থাকে সে আস্বাদটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়।

ডাঃ স্যাতিয়াওতি আর 'পরিবার পরিকল্পনা' (Family Planning) নামক গ্রন্থের ভাষায় এ তথ্য পেশ করেছেন ঃ

"কোনো কোনো অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে থাকে। মনের শান্তি বিদায় গ্রহণ করে এবং তদস্থলে অস্থিরতা দেখা দেয়। দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গে এক প্রকার চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। ঘুম মোটেই হয় না। উন্মাদ ও মূর্ছা রোগের আক্রমণ হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। নারী বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে।" (পাকিস্তান টাইম, ২১-৯-৫৯ ঃ ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

আজকাল জন্মনিরোধ বটীকার (Contraceptive Pill) মাহাত্ম্য খুব প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু এর ক্ষতিকর শক্তিও কারো অজানা নয় এবং একে ক্ষতিকর নয় বলে প্রচার করা, সম্পর্কে তথ্য ধোঁকাবাজী মাত্র। মেক্কার মুকের ভাষায় বিষয়টি নিম্নরূপ ঃ

"যদিও এখানে জন্মনিরোধ বটীকা সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সঠিক মতামত প্রদানের সময় হয়নি তবুও একথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা দরকার যে, এটা অব্যর্থ ও সফল হতেই পারে না। এছাড়া পরবর্তীকালে নারীদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, এ বটী নারীদেহের ডিম্বকোষে (Ovulation) ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ তার মাসিক ঋতু (Menstrual Cycle)

www.pathagar.com

অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় নারীদের এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থির ব্যবস্থাপনায় রদবদল ঘটানোর পর কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দেবে না ; একথা কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে ?"

এসব বটীকা সম্পর্কে বৃটিশ ইনসাইক্লোপেডিয়া অব মেডিক্যাল প্রাকটীসের পরিশিষ্ট থেকে আরও একটি প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। ডাঃ জি. আই. সাইয়ার (G.I. Swyer) মন্তব্য করেন ঃ

"এ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনা কিছুতেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, কুড়িটা জন্মনিরোধ বটীকা প্রতি মাসে সুপরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করতে হয়। পরন্তু বটীগুলোর উচ্চমূল্য এবং দেহে এর প্রতিকূল প্রভাব এ ধরনের প্রতিকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে দিয়েছে।"

এক সাম্প্রতিক খবরে জানা যায় যে, লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার রেনেল্ড ডিউকস-এর মত অনুসারে জন্মনিরোধে উল্লেখিত বটীগুলো দেহের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। এর ফলে শুধু মাথা ঘুরা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে ব্যথাই সৃষ্টি হয় না উপরন্তু ক্যানসারের মত ধ্বংসাত্মক রোগের আক্রমণাশংকাও এতে পুরো মাত্রায় রয়েছে।

এসব তো হলো জন্মনিরোধ পদ্ধতির ক্ষতির বহর। কিন্তু এ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করার পরও এ দ্বারা জন্মনিরোধ সার্থক হবার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ইংলিশ কমিশন অন ষ্টেরিলাইজেশন (গর্ভনিরোধ কমিশন) ইংল্যাণ্ডের রিপোর্টের ভাষায় ঃ "জন্মনিরোধ উপকরণাদি উদ্বেগজনকভাবে অনিশ্চিত।" সুইডেনের ডাঃ এম, একব্যাল্ড (Dr. M. Ekbald) কর্তৃক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, ৪৭৯ জন মহিলার মধ্যে শতকরা ৩৮ জন জন্মনিরোধক উপকরণ ব্যবহার করা সত্ত্বেও গর্ভবতী হয়েছে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও সন্তান জন্মের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এসব ক্ষতি ছাড়া অপর একটি বড় ক্ষতির দিক হচ্ছে এই যে, জন্মনিরোধক পন্থা অবলম্বন করে গর্ভনিরোধ সম্পর্কে অবগত হবার পর যৌন-আকাঙ্ক্ষা সীমালংঘন করে অগ্রসর হতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যৌনদাবী সংযমের সংগত সীমা ডিঙ্গিয়ে বেড়ে যেতে থাকে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শুধু একটা পাশব সম্পর্ক বাকী থেকে যায়। এতে শুধু যৌন প্রেরণা ছাড়া আর কিছু থাকে না। এ অবস্থা স্বাস্থ্য ও চরিত্র উভয়েরই জন্যে ক্ষতিকর। ডাঃ ফোরষ্টার লিখেন ঃ

www.pathagar.com

"পুরুষের স্বনীত্বের গতিধারা যদি নিছক যৌন-লালসা তৃপ্ত করার পথে ধাবিত হয় এবং একে আয়ত্বে রাখার যদি কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এর অপবিত্রতা, পাশবিকতা ও বিষতুল্য ক্ষতির পরিমাণ অগণিত সন্তান জন্মানোর চেয়েও অধিকতর ক্ষতিকর হবে।"

দুই ঃ সামাজিক ক্ষতি

জন্মনিরোধ ব্যবস্থার ফলে পারিবারিক জীবনে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা প্রসঙ্গক্রমে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এর যে প্রভাব সকলের আগে পড়ে তা হচ্ছে এই যে, দেহের স্বাভাবিক চাহিদা পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে না পারার দরুন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাদের মধ্যে অনাত্মীয়তা সৃষ্টি হতে থাকে এবং তা ক্রমশ পারস্পরিক সদ্ভাব ও ভালবাসা হ্রাস, নিরাসক্তি ও অবশেষে ঘৃণা এবং অসন্তোষ পর্যন্ত সৃষ্টি করে। বিশেষত এসব উপকরণ ব্যবহারের ফলে নারীদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে বৈকল্য দেখা দেয় এবং তার মেজাজ দিন দিন যেভাবে রুক্ষ হয়ে উঠে, তাতে দাম্পত্য জীবনের সকল সুখ-শান্তি বিদায় নেয়।

এসব ছাড়া আরও একটি বৃহত্তর ক্ষতিও সাধিত হয়, আর সেটি বস্তুতান্ত্রিক উপকরণের চেয়ে আত্মিক উপকরণের দরুনই অধিকতর প্রকাশ পায়। দৈহিক দিক থেকে তো স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক একটি জৈবিক সম্পর্কে পৌঁছে যায়—যেমন অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক থাকে। কিন্তু এ সম্পর্ককে একটি উচ্চস্তরের আত্মিক সম্পর্কে রূপান্তরিত করার প্রধান উপকরণ হচ্ছে সন্তান লাল-পালনের ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মিলিত দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতা থাকে, তাই উভয়ের মধ্যে গভীর সদ্ভাব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে। জন্মনিয়ন্ত্রণ এ গভীর আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টির পথে বাধা দান করে। এর অপরিহার্য ফলস্বরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো দায়িত্ববোধ ও শক্তিশালী বন্ধন স্থাপিত হয় না এবং এদের সম্পর্ক জৈবিক সম্পর্কের ঊর্ধে উঠতেই পারে না। এ জৈবিক সম্পর্কের ফলে কিছুকাল যাবৎ একে অপরকে ভোগ করার পর উভয়ের সম্ভোগ-স্পৃহা দমে যায়। আবার এ নিছক পাশবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নর-নারীরা প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে সমান। এমতাবস্থায় নিছক জৈবিক ক্ষুদা পূরণ করার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট নারী-পুরুষের পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সন্তানই স্বামী-স্ত্রীকে চিরদিন একত্রে থাকতে বাধ্য করে। সে সন্তানই যদি না থাকে তাহলে উভয়ের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এজন্যেই ইউরোপ ও আমেরিকায় দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং জন্মনিরোধ আন্দোলন প্রসারের সাথে তালাকের সংখ্যা দিন

www.pathagar.com

দিন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। বরং সেখানে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

তিন ঃ নৈতিক ক্ষতি

নানাবিধ কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ চরিত্রের ক্ষতি সাধন করে থাকে ঃ

১. জন্মনিয়ন্ত্রণ নর-নারীকে ব্যভিচারের অবাধ সনদ দিয়ে দেয়। কেননা জারজ সন্তান পয়দা হয়ে দুর্নাম রটনা বা সামাজিক লাঞ্ছনার ভয় আর থাকে না। এজন্যে উভয় পক্ষই অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ পেয়ে থাকে।

২. ভোগ-লালসা ও আত্মপূজা সীমাতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায় এবং চারিত্রিক রোগ মহামারীর মত বিস্তার লাভ করে।

৩. যেসব দম্পতির সন্তান জন্মায় না, তাদের চরিত্রে অনেকগুলো গুণ সৃষ্টি হতে পারে না যেগুলো শুধু সন্তান লালন-পালনের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। সন্তান লালন-পালনের মাধ্যমে মাতা-পিতার মনে ভালবাসা, ত্যাগ ও কোরবানীর মনোভাব জন্ম নেয়। পরিণাম চিন্তা, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উচ্চাংগের গুণাবলীও এ ব্যবস্থাতেই বিকাশ লাভ করে। সন্তানের দরুনই মাতা-পিতা সরল সামাজিক জীবনযাপন করতে এবং শুধু নিজেরই আরাম আয়েসের চেষ্টায় স্বার্থান্ধ না হতে বাধ্য হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ এসব চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃষ্টি ও প্রতিপালন কার্যের এক অংশ মানুষের নিকট অর্পণ করেন এবং এভাবেই মানুষের জন্যে আল্লার গুণে গুণান্বিত হবার সুযোগ ঘটে। জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুসারী হলে মানুষ এত বড় উচ্চ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. জন্মনিরোধের দরুন শিশুদের নৈতিক শিক্ষাও অপূরণ থেকে যায়। যে শিশু ছোট ও বড় ভাইবোনদের সাথে চলাফেরা ও খেলাধুলা করার সুযোগ পায় না তার অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করার অবকাশ ঘটে না। শুধু মাতা-পিতাই শিশুদের চরিত্র গঠন করে না বরং এরা নিজেরাও পরস্পরের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে থাকে। এদের একত্রে থাকা ও মেলামেশা, ভালবাসা, ত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতা ইত্যাদি ধরনের অনেক গুণাবলী সৃষ্টির সহায়ক হয় এবং পরস্পরের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে অনেক নৈতিক দুর্বলতা দূর করে দেয়। যারা একটি শিশু বা দুটি শিশু জন্মানো পর্যন্ত নিজেদের সন্তান সংখ্যা সীমিত করে দেয় তাদের সন্তানকে উত্তম নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

www.pathagar.com

চার ঃ বংশগত ও জাতীয় ক্ষতি

এ যাবত শুধু ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণকারীদের যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা বলা হলো। এখন এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বংশ ও জাতি কি কি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করা যাক ঃ

ক) নেতৃত্বের অভাব ঃ মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে মহান ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন, তাতে পুরুষের দায়িত্ব শুধু নারীদেহে নিজের বীর্য পৌঁছিয়ে দেয়া। এরপর আর কিছু মানুষের আয়ত্বাধীন থাকে না। সবকিছুই আল্লাহর কৌশল, সময়োপযোগিতা ও ইচ্ছার অধীন। পুরুষ যতবার নারীর সাথে মিলিত হয়, ততবারই তার দেহ থেকে নারী দেহে যে পরিমাণ শুক্রকীট প্রবেশ করে তার সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ কোটি। এ কীটগুলো নারীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুর্বল মস্তিষ্ক ও নির্বোধ যেমন থাকে তেমনি বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞজনও থাকে। এগুলোর মধ্যে এরিষ্টটল, ইবনে সীনা, চেঙ্গীজ, নেপোলিয়ন, স্যাক্সপিয়র, হাফেজ, মীরজাফর, মীরসাদেক এবং নিষ্ঠা ও সততার প্রতিমূর্তি সবই বিদ্যমান থাকে। এদের মধ্যে থেকে বিশেষ ধরনের মানব শিশু পয়দা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এখানে শুধু আল্লাহ তায়ালার মনোনয়নই কাজ করে এবং কোন্ সময় জাতির মধ্যে কোন্ ধরনের লোক পাঠাতে হবে, এটাও তিনিই ফয়সালা করে থাকেন। মানুষ তার কার্যকলাপের পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমতাবস্থায় যদি সে আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করে তাহলে এর পরিণতি অন্ধকারে লাঠি ঘুরনোর মতই হতে বাধ্য। অন্ধকারে লাঠি ঘুরানোর ফলে সাপ, বিচ্ছু মরবে কি অপর কারো মাথা ফাটবে অথবা কোনো মূল্যবান বস্তু নষ্ট হয়ে যাবে তা জানার উপায় নেই। জন্মনিরোধকারী মানুষ এ ব্যবস্থা গহণ করার ফলে হয়তোবা তার জাতির একজন বিচক্ষণ সেনাপতির জন্ম বন্ধ করার কারণ হতে পারে এবং নিজের সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের সাজা স্বরূপ জাতির মধ্যে নির্বোধ, বেঈমান এবং বিশ্বাসঘাতকের জন্ম হতে থাকাও বিচিত্র নয়। বিশেষত জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা সাধারণ্যে চালু হবার পর তো নেতৃত্ব দানকারী জনশক্তির অভাব সৃষ্টি হওয়া সুনিশ্চিত।

অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অধিক সংখ্যক জনশক্তি সম্পন্ন পরিবারই অধিকতর সাফল্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে জনশক্তির দিক থেকে ছোট পরিবারকে তুলনামূলকভাবে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। অধ্যাপক ক্লাক লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

যদি একটি বড় পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা নিসন্দেহে ব্যয় সাপেক্ষ তবুও একটা নূতন শিশুর জন্মদান করে মাতা-পিতা পূর্ববর্তী সন্তানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বলে অভিযোগ করা নেহায়েত ভুল। মনে হচ্ছে অনেক গবেষণার পর ফ্রান্সের মিঃ রেসার্ড যা উপলব্ধি করেছেন আধুনিক মাতা-পিতাগণ তা বুঝতে শুরু করেছেন। উল্লেখিত তথ্যবিধ ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর পেশাধারী অধিক সংখ্যক সন্তান সম্পন্ন পরিবারগুলোর গতি-প্রকৃতি, জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন এবং যেসব পরিবারের সন্তান সংখ্যা কম তাদের সাথে তুলনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, অধিক সংখ্যক সন্তান সম্পন্ন পরিবারে যাদের জন্ম তারা কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদনকারী পরিবারের লোকদের তুলনায় জীবনের কর্মক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য অর্জন করে থাকে।

খ) ব্যক্তি স্বার্থের বেদীমূলে জাতীয় স্বার্থের কোরবানী ঃ জন্মনিরোধ আন্দোলনে সাধারণত প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থা, বাসনা ও প্রয়োজন অনুসারে কি পরিমাণ সন্তান জন্মাবে অথবা মোটেই সন্তান জন্মানো উচিত কিনা এ বিষয়ে ফয়সালা করে থাকে। এ ফয়সালা করার সময় জাতীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সর্বনিম্নে কত সংখ্যক শিশু দরকার তা হিসাব করা হয় না। এ বিষয়ে সঠিক ফয়সালা করা ব্যক্তি বিশেষের সাধ্যসীমা বহির্ভূত। এছাড়া ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। ফলে নূতন শিশুর জন্ম পুরোপুরি ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভর হয়ে পড়ে এবং জন্মহার এতো দ্রুত কমে যেতে শুরু করে যে, কোনো এক বিশেষ পর্যায়ে তাকে বাধা দান করার কোনো শক্তিই জাতির হাতে থাকে না। যদি ব্যক্তির স্বার্থপরতা বাড়তে থাকে এবং জন্মনিরোধের অনিবার্য কুফলগুলোও অব্যাহত গতিতে প্রসার লাভ করে চলে তা হলে ব্যক্তি স্বার্থের কোরবানীগাহে যে জাতীয় স্বার্থকে জবাই করা হবে তাতে আর সন্দেহ কি ? এমন কি একদিন ঐ জাতির অস্তিত্বই মিটে যেতে পারে।

গ) জাতীয় আত্মহত্যা ঃ জন্মনিরোধ প্রবর্তনের ফলে যে জাতির জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করে সে জাতি সর্বদা ধ্বংসের প্রতীক্ষায় থাকে। মহামারী বা বড় ধরনের কোনো যুদ্ধে যদি বেশী সংখ্যক লোক মারা যায় তাহলে জাতি শুধু মানুষের অভাবেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। কারণ, নিহত লোকদের স্থান পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল তখনি উৎপন্ন করার কোনো উপায় জাতির হাতে থাকে না। এরই দরুন দু-হাজার বছর পূর্বে গ্রীক জাতি ধ্বংস হয়েছিল। গ্রীকদেশে গর্ভপাত ও সন্তান হত্যার প্রথা এতটা বিস্তার লাভ করেছিলো যে, এর ফলে জনসংখ্যা কমে যেতে শুরু হয়েছিল। ঐ সময়ই

www.pathagar.com

যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যায় এবং এতেও অনেক লোক মারা যায়। এ উভয় পথে জনসংখ্যা এতটা কমে গেল যে, গ্রীক জাতি তার টাল সামলাতে পারলো না। অবশেষে তাকে নিজের ঘরেই গোলামীর জীবন যাপন করতে হয়। আজকের পাশ্চাত্য জগত ঠিক এ ধরনের বিপদকেই ঘরে ডেকে এনেছে। সম্ভবত আত্মহত্যার মাধ্যমে এ জাতিকে বরবাদ করে দেয়া আল্লাহরই ইচ্ছা। কিন্তু আমরা কেনো অন্যের দেখাদেখি নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনবো ?

পাঁচ ঃ আর্থিক ক্ষতি

জন্মনিরোধ প্রথা আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হবে—এ ধারণা অভিজ্ঞতা ও গবেষণা দ্বারা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণের এ ধারণা দিন দিনে বেড়ে চলেছে যে, জনসংখ্যার হ্রাস প্রাপ্তি অর্থনৈতিক দুরবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। এটা এ জন্যে হয় যে, উৎপাদনকারী জনসংখ্যার (Producing Population) তুলনায় ব্যবহারকারী জনসংখ্যা (Consuming Population) কমে যায় এবং এর অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ উৎপাদনকারী জনসংখ্যার মধ্যে বেকারত্ব বিস্তার লাভ করতে থাকে। উৎপাদনকারী জনসংখ্যা শুধু যুবকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে ব্যবহারকারী জনসংখ্যার মধ্যে বৃদ্ধ, শিশু এবং অক্ষম লোকও শামিল থাকে। উৎপাদনে এদের কোনোই অংশ থাকে না। যদি এদের সংখ্যা হ্রাস পায় তাহলে সামগ্রিকভাবে সম্পদ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সম্পদের খরিদ্দার কমে গেলে সে অনুপাতে সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনকারী উভয়ই কমে যেতে বাধ্য হবে। এ জন্যেই জার্মানী ও ইটালীর অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণের এক প্রভাবশালী দল বিশেষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

সম্প্রতি বৃটেন এবং আমেরিকার একদল বিশেষজ্ঞও এ ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে লর্ড কেনীস (Lord Keynes), প্রফেসার আলভীন এইচ হানসান (Alvin H. Hansen) প্রফেসার কলিন ক্লার্ক এবং প্রফেসার জি. ডি. এইচ কোল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। কেনীস হানসান গ্রুপের মতামত সম্পর্কে প্রফেসার জোশেফ স্পেংলার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন ঃ

"বুঝা গেল যে, জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে (Upsurge) শুরু করলে সমাজের অর্থনৈতিক তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। যে সময় সম্প্রসারণকারী শক্তিগুলো (Xpansive Forces) সংকোচনকারী শক্তিগুলোর তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয় তখন অর্থনৈতিক তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে যায় পরন্তু এ বিপরীত অবস্থায়ও অনুরূপ ফল ফলবে। মনে হচ্ছে যে, কেনীস ও হানসান কর্তৃক পেশকৃত বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ জনসংখ্যা হ্রাসজনিত

www.pathagar.com

যুক্তিমালা দিন দিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, জন্মহার ধারাবাহিকভাবে কমে যাওয়ার ফলে একদিকে পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হ্রাস পায় ; কারণ বাড়তি জনসংখ্যার দরুনই পুঁজি বিনিয়োগ ব্যবস্থা উন্নত হয়। অপর দিকে এ ব্যবস্থার ফলে জনশক্তিকে পূর্ণরূপে কাজে নিয়োগ সম্পর্কিত বহুবিধ পুঁজি বিনিয়োগ তৎপরাতায় বাধা সৃষ্টি হয়।"

কলিন ক্লার্ক লিখেছেন ঃ

"বর্তমান সমাজে অধিক শিল্প সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারাই উপকৃত হবে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো এমনভাবে কাজ করছে যে, যদি জনসংখ্যা বেড়ে যায় এবং বাজার সম্প্রসারিত হয় তাহলে সংস্থা অধিকতর ভালোভাবে চলতে পারবে এবং মাথাপিছু আয় বাড়বে বই কমবে না। যদি উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ ঘনবসতি পূর্ণ না হতো তাহলে আধুনিক শিল্পগুলো অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতো এবং উৎপাদন খরচ অনেক বেশী পড়তো। এমনকি এসব শিল্প উক্ত অবস্থায় গড়ে উঠতে পারতো কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

জন্মনিয়ন্ত্রণের যেসব প্রামাণ্য বিবরণ পূর্বে পেশ করা হয়েছে তাকে কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতের আংশিক তাফসীর বলা চলে ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا

"যারা অজ্ঞতাবশত ভালমন্দ বিবেচনা ব্যতীতই সন্তানদের ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আল্লাহর দানকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ১৪০

এছাড়া সেই আয়াতের ব্যাখ্যাও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়, যাতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط

"আর যখন সে ক্ষমতা হাতে পায়, তখন আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি এবং ফল-শস্য ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২০৫

পূর্বোক্ত আলোচনা স্মরণ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, আল্লাহ তায়ালা ফল-শস্য ও সন্তান ধ্বংসকে কি জন্যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ আলোচনা থেকে নিম্নে বর্ণিত আয়াতের মর্ম স্পষ্টভাবে বুঝা যেতে পারে ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○

"তোমরা অভাবের আশংকায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমরা তাদের এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি। তাদের হত্যা করা নিসন্দেহে মহা অপরাধ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

এ আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, অর্থনৈতিক সংকটের দরুন সন্তান সংখ্যা হ্রাস করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থনে যেসব যুক্তি পেশ করা হয় তার অনেকগুলোই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি সৃষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকদের মতে সামজিক অবস্থার বর্তমান ধারা সভ্যতার প্রচলিত ধরন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্তমান মূলনীতি পরিবর্তনযোগ্য নয়। অবশ্য এগুলোর দরুন যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান আবশ্যক। আর সমাধানের একমাত সহজ ও সরল পথই হচ্ছে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, যেসব সমস্যা সমাধানের জন্যে প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হচ্ছে ইসলামের সাংস্কৃতিক নীতি এবং সমাজ ও অর্থনীতিতে ইসলাম আইন জারী করে সেসব সমস্যারই মূলোৎপাটন করে দেয়া যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনার ওপর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

সাধারণত জন্মনিরোধের সমর্থকবৃন্দ যেসব হাদীস থেকে 'আযল' (সঙ্গমকালে চরম মুহূর্তে বীর্য স্ত্রী অঙ্গের বাইরে নিক্ষেপ)-এর বৈধতা প্রমাণ করে দেখান তারা ভুলে যান যে, ওসব হাদীসের পটভূমিকায় বংশ বৃদ্ধি নিরোধ করার কোনো আন্দোলন কার্যকরী ছিল না। হযরত রসূলে করীম স.-এর নিকট জন্মনিরোধের কোনো আন্দোলন শুরু করা সম্পর্কে কেউ ফতওয়া জিজ্ঞেস করেননি। বরং বিভিন্ন সময় কেউ কেউ নিছক ব্যক্তিগত অসুবিধার দরুন জানতে চেয়েছিলেন যে, ঐ অবস্থায় একজন মুসলমানের জন্যে আযল করা জায়েজ কি না ? এসব বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নকারীদের উত্তর দান প্রসঙ্গে তিনি কাকেও নিষেধ করেছেন, কারো বেলায় এটাকে অপ্রয়োজনীয় কাজ আখ্যা দিয়েছেন এবং রসূল স.-এর কোনো উত্তর অথবা কোনো ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন থেকে আযলকে জায়েজ বলে ধরে নেয়ার ধারণাও পাওয়া যায়। এসব প্রশ্নোত্তর থেকে শুধু বৈধতার জবাবগুলোকেও যদি বাছাই করে একত্রিত করে নেয়া যায় তবু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কারণেই

www.pathagar.com

জন্মনিরোধকে বৈধ করা যেতে পারে। একটা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করার স্বপক্ষে এসব হাদীসকে দলিলরূপে ব্যবহার করার কোনো উপায় নেই। আর ব্যক্তিগত জন্মনিরোধ ও গণ-আন্দোলন মারফত জনসংখ্যা হ্রাস করার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যটি উপেক্ষা করে একের বৈধতাকে অপরের জন্যে দলিল হিসেবে পেশ করার অর্থ জবরদস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর জনসংখ্যা কমানোর জন্যে সমষ্টিগত আন্দোলন সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ ধরনের চিন্তাধারার গোড়া থেকে শুরু করে এর কার্যক্রম ও ফলাফল সবই ইসলামী আদর্শের সাথে পূর্ণত সাংঘর্ষিক। এ চিন্তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই যে, মানুষের সংখ্যা বেশী হলে রেজেকের অভাব দেখা দেবে এবং মানুষের জীবনধারণ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু কুরআন এ ধরনের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছে। বরং কুরআন বার বার বিভিন্নভাবে মানুষের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছে যে, আল্লাহ রিযিকের ভার অন্য কারো ওপর অর্পণ করেননি যে, সৃষ্টির কাজ তিনি করে যাবেন এবং রিযিকের সংস্থান অন্য কেউ করতে থাকবে। তিনি শুধু খালেকই (স্রষ্টা) নন রাযযাকও (রিযিকদাতা) এবং নিজের কাজ সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। এ বিষয়ে কুরআন শরীফে বহু আয়াত রয়েছে। সবগুলো উল্লেখ করলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। আমি মাত্র নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

"অসংখ্য জীব এমন রয়েছে যারা কোনো মওজুদ খাদ্যভাণ্ডার বয়ে বেড়ায় না! অথচ আল্লাহ-ই এদেরও রিযিক দিয়ে থাকেন তিনি তোমাদেরও রিযিকদাতা।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬০

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন প্রাণী নেই, যার রিযিকদানের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি।"–সূরা হূদ ঃ ৬

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

"নিসন্দেহ আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা, মহাশক্তিশালী ও পরাক্রান্ত।"
–সূরা আল জারিয়া ঃ ৫৮

www.pathagar.com

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

"আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তার আয়ত্বাধীন, তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"–সূরা আশ শুরা ঃ ১২

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ○ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ○

"আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যেও রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যেও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও : এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার হাতে নেই। আর এ ভাণ্ডার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসেব অনুসারে বিভিন্ন সময় রিযিক নাযিল করে থাকি।"

–সূরা আল হিজর ঃ ২০-২১

এসব তথ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ মানুষের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেন তাহলো এই যে, তার বিরাট ভাণ্ডার থেকে রিযিক সংগ্রহ করার জন্যে চেষ্টা-সাধনার দায়িত্ব তিনি মানুষের ওপর অর্পণ করেন। অন্য কথায় রিযিক অনুসন্ধান করা মানুষের কাজ, আর রিযিক দান করা আল্লাহ্‌র কাজ।

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط

"সুতরাং আল্লাহ্‌র কাছে রিযিক অনুসন্ধান করো, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ১৭

এরই ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের যুগে যারা খাদ্যাভাবের আশংকায় সন্তান হত্যা করতো কুরআন তাদের তিরস্কার করেছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج

"তোমাদের সন্তানদের অভাবের দরুন হত্যা করো না : আমিই তো তোমাদের এবং তাদের সকলেরই রিযিকদাতা।"

–সূরা আল্ আন্‌আম ঃ ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিযিক দাতা।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩১

www.pathagar.com

এসব আয়াতে একটি ভুলের জন্য নয় বরং দুটি ভুলের জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। প্রথম ভুল হচ্ছে নিজেদের সন্তান হত্যা করা। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই যে, সন্তানের জন্মকেই তারা দারিদ্র্যের কারণ বলে মনে করছিল। এজন্যেই দ্বিতীয় ভুলটির অপনোদনের জন্য বলা হচ্ছে ঃ ভবিষ্যৎ বংশধরদের খাদ্যসংস্থান করার ভার তোমাদের ওপর দেয়া হয়েছে বলে তোমরা কি করে বুঝে নিয়েছ ? বরং আমিই তো তাদের এবং তোমাদেরও রিযিকের সংস্থান করে থাকি।

আজকাল যদিও সন্তান হত্যার পরিবর্তে অন্যবিধ উপায়ে তাদের জন্মের পথ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে, তবুও সন্তান জন্মানোর ফলে আর্থিক অনটনের আশংকাজনিত ভুল ধারণাই জন্মনিরোধের মূল কারণ হিসেবে টিকে আছে। এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

এটাতো হলো দুনিয়ায় অতীতে যে ধরনের চিন্তাধারার ফলে জন্মনিরোধ বা বংশ সংকোচনের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল বা বর্তমানেও হচ্ছে তৎসম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী। এবার এ ধরনের চিন্তাকে একটি ব্যাপক আন্দোলন হিসেবে পেশ করার অনিবার্য পরিণতিসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেরাই বিবেচনা করুন ইসলাম এসব পরিণতির কোনো একটিও স্বীকার করতে পারে কি না। যে জীবনবিধান ব্যভিচারকে জঘন্যতম নৈতিক অপরাধ বলে মনে করে এবং এজন্য কঠোর সাজা দান করে থাকে, সে এমন কোনো ব্যবস্থাকে কেমন করে গ্রহণ করতে পারে যার ফলে ব্যভিচার মহামারীর মত সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে? যে জীবনবিধান মানব সমাজে আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় এবং ত্যাগ ও সমবেদনার গুণ সম্প্রচারনের অভিলাষী, সে জীবনবিধান জন্মনিরোধের প্রচারের ফলে অনিবার্যরূপে যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্ট হয় তাকে কি করে গ্রহণ করতে পারে ? পুনরায় যে জীবনবিধানের দৃষ্টিতে মুসলমান জাতির নিরাপত্তার প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে কেমন করে অসংখ্য শত্রু পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের সংখ্যাকে আরও কমিয়ে তাদের রক্ষার ব্যবস্থাকে দুর্বল করার পক্ষপাতী হতে পারে ?

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না— সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তিই এ উত্তর অতি সহজেই দিতে পারেন। এ জন্য কুরআনের আয়াত ও হাদীস পেশ করার প্রয়োজন হয় না।

সূত্র ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ,
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।

www.pathagar.com

জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষদলের প্রামাণিক তথ্য

যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন না তারা কুরআনের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন এভাবে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا ج لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهٖ ق وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ج

"যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চাহে তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে। জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। উত্তরাধিকারীগণেরও অনুরূপ কর্তব্য।"
–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

অন্য আয়াতে সন্তানের পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করার ব্যাপারে উদ্ধৃতি আছে ঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ

"জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান দু-বছর পর।"–সূরা লোকমান ঃ ১৪

এ ক্ষেত্রে যদি স্তন্যপানের সময় পূর্ণ দু-বছর ধরা হয় এবং তার সাথে ছয় মাসের গর্ভ অবস্থা যোগ করা হয় তবে এর মোট সময়টা দাঁড়াবে ত্রিশ মাস। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উদ্ধৃত আছে ঃ

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط

"তার (সন্তানের) জননী তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাকে গর্ভধারণ করতে এবং স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।"–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

উপরোক্ত তিনটি আয়াত থেকে ইহা নির্দেশ করে যে এক সন্তান জন্মদানের পর আর এক সন্তান জন্ম দেয়ার মধ্যবর্তী সময়কাল ২৪ মাস। এ সময়ের মধ্যে কোনো মাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কারণ

www.pathagar.com

তাতে মা কষ্ট পাবে, অন্য দিকে কোলের সন্তানও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে। রাসূল স. কোনো স্ত্রীলোককে কোনো সন্তান স্তন্যপান করা অবস্থায় গর্ভবতী না হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এটাকে রাসূল স. সন্তানের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করা হয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। অপর দিকে মায়ের স্বাস্থ্যহানীও ঘটবে, তেমনি দুগ্ধপোষ্য সন্তানদেরও স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে, যার জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একদিকে দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের স্তন্য না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অপরদিকে গর্ভজাত সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে। মাও তা থেকে নিরাপদ থাকবে না। আর বাকী ছয় মাসেও কোনো জননী সুস্থ সবল সন্তান প্রসব করতে পারেন, এর ব্যাখ্যা শেষ অধ্যায়ে দেখা যেতে পারে।

বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো সাহাবী আযল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এর বিরুদ্ধে কুরআন ও সুন্নাহতে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকায় আযল করেছেন। এরূপ আমলকারীদের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস রা., হযরত সায়াদ ইব্‌নে আবি ওয়াক্কাস রা. এবং হযরত ইব্‌নে আবু আইউব আনসারী রা. প্রমুখ স্বনামধন্য সাহাবীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অন্যতম হযরত জাবের রা. হযরত রসূলে করীম স.-এর নিরবতাকেই সম্মতি ধরে নিয়েছেন। সুতরাং তাঁর বর্ণিত হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ ঃ

"আমরা রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জামানায় আযল করতাম।"

জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থকদের যুক্তি ও তার জবাব

"কুরআন নাযিল হচ্ছিল যে জামানায় সে জামানায়ই আমরা আযল করতাম।"

"আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর জামানায় আযল করতাম সে সময় কুরআনও নাযিল হচ্ছিল।"

এসব হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত জাবের রা. এবং তাঁর সাথে আরও যেসব সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত, তাঁরা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকাটাকেই জায়েয হিসেবে ধরে নিয়েছেন। এ সাহাবা প্রমুখদের বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। ঐ হাদীসে বলা হয়েছে, "আমরা রাসূলুল্লাহ স.-এর জামানায় আযল করতাম, রাসূল স. এ খবর জানতে পেরে আমাদের তা করতে নিষেধ করেন।"

এ হাদীসটির শব্দগুলোও অস্পষ্ট। রাসূল স.-কে আযল সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছিলো কিনা, আর প্রশ্ন করা হয়ে থাকলে তিনি কি জবাব দিয়েছেন, একথা স্পষ্টভাবে এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল স.-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো বলে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে ঃ

আমাদের হাতে কিছুসংখ্যক দাসী এল। আমরা আযল করলাম এবং এ সম্পর্কে রাসূল স.-কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ঃ

"তোমরা কি এরূপ কর ?

তোমরা কি এরূপ কর ??

তোমরা কি এরূপ কর ???

কেয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে, তারা তো জন্মাবেই।"

–বুখারী

হযরত ইমাম মালেক রা. 'মুয়াত্তা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

বনী মুসতালিকের যুদ্ধে আমাদের হাতে কতিপয় দাসী এলো। পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর হচ্ছিল। আমরা দাসীদের ভোগ করার ইচ্ছা করলাম কিন্তু এদের বিক্রি করার ইচ্ছাও আমাদের ছিল। এ জন্যই আমরা আযল করতে মনস্থ করি যেন কোনো সন্তান জন্মাতে না পারে। এ বিষয়ে আমরা রাসূল স.-কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ঃ

"তোমরা এরূপ না করলে কি ক্ষতি হবে ? কেয়ামত পর্যন্ত যেসব শিশুর জন্ম নির্ধারিত আছে তারা তো জন্মাবেই।"

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত স.-কে আযল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ

"তোমরা এরূপ না করলে তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না।"

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

"কেনো তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ এরূপ করবে ?"

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বলেন, "আমার একটি দাসী আছে এবং তার গর্ভে কোনো সন্তান হোক তা আমি চাই না।" এর উত্তরে রাসূল স. বললেন ঃ

"তুমি ইচ্ছা করলে আযল করতে পার—তবে তার তক্‌দীরে যা লেখা আছে তা হবেই।"

www.pathagar.com

এছাড়া ইমাম তিরমিযি হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা দীনী এলেমে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাঁরা সাধারণত আযলকে পসন্দ করতেন না।

এসব বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত রসূলে করীম স. আযলের অনুমতি দেননি বরং এটাকে একটি নিরর্থক ও অপছন্দনীয় কাজ মনে করতেন। আর যেসব সাহাবায়ে কেরাম দীনের ব্যাপারে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তারাও এ বিষয়কে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু যেহেতু 'আযল' ক্রিয়ার স্বপক্ষে জাতির মধ্যে কোনো আন্দোলন শুরু হয়নি এবং এটাকে জাতির জন্য বিশেষ জরুরী বিষয় হিসেবেই পরিগণিত করার কোনো প্রচেষ্টা কোথাও দেখা যায়নি, বরং অল্প কয়েকজন লোক ভিন্ন ভিন্ন অপরিহার্য কারণে এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হতেন ; সেজন্যেই আঁ-হযরত স. এটাকে কঠোরভাবে বাধা দেননি।

'আযল'-এর মাপকাঠিতেই আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বলতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ্ স. শুধু এ জন্যে এগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেননি যে, অনেক সময় অনেকেই বিবিধ ব্যক্তিগত কারণে জন্মনিরোধ করতে বাধ্য হতো। তাদেরকে প্রয়োজনের জন্যে এ কাজ করতে দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোনো নারীর স্বাস্থ্য এমন পর্যায়ে থাকা যে, গর্ভসঞ্চার হলেই তার প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে, অথবা তার স্বাস্থ্য অস্বাভাবিকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে, অথবা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতৃ দুগ্ধপানে ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে। এ ধরনের অন্য অবস্থায়ও যদি চিকিৎসকের পরামর্শে নিজ স্বাস্থ্যগত কারণে কেউ জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো পথ গ্রহণ করেন তাহলে এর বৈধতা স্বীকৃত। একথা আমরা আগেও বলেছি। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে জন্মনিয়ন্ত্রণকে একটা সাধারণ কর্মসূচী ও জাতীয় পলিসিতে শামিল করা ইসলামী আদর্শের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। আর যেসব ভাবধারার ভিত্তিতে এ ধরনের কার্যসূচী গৃহীত হয় সেগুলোও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত পরিপন্থী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একটা বিবাহিত যুগল একটা সন্তান জন্ম দেয়ার পর কিভাবে দু-বছর স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে অর্থাৎ গর্ভ ধারণ বন্ধ রাখবে ? দু-বছর সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখতে হলে হয়তো একটা যুগলকে (স্বামী-স্ত্রী) সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে, যা বিবাহিত যুগলের পক্ষে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার এবং অসহনীয়। সে কারণে স্বামী-স্ত্রী সহবাস কালে আযল পদ্ধতি গ্রহণ করবে অথবা বনজ ঔষধ সেবন করে গর্ভধারণ

www.pathagar.com

বন্ধ রাখবে। বর্তমান সময় উদ্ভাবিত কনট্রাসেপশন, পিল ও কনডম ব্যবহার গর্ভধারণ রোধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

এতে মনে হয়, কুরআনেও এক সন্তানের জন্মের পর আর এক সন্তান গ্রহণে সময়ক্ষেপণ সমর্থন করেছে বা সেদিকে নির্দেশ করেছে। এটাই ছিল মিশরের আল আজহার-এর প্রাক্তন ইমাম শেখ আল সালতুত-এর ধারণা। ১৯৫৯ সালে তিনি যে ফতোয়া দেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ

এ অনুভূতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতির সাথে বেমানান এবং এটা জাতীয় স্বার্থে গ্রহণীয় নয় এবং এটা শরীয়াহ দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়নি যদিও এটা আইন দ্বারাও গ্রহণ করা হয়নি। তবে কুরআনে কিন্তু সন্তানের স্তন্যপানের সময় দু-বছর নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং রাসূল স. কোনো সন্তানকে কোনো গর্ভবতী মা গর্ভাবস্থায় স্তন্যপান করানোর বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। কারণ এতে যেমন গর্ভজাত সন্তান পুষ্টি হীনতায় ভুগবে তেমনি মায়ের দুধ না পেয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুও নানান রকম রোগ ব্যাধির শিকার হতে বাধ্য। ইহা কেবল দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করা অবস্থায় গর্ভবতী না হবার পক্ষের মতামত। কারণ মা গর্ভবতী হলে মায়ের স্তনের দুধ বন্ধ হয়ে যায় বা শুকিয়ে যায়। যে কারণে সে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে স্তন্যপান করাতে সামর্থ হয় না।

শরীয়াহ আইন মতে যদি বহু সংখ্যক সন্তান কোনো পরিবারের জন্য শান্তি ও সুখ সাচ্ছন্দ্যের উৎস হয়, বিপরীত ধর্মী নয়, তা হলে ঐ সকল সন্তানদের সকল প্রকার দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। এজন্য এমন আইন হওয়া উচিত যা দ্বারা তাদেরকে রক্ষা করা যায়। তাই ধর্মীয় চিকিৎসকগণ ক্ষেত্র বিশেষ সাময়িকভাবে গর্ভধারণ স্থগিত রাখতে সুপারিশ করছেন। কারণ যদিনা যুগলের বা তাদের মধ্যে কারো একজনের এমন কোনো জটিল রোগ আছে যা গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে চলে যেতে পারে সে কারণে সাময়িকভাবে গর্ভধারণ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে থাকে।

৩. শেখ আহমদ শানুন সারাবাসী

শেখ আহমদ শানুন যিনি মরক্কোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালে রাবাত কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং গর্ভপাত ও বন্ধ্যাত্ব করণের ওপর একটা পেপার পেশ করেন যাতে তিনি গর্ভনিরোধের ব্যাপারেও মতামত পেশ করেন। শেখ শানুন সে সময় বলেন যে, রাসূল স.-এর জ্ঞাতসারেই অনেক সঙ্গী-সাথীরা আযল করতেন, সুতারাং কি করে এর বিরোধিতা করা যায়। তিনি আবু সায়ইদ আল খুদরীর বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেন। হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল স.-কে আযল করার ব্যাপারে

www.pathagar.com

তিন তিন বার জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "তোমরা কি সত্যিই ইহা কর"। এতে মনে হয় এটা রাসূল স.-এর জানা ছিল না যে তার সাথীদের মধ্যেও আযল প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে তিনি তা অনুমোদন করেননি। তিনি আল বুখারীর বর্ণিত হাদীসকে সকল হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বলেন, রাসূল স.-এর জ্ঞাতসারে সঙ্গী-সাথীরা আযল করতো। তবে আযল করার অনেক কারণ শুনার পর সকল কিছুই অনুমোদন করেন কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করা ব্যতিরীকে। তবে সেটাতেও শেখ শানুন সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি ইবনে হাজরের মতকে স্বীকার করে অন্যান্য তত্ত্বোপদেষ্টাদেরও অনুমোদন চান।

অপরপক্ষে তিনি গর্ভনিরোধকে আল্লাহর ডিভাইন শক্তির পরিবর্তন, আল্লাহর ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করা এবং মুসলিম জাতির শক্তিকে দুর্বল মনে করা। কারণ এদ্বারা জনসংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হতে থাকবে। গর্ভপাত ও গর্ভনিরোধের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন যে, সকল কার্য দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে একদিন এ পৃথিবী থেকে মনুষ্য জীব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সে কারণে তিনি গর্ভপাতকে হত্যা বলে বিবেচনা করেন। এ কাজকে সাংঘাতিক জঘন্য বলে কড়া ভাষায় মত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, ইসলাম ইহা কখনো পসন্দ করে না।

শেখ শানুন উক্ত রাবাত সভাকে বিধর্মীদের দ্বারা গঠিত সংস্থা International planned Parenthood Federation কর্তৃক আয়োজিত এ সভাকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং তিনি দাবী করেন যে, ১৯৩৬ সালে মিশরের গ্রাণ্ড মুফতি (ব্রিটিশ স্বাধীন) যে ফতোয়া জারী করেছেন তা সকল উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে কারণ তাতে বিদেশী চক্রের হাত ছিল। তাই সর্বসম্মতিক্রমে সে ফতোয়াকে বাতিল করা হয় এবং স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আল্লাহর নিয়মের কোনো পরিবর্তন হবে না। শেখ শানুন তার মতামতের জন্যও সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার বক্তব্য থেকে সড়ে দাঁড়ান।

৪. ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর মুসলিম তত্ত্বোপদেষ্টাদের পুস্তকসমূহ

ইসলামী তত্ত্বোপেদেষ্টাগণ ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর অনেক পুস্তক লিখেছেন। তাদের মধ্যে শেখ আল সারাবাসী, আল নযর, সাল্লাম মাদকুর এবং আল বুয়তী অন্যতম। এখানে রাবাত কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় ইসলাম এবং পরিবার পরিকল্পনার ওপর দু-খণ্ডের কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা হবে।

www.pathagar.com

সারাবাসীর ধর্ম এবং পরিবার পরিকল্পনা (১৯৬৫-৬ খৃ.)

ড. শেখ আহমদ আল সারাবাসী, অধ্যাপক, আল আযাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথম সারির লেখক যিনি ইসলাম এবং কন্ট্রাসেপশন এর ওপর প্রথম লিখেন। ড. আল সারাবাসী রাবাত কনফারেন্সে আরবী কার্যবিবরণী লেখার ব্যাপারে একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের ওপর অনেকগুলো পুস্তক লিখেছিলেন। পরিবার পরিকল্পনার ওপর তার প্রথম পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ এক বছর পর এবং ইংরেজীতেও এর অনুবাদ করা হয়। জনসাধারণের উপকারার্থে এ পুস্তকটাতে ধর্ম, বিবাহ, পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিষেশভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরপক্ষে কন্ট্রাসেপশন, গর্ভপাত এবং গর্ভনিরোধের ব্যাপারেও বর্ণনা আছে। তিনি এ পুস্তকে কন্ট্রাসেপশনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আযল সম্পর্কে অনেক হাদীস পেশ করেন। অপর পক্ষে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন লাভের নিমিত্তে সাদৃশ্যপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। কন্ট্রাসেপশনের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে নিম্নলিখিত কারণগুলো উল্লেখ করেন ঃ

১. সংক্রামক রোগের অস্থিত্ব থাকায় ইহা গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

২. গর্ভধারণে মায়ের শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটতে পারে।

৩. স্বল্পকালীন অবকাশের পর গর্ভধারণ করা।

৪. স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য ও ফিটনেস রক্ষা করা।

৫. দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য বড় পরিবার পরিহার করা।

গর্ভনিরোধের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে তিনি শেখ আহামদ ইবরাহীমের মতামতের উপর নির্ভর করেন, যিনি স্থায়ী গর্ভনিরোধের ব্যাপারেও কোনো জুরিষ্টিক অভিমত পাননি বলে উল্লেখ করেছেন। যাহা হোক শেখ সারাবাসী কেবল অস্থায়ী জন্মনিরোধ ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। গর্ভে সন্তান ধারণ করার পর গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে তিনি নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখেন।

৫. সাল্লাম মাদকুরের Islamic Look at Birth Control: A Comperative Study in Islamic School (Arabic-1965)

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ বিভাগের অধ্যাপক শেখ ড. মুহাম্মদ সাল্লাম মাদকুর তিনি তিনটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দেন যা জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সকল কিছু ইসলাম ধর্ম মতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ঃ ১। সম্পদের উন্নতি করা (বাড়ানা), ২। অন্য দেশে দেশান্তরিত হওয়া, ৩। পরিবার পরিকল্পনা।

www.pathagar.com

লেখক জুরিষ্টিক মতবাদকে পুনঃবিশ্লেষণ করে মত প্রকাশ করেন যে, জাহেরী স্কুলের আপত্তি সত্ত্বেও, প্রতিটি স্কুলের সংখ্যালঘু জুরিষ্টগণ পরিবার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। গর্ভপাতের ব্যাপারে তিনি উপসংহার টানেন এ বলে যে, সন্তান গর্ভধারণের (ভ্রূণে রূহ্ প্রবেশ করার) পর গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। তবে গর্ভধাত্রী মাতার জীবনে অঘটনের আশংকা দেখা দিলে যে কোনো সময় গর্ভপাত ঘটানো যাবে। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণকে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু কেবল মাত্র বংশক্রমানু বাহিত সংক্রামক রোগ, মানবিক ভারসাম্য হীনতা প্রকাশ পেলে সে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মুসলমানদের কাছে পরিবার পরিকল্পনার আবশ্যিকতা এবং উপকারিতা প্রচার করার নিমিত্ত ড. শেখ মোঃ সাল্লাম মাদকুর সরকারী সমর্থন চেয়েছেন।

৬. আল বুয়ুতির জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মতামত ঃ Preventive and Curative Approaches (Arabic) 1970.

সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ বিভাগের অধ্যাপক ও ডীন ড. সাঈদ রামাদান আল বুয়তী ইসলাম এবং সমসাময়ীক সমস্যাবলীর ওপর একজন প্রখ্যাত লেখক। তিনি তার পুস্তকে পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। কিন্তু পরে তিনি এটাকে পূর্ণ এবং সর্বসম্মত মতামতের ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা প্রাকটিস এবং ৪০দিন পূর্বে গর্ভপাত করানোর সুচিন্তিত মতামতসহ ব্যাখ্যা পেশ করেন। তবে ইসলামী তত্ত্বোপদেষ্টাদের মতে এটা একটা পূর্ণ গবেষণামূলক পুস্তক বলে আখ্যায়িত করেন যার মধ্যে নূতন তথ্য সংযোজিত ছিল। তিনি বিষয়বস্তুকে দু ভাগে ভাগ করে একটা গর্ভাবস্থার পূর্বে প্রতিরোধক ব্যবস্থা যেমন জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং জন্মনিরোধ ব্যবস্থা ব্যবহার, অপরটা হলো গর্ভবতী মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য গর্ভপাত ঘটানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা।

প্রত্যেকটা বিষয়ই ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক ব্যবস্থা এবং আইনগত দিক নিয়ে আলোচিত হয়েছে। আবার প্রত্যেকটি বিষয়ই তিনটা দৃষ্টিভঙ্গির ওপর যেমন স্থানের অধিকার, পিতা-মাতার অধিকার এবং সামাজিক অধিকারের ওপর লক্ষ রেখে আলোচিত হয়েছে। আযল সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীসের অধ্যায় দ্রষ্টব্য। উপসংহারে তিনি আযল আইনসিদ্ধ বলে অনুমোদন করেন এবং এটা আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের সাদৃশ্য বলেও আখ্যায়িত করেন (কারাহা তানজিহিয়া)।

১. এক্ষেত্রে ভ্রূণের অধিকার খাটে না কারণ এ অবস্থায় শুক্রাণুতো কোনো ভ্রূণ তৈরী হতে সাহায্য করে না বিধায় উত্তরাধীকার বর্তায় না।

www.pathagar.com

২. অবস্থার প্রেক্ষাপটের ধারায় অধিক সন্তান বা কম সন্তান ধারণ করা বা গ্রহণ করার ব্যাপারে মাতা-পিতার অধিকার আছে।

৩. শুক্রাণুর উর্বরতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক দায়িত্ব বোধ বা অধিকার বর্তায় না। সরকার আইন করে সন্তান জন্মদান বন্ধ রাখতে পারে তবে এটা সামাজিক অধিকারের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপের সামিল।

ড. আল বুয়ুতী জন্মনিরোধকে আল্লাহর সৃষ্টিকে পারিবর্তন করার সামিল মনে করে অনুমোদন দেননি। কারণ এটাতে পুরুষের সহবাসের ইচ্ছা শক্তিকে প্রতিহত করা এবং স্ত্রীদেরকে সন্তান ধারণে অযোগ্য করে রাখার সামিল।

৭. মানব পরিসংখ্যান

পুস্তকটিতে মানব পরিসংখ্যানেরও একটা অধ্যায় আছে যেখানে আল বুয়ুতি ঐ সকল লোকদের সমালোনা করেছেন যারা উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে মুসলিম বিশ্বে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির দাবী তুলেছেন। তিনি জনসংখ্যার ঘনত্বকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ মনে করেন এবং এ প্রসঙ্গে জাপানের জনসংখ্যা মুসলিম দেশসমূহের চেয়ে বেশী দেখান। বাস্তবিক পক্ষে জাপানের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৯১ সালে ৩% যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ২৩০ বছর। আর মুসলিম বিশ্বের সাথে পার্থক্য করণে দেখা যায় যে, মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% যা জাপানের চেয়ে ১০ গুণ বেশী এবং ২৩ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণ হবে। এখন ১০০০ জনের জন্মহার এবং ১০০০ জনের মৃত্যুহারকে ১০ দিয়ে ভাগ করলে প্রবৃদ্ধির হার পাওয়া যাবে। যেমন মুসলিম বিশ্বের জন্মহার প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৪২ জন, মুসলিম বিশ্বের মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১২ জন। পার্থক্য হলো প্রতি ১০০০ জনে ৩০ জন। তাই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ৩০/১০ অর্থাৎ ১০০ জনে ৩ জন। ড. আল বুয়ুতী জনসংখ্যা ঘনত্বের ব্যাপারে একটা সার্বজনীন ধারণা দেন যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সাধারণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্য ১০০০ জনের বাৎসরিক জন্মহার ও মৃত্যু হারকে যদি ১০ দিয়ে ভাগ করা হয় তবেই % পাওয়া যবে। কিভাবে জনসংখ্যার হিসাব করা হয়।

Pr=po (1+r)15100

or

r=(√pr-)5100

www.pathagar.com

যেখানে—

Po = Consus count for the earlier consus

P1 = Consus count for the later consus

r = The average annual rate of growth (It is usually multiplied by 100 and order that it may be expressed as a percent)

I = The interval is years or decimal fractions therefor between the two consus.

এ সকল ডাটা জাতিসংঘ, আরব সেন্ট্রাল ব্যুরো অব স্টাটিস্টিকস্ এবং কাউন্সিল অব আরব ইকোনমিকস্ ইউনিট দলীল দস্তাবেজ থেকে সংগৃহিত। এসবের ডাটায় দেখা যায় যে ১৯৮০-৫ সালে ইউরোপের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রতিবছর .৩%। অর্থাৎ ইউরোপের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ২৩০ বছর। তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিবছর ২% হারে বৃদ্ধি পায় যাতে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হতে ৩৫ বছর সময় লাগবে। এদিকে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রতি বছর ৩% হারে এর অর্থ ২৩ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করলে ইউরোপ অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতির শিখোরে উঠতে পারবে এবং মুসলিম বিশ্বের উন্নতি লাভ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে কারণ তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশী।

মুসলিম বিশ্ব তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সামলাতে ইতোমধ্যেই উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে অর্থঋণ গ্রহণ করা শুরু করেছে। অপরপক্ষে খাদ্য আমদানীর জন্য বিদেশী সাহায্য নিচ্ছে। এতে প্রতিয়মান হয় যে, তারা দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করতে পারছে না। তবে তৈল সমৃদ্ধ আরব ও আফ্রিকার দেশসমূহের আয়তনের তুলনায়, জনসংখ্যা অনেক কম।

৮. আল নযর-এর An Objective Look at the Call for Family Planning (Arabic-1982)

মিশরের ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক, মসজিদ ও দাওয়াহ্-এর পরিচালক ড. আবদেল রহমান আল নযর ৫৮ পৃষ্ঠার একটা পুস্তক রচনা করেন যাতে ইসলামে পরিবার, সমাজ, সন্তানদের মূল্যায়ন এবং পরিবার পরিকল্পনার ওপর মূল্যায়ন সংক্রান্ত লেখা ছিল। উক্ত পুস্তকে সুন্নী স্কুলের মতামত এবং নূতন ফতোয়া, অধিক সন্তানের ব্যাপারে প্রশ্ন এবং উত্তর, অদৃষ্টবাদ বা তাওয়াক্কাল এবং কনট্রাসেপশন কি ওয়াদ সে ব্যাপারে আলোচিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ড. শেখ আল নযর কনট্রাসেপশনকে অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু জন্মনিরোধ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করেছেন। তবে তিনি যখন এগুলোকে স্বীকার করলেন তখনই কিছু সংখ্যক জুরিষ্ট ভ্রূণে রূহ প্রবেশর পূর্ব পর্যন্ত গর্ভপাতকে অনুমোদন দেন। কিন্তু তিনি গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করেন। তবে তিনি বিশেষভাবে কনট্রাসেপশনকে ওয়াদ হিসাবে গণ্য করেন না অথবা রিযিক, অদৃষ্টবাদ অথবা তাওয়াক্কুলকে পরস্পর বিরোধীও মনে করেন না। তিনি অধিক সন্তানের দাবী খণ্ডন করেন এবং মান সম্পন্ন সন্তানদের পক্ষে মত দেন যাতে রাসূল স. ও তার জাতির জন্য গর্ব করতে পারেন। মসজিদের ইমামদের উদ্দেশ করে প্রস্তাব রাখেন তারা যেনো, খুতবায় মুসলমানদের সমাজে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বামী-স্ত্রীর নেক বন্ধনের ওপর জোর দেন। এটাই পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, দয়া এবং দায়িত্ব বোধ বাড়িয়ে দেয়। সন্তান-সন্ততি মূল্যবান সম্পদ কিন্তু রাসূল স. কেবল সু-সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। ইসলাম কখনই কতটা সন্তান হবে বা থাকবে তার কথা বলেনি। তবে মাতা-পিতার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে পরিবার গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং পরিবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন। এটাই মাতা-পিতাকে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে একটা সুস্থ সবল ধার্মিক এবং সুশিক্ষিত পরিবার গঠনে সাহায্য করবে। বর্তমান অবস্থায় কনট্রাসেপশন খুব জরুরী। কারণ এটা দারিদ্র্যতা দূর করে ভাল পরিবার গঠনে সহায়তা করে থাকে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অধিক সন্তান দারিদ্রতার কারণ, অল্প সংখ্যক সন্তান পরিবারে শান্তির কারণ। ইসলাম শান্তির ধর্ম।

৯. পরিবার পরিকল্পনার ওপর ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে মিশরের ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং তথ্যমন্ত্রণালয়ের অবস্থান (মিশর-১৯৯০)

বর্তমান প্রবন্ধটি ইসলামে পরিবার গঠন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মাতৃদুগ্ধ সেবন সম্পর্কিত। এ প্রবন্ধে সুন্নাহ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যা কনট্রাসেপশনকে সমর্থন করে।

১. সল্পকাল সন্তান ধারণ বন্ধ রেখে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে দুগ্ধ দান এবং সন্তানের লালন-পালন করা।

২. মধ্যবর্তী সময় সন্তানের পিতা-মাতাকে সন্তানের লালন-পালনে সাহায্য করা, এবং সন্তানদেরকে দারিদ্র্যতা থেকে রক্ষা করে, সুখময় পরিবার গঠনে সহায়তা করা।

www.pathagar.com

৩. স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব করণ কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে সংক্রমিত রোগ হতে গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করে।

৪. পরিবারের উন্নতি কল্পে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হওয়া উচিত।

৫. বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণার্থে চিকিৎসা পত্র নেয়া অপরিহার্য।

এ লেখা চিত্রটিতে অনেক মুফতী ও তত্ত্বোপোদেষ্টাদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রত্যেকে তার নিজস্ব ভাবধারায় পরিবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেছেন।

অনেক সন্তান এবং মানসম্পন্ন সন্তানের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইসলাম যে মানসম্পন্ন সন্তানের পক্ষে, এবং দুর্বল দলের সংখ্যাধিক্যের বিপক্ষে তাও স্বীকার করেছেন।

১০. ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর কনফারেন্স

ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা ও কনট্রাসেপশন ব্যবহার ও গর্ভপাত ইত্যাদির ব্যাপারে তত্ত্বোপদেষ্টাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিক সভা সমিতি করে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কিছু কিছু জুরিষ্টদের মতে একটু আধটু পার্থক্য থাকলেও কেউই কুরআন ও হাদীসের বাহিরে সিদ্ধান্ত দেননি। কুরআন ও হাদীস বুঝবার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও মূল থেকে কেউই সরে দাঁড়ায়নি। এ পর্যন্ত যে বড় বড় কনফারেন্স হয়েছে তার মধ্যে—

1. The Rabat Conference on Islam and Family Planning-1971.
2. The Banjul Conference on Islam and Family Planning-1979.
3. The Dakar Conference on Islam and Family Planning-1982.
4. The Aceh Congrees on Islam and Population Planning-1990.
5. The Magadishu Conference on Islam and child spacing-1990.

১১. ফতোয়া কমিটি এবং কাউন্সিল

বিংশ শতাব্দিতে যারা দলগতভাবে থিওলজিক্যাল ইস্যুকে বিশ্লেষণ করতেন তারা তিনটি দলে বিন্যস্ত ছিল। তবে সাধারণভাবে পৃথিবীর বহু

www.pathagar.com

দেশেই এটা বিদ্যমান ছিল। এ ব্যাপারে মিশরের কায়রোতে আল আজাহার খুবই প্রসিদ্ধ। গাজা ভূ-খণ্ডে একটা ফতোয়া কমিটি বিদ্যমান। অপর পক্ষে ঐ কমিটি মক্কা, কুয়েত, মালয়শিয়া, সিরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি দেশেও বিদ্যমান। কমিটি একে অপরকে কোনো না কোনো গবেষণায় সাহায্য করে থাকে। অপর পক্ষে আল আজাহারের একাডেমী অব ইসলামী রিসার্স এবং মক্কা মাজমা আল ফিকাহ্ আল ইসলাম খুবই প্রসিদ্ধ। এ কমিটিতে বিভিন্ন স্কুলের যারা ইসলামী আইনশাস্ত্রে পারদর্শী সেই সকল থিওলজিয়ানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা প্রত্যেকটি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

১২. দি একাডেমী অব ইসলামী রিসার্চ (উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কাউন্সিল)

এ একাডেমী প্রথমত ১৯৬৪ সালে মিলিত হয়ে অনুষ্ঠিতব্য কনফারেন্সের উদ্দেশ্য এবং কার্যপ্রণালী ঠিক করেন এবং ১৯৬৫ সালে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পরিবার গঠন বা আকৃতি এবং পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ কনফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. ইসলাম সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধিকে সম্মান করে এবং সে লক্ষে মুসলমান জাতির শক্তি বৃদ্ধির পক্ষেও মত প্রকাশ করেন। কনফারেন্সে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, সন্তান বেশী থাকলে পরিবারে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি ও সচ্ছলতা লাভ করতে পারে, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সামরিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২. যেখানে পরিবার পরিবার পরিল্পনাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করে, সেখানে স্বামী-স্ত্রী ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৩. অর্ডিনেন্স জারীর মাধ্যমে যে কোনো প্রকারে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করাকে শরীয়াহ আইন নিষিদ্ধ করেছে।

৪. গর্ভধারণ সীমিত করার লক্ষে গর্ভপাত ঘটানো বা কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যদ্বারা বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয় যা শরীয়াহ্ আইনে, স্বামী-স্ত্রী বা যে কোনো একজন করলেও তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুতারাং, ঐ কনফারেন্স সুপারিশ করে যে উপরোক্ত তথ্য সকল নাগরিকদের জানিয়ে দেয়া উচিত যাতে তারা শরীয়াহ আইন মেনে চলে।

www.pathagar.com

১৩. সৌদি আরবের মক্কাতে প্রতিষ্ঠিত "দি কাউন্সিল অব ইসলামী ফিকাহ্"

যখন এ প্রসিদ্ধ ইসলামী চিন্তাবিদদের গ্রুপ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দুরাবস্থার দিক লক্ষ করে সীমিত আকারে পরিবার পরিকল্পনা করে পরিবার পরিকল্পনার অনুমোদন দেন তখন আবার জাতীয়ভাবে পরিবার পরিকল্পনার ঘোষণাকে দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে থাকেন।

কাউন্সিল নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য পেশ করে উপসংহার টানেন এভাবে ঃ

মাজমা আল ফিকাহ্ আল ইসলামী কাউন্সিল তার সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পরিবার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বে-আইনী। জন্মনিয়ন্ত্রণও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যদি ইহা কেবল অভাব অনটন হেতু করে থাকে। কারণ তাদের আহারের সংস্থান আল্লাহ্ করে থাকেন। অথবা অন্য কোনো কারণের জন্য ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু গর্ভধারিণী মাতার যদি জীবনের প্রতি সংশয় বা মৃত্যু ঝুঁকি দেখা দেয় যেখানে শৈল চিকিৎসা ব্যতীত সন্তান প্রসব সম্ভব নয় তখন জন্মনিয়ন্ত্রণে কোনো দোষ নেই।

সুতরাং উপোরক্ত কারণ ব্যতিরেকে শরীয়াহ্ আইনে পরিবার পরিকল্পনা অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ কোনোটাই অনুমোদিত নয়। এটা সাংঘাতিক রকম মহাপাপ।–ম্যাগাজিন আল ইকতিসাদ, আল ইসলামী, মার্চ-১৯৮৭

১৪. দি রাবাত কনফারেন্স (The Rabat Confarence)

১৯৭১ সালে মরোক্কর রাবাতে যে সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে পরিবার পরিকল্পনায় ইসলামের অবস্থান ও জনসংখ্যা সমস্যায় মুসলিম বিশ্বের তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত পর্যালোচনা করা হয়। এ সভায় বিশ্বের সকল মুসলিম দেশসমূহ থেকে এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের দার্শনিক ও জুরিষ্টগণ অংশগ্রহণ করেন। এটার উদ্যোক্তা ছিলেন International Planned Parenthood Federation (ইসলামের বিরুদ্ধবাদী সংস্থা)। উক্ত সভায় যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে তার একটা সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. পরিবার গঠন মানদণ্ডে ইসলামী শরীয়াহ্ আইন যথাযথরূপে বাস্তবায়ন, নিরাপত্তা বিধান এবং বিনিছিদ্র সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা যাতে কোনো রকম অসুবিধা বা সমস্যার সৃষ্টি না হয় অথবা কোনো একটাও পরিলক্ষিত না হয়।

২. ইসলামী আইনের ধারা ও উপধারার মাধ্যম যা কুরআন অথবা হাদীস বা অন্য কোনো সূত্র থেকে যা কোনো না কোনো নিয়ম-নীতির ওপর

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এমনি বা ইজতেহাদ দ্বারা স্থির করা হয়েছে যে, মুসলিম পরিবারের যে কোনো অবস্থার মধ্যেই যে কোনো নতুন সমস্যা উদ্ভব হলে তার সঠিক সমাধান করতে সক্ষম।.

৩. ইসলামী আইন মুসলিম পরিবারকে ও তার সন্তানের ভাল-মন্দ দেখার বা বুঝাবার নিশ্চয়তা প্রদান করে যেমন সন্তান জন্ম দেয়া তা অধিক সংখ্যক বা কম সংখ্যক সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। ইহা গর্ভরোধ বা গর্ভধারণে সময় ক্ষেপণ করা হবে তা সুচিন্তিতভাবে স্থির করতে হবে। আর প্রয়োজনে নিরাপদ ও আইনসম্মতভাবে জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এ কনফারেন্সে বন্ধ্যাত্বের বিষয় বিবেচনায় এনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিল যে, একাডেমী অব রিসার্স আল আজাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য। তবে যা গর্ভনিরোধ বা বন্ধ্যাত্বের দিকে নিয়ে যায় সে পদক্ষেপ নেয়া কোনো স্বামী-স্ত্রীর বা অন্য কারো পক্ষে আইনত গ্রহণযোগ্য নয় বা অনুমোদিত নয়।

গর্ভপাতের ব্যাপারে কনফারেন্স পূর্ণ মত ব্যক্ত করেন যে, ১২০ দিন পর গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। তবে গর্ভবতী মাতার জীবনের প্রতি সমস্যা হলে মৃত্যুর ঝুঁকি এড়াতে এবং মায়ের জীবন রক্ষার্থে গর্ভপাত ঘটানো যেতে পারে। ১২০ দিনের মধ্যে বা তার পরে গর্ভপাত ঘটানোর ব্যাপারে ইসলামী আইনজ্ঞ বা তত্ত্বোপদেষ্টাদের বিভিন্ন মত আছে। কিন্তু সঠিক মতামত হলো মাতার জীবন রক্ষা ব্যতীত সকল স্তরেই গর্ভপাত নিষিদ্ধ (অথবা ভ্রূণকে কোনোক্রমেই রক্ষা করা সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রেও)।

রাবাত কনফারেন্সে আল আজাহারের "একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্স"-এর মতামতকে বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নেন যে, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যার ওপর সমীক্ষা চালাতে জাতিসংঘের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

১৫. বানজুল কনফারেন্স (সাবসাহারান)

১৯৭৯ সালে ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর আফ্রিকার (সাব সাহারান) বানজুল, গামবিয়াতে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় ইহাই বানজুল কনফারেন্স। উক্ত কনফারেন্সে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ

আফ্রিকার সমাজে পরিবার পরিকল্পনা কোনো নূতন বিষয় নয়। আফ্রিকায় তাহাজীব ও তমুদ্দুন জন্মনিয়ন্ত্রণ, সন্তান ধারণে সময় ক্ষেপণ এটা চিরাচরিত

www.pathagar.com

প্রথা। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুগ্ধ দানের নিমিত্ত দু-বছর সময় ক্ষেপণের উল্লেখ আছে সে কারণে ইসলাম গর্ভধারণের সময় ক্ষেপণ সমর্থন করে।

অপর পক্ষে আফ্রিকানরা মনে করে যে ইসলাম পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে ঘানার প্রতিনিধিরা ইসলামী বিশ্ব লীগের দেয়া একটা ঘোষণার উল্লেখ করে বলেন যে, পরিবার পরিকল্পনা ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। কনফারেন্সে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘানার পার্টি ও সরকার পরিবার পরিকল্পনাকে সার্বজনীন করার বিরুদ্ধে এবং এ ব্যাপারে কোনো আইন প্রণয়ন করতে অস্বীকার করেছে। ঐ প্রতিনিধিরা আরো বলেছেন যে, তাদের দেশের সরকারী নীতি হলো জন্মহার বৃদ্ধিকরা এবং প্রত্যেককেই সম্মানের সাথে বাঁচার অধিকার দেয়া। তারা আরও বলেন যে, আফ্রিকানদের অনেক সম্পদ আছে সেগুলো অর্থবহ করে তুলতে অনেক অনেক লোকের দরকার, সে কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কুরআনে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তবে আল্লাহই তার সমস্যার সমাধান করে দিবেন।

অনেকেই এ মতের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তুলেন। যদিও বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার অনেক দেশ ইসলামের পতাকা তলে আছে এবং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তবুও ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে কোনো সংঘাত পরিদৃষ্ট হয় না। ইসলাম পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নয়। ইসলাম হলো একটা প্রগতিশীল ধর্ম তাই তারা তাদের ধর্মমতের মাধ্যমেই মুসলিম জাতির বিকাশ ও উন্নতি কামনা করে। এতে দেখা গেছে যে যেখানেই মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত কারণে পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজন, সেখানেই তা গ্রহণীয় হয়েছে। তাই কনফারেন্সে যে সকল পেপার উপস্থাপন করা হয়েছে তার ভিত্তিতে আলোচনা কালে দেখা গেছে যে, পরিবার পরিকল্পনার ওপর অনেক গ্রহণীয় কুরআনের আয়াত ও হাদীসে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ আছে, সে কারণে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। সেই জন্য প্রতিনিধিগণ সুপারিশ করেন যে, পরিবার পরিকল্পনাকে আফ্রিকার সকল সমাজে উৎসাহিত করা উচিত কারণ পরিবার পরিকল্পনা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পরিপন্থি নয়।

১৬. ডাকার সেমিনার

১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে আফ্রিকার সেনিগালের ডাকারে ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে মতামত আদান-প্রদান উপলক্ষে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে প্রায় ২০০জন

www.pathagar.com

প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ধর্মীয়নেতা ও জাতীয় সংসদের প্রভাবশালী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো আলোচিত হয় ঃ

১. ইসলাম বিবেচনা করে যে, পরিবার পরিকল্পনা হলো সমাজব্যবস্থার মূল এবং সকল জাতির মেরুদণ্ড। তাই বিবাহ বন্ধনকে সর্বাগ্রে গুরত্ব দেয়া হয়েছে। বিবাহ বন্ধন ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি হতে পারে না এবং বিবাহ বন্ধন ছাড়া মুসলিম জাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে না।

২. পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা জন্ম হ্রাস বৃদ্ধি কোনো পরিবারের উন্নতির চাবিকাঠি হতে পারে।

৩. এতদ্ব্যতীত ইসলামে পরিবার পরিকল্পনার বিষয় সন্তানদের রক্ষা, দারিদ্র্যতা মুক্ত করা, বাসস্থানের সংস্থান করা, অসুস্থতার ঔষধের ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য বলে মনে করে।

সেমিনারে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ তাদের পেশকৃত আর্টিকেল এবং লিখিত বক্তব্য পরিবার পরিকল্পনার ওপর যে মতামত প্রকাশ করা হয় তার ওপর গৃহিত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

১. যদি কোনো মহিলা সন্তান ধারণে অক্ষম হন, তবে সময় ক্ষেপণ করতে পারবেন।

২. কোনো মহিলা যদি সংক্রামক রোগে সংক্রমিত হয়ে থাকে এবং তার পেটের সন্তানের মধ্যেও সেই রোগ সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

৩. যদি মাতা-পিতা তাদের সন্তানকে রক্ষায় অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং আপৎকালে প্রয়োজন মিটাতে ব্যর্থ হন।

৪. দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুগ্ধ সেবন কালে গর্ভবতী না হওয়া।

যা হোক প্রতিনিধিদের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই মতানৈক্য আছে। তবে একজন লেখক তার লেখায় উদ্বৃতি করেছেন যে, কোনো একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সমগ্র জাতির জন্য ইহা প্রযোজ্য নয়। অন্যেরা মনে করেন যে, সরকার সামগ্রিকভাবে জনগণের উন্নতির জন্য এমন কি পরিবার পরিকল্পনার জন্য দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। প্রতিনিধিবৃন্দ মনে করেন যে, ইসলামী ধর্মীয় বোধে উদ্দিপ্ত হয়ে সেনিগালের মুসলমানগণ যেভাবে তাদের উন্নতির জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বিবেচ্য বিষয় হতে পারে।

www.pathagar.com

১৭. আঁচ কংগ্রেসের ঘোষণা

আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সেন্টার ফর পপুলেশন ষ্টাডিজ এণ্ড রিসার্স-এর যৌথ উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ার আঁচ প্রদেশে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে জনসংখ্যা নীতি এবং জনসংখ্যা প্রোগ্রামের ওপর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, তার ঘোষণা পত্র নিম্নে পেশ করা হলো :

● **সূচনা :** ইসলামের মূলনীতি কুরআন ও হাদীস যা কেবল মানব জীবনের পথিকৃত যার মধ্যে জনসংখ্যা এবং পরিবারের উন্নতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্ব : ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা, বিশেষভাবে জনসংখ্যার ক্ষেত্র যেখানে এক বংশের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম ভবিষ্যত বংশধরদের মান-মর্যাদা ও লাইফ ষ্টাইলের ওপর প্রভাব ফেলবে।

স্বীকার : জনসংখ্যা, সম্পদ, এবং পারিপার্শ্বিকতা এমনিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, যাতে আমাদের কমিটমেন্ট দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পুষ্টি সাধন সমন্বয় করা যায়।

সংশ্লিষ্টতা : যখন কতগুলো মুসলমান দেশ বর্ধিত জনসংখ্যা সামাল দিতে সামর্থ, অধিকাংশ দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত অভিবাসন, শহরমুখি হওয়া, পারিপার্শ্বিকতার ওপর চাপ পড়া, পরিবেশ দূষিত করা প্রভৃতি কারণে দেশের ও জনগণের উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

শনাক্তকরণ : মুসলমান মহিলাদের মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে তাদের পদমর্যাদার উন্নতি এবং পরিবার গঠনে অংশিদারিত্ব থাকা। তবে তাদের জানা উচিত ভবিষ্যত পরিবার গঠনে, তাদের অংশীদারিত্ব থাকা খুবই প্রয়োজন। আবার জনসংখ্যা যাতে গুণ ও মর্যাদাসম্পন্ন হয় সে দিকে নজর রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।

● তাদেরকে তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা এবং জ্ঞান, মুসলিম দেশের উন্নতির জন্য সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন যাতে সকলেই তার সুফল ভোগ করতে পারে এবং সাবলম্বী হতে পারে, জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ করতে পারে।

● জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ করার পথ এককেন্দ্রিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যম হতে পারে যা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের উন্নতি কেবল ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে হতে পারে।

● সাফল্যজনকভাবে সকল কিছুর উন্নতির ব্যাপারে মুসলমান দেশ-সমূহের মধ্য থেকে আগ্রহ থাকা উচিত। আর এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদ ও

www.pathagar.com

তন্ত্রোপদেষ্টাদের মতে প্রত্যেক সার্বভৌম দেশে ইসলামকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করে তাদের জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনে নীতিমালা নির্ধারণ ও প্রোগ্রাম করবে যা কোনোক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবার কারণে জাতির কোনো ক্ষতির কারণ না হয়।

আঁচ কংগ্রেসে পরবর্তিতে ঘোষণা করা হয় ঃ

জনসংখ্যা ইস্যুতে ইসলামী মূল্যবোধ ঃ এটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ইসলাম বর্তমান ও ভবিষ্যতের ধর্ম। আর জনসংখ্যা ইস্যুও বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কিত। কংগেস এ ব্যাপারে কঠিন প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে, জনসংখ্যা ইস্যুতে ইসলামী নির্দেশনামা মানব জীবন উন্নতির পথ নির্দেশক বিধায় মুসলমান দেশসমূহ এবং সমাজব্যবস্থার দুঃখ দন্য দূর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সে কারণে শীঘ্রই জনসংখ্যা ইস্যুতে ইসলামী মূল্যবোধের অঙ্গীকার সমন্ধে মুসলিম দেশ, জাতি ও সমাজের মধ্যে তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের মাধ্যম প্রচার ও প্রসার হওয়া অত্যাবশ্যক যা দ্বারা পরিবার পরিকল্পনা সমন্ধে তাদের ভুল ধারণা দূরীভূত হয়।

ইসলাম ও জীবন মূল্যবোধ ঃ কংগ্রেস পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, ইসলামী জীবন আশাবাদের শিক্ষা দেয় এবং বর্তমান বিশ্ব সমস্যায় মানবের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে কারণ, এটাই মানবের অদৃষ্ট ও পরবর্তী জীবনের নির্দিষ্ট করে।

কংগ্রেস সকল বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে আবেদন রাখে যে, তারা যেন ইসলাম ধর্মের মাধ্যমেই তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনধারা উন্নত হয়।

ইসলামী বিশ্বের জনসংখ্যার অবস্থা ঃ কংগ্রেস খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ করে যে, মুসলিম অধিষ্ঠিত দেশসমূহে জনসংখ্যার হার অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উদ্বিগ্নের কারণ। সে কারণে কংগ্রেস সকল মুসলিম দেশসমূহের কাছে আবেদন রাখে তারা যেন কোনো নির্দিষ্ট পলিসি এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ অশুভ প্রক্রিয়াকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করে।

কংগ্রেস আরো আবেদন রাখে যে, মুসলিম দেশসমূহ যেন তাদের দেশের চাহিদা অনুসারে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে যাতে তাদের দেশের উন্নতি কোনোক্রমে বাধাগ্রস্ত না হয় এবং ভবিষ্যত বংশধরগণ সুখে শান্তিতে ভালভাবে বাস করতে পারে।

ইসলামী সমাজে মহিলাদের সামাজিক মর্যদা ও মহৎ কাজে অংশগ্রহণ ঃ কংগ্রেস পুনর্ব্যক্ত করে যে, সমাজ ও পরিবারের উন্নতির জন্য মহিলাদেরকে

www.pathagar.com

সামাজিক মর্যাদা সহকারে সমাজের উন্নতির যে কোনো কাজে অংশগ্রহণ অত্যাব্যশক। মহিলারা সামাজিক উন্নতির কেন্দ্রবিন্দুও বটে।

এ কারণে কংগ্রেসে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের অনুমোদন দান করে ঃ

১. নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং মহিলাদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চল বিশেষ করে দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চলে মাতা ও শিশুদের প্রতি ভালভাবে লক্ষ রাখা যাতে মায়েরা প্রসবকালীন মৃত্যু ঝুঁকি এড়াতে পারে এবং সন্তান বেঁচে যায়।

৩. পরিবার পরিকল্পনা ও পরামর্শ সহজলভ্য করার ব্যাপারে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা এবং যা ইসলামের সাথে বৈপরিত্যপূর্ণ না হয় সে দিক লক্ষ রেখে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অনুমোদন দেয়া।

৪. গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলে মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা কোনো না কোনো কাজ করে নিজে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারে। সে কারণে তাদেরকে ট্রেনিং-এর সুযোগ করে দিতে হবে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু যাতে মায়ের দুধ সেবন করতে পারে এবং যত্ন সহকারে লালিত-পালিত হতে পারে সে ব্যাপারে Day Care-এর ব্যবস্থা করা।

৫. মহিলা সংস্থা ও তার কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য সেমিনার ও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

জনসংখ্যা প্রোগ্রামে ওলামা ও ইসলামী সংস্থার অবস্থান ঃ

কংগ্রেসের স্থির বিশ্বাস, ইসলামে ওলামারা হলো ইসলামী রীতিনীতি ও সুন্দর সমাজ গঠনে পথিকৃত এবং অগ্রগণ্য ভূমিকার দাবীদার। সুতরাং কংগ্রেস মনে করে যে, ওলামাগণকে যতো বেশী সমাজ গঠনে সম্পৃক্ত করা যাবে ততোই মুসলিম সমাজ ও পরিবারের উন্নতি হবে।

অমুসলিম দেশে মুসলিম সম্প্রদায় ঃ কংগ্রেস লক্ষ করেছে যে, অমুসলিম দেশে মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় বাস করছে, সেজন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত হলো যে, মুসলিম সমাজের জনসংখ্যা আদমশুমারীর মাধ্যমে নির্ণয় করে প্রকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে ঐ দেশীয় সমাজের ওপর বাড়তি কোনো চাপ না পড়ে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যৌথ প্রয়াশ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলিম জাতি এবং সমাজে জনসংখ্যা প্রোগ্রাম কার্যক্রম চালু রাখতে পারে ঃ কংগ্রেস পুনর্ব্যক্ত করেছে

www.pathagar.com

যে, যদিও জাতি ও গোষ্ঠী, সম্প্রদায়গতভাবে বিভিন্ন চরিত্রের তবুও জনসংখ্যার ইস্যুতে সকলেরই সহযোগিতা ও যৌথ প্রয়াস একই সংস্থার মাধ্যমে হওয়া উচিত এবং একইভাবে প্রচার কার্যক্রম হওয়া উচিত। পরিশেষে আঁচ কংগ্রেস তাদের ঘোষণাকে কার্যকর করার জন্য কমিটি গঠন করতঃ প্রোপাগণ্ডার মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে।

(আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সেন্টার ফর পপুলেশন স্টাডিজ এণ্ড রিসার্স কর্তৃক ছাপাকৃত)

১৮. মুগাদেসু কনফারেন্স

আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সেন্টার ফর পপুলেশন স্টাডিজ এণ্ড রিসার্স-এর সহযোগিতায় জুলাই, ১৯৯০ সোমালীয়ার রাজধানী মুগাদেসুতে ইসলাম এণ্ড চাইল্ড স্পেসিং-এর ওপর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তাতে যে সকল ক্ষেত্র বিবেচনা করে সুপারিশ করা হয়, সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. সোমালিয়া সরকার যে সোমালীয় পরিবারকে সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে (কিছু সময় বিরতী দিয়ে) সন্তান ধারণ করা এবং পরিবার পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছে তা এ কনফারেন্সে অনুমোদন করা হয়।

২. এ কনফারেন্স সোমালিয়াতে জনসংখ্যা নির্ণয় কল্পে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে জনগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা দ্বারা জনসংখ্যাসহ গ্রাম থেকে যারা শহরে স্থানান্তরিত হয়ে এসে বাস করছে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করাই সোমালিয়া সরকারের ডেভলপমেন্ট প্লান। সে ব্যাপারেও সুপারিশ করা হয়েছে।

৩. কোনো রকম প্রশ্ন বা সন্দেহ ব্যতীত কনফারেন্স অনুমোদন করেছে যে, জনসংখ্যা সমস্যা যে কোনোভাবেই হোক ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিতে নিরূপণ করা উচিত যদ্বারা সোমালিয়ার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। কনফারেন্স সে রকম মনে করে যে, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কোনো রকম জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে ব্যয় করা যাবে না।

৪. কনফারেন্স আরো অনুমোদন করে যে, মুসলিম সন্তানদেরকে ইসলামী আইন মোতাবেক শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং তার অধিকার মায়ের গর্ভাশয়ে থাকা অবস্থা থেকে রক্ষা করতে হবে।

৫. মাতৃ গর্ভনিরোধ এবং বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা মুসলিম পরিবারকে সুখী করতে পারে। কনফারেন্সে আল আজাহারের ওলামা এবং মক্কা ও জেদ্দার

www.pathagar.com

ফিকাহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত Confirming the legality of the "assisted medical fertilization (artificial insemination and in vitro fertilization) provided that there are indications for such procedures, The Cells used therein come to the spouse of the patient and that the procedure is performed by an experienced and just muslim physicians. কনফারেন্সকে জানানো হয়েছিল যে, রাসূল স.-এর সময়ও তার সাথীরা আযল করতো, তখন কেবলমাত্র কুরআন নাযিল হচ্ছিল। তখন কুরআনে যদি এ সম্পর্কে কিছু আসতো তবে নিষিদ্ধ করা হতো এবং কুরআনও আযল প্রাকটিসকে নিষিদ্ধ করতো। মুসলিম শরীফে অন্য একটা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল স. জানতে পারলেন যে, তার সঙ্গীরা আযল করছে, কিন্তু তা তিনি নিষিদ্ধ করেননি। কনফারেন্স কিয়াসের মাধ্যম ইহা একই রকম বিধায় অনুমোদন করতে সম্মত হয়েছে। অপর পক্ষে কনট্রাসেপশনও সে রকম বিধায় আইন সঙ্গত, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষতিকারক না হয় এবং তা কোনো বাধ্যকতা ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী ব্যবহার করে থাকে।

৬. উপরোক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে কনফারেন্স নিশ্চিত করেছে যে, ইসলামী শরীয়াহ্ আইন এবং কাল ক্ষেপণের মাধ্যমে সন্তান ধারণের ব্যাপারে মুসলিম জুরিষ্টদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এর সফলতা কেবল মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি এবং আনন্দ আনয়ন করে থাকে। এটা কেবল প্লানিং-এর মধ্যে সম্ভব যা ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য।

৭. কনফারেন্স সুপারিশ রাখে যে, আল আজাহারের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর পপুলেশন স্টাডিজ এণ্ড রিসার্স এবং সোমালিয়া ফ্যামিলি প্লানিং হেলথ কেয়ার সোসাইটির মধ্যে সকল সময় সহযোগিতা বজায় থাকবে। অপর পক্ষে আল আজাহারকে ইহার সম্ভাব্য সকল প্রোসেডিংস-এর সকল সুপারিশ লিখিতভাবে প্রকাশের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়। আল আজাহারকে ঐ রকম আরো কনফারেন্স অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা হয়, যাতে সম্ভাব্য সকল কিছু, সকল দেশের মুসলমান সমাজের কাছে পৌঁছে যায়।

❑

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর ইসলামী জুরিষ্টদের মতামত ও ফতোয়া

১. বিশ শতকের জুরিষ্টদের মতামত ও ফতোয়া

ইসলামী আইন শাস্ত্রে কোনো জরুরী বিষয়ের ওপর ফতোয়া আইন সিদ্ধ। এই শতাব্দিতে যে সকল জুরিষ্টদের দ্বারা সরকারী অথবা প্রচলিত নীতি অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া হয় তাদেরকে মুফতী বলা হয়। মুফতীরা কেবল জুরিষ্টিক সমস্যার বা মতামতের ওপর প্রশ্ন উঠলে সে বিষয়ে পর্যালোচনার পর গ্রহণযোগ্য মতামত দিয়ে থাকেন।

এ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ওপর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে যে অঞ্চল ভিত্তিক ফতোয়া দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে সেটা নিরসন কল্পে তারা সেগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে আইনসম্মত মতামত পেশ করে থাকেন। এখানে চৌদ্দ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, জুরিষ্ট এবং মুফতীগণ যে ফতোয়া জারী করেছেন তার কিছু বর্ণনা দেয়া হলো :

ক: শেখ আবদেল মজিদ সালেম (মিশর-১৯৩৭)

শেখ আবদেল মজিদ সালেম মিশরের গ্রাণ্ড মুফতি ছিলেন। লিখিত কারণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার একটা বিশেষ সম্পৃক্ততা আছে। তিনি পরিবার পরিকল্পনার অনুমোদন দান করেন :

১. এটা এ শতাব্দীর একটা নূতন প্রক্রিয়া। সুতারাং এটা ভূতপূর্ব জুরিষ্টদের জ্ঞান ও মতামতের সাথে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে।

২. শুরুতে মিশর ও অন্যান্য দেশে কি ধরনের পরিবার পরিকল্পনা প্রচলিত ছিল তার কথা বলা হলো (মিশরের পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রাম ২৮ বছর পর ১৯৬৫ সালে কার্যকর হয়)।

৩. তখনকার দিনে Ultra conservative milicu সীমার মধ্যেই অটোম্যান যুগের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যটাই বিদ্যমান ছিল যে, এ ঘোষণাটাই প্রত্যাশিত যাতে ইজতেহাদের সাইন বিরাজমান।

কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে ফতোয়া দেয়া হয়েছিল যা কিনা পরিবার পরিকল্পনা সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ও জড়িত।

www.pathagar.com

হানাফী চিন্তাবিদদের মূল বর্ণনার সূত্রে আযলের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিয়েছিলেন। তিনি কোনো কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ নীতিকে গ্রহণ করে জন্মনিরোধক পদ্ধতির অনুমোদন দেন। তিনি এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মতামতের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি হানাফী মতে ১২০ দিনের পূর্বে বিশেষ বিশেষ কারণে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে গর্ভপাত করা যাবে তা অনুমোদন করেন।

খ. আল আজাহারের ফতোয়া কমিটির ফতোয়া (১৯৫৫)

যদিও ১৯৫৩ সালে ফতোয়া ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু ১৬ বছর পূর্বে শেখ সালেমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, সেটাও কি সে রকম প্রশ্নের সূত্রে জিজ্ঞাস্য ছিল? শেখ সালতুত যিনি তখনকার শরীয়াহ্ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তার মতে সে সময়ের পূর্বকার ফতোয়ার জন্য রক্ষণশীল ইসলামী জুরিষ্টগণ সমাজে হেয়প্রতিপন্য হয়েছিল এবং ঐ সকল চিন্তাবিদ বা জুরিষ্ট যারা ঐ মতামতের সাথে একমত হননি তারা তীব্রভাবে তাদের বিরোধিতা করে ছিলেন, যদিও ইহা হানাফী স্কুলের মতামতের ওপর নির্ভর করে বলা হয়েছিল। শেখ সালতুত তখন তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন এবং বলেন স্বাস্থ্যগত কারণের জন্য অর্থাৎ গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভাশয়ে বাচ্চা মারা যাবার সমস্যা দেখা দিলে তখনই জন্মনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। এটা শুধু হানাফী স্কুলের মত নয় বরং সে সময়কার সকল জুরিষ্টদেরই মত ছিল।

মজার ব্যাপার হলো, ফতোয়া কমিটি শাফিয়ী স্কুলের জুরিষ্টদের মতের ওপর ভিত্তি করে কনট্রাসেপশনকে অনুমোদন করেছিলেন। তবে উক্ত কমিটি স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণকে অনুমোদন করেননি বা দেননি।

গ. শেখ মাহমুদ সালাতুত (আল আজাহার-১৯৫৯)

পরিবার পরিকল্পনার দাবীকে অস্বীকার করার পর আইনের ঘোষণা দ্বারা সমগ্র জাতি সন্তান প্রসব করার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। আল আজাহারের প্রাক্তন মুফতী শেখ সালতুত কঠোরভাবে কনট্রাসেপশকে স্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে অনুমোদন করেন। তিনি আবার কতগুলো কারণে কনট্রাসেপশকে ম্যানডেটরী হিসেবে অনুমোদন করেন। প্রকৃতপক্ষে পরিবার পরিকল্পনা অসঙ্গত নয়, জাতীয়ভাবে এটাকে অস্বীকার করা যায় না এবং শরীয়াহ দ্বারাও নিষিদ্ধ করা হয়নি তাই গ্রহণীয় হতে পারে।

ঘ. তুয়ান হাজী আলী এম এস সালেহ (সিঙ্গাপুর-১৯৫৫)

তুয়ান হাজী সালেহ্, যিনি সিঙ্গাপুরের প্রধান বিচারপতি, তিনি আল আজাহারের ফতোয়া কমিটির মতামতকে অনুমোদন করেছেন এবং সন্তান

www.pathagar.com

জন্মদানে সময় ক্ষেপণ (Space Births)-কে মায়ের স্বাস্থ্যগত কারণের সাথে বৈপরিত্ব পূর্ণ নয় বলেও মন্তব্য করেন। তবে তিনি জন্মনিরোধ এবং গর্ভধারণের চার মাস পর গর্ভপাত ঘটানোকে অনুমোদন দেননি।

ঙ. ধর্মীয় ব্যাপারে এ্যাডভাইজারী কাউন্সিলের ফতোয়া (তুরস্ক-১৯৬০)

কাউন্সিল স্ত্রীর অনুমতিক্রমে কনট্রাসেপশনকে অনুমোদন করেছেন। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ অথবা জাতীয় সংকট সৃষ্টি হলে সে সময় স্ত্রীর অনুমতিকে পরিহার করতে পারে কারণ সে সময়ে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন দুর্বিসহ বিধায় কনট্রাসেপশন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

চ. শেখ হাসান মামুন (আল আজাহার-১৯৬৪)

শেখ হাসান মামুন, প্রাক্তনগ্রাণ্ড ইমাম আল আজাহার দুটো জ্বলন্ত ইস্যুর বিষয়ে বলেনঃ সংখ্যাধিক্যের সমস্যা এবং জাতীয় প্রোগ্রামের বৈধতার বিষয়। তিনি বলেন, প্রাগ ইসলামী যুগে অনেক অনুসারীর প্রয়োজন হতো, সেহেতু সংখ্যাধিক্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল যা আজও কোনো কোনো অবস্থার প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যক। যা হোক আমরা যখন জনসংখ্যা আধিক্যের চাপে জর্জরিত এবং সকলের মঙ্গলের চিন্তা করতে পারছি না, সে কারণে অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ তাদের দেশে সরকারকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পরিবার পরিকল্পনার সূচনা করেছেন যাতে তিনি মনে করেন ইসলাম কখনো মানুষের অমঙ্গল চায় না। সে কারণে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে কোনো বাধ্যবাদকতা নেই, তাই অনুমোদিত। তবে তিনি পরিমাণের চেয়ে গুণগত এবং গুণসম্পন্ন সংখ্যাধিক্যের ওপর জোর দিয়েছেন।

ছ. শেখ আবদুল্লাহ আল কালকিলীর ফতোয়া (জর্দান-১৯৬৪)

শেখ আবদুল্লাহ আল কালকিলী তখনকার দিনে জর্দানের মুফতি যিনি তার দীর্ঘ ফতোয়ায় আযলের ওপর অনেক হাদীসের মূল্যায়ন করে বলেন, হাদীসে ইঙ্গিত পাওয়ার কারণে কনট্রাসেপশন অনুমোদিত। তিনি হানাফী স্কুলের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখান যে গর্ভপাত ঘটানোর জন্য ঔষধ সেবন অনুমোদিত।

জ. আয়াতুল্লাহ্ বাহাউদ্দিন মহাল্লাতির ফতোয়া (১৯৭৪) এবং শেখ সামসুদ্দিনের গর্ভনিরোধের ওপর মতামত (১৯৭১) (তারা উভয়ই ইমামী শিয়াইদ)।

ইরানের শেখ মহাল্লাতী কনট্রাসেপশনের ব্যবহার অনুমোদন করেছেন যদি না এ পদ্ধতি মাতৃত্বকে নষ্ট করে না দেয় এবং মাতৃত্ব ফিরে পায়।

www.pathagar.com

লেবাননের শেখ সামসুদ্দিন লেবানন, ইরান, ইরাক এবং অন্যান্য অঞ্চলের ইমামী শিয়াদের অধিকাংশ ইমামীরা যুক্তি দেখান যে, ক্ষণস্থায়ী এবং স্থায়ী জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণীয়।

ঝ. হাজী আবদেল জলিল হাসান (মালয়েশিয়া-১৯৬৪)

হাজী আবদেল জলিল সহকারী মুফতি, জাহোর, মালয়েশীয়া কন্ট্রাসেপশনকে অনুমোদন করেছেন কিন্তু জন্মনিরোধকে অনুমোদন দেননি।

ঞ. আল সাঈদ আলী যাওয়ায়ী (মালয়েশিয়া)

মুফতি সাঈদ আল যাওয়ায়ী তার দীর্ঘ ফতোয়ায় অনেক হাদীসের পর্যালোচনা করে তার মতামত দেন ঃ

১. স্বাস্থ্যগত কারণের জন্য কন্ট্রাসেপশন নিবন্ধিতভাবে অনুমোদিত।

২. চার মাস পর গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। (মতভেদ আছে)

৩. জন্মনিরোধ অননুমোদিত।

ট. ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের হাই কোর্টের আপীল বিভাগের সভাপতির ফতোয়া (ইয়েমেন-১৯৬৮, যায়েদী)

যায়েদী স্কুলের মতামতের ওপর ভিত্তি করে গর্ভপাত সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, শরীয়াহ্ আইন অনুসারে ৫ মাস গর্ভাবস্থার পূর্বে গর্ভপাত অনুমোদিত।

ঠ. শেখ জাদেল হক (আল আজাহার-১৯৭৯, ১৯৮০)

শেখ জাদেল হক, প্রধান ইমাম, আল আজাহার, তিনি এ ফতোয়া ইস্যু করেন যখন তিনি মিশরের মুফতি ছিলেন। তিনি কিছু জুরিষ্টদের মতামত পুনরবিবেচনা করে পরিবার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন যদি না তা স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব হয়। তিনি আরও বলেন, কন্ট্রাসেপশন কোনো হত্যা নয়, এবং এটা দ্বারা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করাও হয় না বা আল্লাহর ইচ্ছারও বিরুদ্ধতা করা হয় না। গর্ভপাতের ব্যাপারে সে বিভিন্ন স্কুলের মতামতকে বিশ্লেসন করেন এবং বলেন যে হানাফী ও যায়েদী স্কুলের মতে ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত করা অনুমোদেয়, হাম্বলী স্কুলের মতে ৪০ দিনের পূর্বে, কিন্তু জাহেরী ও মালিকী স্কুলে কোনো অবস্থায়ই গর্ভপাত অনুমোদন করেননি। সকল স্কুলেই চারমাস পরে গর্ভপাতকে অনুমোদন দেয়নি তবে মায়ের জীবন রক্ষার্থে গর্ভপাতকে অনুমোদন করেন। শেখ জাদেল হক পরিবার পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

www.pathagar.com

ড. শেখ সারাওয়ীর অভিমত (১৯৮০)

শেখ সারাওয়ী মুসলিম বিশ্বের একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ। রক্ষণশীল চিন্তাবিদদের মতো তিনিও পরিবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিয়েছেন। তিনি সংযতভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন যে, পরিবার পরিকল্পনাকে অদৃষ্টবাদের সাথে বা আল্লাহ্ই রুজি দিবেন তার সাথে যেনো সম্পৃক্ত না করা হয়। তিনি কতোগুলো হাদীসের বর্ণনা করেন যার মধ্যে এটাও আছে যে, স্ত্রীর স্বাস্থ্য রক্ষা, সৌন্দর্য রক্ষা এবং একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঢ. শেখ তানতাওয়ীর ফতোয়া (মিশর-১৯৮৮)

শেখ আল সাইয়েদ তানতাওয়ী, মিশরের বর্তমান মুফতী, যিনি পরিবার পরিকল্পনার ওপর ১৯৮৮ সালে ফতোয়া জারী করেন। ফতোয়াটা খুব ব্যাপক, পূর্ণ গবেষণামূলক, খুব নিশ্চয়াত্মক এবং সহজ। এতে শেখ তানতাওয়ী পরিবার পরিকল্পনাকে স্বাধীনভাবে এবং মুক্ত মনে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যগত করণে অনুমোদন করেছেন। তিনি ধনী দম্পতিদেরকে তিনটি সন্তান গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে কনট্রাসেপশন পদ্ধতির অনুমোদন করেছেন। যারা সন্তানদেরকে ভরণপোষণ দিতে পারবে না বলে কনট্রাসেপশন পদ্ধতি গ্রহণ করে বরং তারা যে দেশে বাস করে সেই দেশের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি মেনে নিয়ে তাদের পক্ষে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, নতুন পদ্ধতি আযলের মতোই এবং কনট্রাসেপশন হত্যা নয়, অথবা নিয়তির বৈপরিত্য নয়। তিনি গর্ভপাতকে অনুমোদন করেছেন। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, এখন মুসলমান জাতিকে উন্নতি লাভ করতে হলে পরিবার বড় না করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে অগ্রগতি সাধন করতে হবে।

উপরোক্ত ফতোয়ার ওপর আল আজাহার ফতোয়া কমিটির সমালোচনা (১৯৮১)

শেখ তানতাওয়ী'র উপরোক্ত ফতোয়া ইস্যু করার সাথে সাথে আল আজহারের ফতোয়া কমিটি ঐ ফতোয়ার বিচার বিশ্লেষণ করার নিমিত্ত এক সভা আহবান করেন এবং বিষদ আলোচনার পর কমিটি এর প্রগতিশীল দিক লক্ষ করা সত্ত্বেও এ ফতোয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। সেটাও তানতাওয়ী'র ফতোয়ার সাথে প্রকাশ করা হয়।

www.pathagar.com

২. ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের ফতোয়া

শাহ্ আবদেল আযিয (মৃত-১৮৬৪ খ্রি.)

উনিশ শতকে শাহ আবদেল আযিয তার কুরআনের তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল স.-এর সহীহ্ এবং বিখ্যাত হাদীস থেকে দেখা যায় যে, আযল করা আইনসম্মত। গর্ভরোধ কল্পে সহবাসের আগে এবং পরে ঔষধ ব্যবহার আইনসিদ্ধ যেমন আযল আইনসম্মত। ইমাম শাফী কুরআনের আয়াতকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন, বহু বিবাহের দ্বারা অনেক সন্তান জন্ম দেয়াকে এড়ানো সম্ভব। কথাটা ঠিক নয়, কারণ বহু স্ত্রী থাকলে তার ঘরে বহু সন্তান পয়দা হবে। তবে আযল পদ্ধতি গ্রহণ করে সন্তান হ্রাস করতে পারে। কুরআনে উদ্ধৃত আছে ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ○ وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ط فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا ○

"তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন, অথবা চার, আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা। এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মহরানা স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে ; সন্তুষ্ট চিত্তে তারা মহরানার কিয়দাংশ ছেড়ে দিলে তোমরা ইহা স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করবে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩-৪

তবে বহু বিবাহ করলে Safely এ স্ত্রীদের কাছে গমন সহজতর হয়। বাইওলজিক্যাল চাহিদা মেটাতেও পুরুষের অসুবিধা হয় না। এখন Safetime জানতে ও বুঝতে হবে নতুবা সন্তানদের ভার বহন করতে হবে।

৩. সতেরো শতকে সর্বসম্মতিক্রমে অভিমত (ইণ্ডিয়া)

মুঘোল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে (১৬৭০) ভারতের পাঁচশত ইসলামী চিন্তাবিদদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইসলামী আইনের সারসংকলন

www.pathagar.com

করেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মত নিয়ে কনট্রাসেপশন অনুমোদন করেন।

–তাফসীরে আযিয, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৭৮

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের সমসাময়িক প্রখ্যাত আলেমদের অভিমত

ড. আনোয়ারুল হক ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনাকে এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

সে সময়কার সমসাময়িক ওলামাদের মধ্যে মাওলানা গোলাম মোর্শেদ, সাইদ এ. জাফর খান, আল্লামা আলাউদ্দিন সিদ্দিকী এবং প্রয়াত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া অন্য কোনো কারণেও জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উত্তম বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অন্যদের মতো আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী কেবল স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত কারণের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অনুমোদন করেছেন। কিন্তু রক্ষণশীল আলেম ওলামা ও চিন্তাবিদগণ জন্মনিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছেন।

৫. উনবিংশ শতাব্দীর আলেম ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত

উনবিংশ শতাব্দীতে পরিবার পরিকল্পনার ওপর প্রখ্যাত আলেম ওলামাদের যে সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু মনোনীত মতামত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক. শেখ আহমদ ইবরাহীম (মিশর-১৯৩৬)

ড. আল সাঈদ মোস্তফা আল সাঈদ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে) এবং শেখ আহমদ ইবরাহীম, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইসলামী আইন শাস্ত্র, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীন পোষ্ট ডক্টর-ল-ডিগ্রী লাভ করেন। সে সময় তার গবেষণা "The Exent of a Family Rights"-এর ভূমিকায় তার মতামত লিপিবদ্ধ করেন। তার গবেষণা কর্ম খুব একটা খ্যাতি লাভ করেনি কারণ এর খুব একটা প্রচার পায়নি। এটাও শেখ সেলিমের ফতোয়ার মতো যা মিশরে পরিবার পরিকল্পনা লাভ করার আটাশ বছর পূর্বে দেয়া হয়েছিল।

তার মতামতের দুটো দিক প্রাধান্য পায় ঃ

১. কনট্রাসেপশনের অনুমোদন।

২. বন্ধ্যাত্বকরণ আইন সিদ্ধ।

এটা মনে রাখতে হবে যে, এ শতাব্দীর শেখ আহমদ ইবরাহীম একজন প্রখ্যাত জুরিষ্ট এবং মুজতাহিদ ছিলেন। তাকে অন্যান্য তত্ত্বোপদেষ্টাগণও

www.pathagar.com

অনুসরণ করেছেন এবং তার মতামতকে প্রধান্য দিয়েছেন। কনট্রাসেপশনের ব্যাপারে শেখ ইবরাহীম স্পষ্ট ভাষায় জন্মনিরোধকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে ইসলামী আইনশাস্ত্রের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি এটাও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এটা আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের বৈপরীত্য পূর্ণ নয়। বন্ধ্যাত্বকরণের ব্যাপারে সুনিপুণভাবে অন্যান্য চিন্তাবিদদের মত যুক্তি দেখান যে, ইসলামে বন্ধ্যাত্বকরণের অনুমোদন আছে। (বিস্তারিত বিবরণ বন্ধ্যাত্ব ও স্থায়ী বন্ধ্যাত্বের অধ্যায় দেখা যেতে পারে)।

খ. শেখ নাদিম আল যিশর ঃ ত্রিপলীর মুফতী (লেবানন-১৯৬৪)

শেখ নাদিম আল যিশর তার যে গবেষণামূলক প্রবন্ধটা একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্চ এ পেশ করেছিলেন সে সমন্ধে তিনি বলেন ঃ

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ইসলামে যা বলা আছে, সে সীমারেখাকে অতিক্রম করে না। বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যতোক্ষণ চুক্তি বলবত থাকবে ততোক্ষণ তারা তাদের সন্তান সংখ্যা সীমিত করতে বা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর মধ্যে কেউ একজন যদি অস্বীকৃতি জানায় তবে চুক্তি ভঙ্গ হবে অর্থাৎ অপরজন তার স্বাধীনতা হারাবে। অপর পক্ষে কুরআন ও হাদীসে বহু সন্তানের কথা উল্লেখ আছে, এটা ম্যানডেটরী নয় কারণ এতে দম্পতি কেবল তাদের স্বাধীনতা হারায়। ইহা কেবল সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন ও অর্থনৈতিক অবস্থাপন্ন দম্পত্তিকেই উৎসাহ যোগাবে। অপর পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ না করার কারণে যারা বংশগত কোনো রোগে ভোগে তারা এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ তারা সঠিকভাবে সন্তানদের লালন পালান করতে সামর্থ হবে না, সে ক্ষেত্রে তাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রেই ইসলাম স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে কোনো দম্পতির বংশগত রোগ থাকলে গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে বিস্তৃত হতে পারে বিধায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে কোনো বাধা নেই।

গ. শেখ সাঈদ সাবিক (সৌদি আরব-১৯৬৮)

শেখ সাঈদ সাবিক তার বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া ফিকাহ্ আল সুন্নাহতে কনট্রাসেপশন ব্যবহার অনুমোদন করে, বিশেষ করে এটাও বলেছেন যে, যদি স্বামীর বড় পরিবার থাকে, যদি সে সঠিকভাবে তাদেরকে সন্তান লালন-পালন করতে না পারে, অপরপক্ষে তার স্ত্রী যদি দুর্বল হয়, অসুস্থ হয়, অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণ করে দুর্বল হয়ে থাকে অথবা তার স্বামী যদি দরিদ্র হয় তবে কনট্রাসেপশন-এর ব্যবহার করতে পারে। তিনি আরও বলেন, এ সকল অবস্থায় ইসলামী জুরিষ্টরা কেবল কনট্রাসেপশন ব্যবহারকেই অনুমোদন করেন না বরং এর ব্যাবহারকে ম্যানডেটরী হিসাবে দেখেন। এটার সমর্থনে তিনি আযল সম্বন্ধীয় হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন।

www.pathagar.com

১২০ দিনের পর গর্ভপাতকে তিনি অননুমোদন করেছেন কিন্তু ১২০ দিনের পূর্বে গর্ভপাতকে অনুমোদন করেছেন যা সমর্থনীয়। তবে যখন কোনো সমর্থনীয় কিছু পাওয়া যাবে না তখনই গর্ভপাতকে সমর্থন করা হয় না। তিনি এ বিষয় সুবুল আল সালাম (আল সানানী) লেখকের উদ্ধৃতি দেন ঃ

একজন স্ত্রীলোকের নুতফাহ অবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করে ১২০ দিন পূর্বে গর্ভপাত ঘটানো অনুমোদন আছে তবে এটা আযলের লাইনে পরিবর্তনীয়। যারাই আযল করাকে অনুমোদন করে তারাই গর্ভপাতকে অনুমোদন করে এবং যারা আযল করা নিষিদ্ধ করে তারাই আবার গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করে। এটা আবার স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ঘ. ড. শেখ আল আহমাদী আবু নূর (আল আজাহার-১৯৭০)

শেখ আল আহমদী আবু-নুর আল আজহারে ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে যোগদানের পূর্বেই জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বেও তিনি মিশরের ধর্মমন্ত্রী ছিলেন। তার গবেষণামূলক পুস্তকটা ছিল The Way of Sunnah in Marriage. তিনি কনট্রাসেপশনের ওপর আটাশ পৃষ্ঠার "Fruits of Marriage" নামে যে লেখাটার বিবরণ প্রকাশ করেন তাতে অনেক সন্তান অর্থাৎ পরিবারকে বড় করণ বা বৃদ্ধি করণ বিষয়ে দম্পতির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে তা ইসলাম সম্মত। তবে এদ্বারা কখনো সমাজ বা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল না হয় সে দিকেও লক্ষ রেখে পরিমাণের ওপর নির্ভর না করে গুণগত মানের ওপর জোর দিয়েছেন। এখানে লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রাসূল স. যদি মুসলমানদেরকে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করতে চাইতেন তবে তাদেরকে স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত, বুদ্ধিসম্পন্ন, পরিশ্রমী, ধর্মানুরাগী এবং সর্বোপরি একই উদ্দেশ্যে বিভেদহীন একজাতি হতে হতো।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ ○

"এই যে তোমাদের জাতি ইহাতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত করো।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯২

তারপর তিনি গুণসম্পন্ন মানবের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰأُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

www.pathagar.com

"বল, মন্দ ও ভাল এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধ শক্তিসম্পন্নরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"–সূরা আল মায়েদা ঃ ১০০

অপুষ্ট এবং দুর্বল সন্তান জন্ম দেয়া থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত এবং স্তন্য দানকারী মাতার পুনঃ গর্ভধারণ অনুচিত। কারণ এ অবস্থায় গর্ভধারিণী মা যেমন অপুষ্টিতে ভোগবেন তেমনি দুগ্ধপোষ্য সন্তানও দুর্বল হবে। এমনকি গর্ভের ভ্রূণেরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। গর্ভাবস্থায় প্রোজেষ্টরন এবং ইষ্ট্রোজেন নামক হরমোন দুটো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে যার জন্য মায়ের দুধে ফ্যাট এবং প্রোটিনের অভাব দেখা দেয় বিধায় গুণগতমান বিনষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য দুগ্ধপোষ্য সন্তান অপুষ্টিজনিত কারণে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকবে। সেজন্য রাসূল স. আল গীলার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। শেখ আবু নূর এ জন্য দুগ্ধপোষ্য সন্তান বর্তমান থাকতে মায়েদেরকে ত্রিশ মাস পর পর সন্তান ধারণ করার জন্য মত প্রকাশ করেছেন যেটা কুরআন ও হাদীসেও যথাক্রমে ২৪ মাস ও ৩০ মাসের উল্লেখ আছে।

তিনি খুব জোরের সাথে বলেন যে, রাসূল স.-এর সাহাবীগণ আযল করতেন। এ ব্যাপারে রাসূল স.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা নিষেধ করেননি বা কুরআন দ্বারাও তা নিষিদ্ধ করা হয়নি। একটা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, তা না করলে কি নয় বা ইহা কেনো করো।

"তোমাদের" স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। কুরআনের এ আয়াতের কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, ইচ্ছা করলে কেউ শস্যক্ষেত্রে চাষ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে খিলও রাখতে পার। এদ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, কেউ ইচ্ছা করলে আযল করতে পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। তিনি ইহা নিশ্চিত করে বলেন যে, আযল ওয়াদের পর্যায় পড়ে না। ইহুদীরা আযল করাকে শিশু হত্যা হিসাবে স্বীকার করে কিন্তু রাসূল স. তাদের সে ধারণাকে অস্বীকার করে।

আবু সাইয়েদ খুদরী থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল স.-কে আযল করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমরা ইহা কেনো করো ? কিন্তু তিনি বলেননি যে, তোমরা ইহা করো না।

ড. মোস্তফা সুফী, একজন মনোবিজ্ঞানী যার সূত্র ধরে ড. শেখ আল আহমদ আবু নূর বলেন, বড় পরিবার কম শিক্ষণীয় কারণ পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটাতে কম সময় পায়। কোনো পিতামাতা যদি

www.pathagar.com

চার সন্তানকে ৮ ঘন্টা সময় দেন, তাতে এক এক জন সন্তান ২ ঘন্টা করে পাবে। আর যদি অধিক সংখ্যক সন্তান হয় তবে পিতামাতার সাহচর্য এবং ভালবাসা কমে যাবে, তারা কম সময় পাবে। কিন্তু বেশী সন্তান হলে পিতামাতা তাদের খেয়াল ও যত্ন নিতে অধৈর্য্য হয়ে যায় এবং শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ বেশী সন্তানদেরকে বেশী সময় দিতে পারে না, অল্পতেই হাপিয়ে ওঠে এবং বয়োজেষ্ঠ সন্তান মিথস্ক্রিয়ার ফল পায় না।

ঙ. শেখ ইউসুফ আল কারাদওয়াই (কাতার-১৯৮০)

শেখ ইউসুফ আল কারাদওয়াই, প্রফেসর অব ইসলামিক ষ্টাডীজ, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার, যিনি তার জনপ্রিয় পুস্তক "আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম"-এ এক অধ্যায়ে বিশেষ করে কন্ট্রাসেপশনের ওপর আত্মনিয়োগ করেন। এটাকে ইংরেজীতে The Lawful and the prohibited in Islam নামে অনুবাদ করা হয়েছে যা পৃথিবীর অনেক দেশেই সমাদৃত হয়। তিনি বলেন ঃ

মানব জাতির বংশ রক্ষার্থে নিসন্দেহে বিবাহ হলো প্রাথমিক শর্ত এবং এ বংশ গতিধারা রক্ষার্থে মানব প্রজননের ধারাবাহিকতা অত্যাবশ্যক। সে জন্য ইসলাম বহু সন্তানের পক্ষপাতি, সে মেয়ে হোক, কি ছেলে হোক। যাহা হোক, এটা মুসলমানদের প্রয়োজনে পরিকল্পনা অনুসারে পরিবার গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অনুমোদন করে। রাসূল স.-এর যুগে সাধারণভাবে পুরুষের শুক্রাণুকে স্ত্রীর ভ্যাজাইনার বাহিরে ফেলার পদ্ধতি বিরাজমান ছিল। রাসূল স.-এর সাথী সাহাবীরা এ পদ্ধতিতে অভ্যস্থ ছিলেন, যে সময় কেবল কুরআন নাযিল হচ্ছিল মাত্র। তারপর তিনি কয়েকটি আযল সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনা দিয়ে তা কার্যকর করণের জন্য উদ্ধৃতি দেন।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج

"তোমরা নিজের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫

অনেক সন্তান অনেক সময় যে কোনো পরিবারের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয় হয়। অনেক সন্তানের ভার যে কোনো গৃহকর্তাকে হাপিয়ে তোলে এবং সন্তানদের ভরণ-পোষণ করার জন্য হারাম পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ز

www.pathagar.com

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চাহেন এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চাহেন না।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫

এ ব্যাপারে বিচার্য বিষয় ঃ

- সন্তানের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে বা লালন-পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে, সে ভয়ে।
- নতুন করে গর্ভধারণ করলে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের ক্ষতি হতে পারে, সে ভয়ে।

শেখ কারাদাওয়াই নিশ্চিত করে বলেন যে, বর্তমানে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আযলের মতোই এবং সে কারণে অনুমোদিত। তিনি আযল বা জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আহমদ ইবনে হাম্বলের মতামতকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে স্ত্রীর অনুমোদন অত্যাবশ্যক। আর গর্ভপাতের ব্যাপারে শুক্রাণু সম্পূর্ণ মানব স্তরে পৌঁছাবার পর গর্ভপাত ঘটানোতে তিনি আপত্তি তুলেছেন।

চ. হাজী নাসির উদ্দিন লতিফ (ইন্দোনেশিয়া-১৯৭৪)

ইন্দোনেশিয়ার হাজী নাসির উদ্দিন রাবাত কনফারেন্সে পরিবার পরিকল্পনার ওপর ভাষণ দেয়ার সময় পরিবার পরিকল্পনার আইনগত দিক সম্বন্ধে নিম্নোলিখিত বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ঃ

১. আমাদের জ্ঞান ও গবেষণার আলোকে এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যদ্বারা কোনো স্ত্রীকে বা কোনো স্বামীকে বা কোনো দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

২. কুরআনের সূরা আল আনআমের ১৫১ আয়াত এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ আয়াত দুটোতে সন্তান হত্যার কথা উল্লেখ আছে তদ্বারা পরিবার পরিকল্পনাকে নিষিদ্ধ করা বুঝায় না বা পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা কোনো আত্মা বা ভ্রূণকে হত্যা করাও বুঝায় না। পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা কেবল গর্ভবতী হওয়াকে বাধা দেয়।

৩. কোনো বিশ্বাসযোগ্য হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণ হয় না যে, রাসূল স. তার কোনো সাহাবীদেরকে আযল করতে নিষেধ করেছেন।

৪. মুসলমান তাদের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা প্র্যাকটিস করেন যেমন, আল্লাহর ইচ্ছাই মানুষের ইচ্ছার ওপর কাজ করে থাকে। এ অবস্থাটা ঐ রকমই যেমন—গর্ভবতী মাতার স্বাস্থ্যহানীর জন্য বা কোনো রোগের জন্য সন্তান ধারণ করতে অক্ষম হয়ে থাকে। এটা সত্য, আল্লাহ যা পূর্বেই নির্ধারিত করেছেন তাই হবে, তবে আল্লাহ রোগের চিকিৎসা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

৫. বেশী বেশী সন্তান উৎপাদন করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, তবে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলারও তাগিদ দিয়েছেন।

তিনি আল আজাহারের ফতোয়া কমিটির ফতোয়া এবং শেখ আবদেল মজিদ সেলিম-এর ফতোয়ার উদ্ধৃতি দেন যে, দুটো ফতোয়াতে তার মতের প্রতিফলন হয়েছে বা সমর্থন করে। উপসংহারে তিনি বলেন, বিবাহিত দম্পতির দারিদ্রতা নিরসন কল্পেই পরিবার পরিকল্পনা নিষেধ করেনি।

তবে আমার মতে সূরা আল আনআম-এর ১৫১ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ উক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط

"দারিদ্রের জন্য তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।"

এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ঃ

১. তোমাদেরকে ও তাদেরকে অর্থাৎ যারা অনাগত ভবিষ্যতে বা আগামীতে আসবে তাদেরকে আল্লাহ রিযিক দিয়ে থাকেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহ স্বয়ং যেখানে ঘোষণা করেন যে, সবার রিযিকদাতা তিনি, সেখানে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কি ? দারিদ্রতার অভিশাপ পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে যা ছিল, আজ কিন্তু তা নেই। কারণ মানুষ মেধা শক্তির ব্যবহার করে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে অধিক খাদ্য উৎপাদনের কৌশলও আয়ত্ত করে ফেলছে। পুরাকালে লোক সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য, হাতেগোণা মুষ্টিমেয় আর আজ পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে পাঁচশত কোটি, দাঁড়ানোর জায়গা নেই, তবুও মানুষ না খেয়ে মরে না, ক্ষুধার্থ থাকে না। একমাত্র আল্লাহই সঠিকভাবে এ ব্যবস্থা করে থাকেন।

২. প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক অর্থাৎ প্রকাশ্য অশ্লীল আচরণের জন্য একজন যুবতী যদি গর্ভবতী হয়ে পড়ে যা বর্তমান বিশ্বের ইউরোপ, আমেরিকায় অর্থাৎ উন্নত বিশ্বে অহরহ ঘটে থাকে, সে অবস্থায় গর্ভের সন্তান নষ্ট করা বা হত্যা করা নিষেধ। আর ব্যভিচারিণী হওয়া ধর্ম,

www.pathagar.com

সমাজ ও জাতির জন্য কলঙ্ক। ইসলাম ধর্মে ব্যভিচারিণীকে পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

৩. যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে গর্ভের সন্তানকে হত্যা করবে না অর্থাৎ গর্ভবতী মা যদি অসুস্থ হয় বা জীবনের ওপর মৃত্যু ঝুঁকি আসে বা দম্পতির কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে যা তার সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে, কেবল সে ক্ষেত্রেই গর্ভবতী মাকে গর্ভপাত করা যাবে নতুবা নয়।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৩১ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দারিদ্রতার ভয়ে বা দারিদ্রতার কারণে বা আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করো না। অর্থাৎ যে সন্তান আসবে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করো না। পরিবার পরিচলনার মাধ্যমে পুরুষ শুক্রাণুকে স্ত্রীর ইউটেরাসে ঢুকতে বাধা প্রদান করা হয় যা হত্যারই শামিল। যদি স্ত্রীর গর্ভে শুক্রাণু প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুর সাথে মিশে উর্বর হয় তখনি ভ্রূণ মানব স্তর পায়, আর যদি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিশে উর্বর না হয় তখন কোনো সন্তান সৃষ্টি হয় না। তাই সন্তান হত্যা অর্থাৎ ভূমিষ্ট হবার পর তাকে কেবল হত্যা করা বুঝায় না, স্ত্রী গর্ভাশয়ে শুক্রাণু পৌছাতে বাধা দেয়াও হত্যার সামিল তবে এ গৌণ অপরাধ।

ছ. ড. হোসাইন আতাই (তুর্কী-১৯৭৪)

ড. হোসাইন আতাই, তুর্কী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজী বিভাগের ইসলামী জিওলজীর অধ্যাপক, যিনি পরিবার পরিকল্পনার আইনগত দিক নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন।

তিনি অধিক সন্তানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা বিচার্য নহে, গুণগত মান দ্বারা বিচার্য। ইসলামও তাই স্বীকার করে। বর্তমান মুসলিম বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না বরং গুণগত মানসম্পন্ন লোকের অভাব হেতু সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আযলের ওপর রসূল স.-এর অনেক হাদীস বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ হাদীসেই আযল করাকে অনুমোদন দিয়েছে, কিন্তু কম সংখ্যকই তার বিরোধিতা করেছে। তিনি ইবনে হাযমের প্রত্যেকটি মতামতের বিরুদ্ধে এক একটা উপমা দাঁড় করিয়ে উহা অসত্য প্রমাণ করেছেন। তিনি ঐ সকল তত্ত্বোপদেষ্টাদের প্রশংসা করেছেন যারা জুদামার বর্ণিত হাদীসকে অন্যদের বর্ণিত হাদীসগুলোর সাথে পুনর্মিলন করতে সামর্থ হয়েছেন।

গর্ভপাত ও ফিটালের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয় তিনি একটা ষড়যন্ত্রমূলক ধারণার অবতারণা করেছেন। আযল আরবী শব্দ-এর অর্থ পৃথকী করণ।

www.pathagar.com

প্রচলিত অর্থের বাহিরেও তিনি শুক্রাণুকে ডিম্বাণু থেকে পৃথকীকরণ এবং কন্ট্রাসেপশনের মাধ্যমে শুক্রাণুকে (Ensulment) এনসলমেন্ট স্তরে পৌছাতে বাধাগ্রস্থ করণের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জুরিষ্টগণ এ ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে পড়েন কারণ তারা সকলেই ১২০ দিন পর গর্ভপাত ঘটানোকে নিষিদ্ধ করেন। তখনই তিনি বন্ধ্যাকরণ এবং খোজাকরণের মধ্যে পার্থক্য করতে চেষ্টা করেন। খোজাকরণ নিষিদ্ধ কারণ এটা দ্বারা চিরতরে সন্তান উৎপাদন শক্তি রহিত করা হয়। অপর পক্ষে স্থায়ী বন্ধ্যাত্বকরণ দ্বারা প্রত্যেক দম্পতির প্রাকৃতিক কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। তাই এ ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত থাকতে পারে।

জ. ড. শেখ আবদেল আযিয আল খায়াত (জর্দান-১৯৮৫)

ড. শেখ খায়াত জর্দানের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি তার পুস্তক The Co-operating Society in Islam (1985)-এ পরিবার পরিকল্পনার ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। সেখানে তিনি ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা দিয়ে আরম্ভ করে তার সাথে তার স্ত্রীর সদিচ্ছার কথা বলেন এবং সন্তানদের ভালভাবে মানুষ রূপে গড়ার জন্য বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করেন। সেক্ষেত্রে তিনি পরিমাণের চেয়ে (অধিক সংখ্যা) গুণগত মান সম্পন্ন সন্তানদের ওপরই জোর দেন। তিনি পরিবার পরিকল্পনায় আল গাজ্জালীর সাথে একমত পোষণ করেন এবং জাতীয়তার চেয়ে ব্যক্তিগত ইস্যুর ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি কন্ট্রাসেপটিক পীল ব্যবহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন কারণ এটা আযল করার মতই। এবং এটা কোনো হত্যা করা নয় বা দূষণীয় নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

ঝ. ড. ইসমাঈল বালোগান (নাইজেরীয়া)

ড. বালোগান, নাইজেরীয়ার হরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের প্রফেসর। তিনি মুসলমানদের পরিবার পরিকল্পনার ওপর একটা চমৎকার প্রবন্ধ উপহার দেন। যদিও এটা নাইজেরিয়ার সমস্যা তবুও প্রত্যেকটি মুসলমান দেশ মনে করে যে, ইসলামে বহু বিবাহ প্রথা চালু থাকা অত্যাবশ্যক। তিনি যুক্তি দেখান যে, যদিও এটা ইসলামের প্রতিকূল তবুও এক স্বামী এক স্ত্রীর নিয়ম বলবৎ। ইসলামে বহু বিবাহের বিধান আছে (চার এর বেশী নয়) যদি স্বামী স্বামর্থবান হন এবং স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন তাহলে এক সাথে চার স্ত্রী রাখতে পারে নতুবা নয়।

তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য অসন্দিগ্ধভাবে পরিবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, মুসলমান যারা পরিবার পরিকল্পনা

www.pathagar.com

সমর্থন করেন তারা যুক্তি দেখান যে, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) যতো জীবন সৃষ্টি হবার তাতো সৃষ্টি হয়েই আছে, তাই পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলো এর মধ্যে নয়। সুতারং এগুলো পৃথিবীতে আসবে না।

ঞ. শেখ এম আল সারকোতওয়াই এবং অন্যান্য তত্ত্বোপদেষ্টাদের যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তার বর্ণনা দেন (জর্দান-১৯৬০)

শেখ আল সার কোওয়াই লিখিতভাবে বর্ণনা করেন ঃ

প্রত্যেকের সুখ শান্তি, পরিবারের নিরাপত্তা, শক্তি, সামার্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। আর সরকার জনগণকে উৎসাহিত করবে যে, কিভাবে প্রোগ্রাম সফল করা যাবে এবং কতো ভালভাবে করা যাবে তা নিরূপণ করা। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুসারে যে দেশে ১৯৬০ সালে জন্ম হার সবচেয়ে বেশী ছিল তা হলো আইভরীকোষ্ট এবং সবচেয়ে কম জন্মহার সুইডেন। এটা বলা যাবে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, অথবা দ্বিতীয় দেশটার ন্যায় প্রথম দেশটা খুব স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতো এবং সুখী ছিল, অনেক নিরাপদ, অনেক আত্ম-সন্তুষ্টি এবং মর্যাদা সম্পন্ন।

ট. শেখ আবদেল আযিয ইসা (আল আজাহার-১৯৮৭)

শেখ আবদেল আযিয ইসা মিশরের ধর্ম বিষয়ক প্রাক্তন মন্ত্রী এবং একাডেমী অব ইসলামিক রিসার্স-এর সদস্য যিনি পরিবার পরিকল্পনার ওপর ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স-এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময় আল আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারদের সমাবেশে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছেন সে সকল বক্তৃতা সংকলিত করে একটা পুস্তিকা প্রকাশ করনে।

রাসূল স.-এর অন্যতম নির্দেশনা ছিল যে, বৈবাহিক পবিত্র সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবারের শান্তি, স্থিতিশীলতা, সৌহার্দতা ও সন্তান জন্ম দেয়া। যদি কোনো যুবক বিবাহ করতে সামর্থ্যবান না হন, তবে তাকে সে পথ থেকে সরে থাকতে হবে।

পরিবার পরিকল্পনা জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে ভিন্ন কারণ তা হয়তো সর্বসাধারণ অথবা অভিভাজ্য বা ব্যক্তিগত ভিত্তি। তবে সর্বোত্তম পন্থা হলো সন্তান জন্ম দেয়া যারা আল্লাহর উপসনা করবে, এবং পৃথিবীকে মানুষ দিয়ে পূর্ণ করে দিবে। তবুও কোনো বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়নি।

ইসলাম সকল সময় উচ্চমান সম্পন্ন বা মর্যাদা সম্পন্ন সন্তানের আশা করে, কোনো অকর্মণ্য, অদক্ষ ও দুর্বল সন্তানের সংখ্যাধিক্য চায় না। তাই সন্তানের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ভাল সন্তান, দক্ষ সন্তান ব্যতীত

www.pathagar.com

কোনো ভাল লক্ষে পৌঁছানো অসম্ভব। মানব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি সমাজের জন্য কোনো ভীতিকর নয় বা অর্থনৈতিক সমস্যা নয়। মুসলমানদের উচিত যাতে রাসূল স. তাঁর উম্মতের জন্য অহঙ্কার করতে পারে। রাসূল স. কর্তৃক সন্তানদের একটা অধিকারের প্রতি জোর দিয়েছেন তাহলো, তাদের ঘুমাবার জন্য পৃথক ঘর ও পৃথক বিছানার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা প্রত্যেক সন্তানের অধিকার—দরিদ্র পরিবারের জন্য এটা সম্ভব নয়। কেউ কেউ কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেন যে, দরিদ্রতার ভয়ে তোমার সন্তানদেরকে হত্যা করো না। এটা পরিবার পরিকল্পনার থেকে ভিন্নতর কারণ পরিবার পরিকল্পনা দ্বারা সন্তান হত্যা করা হয় না। ধর্মগতভাবে পরিবার পরিকল্পনা অনুমোদনীয় কিনা তা পরিবারকে বিচার করে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ভ্রূণ মানব স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থাৎ ১২০ দিন পর গর্ভপাত ঘটানো নিষিদ্ধ তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে বাধ্যবাধকতার কারণে গর্ভপাত অনুমোদেয়।

অনেকে মনে করেন যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি একটা সাধারণ আইন যা প্রত্যেক দম্পতিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্তান জন্মদেয়া সীমাবদ্ধ করতে পারে। এটা অভাবনীয় বিষয় বলে প্রত্যাখ্যাত।

Birth Regulation-কে অসন্দিগ্ধভাবে অনুমোদন দিয়েছে, যদিও এটা বাধ্যতামূলক নয়। যখন কোনো স্ত্রীলোক খুব তাড়াতাড়ি গর্ভধারণে সক্ষম অথবা যখন কোনো লোক সংক্রামক রোগে ভুগছে, (আরগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই) অথবা কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তির দায়িত্ব রক্ষার্থে সামর্থ্য রাখে না, তখনই পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

কুরআন অনুসারে একজন দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের মাতা সন্তানকে ২৪ মাস মাতৃদুগ্ধ খাওয়াবেন। এ ব্যাপারে রাসূল স. কঠোরভাবে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন ঃ কোলের শিশু সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ সেবন করা অবস্থায় কোনোক্রমেই কোনো মা-র গর্ভে সন্তান ধারণ করা ঠিক নয় বা উচিত হবে না। এতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটার সম্ভাবনা খুবই বেশী। অপর পক্ষে গর্ভের সন্তান সহ মায়ের স্বাস্থ্যহানীও ঘটতে পারে।

শরীয়াহ আইন অনুসারে যে সন্তান জন্ম হবার তাকে হতেই হবে, কোনো রকম বাধা প্রদান করে ঠেকানো যাবে না। তবে প্রত্যেকটা সন্তানকেই নিষ্পাপ হতে হবে, যা শরীয়াহ আইনের বিধান। এ বিধান অনুসারে ইসলামী জুরিষ্টগণ জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনুমোদন দেন তা সাময়িক হোক বা স্থায়ী হোক, প্রত্যেকটা কোনো না কোনো কারণের ওপর নির্ভরশীল এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ নীতি সকলের গ্রহণ করা উচিত।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিশ্লেষণ

১. কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াত এবং হাদীসসমূহের বিশ্লেষণ

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

"যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোনো জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এবং উত্তরাধিকারদেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে তা যদি অর্পণ করো তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রেখ যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্ এর সম্যক দ্রষ্টা।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

এখন স্তন্যপানকারী শিশু যদি মায়ের বুকের দুধ না পায় তবে সন্তানদের স্বাস্থ্যহানী ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। অন্যদিকে গর্ভবতী মাও ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন। কারণ তার স্বাস্থ্যহানী ঘটতে বাধ্য। কারণ এদিকে গর্ভে সন্তান ধারণ অপরপক্ষে কোলের শিশুর লালনপালন, সেবা যত্ন এবং

www.pathagar.com

বুকের দুগ্ধ সেবন করানো। তবে এ সময়ের মধ্যে স্বামী স্ত্রী তার যৌবিক চাহিদা মিটাবেই।

তাই এতে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীকে আর একটা সন্তান লাভ করতে দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কোন্ প্রক্রিয়ায় স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভে সন্তান আসবে না। অর্থাৎ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসাটা বন্ধ করতে হলে নিশ্চয়ই স্বামী স্ত্রীকে এমন সময় ক্ষণে সঙ্গম করতে হবে যে সময় গর্ভধারণ হবে না বা কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গর্ভে সন্তান ধারণ হবে না।

অপর পক্ষে কুরআনে আরও উল্লেখ আছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

"আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্য ছাড়ানো হয় দু-বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"–সূরা লুকমান ঃ ১৪

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ج اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ করো ; আমার জন্য আমার

www.pathagar.com

সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।”

–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

উপরোক্ত তিনটা আয়াত থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় ঃ

দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে মাতা দু-বছর বুকের দুগ্ধ পান করাবেন। রাসূল স.-এর হাদীসেও এর বর্ণনা আছে। সূরা আল আহকাফে ৩০ মাসের কথা বলা হয়েছে যার ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আলচ্য সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা আল বাকারার ২৩৩ আয়াত হতে আর একটা আইনগত তত্ত্বকথা প্রকাশিত হয় যে হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস রা. একটা মামলার রায় প্রদান প্রসঙ্গে ইহাই নিরূপণ করেছেন এবং হযরত ওসমান রা. যে কারণে স্বীয় ফয়সালা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাপারটা ছিলো এরূপ যে, হযরত ওসমান রা.-এর খিলাফতকালে এক ব্যক্তি জুহানিয়া গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, বিবাহের ছয় মাস পরেই মহিলাটির গর্ভ হতে একটা সুস্থ সবল পূর্ণাঙ্গ সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। লোকটা হযরত ওসমান রা.-এর সন্মুখে ব্যাপারটা পেশ করলে তিনি উক্ত মহিলাকে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। হযরত আলী এ ব্যাপারটা অবগত হয়ে সাথে সাথে হযরত ওসমান রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ কি রকম ফয়সালা করলেন ? তিনি বললেন, বিবাহের ছয় মাস পর মহিলাটি জলজ্যান্ত একটা সন্তান প্রসব করেছে। ইহা কি তার ব্যাভিচারিণী হবার অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ নয় ? হযরত আলী রা. বললেন, না। অতপর তিনি কুরআন মজীদের পূর্বোক্ত তিনটি আয়াত পরম্পরানুযায়ী পাঠ করলেন। সূরা আল বাকারায় আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, “মায়েরা সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না, কোনো জননীকে ও তার সন্তাদের জন্য এবং কোনো জনককে তার সন্তানদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় না।” সূরা লোকমানে এরশাদ করেছেন ঃ দুটি বছর স্তন্য ছাড়াতে লাগে। আর সূরা আহকাফে এরশাদ করেছেন ঃ উহার গর্ভ ও দুগ্ধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লাগে। তৎপ্রেক্ষিতে ত্রিশ মাস হতে যদি স্তন্যপান করাবার দুটি বছর বাদ দেয়া হয় তাহলে গর্ভধারণের মেয়াদ হিসাবে ছয় মাস থেকে যায়। এতে জানা গেল গর্ভধারণ মেয়াদ কমপক্ষে ছয় মাস হতে পারে এবং এ মেয়াদের মধ্যে কোনো বিবাহিত মহিলার গর্ভ হতে সুস্থ ও সবল সন্তানের জন্ম হতে পারে।–সূত্র ঃ টিকা তাহফিমুল কুরআন সূরা আহকাফ।

www.pathagar.com

২. কুরআনের আয়াতগুলো বিশ্লেষণ

১. কোনো জননী তার সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তাকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাতে হবে।

২. তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে চব্বিশ মাস কারণ ক্রমে ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় জনকের কর্তব্য যথাবিধি তদের ভরণপোষণ করা।

৩. কাউকে তাদের সাধ্যাতীত কোনো কার্যভার দেয়া হয় না।

৪. কোনো জননীকে তার সন্তানদের জন্য এবং জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

৫. উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য।

৬. পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ করে দিলে তাতে কারো কোনো গুনাহ্ হবে না।

৭. বিধি মতো করলে তাতে কোনো গুনাহ্ নেই।

৮. ইচ্ছা করলে ধাত্রী দ্বারা স্তন্যপান করাতে পারেন।

৯. আর গর্ভধারণ এবং দুগ্ধ ছাড়াতে ৩০ মাস সময় লাগে। অর্থাৎ দু-বছর দুগ্ধ পান এবং ছয় মাস গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব।

এখন পূর্ণ দু-বছর অর্থাৎ ২৪ মাস দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করার যে নির্দেশ আছে তাতে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, কোনো জননী যদি এ সময়ের মধ্যে গর্ভধারণ করে তবে সে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে স্তন্যপান করাতে পারবেন না কারণ জননীর বুকে দুধ আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এ দ্বারা দুগ্ধপোষ্য শিশুটি মায়ের দুধ না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পেটের সন্তান ও মাতার স্বাস্থ্যহানীর কারণে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে।

এখন স্তন্যপানকারী শিশু যদি মায়ের বুকের দুগ্ধ না পায় তবে সন্তানের স্বাস্থ্যহানী ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য দিকে গর্ভবতী মাও ঝুঁকির সম্মুখীন হবেন।

এতে স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীকে আর একটা সন্তান লাভ করতে হলে দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রশ্ন, হলো কোন্ প্রক্রিয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটলে গর্ভের সন্তান আসবে না। অর্থাৎ কোন্ প্রক্রিয়ায় চললে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসাটা বন্ধ থাকবে। তবে এ বিষয়ে স্বামী স্ত্রীকে সতর্ক হতে হবে এবং Safe period হিসেব করে সহবাসে মিলিত হতে হবে। পুরাকালে "আযল" করা ব্যতীরেকেও মহিলারা বনাজী ঔষধ বা গাছপালা, লতা-পাতার ওপর নির্ভর করতো বা স্ত্রীর Uterus-এর মুখে কাপড় বা তুলা ব্যবহার করে শুক্রাণুকে জরায়ুর মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়া হতো বা বাধার

www.pathagar.com

সৃষ্টি করা হতো সে পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল হাকীমে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সকলই বর্ণনা করেছেন। মানুষকে তা থেকে চয়ন করতে হবে।

আর বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন রকম জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষণিক কালেরও হতে পারে বা স্থায়ী হতে পারে। ঔষধ সেবনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উত্তম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। তবে কুরআনে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কোনো আকার প্রকার উল্লেখ আছে বলে জানা নেই। তবে মাসিক ঋতুস্রাবের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ থেকেই নিরাপদ সময় কালটা হিসেব করে বুঝে নিতে হবে। কোনো কারণ ছাড়া মাসিক ঋতুস্রাবের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কুরআনের কোনো আয়াত দ্বারা গর্ভধারণকে নিষেধ করা হয়নি বা সন্তান সংখ্যা হ্রাস করার কথাও বলা হয়নি। তবে কুরআন বংশ বৃদ্ধির জন্য সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে।

নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী তৎকালীন প্রচলিত বনাজী ঔষধ বা গাছ-গাছড়া লতা-পাতার ওপর নির্ভর করতো। আর বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষণিক কালেরও হতে পারে বা স্থায়ীও হতে পারে। ঔষধ সেবনের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা উত্তম পদ্ধতি বলে বিবেচিত হতে পারে। এখন কুরআন হলো বিজ্ঞানময় আর বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হচ্ছে যা মানুষই ব্যবহার করে আসছে। কুরআনে কোনো আয়াতেই গর্ভধারণকে নিষেধ করা হয়নি বা সন্তান সংখ্যা হ্রাস করার কথাও বলা হয়নি। তবে বংশ বৃদ্ধির জন্য সন্তান উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

الَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ ۝

"যিনি তার প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।"–সূরা আস সাজদা ঃ ৭-৮

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আরও ঘোষণা করেন ঃ

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

www.pathagar.com

"তিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর জোড়া ; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনো কিছুই তাঁর সাদৃশ নয়, তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"
–সূরা আশ শুরা ঃ ১১

সন্তান-সন্ততি সমন্ধে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ○

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।"–সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৬

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"আমি মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছো তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ করো, আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"
–সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫

এখন দু-বছরের মধ্যে যদি মায়েরা সন্তান গর্ভধারণ না করেন তবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে স্বামী স্ত্রী সহবাস করলেও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসবে

www.pathagar.com

না। এখন সে ব্যবস্থাটা কি এবং কোন্ সময় সহবাস করলে মায়েরা গর্ভধারণ করবে না। এ সময়টা হলো নিরাপদ সময় কাল। আল্লাহ্ তায়ালা স্ত্রীলোক সৃষ্টির ক্ষেত্রে গর্ভধারণের জন্য তাদের মধ্যে গর্ভাশয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অন্যদিকে স্ত্রীলোকদের মাসিক ঋতু স্রাবেরও ব্যবস্থা করেছেন যাতে স্ত্রীলোকের শরীর থেকে খারাপ রক্ত বের হয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকেরা কামউদ্দিপণায় উদ্দিপ্ত হয় এবং কামউদ্দিপনার সাথে সাথে স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে এক সময়ে ডিম্বাণু তৈরী হয়। স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর আগমন ঘটলে সে সময় যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটে তখনই পুরুষের শুক্রাণু স্ত্রী গর্ভে ডিম্বাণুর সাথে উর্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং সন্তান উৎপাদন হয়ে থাকে।

এখোন প্রশ্ন হলো স্ত্রীর গর্ভে কখন ডিম্বাণুটা শুক্রাণু গ্রহণে উন্মুখ হয় এবং সে সময়-কালটা কখন ? এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, প্রত্যেকটা মাসিক ঋতু স্রাবের পর পরই একটা সময় আসে যখন ঐ সময়টায় স্ত্রীরা গর্ভে সন্তান ধারণ করে না, সে সময়টাকে নিরাপদ কাল বলা বা ধরা হয়। আবার যে সময় স্ত্রী গর্ভে সন্তান ধারণ করে সে সময়টাকে গর্ভধারণ কাল বলে। এ সময়টা কিভাবে নির্ণয় করা যায় তা Calender পদ্ধতিতে মহিলাদের মাসিক শুরু এবং শেষ হিসাব নিকাশ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্থির করেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে যে সময় স্ত্রীরা গর্ভবতী হতে পারে

Fertile period বা উর্বর সময় কেবল তিনটা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ধারণা করা হয়েছে ঃ

১. ডিম্বাণুর পরিপক্কতা পরবর্তী মাসিকের ১৪ দিন + ২ দিন পূর্বে,

২. শুক্রাণু ২-৩ দিন বেঁচে থাকে,

৩. ডিম্বাণু বাঁচে মাত্র ২৪ ঘন্টা।

এ সময়ের মধ্যে ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন না ঘটলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়। এ হিসাব রাখলেই নিরাপদ কাল পাওয়া যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঃ

Natural methods

1. Natural family planing methods are based on fertility awareness, with abstinence from intercourse during the fertile time. These methods include the basal body temperature (BBT) method, the ovulation or Billing's method, calendar rhythm method, and the sympto-themal method. The natural

www.pathagar.com

signs and symptoms (e.g. BBT, cervical mucus and menstrual bleeding) associated with the menstrual cycle are observed, recorded and interpreted to identify the fertile time.

2. Fertility awareness is basic information that helps people understand how to become pregnant and how to avoid pregnancy by abstaining from intercourse or by using barrier methods during her fertile days.

3. Couples should be advice that the methods can be most effective when intercourse occurs only after ovulation. However these methods are extremely unforgiving of imperfect use.

1. THE RHYTHM METHOD (SAFE PERIOD)

Safe period: It is the sterile period in menstrual cycle during which conception does not occur.

Fertile period: The time during which a viable egg is available for fertilization by sperm (Ref. Contraceptive Technology. 16th ed. P. 332)

A. CALENDAR RHYTHM METHOD (calendar charting)

Calendar charting allows women to calculate the onset and duration of their fertile period. Calculation of the fertile period rests on 3 assumptions (i) ovulation occurs on day 14 (+2 days) before the onset of the next menses; (ii) sperm remain viable for 2-3 days; and (iii) the ovum survives for 24 hours.

Calculation of safe period: There are two methods

1. "Minus 10, minus 20" rule: Find the longest and the shortest of the menstrual cycle. `A cycle begins on day 1 of menstrual bleeding and continues period through the day before the next period starts. Apply the minus 10, minus 20" rule-look at the fertile days chart (given below)

Use the shortest cycle to find the first fertile day by subtracting 20 days from the length of the shortest cycle.

Use the longest cycle to find the last fertile day. The latest day on which she is likely to be fertile is calculated by

www.pathagar.com

subtracting 10 days from the length of her longest cycle. For example, if the shortest cycle has been 22 days, the first fertile day will be day 2(22-20), If the longest cycle has been 28 days, the last fertile day will be day 18 (28-10)

For example, if the period start September 6 and the chart says the first fertile day will be day 6 (shortest cycle 20 days), then the first fertile day will be September 11. If the last fertile day will be day 20 (longest cycle 30 days), then the last fertile day will be September 25. In this example, the fertile days are September 11 through September 25. Rest of the days before and the after fertile period are safe period.

If your Shortest Cycle has been (# of days	your First fertile (unsafe days is	If your longest Cycle has been (# of days)	your last fertile (unsafe) days in
21*	1st Day	21*	11th Day
22	2nd	22	12th
23	3rd	23	13th
24	4th	24	14th
25	5th	25	15th
26	6th	26	16th
27	7th	27	17th
28	8th	28	18th
29	9th	29	19th
30	10th	30	20th
31	11th	31	21st
32	12th	32	22nd
33	13th	33	23rd
34	14th	34	24th
35	15th	35	25th

2. Other method of calculation of safe period:

The beginning of the fertile period can be estimated by subtracting 18 days from the shortest cycle and the end of the fertile period can be estimated by subtracting 10 days from the length of the longest cycle.

i. In a shortest menstrual cycle (28 days)

www.pathagar.com

28-18= 10th day is the first fertile day

28-10= 18th day is the first fertile day

So fertile period is from days 10 to day 18 of the cycle. All other days of the cycle before and after fertile period are the safe period.

ii. In an irregular menstrual cycle (say 26-31)

26-18= 8th day is the first fertile day

31-10= 21st day is the first fertile day

So the fertile period is from the day 8 to day 21, Rest of the days are the safe period.

Ref.

1. Contraceptive technology, Irvington 16th revised. P. 327-39.

2. Obstetrics Illustrated, 5th ed. P. 411.

৪. প্রাকৃতিক নিয়মাবলী

১. স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার নিয়ম হলো কেবল উর্বরতার সময় স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার সচেতনতা অত্যাবশ্যক। এ নিয়ম বা ধারার মধ্যে বেজালবডি টেমপারেচার (বিবিটি), ওভেশন বা বিলিং, ক্যালেণ্ডার রিদম এবং সিমটেথারমাল মেথড অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক নিদর্শন এবং লক্ষণ (বিবিটি, সারভিক্যাল মিউকাস এবং ঋতু স্রাবের রক্ত) মাসিক ঋতু স্রাবের সাইকেল দ্বারাই উর্বর সময় চিহ্নিত করা সম্ভব।

২. উর্বরতার সচেতনাতার মুখ্য হিসেব রাখলেই মানুষ বুঝতে পারবে যে, কখন স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং কিভাবে এবং কোন্ সময় সহবাস করলে মহিলারা গর্ভধারণ করবে না বা উর্বর সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় এবং উর্বর সময় স্ত্রীসহবাস করলে জরায়ু পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা বা অন্য কোনো পদ্ধতির ব্যবহার করা।

৩. স্ত্রীর গর্ভে যখন ডিম্বাণু শুক্রাণুকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে সে সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার করা উত্তম। স্বামী বা স্ত্রী যদি পিল বা কনডোম ব্যবহার করে তবেই স্ত্রী গর্ভধারণ করা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৫. রিদম মেথড (নিরাপদ সময়)

নিরাপদ সময় ঃ মাসিক ঋতু স্রাব চক্রের অনুর্বর সময়টায় স্ত্রীসহবাস করলে স্ত্রীরা গর্ভধারণ করে না বা করবে না।

www.pathagar.com

উর্বর সময় ঃ স্ত্রীর গর্ভে ডিম্বাণু যখন শুক্রাণু গ্রহণে উন্মুখ হয়ে থাকে সে সময়-কালকে উর্বর সময় বলে। ঐ সময় স্ত্রীসহবাস করা থেকে বিরত থাকা নতুবা স্ত্রীরা ঐ সময় গর্ভধারণ করবে। এ সময় সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কেবল স্ত্রীরা গর্ভধারণ করা থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ক. ক্যালেণ্ডার রিদম মেথ্ড (ক্যালেণ্ডার চার্ট)

ক্যালেণ্ডার মেথডের মাধ্যমে একজন স্ত্রীলোক কখন তার মাসিক ঋতু স্রাব আরম্ভ হয় এবং কতোদিন উর্বর সময়ের স্থায়ীত্ব থাকে তা নির্ণয় করতে পারে।

উর্বর সময় তিনটা ধারণার ওপর নির্ভরশীল ঃ

১. ডিম্বাণুর পরিপক্কতা পরবর্তী মাসিকের ১৪ দিন + ২ দিন পূর্বে।

২. শুক্রাণু ২-৩ দিন বেঁচে থাকে।

৩. ডিম্বাণু বেঁচে থাকে মাত্র ২৪ ঘন্টা।

নিরাপদ সময়ের হিসাব ঃ দুটো মেথড

মাইনাস ১০, মাইনাস ২০ পদ্ধতি ঃ মাসিক ঋতুস্রাব চক্র অল্প সময় এবং দীর্ঘ সময়। মাসিক ঋতু চক্র যদি কোনো মাসের এক তারিখ আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী মাসিক ঋতুচক্র আরম্ভ হবার এক দিন পূর্ব পর্যন্ত চলে সে ক্ষেত্রে মাইনাস ১০, মাইনাস ২০ পদ্ধতির ক্ষেত্রে উর্বরতার চার্ট লক্ষণীয়। উর্বরতার প্রথম দিন পেতে হলে অনতিদীর্ঘ চক্র ব্যবহার করে সেই অনতিদীর্ঘ চক্র থেকে ২০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার দিন পাওয়া যাবে।

সর্বশেষ উর্বর দিন বের করতে হলে দীর্ঘ চক্র ব্যবহার করতে হবে। মাসিক ঋতু স্রাব চক্রের শেষ দিন যে দিন কোনো স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করতে পারে তা থেকে ১০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার দিন পাওয়া যাবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি অনতিদীর্ঘ চক্র ২ (২২-২০) এবং দীর্ঘ চক্র ২৮ দিনের হয় তবে উর্বরতার শেষ দিন হবে ১৮ (২৮-১০)।

যদি মাসিক ঋতু চক্র ৬ সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ হয় তবে চার্ট অনুসারে প্রথম উর্বর দিন হবে ৬ দিনের দিন (অনতিদীর্ঘ চক্র ২০ দিন) তখন প্রথম উর্বর দিন হবে ১১ সেপ্টেম্বর। যদি উর্বরতার সর্বশেষ দিন ২০ দিনের দিন হয় (দীর্ঘতম চক্র ৩০ দিনের) তখন ২৫ দিনের দিন শেষ উর্বরতার দিন হবে। এ উদাহারণে দেখা যায় যে, উর্বর দিন ১১ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর। বাকী দিনগুলো নিরাপদ দিন।

www.pathagar.com

খ. উর্বরতার চার্ট ঃ (উর্বর সময় কিভাবে গণনা করা হয়)

অনতিদীর্ঘ চক্র	প্রথম উর্বর দিন (নিরাপদ নয়)	দীর্ঘতম চক্র	শেষ উর্বর দিনগুলো (নিরাপদ নয়)
২১	১ম দিন	২১	১১তম দিন
২২	২য় দিন	২২	১২ তম দিন
২৩	৩য় দিন	২৩	১৩ তম দিন
২৪	৪র্থ দিন	২৪	১৪ তম দিন
২৫	৫ম দিন	২৫	১৫ তম দিন
২৬	৬ষ্ঠ দিন	২৬	১৬ তম দিন
২৭	৭ম দিন	২৭	১৭ তম দিন
২৮	৮ম দিন	২৮	১৮ তম দিন
২৯	৯ম দিন	২৯	১৯ তম দিন
৩০	১০ম দিন	৩০	২০ তম দিন
৩১	১১তম দিন	৩১	২১ তম দিন
৩২	১২ তম দিন	৩২	২২ তম দিন
৩৩	১৩ তম দিন	৩৩	২৩ তম দিন
৩৪	১৪ তম দিন	৩৪	২৪ তম দিন
৩৫	১৫ তম দিন	৩৫	২৫ তম দিন

গ. নিরাপদ সময়ের হিসেব কাল

অনতিদীর্ঘ চক্র থেকে ১৮ দিন বিভাজন করে উর্বর সময়ের আরম্ভ কাল পাওয়া যাবে এবং দীর্ঘতম চক্র থেকে ১০ দিন বিভাজন করলেই উর্বরতার শেষ দিন পাওয়া যাবে।

ক. সংক্ষেপে মাসিক ঋতু চক্র (২৮ দিনের)

২৮-১৮ = ১০ তম দিন হলো প্রথম উর্বর দিন

২৮-১০ = ১৮ তম দিন হলো শেষ উর্বর দিন

সুতরাং উর্বরতার সময় কাল হিসাব মতো মাসিক ঋতু চক্রের ১০ থেকে ১৮ দিনের মধ্যে। এতদ্ব্যতীত মাসিক ঋতু চক্রের জন্য সকল দিনগুলো নিরাপদ।

খ. অনির্ধারিত মাসিক ঋতু চক্র (যেমন ২৬-৩১)

২৬-১৮ = ৮ তম দিন প্রথম উর্বর দিন

www.pathagar.com

৩১-১০ = ২১ তম দিন হলো প্রথম উর্বর দিন।

সুতরাং উর্বর সময় ৮ থেকে ২১। বাকী দিনগুলো নিরাপদ কাল।

সূত্র ঃ Contraceptive Technology, Irvington

16th revised P. 327-39

Obstetrics Illustrated, 5th ed. p.411

ঘ. উপসংহার

এ হিসেব থেকে দেখা যায় যে, নিরাপদ সময়ে স্ত্রীসহবাস করলে স্ত্রীরা গর্ভধারণ করে না বা করবে না। তবে দু-একটা অঘটনও ঘটতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সন্তানদের সৃষ্টি করা মনস্ত করেছেন তা হবেই। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষদেরকে বহু বিবাহ্ অর্থাৎ ৪টা পর্যন্ত বিবাহ্ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। বহু বিবাহ্ দ্বারা নিরাপদে এক স্ত্রী থেকে অন্য স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারে। এটা কেবল সামর্থ্যবানদের জন্যই প্রযোজ্য। এখন যাদের সামর্থ্য নেই এবং অশিক্ষিত তারা কি করবে। তারাও নিজদের ইচ্ছা শক্তি/যৌবিক/চাহিদা পূরণার্থে স্ত্রীসহবাস করবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রীরা গর্ভধারণ করতে বাধ্য। আর স্ত্রীর সাথে সহবাস না করতে পারলে অন্য পথ ধরবে বা বিপথে চলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে কারণে সামর্থ্যবান পুরুষ দ্বারা কোনো স্ত্রীর সাথে পক্ষপাতিত্ব করবে না এমন ব্যক্তিদেরকে দুই, তিন, চারটা বিবাহের অনুমতি আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ
مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝

"তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ্ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে। দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা করো যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"–সূরা আন নিসা ঃ ৩

জ্ঞান বুদ্ধি খাটিয়ে ধরে নিতে হবে যে, কোনো সামর্থবান পুরুষ লোকের জীবিত অবস্থায় দুই, তিন, বা চার স্ত্রী থাকলে নিরাপদ সময়কালে এক স্ত্রী থেকে অন্য স্ত্রীর নিকট গমন করতে পারে। যাতে কোনো স্ত্রীই গর্ভধারণ করবে না। তবে আল্লাহ্ তার ভাগ্যে যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা হবেই

www.pathagar.com

হবে। কোনো পুরুষের স্ত্রী থাকলে তাকে আযল করার প্রয়োজন হবে না, বা গর্ভপাতও ঘটাতে হবে না, কোনো খারাপ কাজেই জড়িয়ে পড়তে হবে না। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে চললে সবারই মঙ্গল হবে।

কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ص

"স্ত্রীরা পুরুষের পরিচ্ছদ এবং পুরুষরা স্ত্রীদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা নিজদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সহিত সংগত হও এবং আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭

যদিও কুরআনে সিয়ামের রাত্রির কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আবার স্ত্রীদেরকে পুরুষের পরিচ্ছদ এবং পুরুষদেরকে স্ত্রীদের পরিচ্ছদ বলা হয়েছে। অপর দিকে বলা হয়েছে যে, তিঁনি (আল্লাহ্) জানতেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতি অবিচার করছিলে। যদিও এখানে অবিচার হবার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু দুগ্ধপোষ্য সন্তান থাকা অবস্থায় দু-বছর পুনঃ সন্তান না নেয়ারও ঘোষণা আছে। এ অবস্থায় দুগ্ধপোষ্য মাতার সাথে সহবাস করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। যদি তা না হয় তবে উপরোক্ত আয়াতের মতো স্পষ্ট করে ঘোষণা থাকা উচিত ছিলো যে ঐ সময় স্বামী স্ত্রী কি করবে বা কিভাবে মিলবে। স্বামী স্ত্রী সহবাস করলেইতো স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসবে। ধনী হোক আর গরীব হোক সবারই কাম উদ্দীপনা আছে। তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং এ সময়টাতে কিভাবে স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। হয়তো আযল করতে হবে অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়তো আল্লাহ্ তায়ালা অসুন্তষ্ট হবেন না। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের প্রতিও অবিচার পছন্দ করেন না। এ সকল চিন্তা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও তত্ত্বোপদেষ্টাগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম গাজ্জালী তাদের মধ্যে অন্যতম।

www.pathagar.com

অনেকে আবার গর্ভপাতকে নিষিদ্ধ করেছেন। আবার কেউ কেউ ১২০ দিন পূর্বে অর্থাৎ ভ্রূণে আত্মা আসার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভপাত করা যায় বলে মতামত দিয়েছেন। তবে অনেকেই গর্ভধারণের ৪০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আবার স্ত্রীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হলে যে কোনো সময়ই গর্ভপাত করানোর পক্ষে সকলেই মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তা আল্লাহর বিধানে হবেই, তাতে কোনো নরচর হবে না। নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট স্থানে তা ঘটবেই। যেমন স্ত্রী সহবাস কালে পুরুষের দেহ থেকে শুক্রাণু নির্গত হয় তাতে কয়েক লক্ষ স্পার্ম থাকে কিন্তু এর ভিতর থেকে কেবল একটা স্পার্ম স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর সাথে আটকিয়ে উর্বরতা প্রাপ্ত হয় বাকীগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরিশেষ ১০ মাস ১০ দিন পর বাচ্চা প্রসবিত হয়। এটাতো কেবল আল্লাহর হুকুমেই ঘটে থাকে বা হয়ে থাকে এর উপর মানুষের কোনো হাত নেই। আর স্খলিত প্রতিটি স্পার্ম হতে যদি বাচ্চা গর্ভধারণ হতো তাহলে একটা মায়ের পেট থেকে লক্ষ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিতো। কিন্তু এটা কেবল আল্লাহরই বিধান যে যতোই স্পার্ম স্খলিত হোক না কেন কেবল একটাই বাচ্চা হবে। তাই আমরা যতোই চিন্তা করি না কেনো যা ঘটার তা ঘটবেই একে কোনোক্রমে রোধ করা যাবে না। আর মা গর্ভবতী হলে ৯-১০ মাস স্ত্রী সহবাসকালে যে শুক্রাণুগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় তাতেওতো সন্তান হত্যা হয় সে ব্যাপারে কুরআন বা হাদীসের কোনো উল্লেখ নেই বা কোনো তত্ত্বোপদেষ্টাগণও এ ব্যাপারে কোনো মতামত দেননি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ঃ

ক. বিবাহ

খ. বিবাহের বয়স

গ. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উৎকর্ষতা

ঘ. বিবাহ, দাম্পত্য জীবন

ঙ. সন্তান প্রসব ও স্তন্যপান

চ. রক্তের সম্পর্কে কাকে বিবাহ করা যাবে এবং কাকে যাবে না।

ছ. তালাক, ইলা

জ. বন্ধ্যা, নপুংস, বংশ বৃদ্ধি, শুক্রাণু ও ডিম্বাণু প্রবৃত্তি

ঝ. ঋতু স্রাব

ঞ. নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক এবং শাস্তির বিধান

ট. নারী পুরুষের অধিকার

www.pathagar.com

ঠ. খোর পোষ

ড. পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ইত্যাদি।

ঢ. পুরুষের চার জন পর্যন্ত বিবাহ করার এখতিয়ার আছে, যদি ঐ পুরুষ বা কোনো পুরুষ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

পৃথিবীতে যতো সন্তান আসার তা আসবেই তাকে কোনো রকম বাধার সৃষ্টি করে ঠেকানো যাবে না। যদি তাই বিশ্বাস করি তবে আযল করতে কোনো বাধা আসে কি? হয়তো আযল করা দ্বারা সহবাসের শান্তি ও আরাম নষ্ট হয়। কিন্তু এ অবস্থায় স্পার্ম স্ত্রীর গর্ভাশয়ে পৌছে না। অন্যদিকে রাসূল করীম স.-ও আযল করাকে অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণকে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করেননি। এর কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আযল সমন্ধে যে সকল হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটা বর্ণনাতে একটু আধটুকু কম বেশী বা কম বক্তব্য আছে, তবে প্রত্যেকটা হাদীসেই আযল করাকে নিশ্চিত করেছে। শুধু একটা দুটো হাদীসে ওটা না করলেই কি নয় বলা হয়েছে, তবে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়নি। আযল করা বা না করার ব্যাপারে কুরআনেও কোনো আয়াত উদ্ধৃত নেই। তবে সন্তান-সন্ততি হোক সেটা আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সন্তান জন্ম গ্রহণ করা নির্দিষ্ট আছে তার জন্ম হবেই। কারো সন্তান হওয়া না হওয়া এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ থেকে বুঝা যায় যে আযল করলেও যা হবে আর না করলেও তাই হবে। এতে কোনো রকম ব্যতিক্রম হবে না।

পবিত্র কুরআনে বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ط

"স্তন্যপানকাল পূর্ণ করতে চাহে তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু-বছর স্তন্যপান করাবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩

এখানে সন্তানকে মায়ের স্তন্যপান অবস্থায় পুনঃ গর্ভধারণ না করারও তাগিদ আছে। যাতে বাচ্চাদের এবং মায়ের স্বাস্থ্য হানী না ঘটে। তাতে বুঝা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক গোলাম আযম তার পুস্তক "যুক্তির কষ্টি পাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ"

www.pathagar.com

নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে, "আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি এমন এক জ্ঞান যা পূর্বে জানা ছিল না। এখন জানা থাকার কারণে এ পদ্ধতি চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা মোটেই দূষণীয় হতে পারে না" পদ্ধতিটা নিজে মন্দ নয়। মন্দ উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা অবশ্যই দূষণীয়। বিজ্ঞানের কোনো অবদানই মন্দ নয়, এর অন্যায় ব্যবহারই মন্দ। জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি নিষিদ্ধই হতো তাহলে এ ব্যাপারে অন্য সকল বিষয়ের মতো কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতো। তবে কুরআনে চারটা পর্যন্ত বিবাহের কথা উল্লেখ আছে। বহু বিবাহের কারণে নিরাপদ সময় এক স্ত্রীর থেকে অন্য স্ত্রী ব্যবহার করতে পারে। এবং তাতে কোনো রকমই অসুবিধা থাকার কথা নয়। এ বিষয়ে কুরআনের সূরা বাকারা ২৩৩ আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ আয়াত এবং সূরা আহকাফ-এর ১৫ আয়াত বিশ্লেষণ করলেই জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বা না করার যথার্থতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। আর জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি নিষিদ্ধই হতো তাহলে নিশ্চয়ই কুরআনে অন্য সকল বিষয়ের মতো এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ থাকতো। তবে যেখানে কুরআনে বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে সেখানে ধরা যায় যে, ক্ষেত্র বিশেষ চিকিৎসাবিদদের পরামর্শক্রমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। পাঠকবৃন্দ উপরোক্ত তিনটি আয়াতকে এক সাথে বিচার বিশ্লেষণ করেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন বলে আশা করি। অপরপক্ষে ভ্রূণের মধ্যে রূহ প্রবেশ করানো হলে ভ্রূণ যখন মানব স্তরে পৌঁছে যায় অর্থাৎ ১২০ দিন পর গর্ভপাত করানো শরীয়াহ আইন বিরোধী। তবে মাতার অবস্থা মরণাপন্ন হলেই কেবল গর্ভপাত ঘটানোর অনুমতি আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবস্থার চাপে বন্ধ্যাত্ব করণ করা শরীয়াহ পরিপন্থী। ইসলামী সমাজ ইহা আল্লাহকে এবং আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করার সামিল মনে করে। কোনো অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়াহ আইনে গর্ভ ভাড়া দান, গর্ভপাত, গর্ভাশয় ভাড়া খাটানো কোনোক্রমেই আইনসম্মত নয়। কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। এটা ব্যভিচার ও যিনার সামিল।

❑

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফহীমুল কুরআন ঃ
আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.।

২। আল কুরআনুল করিম ঃ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩। সহীহ্ আল বুখারী ঃ
বাংলা অনুবাদ, আবদুল মন্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৪। মুসলিম শরীফ ঃ
বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

৫। মেশকাত শরীফ ঃ
বাংলা অনুবাদ মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

৬। জামে আত তিরমিযী ঃ
বাংলা অনুবাদ মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা।

৭। কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ ঃ
ডাঃ মুহাম্মদ আলী আলবার-রূপান্তর প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল হক এবং ডাঃ সারওয়াত জাবীন।

৮। ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ঃ
সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ ঃ আব্দুল খালেক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৯। যুক্তির কষ্টি পাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ ঃ
অধ্যাপক গোলাম আযম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১০। কুরআন সূত্র ঃ
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ একাডেমী, ঢাকা।

১১। তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা ঃ
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, অনুবাদ-ওয়ারেসুল হক, শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার, ঢাকা।

BIBLIOGRAPHY

1. Abdur Rahim MA. Mohammadan Jurisprudence. All Pakistan Legal Decision.

www.pathagar.com

2. Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Abortion, Birth Control and Surrogate Parenting, An Islamic Perspective. 1989.
3. Alan Gray et al. Summary report on Traditional Family Planning in Bangladesh in Collaboration of NIPORT, ICDDR,B, ACP, USAID. Dhaka.
4. ACSC International. Norplant R Implants Guidelines for Family Planning Service Programs. 2nd Ed. AVSC International.
5. Batrand Russel. Principles of Social Reconstruction.
6. Board of Researchers. Science indications in The Holy Quran. Islamic Foundation Bangladesh.
7. Ericsson. Getting Pregnant in 1980s California, University of California Press.1982
8. Farzanen Roudi Fahimi. Islam and Family Planning. Population reference Bureau.
9. Ghysuddin Ahmed. Women Rights and Family value: Islam and Modern Perspectives. ERA Enterprise. Savar. Bangladesh.
10. Irvington. Contraceptive Technology. 16th Ed. revised
11. Islamic laws and Judiciary-Islamic Law, Research and Legal AID, Bangladesh.
12. Mahmood Tahir. Family Planning.
13. Maurice Bucaile. What is the Origin of Man. 9th Ed. Paris. 1983
14. Muhammed Shahidullah. Family Planning and Islam.
15. Muhammad Qutub. Islam the Understood Religion. Stuttgart. Erast Klett Printers. 1977
16. Muhammed Ali Al Bar. Embryological Data in The Holy Quran in the Abstract of the 8th Saudi Medical Conference, Riyadh, national Guard Printing Press. King Khaled Military Academy, 1983
17. Muhammed Fazlur Rahman Ansari. Foundation of Faith. World Federation of Islamic Mission. Karachi. 1974

www.pathagar.com

18. Muhammed Mekki Nauri. "A View of Family Planning in Islam Legislation" in Muslim Altitudes Town. Family Planning Ed. Olovia Schieffelin. New york. The Population council. 1973

19. Muhammed Valibhai Merchant. Quranic Laws. Sharif Publication, Lahore

20. Muhammad Ali. The Religion of Islam. The Ahamdiyat Anjuman, Shai'at Islam. Lahor, Pakistan

21.Obstetrics IIlustrated. 5th Ed

22. Paul Ehrlich, Ame H Ehrlich. Population resources Environment

23. Professor Abdel Rahim Omran. Famil Planning in the Legacy of Islam. UNPF. pvt Ltd. 1985

24. R. Leibowtz. The facts of Infertility. Living and loving. Durbun: Republican Press Pvt Ltd. 1985

25. Roles of Women in Muslim Countries. Mansingh Das, M D publications Pvt Ltd. New Delhi

26. Row. Womb Leasing Causes. The natal Mercuty. 1984

27. Sayed Abul Mawdudi. Birth Control Management

28. Yusuf Al Qaradawai. The and Prohihited in Islam

29. Irvington, Contraceptive technology 16th Ed.

30. Obsetetrics Illustrated, 5th Ed

❐

www.pathagar.com

www.pathagar.com